

महाभारतम्

महर्षि-श्रीकृष्णद्वैपायनवेदव्यास-प्रणीतम्

शल्यपर्व

२९

दर्शनाचार्य-

श्रीमन्नीलकण्ठकृतया भारतभावदीप-

समाख्या टीकया

महामहोपाध्याय-भारताचार्य-महाकवि-पद्मभूषणेन

श्रीमद् हरिदाससिद्धान्तवागीशभट्टाचार्येण प्रणीतय

भारतकौमुदीसमाख्या टीकया तत्कृत-

वङ्गानुवादेन च सहितम्

विश्ववाणी प्रकाशनी

कलिकाता-९

প্রথম প্রকাশ : ১৩৪২ বঙ্গাব্দ
দ্বিতীয় সংস্করণ : মাঘ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১/বি, গোয়াবাগান স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

নিবেদন

করণাময় পরমেশ্বরের করুণায় শাস্তিগর্ভ প্রকাশিত হইল ; কিন্তু এই শাস্তিগর্ভ যেমন অতি বৃহৎ, তেমন ইহার প্রকাশে আমার অশাস্তিও অতি বৃহৎই হইয়াছে। কারণ, শাস্তিগর্ভ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকিল, ইউরোপীয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তীব্রতাও ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ; তাহার ফলে সকল দ্রব্যের মূল্য এবং লোকজনের বেতন প্রভৃতিও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ; সহসা বাজারে কাগজ একেবারে অপ্রাপ্য হইয়া গেল। তাহাতে বাধ্য হইয়াই পাঁচ বৎসর বাবৎ ছাপা বন্ধ রাখিতে হইল। তৎকালে অনেক গ্রাহক পরলোকগমন করিলেন, অনেকে বিভিন্ন স্থানে চলিয়া গেলেন এবং বহু গ্রাহক অসহিষ্ণু হইয়া মহাভারতের খণ্ড লওয়া বন্ধ করিলেন। সম্ভবতঃ পাঠকমহোদয়গণের জানা আছে যে, আমি একক এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কোন ধনী লোকও আমার পিছনে নাই ; অগতঃ পূর্বোক্ত কারণে গ্রাহকগণপ্রদত্ত অর্পণও অভাব ঘটিল এবং মুদ্রণব্যয়ও পূর্বাপেক্ষা পাঁচ ছয় গুণ বাড়িয়া গেল। এই সময়ে আমি বিষম বিপদে পড়িলাম, অথচ অবশিষ্ট কতিপয় গ্রাহকের নিকট সঙ্গত অভিযোগ এবং মুদ্রণ ত্রুটিরও শুনিতে থাকিলাম। তখন আশায় উপর নির্ভর করিয়া অদম্য উত্তম সহকারে লেখা চালাইতে লাগিলাম এবং কাগজ পাইবার সম্ভব হইলে ব্রাহ্মণোচিত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আবার ছাপাইতে আরম্ভ করিলাম ; কিন্তু মুদ্রণব্যয় প্রায় চতুর্গুণ হইতে লাগিল, তাহাতে প্রতি খণ্ডের মূল্য এক টাকার স্থলে দেড় টাকা করা হইল। আশা করি গ্রাহকগণ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন না।

মহাভারতের মধ্যে এই শাস্তিগর্ভ যেমন সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, তেমনই সর্বাপেক্ষা অধিক বৈচিত্র্যময় এবং মাহুশের প্রয়োজনীয়। কারণ, ইহাতে রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতি প্রভৃতি সমস্ত নীতিই রহিয়াছে এবং অনভিমত দর্শনগুলির অন্তিমতও খণ্ডিত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে এই বিষয় আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক যে, নাত্তিকদর্শন স্বয়ং বৃহস্পতির আবিষ্কৃত বলিয়া উহাকে বর্হস্পত্যদর্শনও বলা হয়। সুতরাং উহা অতি প্রাচীন। ভারতীয় জ্যোতিষের সুপ্রসিদ্ধ রাজা দশরথের সহিত বৌদ্ধগণের আলাপ জাতকগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। বেদান্তদর্শনের শাকরভাষ্যের টীকা ‘ভামতী’ গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন—“অনাদি-সিদ্ধোহয়ঃ সম্প্রদায়ঃ।” অতএব বৌদ্ধদর্শনও অন্ত্যন্ত প্রাচীন ; বিশেষতঃ গোতমের হায়, কণাদের বৈশেষিক, কপিলের সাংখ্য এবং পতঞ্জলির যোগদর্শন পূর্ব পূর্ব যুগে আবিষ্কৃত বলিয়া বেদব্যাস অপেক্ষা যে প্রাচীন, তাহা নিরীকবাদে খীকার করিতে হইবে। তবে, বেদব্যাসেরই শিষ্য জৈমিনি যে পূর্বস্মীমাংসাদর্শন রচনা করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন না হইলেও বেদব্যাসের সমসাময়িক বলিবার পক্ষে কোন বাধা নাই। অতএব বেদব্যাস এই মহাভারতের নানা স্থানে যে নাত্তিক-মতের দ্বন্দ্ব ও আদিপর্বে প্রথম অধ্যায়ে “দুস্তমদুস্তমক কপণকমদ্রাকীং” বলিয়া কপণকাণ্য

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

—:--:—

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

হতেষু সর্বসৈন্যেষু পাণ্ডুপুত্রৈ রণাজিরে ।
মম সৈন্যাবশিষ্টান্তে কিমকুর্বত সঞ্জয় ! ॥১॥
কৃতবর্ষা কৃপশ্চৈব দ্রোণপুত্রশ্চ বীর্যবান্ ।
দুর্যোধনশ্চ মন্দাত্মা রাজা কিমকরোত্তদা ॥২॥

সঞ্জয় উবাচ ।

সংপ্রভবৎসু দারেষু ক্ষত্রিয়াণাং মহাত্মনাম্ ।
বিদ্রুতে শিবিরে শূন্যে ভূশোদ্বিঘাত্তয়ো রথাঃ ॥৩॥
নিশম্য পাণ্ডুপুত্রাণাং তদা বিজয়িনাং স্বনম্ ।
বিদ্রুতং শিবিরং দৃষ্ট্বা সায়াহ্নে রাজগৃহ্নিনঃ ।
স্থানং নারোচয়ন্তত্ৰ ততস্তে হৃদমভ্যয়ুঃ ॥৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

হতেষিতি । রণাজিরে সমরাজনে । সৈন্যে অবশিষ্টাঃ সৈন্যাবশিষ্টাঃ ॥১॥

কৃতেষিতি । মন্দাত্মা অল্পবুদ্ধিঃ, যথার্থাবধারণাক্ষমত্বাৎ ॥২॥

সমিতি । সংপ্রভবৎসু হস্তিনাং প্রীতি ধাবৎসু । বিদ্রুতে উপপ্লুতে । রথা রথিনঃ ।
স্বনমানন্দকোলাহলম্ । রাজগৃহ্নিনো দুর্যোধনপ্রাপ্ত্যভিলাষিণঃ । ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩—৪॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—‘সঞ্জয় ! পাণ্ডবেরা রণস্থলে আমার সমস্ত সৈন্য নিহত করিলে, সৈন্যের অবশিষ্ট লোকেরা কি করিল ? ॥১॥

কৃতবর্ষা, কৃপাচার্য্য, বলবান্ অশ্বখামা এবং অল্পবুদ্ধি রাজা দুর্যোধনই বা তখন কি করিলেন ? ॥২॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘সায়াহ্নকালে মহাবল ক্ষত্রিয়গণের ভার্য্যারা শিবির হইতে হস্তিনানগরের দিকে বেগে প্রস্থান করিলে এবং শূন্য শিবিরগুলি উপপ্লুত অবস্থায় থাকিলে, রাজহিঁতৈবী সেই তিন রথী বিজয়ী পাণ্ডবগণের আনন্দ কোলাহল শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া এবং শিবিরগুলিকে উপপ্লুত দেখিয়া, সেস্থানে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না; পরে তাঁহারা দ্বৈপায়নহৃদয়ের দিকে গমন করিলেন ॥৩—৪॥

(১)…সামকাস্তাবশিষ্টান্তে…নি । (৩) প্রোভবৎসু চ দারেষু…পি ।

যুধিষ্ঠিরোহপি ধৰ্ম্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রণে ।
 হৃষ্টঃ পর্যাচরদ্রোজন ! হুর্যোধনবধেষ্পনয়া ॥৫॥
 মার্গমাণাস্ত সংক্রুদ্ধাস্তব পুত্রং জয়ৈষিণঃ ।
 যত্নতোহশ্বেষমাণাস্ত নৈবাপশ্যন্ জনাধিপম্ ॥৬॥
 স হি তীত্রেণ বেগেন গদাপাণিরপাক্রমৎ ।
 তং হৃদং প্রাবিশচ্চাপি বিষ্টিভ্যাপঃ স্বমায়য়া ॥৭॥
 যদা তু পাণ্ডবাঃ সৰ্বে স্থপরিশ্রাস্তবাহনাঃ ।
 ততঃ শশিবিরং প্রাপ্য ব্যতিষ্ঠন্ত সৈনিকাঃ ॥৮॥
 ততঃ কৃপশ্চ দ্রৌণিশ্চ কৃতবৰ্ম্মা চ সাস্বতঃ ।
 সন্নিবিষ্টেষু পার্শ্বেষু প্রয়াতাস্তং হৃদং শনৈঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

যুধীতি । হৃষ্টো জয়লাভেনানন্দিতঃ ॥৫॥

মার্গেতি । মার্গমাণা অগ্নিগন্ত আসন্ । জনাধিপং হুর্যোধনম্ ॥৬॥

স ইতি । বিষ্টিভ্য সংশ্লভ্য, অপো হৃদজলম্ ॥৭॥

যদেতি । স্থপরিশ্রাস্তবাহনা হুর্যোধনাদ্বেষণায় সৰ্ব্বতো বিচরণাৎ ॥৮॥

তত ইতি । দ্রৌণিরশ্বখামা, সাস্বতঃ সাস্বতবংশীয়ঃ ॥৯॥

রাজা ! ধৰ্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরও ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া, হুর্যোধনকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া, হৃষ্টচিত্তে রণস্থলের সৰ্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৫

সেই জয়াভিলাষী পাণ্ডবেরা ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার পুত্রকে অদ্বৈষণ করিলেন ; কিন্তু যত্নপূর্ব্বক অদ্বৈষণ করিয়াও রাজা হুর্যোধনকে দেখিতে পাইলেন না ॥৬॥

কারণ, রাজা হুর্যোধন গদা হস্তে গুরুতর বেগে রণস্থল হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন এবং আপন কৌশলক্রমে হৃদের জল স্তব্ধ করিয়া, সেই দ্বৈপায়নহৃদে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥৭॥

হুর্যোধনকে অদ্বৈষণ করিতে থাকায় যখন পাণ্ডবগণের বাহনগুলি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল, তখন তাঁহারা সৈন্যগণের সহিত আপন শিবিরে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৮॥

পাণ্ডবেরা আপন শিবিরে সন্নিবিষ্ট হইলে, কৃপাচার্য্য, অশ্বখামা এবং সাস্বত-বংশীয় কৃতবৰ্ম্মা সেই দ্বৈপায়নহৃদের নিকটে ধীরে ধীরে গমন করিলেন ॥৯॥

(৫)...পর্যাপতদ্রোজন !...নি । (৬) মার্গমাণাস্ত সংক্রুদ্ধাস্তব পুত্রাপ্রিয়ৈষিণঃ...পি ।

(৭) যদা হুর্যোধনো যুদ্ধং ত্যজ্য পত্যাং পরাক্রমৎ...নি । (৯)...সন্নিবিষ্টেষু সৈন্তেষু...হৃদং রথৈঃ...পি ।

তে তং হৃদং সমাসাশ্র যত্র শেতে জনাধিপঃ ।
 অভ্যভাষন্ত দুর্দ্ধৰং রাজানং স্পৃগুমন্তসি ॥১০॥
 রাজন্ ! উত্তিষ্ঠ যুদ্ধ্যস্ব সহাস্মাভিযুঁধিষ্ঠিরম্ ।
 জিহ্বা বা পৃথিবীং ভুঙ্কু হতো বা স্বৰ্গমাগ্নুহি ॥১১॥
 তেষামপি বলং সৰ্বং হতং দুৰ্য্যোধন ! হুয়া ।
 প্রতিবিদ্ধাশ্চ ভূয়িষ্ঠং যে শিষ্টাস্তত্র সৈনিকাঃ ॥১২॥
 ন তে বেগং বিষহিতুং শক্তাস্তব বিশাংপতে ! ।
 অস্মাভিরভিগুপ্তস্ব তস্মাদুত্তিষ্ঠ ভারত ! ॥১৩॥
 দুৰ্য্যোধন উবাচ ।

দিষ্ট্যা পশ্যা বো মুক্তানীদৃশাং পুরুষক্ষয়াৎ ।
 পাণ্ডুকৌরবসম্মদাজ্জীবমানান্ নরর্ষভান্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । শেতে শয়িতবশিষ্ঠেষ্টিষ্ঠতি, জনাধিপো দুৰ্য্যোধনঃ ॥১০॥
 রাজন্রিতি । জিহ্বা পাণ্ডবানিতি শেষঃ ॥১১॥
 তেষামিতি । প্রতিবিদ্ধাঃ ক্ষতবিক্ষতীকৃতাঃ, ভূয়িষ্ঠং বহুলম্, শিষ্টা অবশিষ্টাঃ ॥১২॥
 নেতি । বেগমাক্রমণস্ত । অভিগুপ্তস্ত সর্বতো রক্ষিতস্ত ॥১৩॥
 দিষ্ট্যেতি । দিষ্ট্যা ভাগ্যেন । পুরুষাণাং ক্ষয়ো যস্মিন্ তস্মাৎ ॥১৪॥

দুৰ্য্যোধন যাহাতে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন, কৃপাচার্য্যপ্রভৃতি সেই হ্রদের নিকটে যাইয়া, জলস্থিত দুর্দ্ধৰ দুৰ্য্যোধনকে বলিলেন—৥১০॥

‘রাজা ! আপনি জল হইতে উঠুন এবং আমাদের সহিত মিলিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ করুন ; তার পর হয়—জয়লাভ করিয়া রাজ্য ভোগ করুন, না হয়—নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করুন ॥১১॥

মহারাজ ! আপনি তাহাদেরও প্রায় সমস্ত সৈন্যই সংহার করিয়াছেন এবং যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহারাও ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রহিয়াছে ॥১২॥

সুতরাং ভারতনন্দন নরনাথ ! আমরা আপনাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে থাকিলে, তাহারা আপনার আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না, অতএব আপনি উঠুন’ ॥১৩॥

দুৰ্য্যোধন বলিলেন—‘বীরগণ ! আপনারা এইরূপ বীরক্ষয়জনক কুরু-পাণ্ডব-

বিজেষ্যামো বয়ং সৰ্বে বিশ্রাস্তা বিগতক্লমাঃ ।
 ভবন্তুশ্চ পরিশ্রাস্তা বয়ঞ্চ ভূশবিক্রতাঃ ।
 উদীৰ্ণঞ্চ বলং তেষাং তেন যুদ্ধং ন রোচয়ে ॥১৫॥
 ন ত্বেতদদ্ভুতং বীরা ! যদ্বো মহদিদং মনঃ ।
 অস্মাস্থ চ পরা ভক্তির্ন তু কালঃ পরাক্রমে ॥১৬॥
 বিশ্রাম্যেকাং নিশামত্ভ ভবন্তিঃ সহিতো রণে ।
 প্রতিযোৎসাম্যাহং শক্রন্ যো ন মেহস্ত্যত্রে সংশয়ঃ ॥১৭॥
 সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্তোহব্রবীদ্ভ্রোণী রাজানং যুদ্ধহুর্মদম্ ।
 উত্তীৰ্ণ রাজন্ ! ভদ্রং তে বিজেষ্যামো রণে পরান্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

বিজেষ্যাম ইতি । উদীৰ্ণং জয়লাভেনোৎসাহসম্পন্নম্ । যট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৫॥
 নেতি । মহৎপ্রভোরূপচিকীৰ্ষাবশাদ্দারম্ ॥১৬॥
 বিশ্রাম্যেতি । স্বঃ পরদিনে, “স্বঃ পরস্বঃ পরেহহনি” ইত্যমরঃ ॥১৭॥
 এবমিতি । তে ভব ভদ্রং মঙ্গলমস্থিতি শেষঃ ॥১৮॥

যুদ্ধ হইতে ভাগ্যবশতই জীবিতাবস্থায় মুক্তিলাভ করিয়াছেন এবং আমিও
 ভাগ্যবশতই আপনাদিগকে দেখিতে পাইলাম ॥১৪॥

আমরা সকলে বিশ্রাম ও ক্লান্তি দূর করিয়া যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করিব ;
 আপনারাও পরিশ্রাস্ত হইয়াছেন, আমিও গুরুতর ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছি এবং
 পাণ্ডবগণের সৈন্যেরাও উৎসাহে উদ্ধত হইয়াছে । অতএব আমি আজ আর যুদ্ধ
 করিতে ইচ্ছা করি না ॥১৫॥

বীরগণ ! আপনাদের মন যে এইরূপ উদার এবং আমার উপরে পরম
 অনুরাগ—ইহা আশ্চর্য্য নহে ; কিন্তু এটা পরাক্রম প্রকাশ করিবার সময়
 নয় ॥১৬॥

অতএব আজ একটা রাত্রি মাত্র বিশ্রাম করিয়া, কল্য আপনাদের সহিত মিলিত
 হইয়া যুদ্ধ করিব, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই ॥১৭॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘হৃর্যোধন এইরূপ বলিলে, অশ্বখামা যুদ্ধহুর্ধ্ব হৃর্যোধনকে
 বলিলেন—‘রাজা ! তুমি জল হইতে উঠ, তোমার মঙ্গল হউক, আমরা যুদ্ধে
 শত্রুগণকে জয় করিব ॥১৮॥

(১৬)....অস্মাস্থ চ পরা শক্তিঃ....নি । (১৭)....যো নরৈস্ত্ব ন সংশয়ঃ—পি, যো ন ত্রাজ
 শ্রমো মম....নি ।

ইষ্টাপূৰ্ণেন দানেন সত্যেন চ জপেন চ ।
 শপে রাজন্ ! যথা হৃদ্য নিহনিষ্যামি সোমকান্ ॥১৯॥
 মাম্ম যজ্ঞকৃতাং প্রীতিং প্রাপ্নুয়াং সজ্জনোচিতাম্ ।
 যদীমাং রজনীং ব্যুষ্ঠাং ন নিহন্মি পরান্ রণে ॥২০॥
 নাহত্বা সৰ্ব্বপাঞ্চালান্ বিমোক্ষ্য কবচং বিভো ! ।
 ইতি সত্যং ব্রবীম্যেতত্তন্মে শৃণু জনাধিপ ! ॥২১॥
 তেষু সন্তাষমাণেষু ব্যাধাস্তং দেশমাযযুঃ ।
 মাংসভারপরিভ্রাস্তাঃ পানীয়ার্থং যদৃচ্ছয়া ॥২২॥
 তে হি নিত্যং মহারাজ ! ভীমসেনস্ত লুৰ্দ্ধকাঃ ।
 মাংসভারানুপাজ্জহুৰ্ভুক্ত্যা পরময়া বিভো ! ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

ইষ্টেতি । ইষ্টম্ অগ্নিহোত্রাদি চ, পূৰ্ণং কুপনির্দ্বাণাদি চ তেন । শপে শপথং কৰোমি ॥১৯॥

মাম্মেতি । ব্যুষ্ঠাং প্রভাতাং প্রাপ্যেতি শেষঃ ॥২০॥

নেতি । বিমোক্ষ্য দেহাদ্ভ্রংশমিষ্যামি ॥২১॥

তেষিতি । সন্তাষমাণেষু পরম্পরমিথং ক্রবৎসু । যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

হতেষিতি । “হতেষু সৰ্ব্বসৈন্তেষু পাণ্ডুপুত্রৈ রণাজিরে” ইত্যারভ্য “শোকসংবিগ্নমনস-
 শ্চিন্তাধ্যানপরাভব”ম্ৰিত্যন্তঃ শল্যপৰ্কশেষে । গদাপৰ্কাখ্যন্তস্ত তাত্পৰ্য্যম্—সৰ্কনাশেপি
 জীবিতং হৃত্যজম্, পরাভূতমপি শত্রুং শূরা ন ত্যজন্তীতি চ ॥১—১৯॥ যজ্ঞকৃতাং প্রীতিং

রাজা ! অগ্নিহোত্রপ্রভৃতি যজ্ঞ, কুপখননাদি কাৰ্য্য, দান, সত্যব্যবহার ও
 মন্ত্ৰ জপে আমার যে ধৰ্ম্ম হইয়াছে, তাহাদ্বারা আমি শপথ করিতেছি যে, অতাই
 সোমকগগকে সংহার করিব ॥১৯॥

আমি যদি এই রাত্রিপ্রভাতে শত্রুগগকে সংহার করিতে না পারি, তাহা
 হইলে আমি যেন সজ্জনোচিতযজ্ঞজনিত প্রীতিলাভ না করি ॥২০॥

নরনাথ রাজা ! আমি সমস্ত পাঞ্চালকে সংহার না করিয়া কবচ ত্যাগ করিব
 না, ইহা আমি সত্য বলিতেছি, তাহা তুমি শুনিয়া রাখ’ ॥২১॥

ঠাঁহারা পরম্পর এইরূপ কথোপকথন করিতে থাকিলে, কতকগুলি ব্যাধ
 মাংসভারবহনে পরিভ্রাস্ত হইয়া জলপান করিবার জন্ত ঈশ্বরেচ্ছা ক্রমে সেইস্থানে
 আগমন করিল ॥২২॥

তে তত্রাধিষ্ঠিতাস্তেষাং সর্বং তদ্বচনং রহঃ ।
 দুৰ্য্যোধনবচশ্চৈব শুশ্রুবুঃ সঙ্গতা মিথঃ ॥২৪॥
 তেহপি সৰ্বে মহেষাশা অযুদ্ধার্থিনি কৌরবে ।
 নিবন্ধং পরমং চক্ৰুস্তদা বৈ যুদ্ধকাজ্জিগং ॥২৫॥
 তাংস্তথা সমুদীক্ষ্যাথ কৌরবাণাং মহারথান্ ।
 অযুদ্ধমনসৈশ্চৈব রাজানং স্থিতমস্তসি ॥২৬॥
 তেষাং শ্রুত্বা চ সংবাদং রাজতশ্চ সলিলে সতঃ ।
 ব্যাধা হৃজানন্ রাজেন্দ্র ! সলিলস্থং হৃযোধনম্ ॥২৭॥ (যুগ্মকম্)
 তে পূৰ্ব্বং পাণ্ডুপুত্রেণ পৃষ্ঠা হ্যাসন্ স্ততং তব ।
 যদৃচ্ছোপগতাস্তত্র রাজানং পরিমার্গতা ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । লুক্কা ব্যাধাঃ । মাংসানাং ভারান্ সমূহান্ । উপাজহ দ্ধুঃ ॥২৩॥
 ত ইতি । রহো নির্জনে । মিথঃ পরস্পরম্, সঙ্গতা মিলিতাঃ ॥২৪॥
 ত ইতি । মহেষাশা মহাধনুর্ধরাজয়ঃ । কৌরবে দুৰ্য্যোধনে । নিবন্ধমাগ্রহম্ ॥২৫॥
 তানিতি । অযুদ্ধমনসং তদ্ভিন এব যুদ্ধমকর্তুমিচ্ছন্তম্ । সতঃ স্থিতস্ত ॥২৬—২৭॥
 ত ইতি । পাণ্ডুপুত্রেণ যুধিষ্ঠিরেণ । স্ততং দুৰ্য্যোধনম্ । তত্র যুধিষ্ঠিরাস্তিকে, রাজানং
 দুৰ্য্যোধনম্ । পরিমার্গতা অবিম্বতা ॥২৮॥

প্রভু মহারাজ ! সেই ব্যাধেরা প্রত্যহ যাইয়া পরমভক্তিসহকারে ভীমসেনকে
 প্রচুর মাংস উপহার দিত ॥২৩॥

সেই ব্যাধেরা পরস্পর মিলিত হইয়া সেখানে থাকিয়া নির্জনে কৃপাচার্য্য-
 প্রভূতির ও দুৰ্য্যোধনের সমস্ত কথোপকথনই শুনিল ॥২৪॥

দুৰ্য্যোধন সেইদিন যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা না করিলে, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহা-
 ধনুর্ধর তিন জন সেইদিনই যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়া, গুরুতর আগ্রহ করিতে-
 ছিলেন ॥২৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! কৌরবপক্ষের সেই মহারথগণকে দেখিয়া এবং দুৰ্য্যোধন জলের
 ভিতরে রহিয়াছেন, কিন্তু সেদিন যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন না ইহা
 পর্যালোচনা করিয়া, আর কৃপাচার্য্য প্রভৃতির ও জলস্থিত দুৰ্য্যোধনের পরস্পর
 কথোপকথন শুনিয়া, সেই ব্যাধেরা বুঝিল যে, দুৰ্য্যোধন জলের ভিতরে
 রহিয়াছেন ॥২৬—২৭॥

(২৪) তে তত্র ষিষ্ঠিতাঃ...নি । (২৭)...ব্যাধ্যাভ্যাজানন্...বঙ্গ বা নি । (২৮) তে ব্যাধাঃ
 পাণ্ডুপুত্রেণ...পি ।

ততন্তে পাণ্ডুপুত্রস্ত শ্রুত্বা তদ্ভাষিতং তদা ।
 অশ্রোতুমক্ৰবন্ রাজন্ । যুগব্যাধাঃ শনৈরিদম্ ॥২৯॥
 দুৰ্য্যোধনং খ্যাপয়ামো ধনং দাস্ততি পাণ্ডবঃ ।
 স্বব্যক্তমিহ নঃ খ্যাতো হ্রদে দুৰ্য্যোধনো নৃপঃ ॥৩০॥
 তস্মাদ্গচ্ছামহে সৰ্বে যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ।
 আখ্যাভুং সলিলে স্তপ্তং দুৰ্য্যোধনমমৰ্ষণম্ ॥৩১॥
 ধৃতরাষ্ট্রোত্তমজং তস্মৈ ভীমসেনায় ধীমতে ।
 শয়ানং সলিলে সৰ্বে কথয়ামো ধনুর্ভূতে ॥৩২॥
 স নো দাস্ততি স্ত্রীতো ধনানি বহুলান্যত ।
 কিং নো মাংসেন শুক্লেণ পরিক্লিষ্টেন শোষণা ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । পাণ্ডুপুত্রস্ত যুধিষ্ঠিরস্ত । যুগান্ পশুন্ বিদ্বন্তীতি যুগব্যাধাঃ ॥২৯॥
 দুৰ্য্যোধনমিতি । খ্যাপয়ামো যুধিষ্ঠিরাস্তিকে ক্রমঃ । স্বব্যক্তং স্পষ্টমবগতম্ ॥৩০॥
 তস্মাদিতি । স্তপ্তং স্থিতম্, অমৰ্ষণং কোপনম্ ॥৩১॥
 ধুতেতি । ধৃতরাষ্ট্রস্ত আশ্রয়ং দুৰ্য্যোধনম্ । শয়ানং তিষ্ঠন্তম্ ॥৩২॥
 স ইতি । নঃ অশ্রমম্ । শোষণা দেহশোষণকারিণা ॥৩৩॥

সেই ব্যাধের পূর্বে ঈশ্বরেচ্ছা ক্রমে যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়াছিল ; তখন দুৰ্য্যোধনের অন্বেষণকারী যুধিষ্ঠির তাহাদের নিকট দুৰ্য্যোধনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥২৮॥

রাজা ! তখন পশুহিংসাকারী সেই ব্যাধেরা যুধিষ্ঠিরের সেই কথা স্মরণপূর্বক খুব ছোট ছোট করিয়া পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিল—॥২৯॥

‘আমরা যাইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট দুৰ্য্যোধনের সংবাদ বলিব, তাহা হইলে তিনি আমাদের প্যাক্ষিক ধন দান করিবেন । আমরা ইহা স্পষ্ট-রূপে অবগত হইলাম যে, বিখ্যাত রাজা দুৰ্য্যোধন এই হ্রদের ভিতরে লুকায়িত রহিয়াছেন ॥৩০॥

অতএব যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির রহিয়াছেন, কোপনস্বভাব ও জলস্থিত দুৰ্য্যোধনের সংবাদ বলিবার জন্য চল আমরা সেইখানে যাই ॥৩১॥

এবং আমরা সকলে যাইয়া বুদ্ধিমান ও ধনুর্ধর ভীমসেনার নিকটেও দুৰ্য্যোধনের সংবাদ বলিব ॥৩২॥

তিনি সন্তুষ্ট হইয়া নিশ্চয়ই আমাদের প্রচুর ধন দান করিবেন ; সুতরাং

এবমুক্ত্বা তু তে ব্যাধাঃ সংপ্রহৃষ্টা ধনার্থিনঃ ।
 মাংসভারানুপাদায় প্রযযুঃ শিবিরং প্রতি ॥৩৪॥
 পাণ্ডবাপি মহারাজ ! লকলক্ষ্যাঃ প্রহারিণঃ ।
 অপশ্রুমানাঃ সমরে দুৰ্য্যোধনমবস্থিতম্ ॥৩৫॥
 নিকৃতেস্তস্মৈ পাপস্মৈ তে পারং গমনেন্দ্রবঃ ।
 চারান্ সংপ্রেষয়ামাস্তুঃ সমস্তাতদ্রণাজিরে ॥৩৬॥ (যুগ্মকম্)
 আগম্য তু ততঃ সৰ্বে নষ্টং দুৰ্য্যোধনং নৃপম্ ।
 ন্যবেদয়ন্তু সহিতা ধর্ম্মরাজস্মৈ সৈনিকাঃ ॥৩৭॥
 তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা চারাগাং ভরতর্ষভ ! ।
 চিন্তামভ্যাগমন্তীত্রাং নিশ্বাস চ পার্থিবঃ ॥৩৮॥
 অথ স্থিতানাং দীনানাং পাণ্ডুনাং ভরতর্ষভ ! ।
 তস্মাদ্দেশাদপাক্রম্য ত্বরিতা লুব্ধকা বিভো ! ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । উক্ত্বা পরস্পরং পর্যালোচ্য । শিবিরং যুধিষ্ঠিরস্ত ॥৩৪॥
 পাণ্ডবা ইতি । পাণ্ডবাণীতি বিসর্গলোপেহপি সন্ধিরার্থঃ । লকলক্ষ্যাঃ সন্তুঃ প্রহারিণ
 ইত্যর্থঃ । নিকৃতে: শাঠ্যকৃতাপকারস্ত । পারং প্রতিশোধনং পরিশেষম্ ॥৩৫—৩৬॥
 আগম্যেতি । নষ্টমদর্শনং গতম্ । সৈনিকাস্চারভূতাঃ ॥৩৭॥
 তেষামিতি । নিশ্বাস দুৰ্য্যোধনাপ্রাপ্ত্বা রাজ্যলাভে সবিষম্বাৎ ॥৩৮॥

দেহশোষণকারী, ক্লেশজনক ও শুষ্ক মাংস আহরণ করায় আর আমাদের প্রয়োজন
 কি ? ॥৩৩॥

এইরূপ পর্যালোচনা করিয়া সেই ব্যাধেরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আনীত
 মাংসভার লইয়া প্রচুর ধনলাভের উদ্দেশে যুধিষ্ঠিরের শিবিরের দিকে গমন
 করিল ॥৩৪॥

মহারাজ ! ওদিকে লক্ষ্য পাইয়া প্রহারকারী পাণ্ডবেরাও রণস্থলে দুৰ্য্যোধনকে
 না দেখিয়া তৎকৃত দুর্ব্যবহারের শেষ করিবার ইচ্ছা করিয়া, সেই রণস্থলের
 সর্বত্র চর প্রেরণ করিয়াছিলেন ॥৩৫—৩৬॥

তদনন্তর সেই চরগণ সম্মিলিত হইয়া আসিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট জানাইল যে,
 ‘আমরা রাজা দুৰ্য্যোধনকে দেখিতে পাইলাম না’ ॥৩৭॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! যুধিষ্ঠির তাহাদের সেই কথা শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন
 এবং নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন ॥৩৮॥

আজগ্মুঃ শিবিরং হৃষ্টা দৃষ্টা দুৰ্য্যোধনং নৃপম্ ।
 বার্যমাণাঃ প্রবিষ্টাশ্চ ভীমসেনস্ত পশ্যতঃ ॥৪০॥ (যুগ্মকম্)
 তে তু পাণ্ডবমাসাদ্য ভীমসেনং মহাবলম্ ।
 তস্মৈ তৎ সৰ্বমাচখ্যুৰ্যদ্বৃত্তং যচ্চ বৈ শ্রুতম্ ॥৪১॥
 ততো বৃকোদরো রাজন্ ! দত্ত্বা তেষাং ধনং বহু ।
 ধৰ্ম্মরাজায় তৎ সৰ্বমাচচক্ষে পরস্তপঃ ॥৪২॥
 অসৌ দুৰ্য্যোধনো রাজন্ ! বিজ্ঞাতো মম লুক্ককৈঃ ।
 সংস্তভ্য সলিলং শেতে যন্ত্যার্থে পরিতপ্যসে ॥৪৩॥
 তদ্বচো ভীমসেনস্ত প্রিয়ং শ্রুত্বা বিশাংপতে ! ।
 অজ্ঞাতশত্রুঃ কোন্তেয়ো হৃষ্টোহভূৎ সহ সোদরৈঃ ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি । দীনানাং দুৰ্য্যোধনালাভেন বিষণ্ণনাম্ ; পাণ্ডুনাং পাণ্ডবানাম্ । তস্মাদ্ভুত-
 তিরভূতাং । লুক্ককা ব্যাধাঃ । বার্যমাণা দৌবারিকৈরिति শেষঃ । প্রবিষ্টাশ্চ পশ্যতো
 ভীমসেনশ্চৈকিতেনেত্যর্থঃ ॥৩৯—৪০॥

ত ইতি । বৃত্তং ভুতভীরে জাতং স্বগমনাদিকম্ ॥৪১॥

তত ইতি । তেষাং ব্যাধানাম্, ধনং পারিতোষিকরূপম্ । পরস্তপো ভীমঃ ॥৪২॥

অসাবিতি । লুক্ককৈর্ব্যাধৈঃ । সংস্তভ্য কুন্তকপ্রকারেণাস্তঃপ্রবেশে নিরুদ্ধ্য ॥৪৩॥

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা ! তাহার পর পাণ্ডবেরা বিষণ্ণ হইয়া অবস্থান করিতে-
 ছিলেন, এমন সময়ে সেই ব্যাধেরা দুৰ্য্যোধনের সংবাদ জানিয়া, আনন্দিত হইয়া
 সেস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া, যুধিষ্ঠিরের শিবির দেখিয়া তাহার সম্মুখে আগমন
 করিল ; তখন দৌবারিকেরা বারণ করিলেও ভীমসেনের ইঙ্গিতক্রমে তাহারা
 প্রবেশ করিল ॥৩৯—৪০॥

সেই ব্যাধেরা মহাবল ভীমসেনের নিকটে যাইয়া—দ্বৈপায়নহৃদে যাহা ঘটয়া-
 ছিল এবং তাহারা যাহা শুনিয়াছিল, সে সমস্তই বলিল ॥৪১॥

রাজা ! তৎপরে শত্রুসস্তাপকারী ভীমসেন সেই ব্যাধগণকে প্রচুর পারিতোষিক
 ধন দান করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকটে যাইয়া সে সমস্তই বলিলেন—॥৪২॥

‘রাজা ! আপনি যাহার জন্ত পরিতাপ করিতেছেন, আমার ব্যাধেরা সেই
 দুৰ্য্যোধনের বিষয় জানিতে পারিয়াছে ; দুৰ্য্যোধন এখন জলস্তম্ভন করিয়া অবস্থান
 করিতেছে’ ॥৪৩॥

(৪০)....দৃষ্টা তস্মিন্ দুৰ্য্যোধনম্...পি,....আজগ্মুঃ শিবিরং দৃষ্টা হৃষ্টা...বজ বর্জ বা সো ।
 (৪৩)....পরিতপ্যসে—বজ বর্জ নি ।

স্বক শ্রদ্ধা মহেষ্টাং প্রবিষ্টং সলিলং হৃদম্ ।
 ক্ষিপ্ৰমেব ততোহগচ্ছৎ পুরস্কৃত্য জনাৰ্দ্ধনম্ ॥৪৫॥
 ততঃ কিলকিলাশব্দঃ প্রাচুরাসীদ্বিশাংপতে ! ।
 পাণ্ডবানাং প্রহৃষ্টানাং পাণ্ডালানাঞ্চ সর্বশঃ ॥৪৬॥
 সিংহনাদাস্ততশ্চক্ৰুঃ ক্ষেড়াশ্চ ভরতৰ্ষভ ! ।
 স্বরিতাঃ ক্ষত্রিয়া রাজন্ ! জগ্মুর্দ্বৈপায়নং হৃদম্ ॥৪৭॥
 জ্ঞাতঃ পাপো ধার্ত্তরাষ্ট্রো দৃষ্টশ্চেত্যসকৃদ্রণে ।
 প্রাক্রোশন্ সোমকাস্তত্র হৃষ্টরূপাঃ সমস্ততঃ ॥৪৮॥
 তেষামাশু প্রয়াতানাং রথানাং তত্র বেগিনাম্ ।
 বভূব তুমুলঃ শব্দো দিবস্পৃক্ পৃথিবীপতে ! ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

তদिति । অজ্ঞাতশক্রযুধিষ্ঠিরঃ । হঠোহভূৎ দুৰ্য্যোধনপ্রাপ্তিসম্ভবাৎ ॥৪৫॥
 তমिति । মহেষ্টাং মহাধনুর্ধরম্ । হৃদং দ্বৈপায়নহৃদস্থম্ ॥৪৬॥
 তত ইতি । কিলকিলাশব্দঃ কোলাহলপ্রকারবিশেষঃ ॥৪৬॥
 সিংহেতি । ক্ষেড়া গর্জনানি । দ্বৈপায়নং নাম ॥৪৭॥
 জ্ঞাত ইতি । জ্ঞাতো দৃষ্টশ্চ ব্যাধৈঃ । প্রাক্রোশন্ বজ্রন্ উচৈরাস্থয়ন্ ॥৪৮॥
 তেষামिति । দিবস্পৃক্ বিশালত্বাদুচ্চগগনস্পর্শী ॥৪৯॥

নরনাথ ! কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির ভীমসেনের সেই কথা শুনিয়া, অগ্নাস্ত্র ভ্রাতার সহিত আনন্দিত হইলেন ॥৪৪॥

এবং সেই মহাধনুর্ধর দুৰ্য্যোধন হৃদের জলে প্রবেশ করিয়াছেন শুনিয়া, কৃষ্ণকে অগ্রবর্তী করিয়া সম্বরই সেই দিকে গমন করিলেন ॥৪৫॥

নরনাথ ! তাহার পর হৃষ্টচিত্ত সমস্ত পাণ্ডব ও পাণ্ডালগণের বিশাল কোলাহল প্রাহুর্ভূত হইল ॥৪৬॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তদনন্তর ক্ষত্রিয়েরা সিংহনাদ ও গর্জন করিতে লাগিলেন এবং স্বরাশ্রিত হইয়া দ্বৈপায়নহৃদের দিকে গমন করিলেন ॥৪৭॥

‘ব্যাধেরা পাপাত্মা দুৰ্য্যোধনের সংবাদও জানিয়াছে এবং তাহাকে দশন করিয়াছে’ এই কথা বার বার বলিয়া সোমকেরা সকল দিকে বজ্রগণকে আহ্বান করিতে লাগিল ॥৪৮॥

মহারাজ ! তাঁহারা সম্বর গমন করিতে লাগিলে, তাঁহাদের বেগবান্ রথগুলির আকাশস্পর্শী তুমুল শব্দ হইতে থাকিল ॥৪৯॥

(৪৫)....প্রবিষ্টং সলিলং হৃদে...পি । (৪৭)....রাজন্ ! উদক্রোশন্ পরস্পরম্—নি ।

দুৰ্য্যোধনং পরীক্ষাস্তস্তত্র তত্র যুধিষ্ঠিরম্ ।
 অশ্বযুস্তুরিতাস্তে বৈ রাজানং শ্রাস্তবাহনাঃ ॥৫০॥
 অৰ্জুনো ভীমসেনশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ।
 ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পাঞ্চাল্যঃ শিখণ্ডী চাপরাজিতঃ ॥৫১॥
 উত্তমোজা যুধামন্যুঃ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ ।
 পাঞ্চালানাঞ্চ যে শিষ্ঠা দ্রৌপদেয়াশ্চ ভারত ! ।
 হয়াশ্চ সর্বে নাগাশ্চ শতশশ্চ পদাতয়ঃ ॥৫২॥ (বিশেষকম্)
 ততঃ প্রাপ্তো মহারাজ ! ধর্ম্মরাজঃ প্রতাপবান্ ।
 দ্বৈপায়নহুদং খ্যাতং যত্র দুৰ্য্যোধনোহভবৎ ।
 শীতামলজলং হৃৎ দ্বিতীয়মিব সাগরম্ ॥৫৩॥
 মায়য়া সলিলং স্তভ্য যত্রাভূতে স্থিতঃ স্ততঃ ।
 অত্যদুতেন বিধিনা দৈবযোগেন ভারত ! ॥৫৪॥
 সলিলান্তর্গতঃ শেতে দুর্দ্ধর্ষঃ কশ্চচিৎ প্রভো ! ।
 মানুষ্য মনুষোল্ল ! গদাহস্তো জনাধিপঃ ॥৫৫॥

ভারতকৌমুদী

দুৰ্য্যোধনমিতি । পরীক্ষস্তঃ প্রাপ্তু মিচ্ছন্তঃ । অশ্বযুরয়গচ্ছন্ । পাঞ্চাল্যঃ পাঞ্চালরাজ-
 পুত্রঃ । শিষ্টা অবশিষ্টাঃ, দ্রৌপদেয়া দ্রৌপত্যাঃ পুত্রাঃ । ষট্-পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৫০—৫২॥
 তত ইতি । প্রাপ্তো গতঃ । অভবদতিষ্ঠৎ । হৃৎ প্রিয়ম্ । ষট্-পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫৩॥
 মায়য়েতি । মায়য়া কুন্তককৌশলেন, স্তভ্য অন্তঃপ্রবেশে নিরুধ্য ॥৫৪॥

ভরতনন্দন রাজশ্রেষ্ঠ ! ভীম, অৰ্জুন, নকুল, সহদেব, পাঞ্চালরাজপুত্র
 ধৃষ্টদ্যুম্ন, অপরাজিত শিখণ্ডী, উত্তমোজা, যুধামন্যু, মহারথ সাত্যকি, হতাবশিষ্ট
 পাঞ্চালসৈন্য, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, সমস্ত গজারোহী ও অশ্বারোহী, শত শত পদাতি
 এবং শ্রাস্তবাহন অগ্ন্যাগ্ন রাজারা দুৰ্য্যোধনকে ধরিবার জন্য সেই সেই স্থানে রাজা
 যুধিষ্ঠিরের অনুসরণ করিলেন ॥৫০—৫২॥

মহারাজ ! তাহার পর দুৰ্য্যোধন যেস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, শীতল,
 নির্মল ও প্রীতিজনক জলসম্পন্ন এবং দ্বিতীয় সমুদ্রের ত্রায় বিশাল, সেই দ্বৈপায়ন-
 হৃদের তীরে যাইয়া প্রতাপশালী যুধিষ্ঠির উপস্থিত হইলেন ॥৫৩॥

ভরতনন্দন ! আপনার পুত্র দুৰ্য্যোধন মায়াবলে ও অদ্বুত কৌশলে জলস্তুস্তন
 করিয়া দৈববশতঃ যে হৃদমধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন ॥৫৪॥

(৫৪)....যত্রোক্তে স্থিতঃ স্ততঃ...পি ।

ততো হুৰ্য্যোধনো রাজা সলিলাস্তর্গতো বসন্ ।
 শুশ্রুবে তুমুলং শব্দং জলদোপমনিশ্বনম্ ॥৫৬॥
 যুধিষ্ঠিরস্ত রাজেন্দ্র ! তং হৃদং সহ সোদরৈঃ ।
 আজগাম মহারাজ ! তব পুত্রবধায় বৈ ॥৫৭॥
 মহতা শঙ্খনাদেন রথনেমিস্বনেন চ ।
 উর্দ্ধং ধ্বজং মহারেণুং কম্পয়ংশ্চাপি মেদিনীম্ ॥৫৮॥ (যুগ্মকম্)
 যৌধিষ্ঠিরস্ত সৈন্যস্ত শ্রদ্ধা শব্দং মহারথাঃ ।
 কৃতবর্মা কৃপো দ্রৌণী রাজানমিদমব্রুবন্ ॥৫৯॥
 ইমে হ্যায়ান্তি সংহৃষ্টাঃ পাণ্ডবা জিতকাশিনঃ ।
 অপযাস্তামহে তাবদনুজানাতু নো ভবান্ ॥৬০॥

ভারতকৌমুদী

সলিলেতি । কত্চিৎ সর্বত্রৈব মানুযস্ত হুর্ধ্ব ইত্যর্থঃ ॥৫৫॥
 তত ইতি । জলদোপমনিশ্বনং মেঘশব্দতুল্যম্ ॥৫৬॥
 যুধীতি । সোদরৈর্ভ্রাতৃভিঃ নকুলসহদেবয়োরসোদরয়োরপি গ্রাহক্যং । রথানাং
 নেমিস্বনেন চক্রপ্রান্তশব্দেন । ধ্বজং সঞ্চালয়ন্ ॥৫৭—৫৮॥
 যৌধীতি । দ্রৌণিরম্বথামা, রাজানং হুৰ্য্যোধনম্ ॥৫৯॥
 ইম ইতি । জিতমিতি ভাবে ক্তঃ । ততশ্চ জিতেন জয়েন কাশস্তে শোভন্ত ইতি তে ॥৬০॥

ভারতভাবদীপঃ

যজ্ঞাদিভ্যস্ত পুণ্যস্ত ফলম্ ॥২০—৩৬॥ নষ্টমদৃশ্যং গতং লীনমিত্যর্থঃ ॥৩৭—৫২॥
 অপযাস্তামহে স্বদয়েষণভিরা ॥৬০—৬৬॥

ইতি শল্যপর্কণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥২৮॥

প্রভু মনুষ্যশ্রেষ্ঠ ! গদাধারী ও যে কোন মানুষেরই হুর্ধ্ব রাজা হুৰ্য্যোধন
 তখন জলের ভিতরে অবস্থান করিতেছিলেন ॥৫৫॥

তদনন্তর রাজা হুৰ্য্যোধন জলের ভিতরে থাকিয়া, মেঘগর্জনের স্থায় তুমুলশব্দ
 শুনিতে পাইলেন ॥৫৬॥

মহারাজ রাজশ্রেষ্ঠ ! যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া, বিশাল
 শঙ্খনাদে ও রথচক্রের শব্দে ভূতল কম্পিত করিতে থাকিয়া এবং আকাশে ধূলিজাল
 উড়াইয়া আপনার পুত্রকে বধ করিবার ইচ্ছায় আসিতেছিলেন ॥৫৭—৫৮॥

তখন মহারথ কৃতবর্মা, কৃপাচার্য্য ও অম্বথামা যুধিষ্ঠিরসৈন্যের সেই কোলাহল
 শুনিয়া হুৰ্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন—॥৫৯॥

দুৰ্য্যোধনস্ত তৎ শ্রদ্ধা তেষাং তত্র তরস্বিনাম্ ।
 তথেষুত্শ্রদ্ধা হৃদং তং বৈ মায়াস্তুভ্যয়ং প্রভো ! ॥৬১॥
 তে অনুজ্ঞাপ্য রাজানং ভৃশং শোকপরাযণাঃ ।
 জগ্মুর্দূরং মহারাজ ! কৃপপ্রভৃতয়ো রথাঃ ॥৬২॥
 তে গতা দূরমধ্বানং ত্র্যগ্ৰোধং প্রেক্ষ্য মারিষ ! ।
 অবিশন্ত ভৃশং শ্রাস্তাশ্চিস্তয়ন্তে। নৃপং প্রতি ॥৬৩॥
 বিকৃত্য সলিলং স্পৃশে। ধার্তরাষ্ট্রো মহাবলঃ ।
 পাণ্ডবাশ্চাপি সংপ্রাপ্তাস্তং দেশং যুদ্ধমীপ্সবঃ ॥৬৪॥
 কথং নু যুদ্ধং ভবিতা কথং রাজা ভবিষ্যতি ।
 কথং নু পাণ্ডবা রাজন্ ! প্রতিপৎস্বস্তি কৌরবম্ ॥৬৫॥

ভারতকৌমুদী

দুৰ্য্যোধন ইতি । তরস্বিনাং বলবতাম্ । হৃদং হৃদজলম্ ॥৬১॥
 ত ইতি । অনুজ্ঞাপ্য স্বস্বপ্রস্থানে অনুজ্ঞাং কারয়িত্বা । রাজানং দুৰ্য্যোধনম্ ॥৬২॥
 ত ইতি । অধ্বানং পশ্চানম্, ত্র্যগ্ৰোধং বটবৃক্ষম্ ॥৬৩॥
 বিষ্টভ্যেতি । স্পৃশে নিদ্রিতবৎ নিশ্চেষ্টস্থিতঃ । সংপ্রাপ্তা আগতাঃ ॥৬৪॥
 কথমিতি । কথং কীদৃশম্, রাজা দুৰ্য্যোধনঃ, কথং কিংপ্রকারো ভবিষ্যতি যুদ্ধে
 সতীত্যর্থঃ । প্রতিপৎস্বস্তি প্রাপ্যস্তি, কৌরবং দুৰ্য্যোধনম্ ॥৬৫॥

‘মহারাজ ! এই বিজয়শোভী পাণ্ডবেরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আগমন
 করিতেছে । অতএব আমরা এস্থান হইতে চলিয়া যাই, আপনি আমাদিগকে
 অনুমতি করুন’ ॥৬০॥

রাজা ! দুৰ্য্যোধনঃ সেই বীরগণের সেই কথা শুনিয়া ‘তাহাই হউক’ এই কথা
 বলিয়া মায়াবলে হৃদয়ের জল স্তম্ভিত করিলেন ॥৬১॥

মহারাজ ! কৃপাচার্য্যপ্রভৃতি সেই রথীরা দুৰ্য্যোধনের অনুমতি লইয়া অত্যন্ত
 শোকাবল হইয়া দূরে গমন করিতে লাগিলেন ॥৬২॥

মাননীয় রাজা ! তাঁহারা দূরপথ অতিক্রম করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া, একটা
 বটবৃক্ষ দেখিয়া, দুৰ্য্যোধনের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে যাইয়া তাহার তলে
 অবস্থান করিলেন ॥৬৩॥

মহাবল দুৰ্য্যোধন জলস্তম্ভন করিয়া নিদ্রিতের স্থায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন
 এবং পাণ্ডবেরাও তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়া সেস্থানে উপস্থিত
 হইলেন ॥৬৪॥

ইত্যেবং চিন্তয়ানাস্ত রথভ্যোহস্থান্ বিমুচ্য তে ।

তত্রাসাঞ্চক্ৰিরে রাজন্ ! কৃপপ্রভৃত্যো রুথাঃ ॥৬৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি
ব্রুদপ্রবেশে দুর্যোধনান্নবেষণে অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~::~—

উনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

—:~::~—

সঞ্জয় উবাচ ।

ততস্তেষুপযাতেষু রথেষু ত্রিষু পাণ্ডবাঃ ।

তং ব্রুদং প্রত্যপদন্ত যত্র দুর্যোধনোহভবৎ ॥১॥

আসাদ্ধ চ কুরুশ্রেষ্ঠ ! তদা দ্বৈপায়নং ব্রুদম্ ।

স্তম্ভিতং ধার্তরাষ্ট্রেণ দৃষ্ট্ৱা তং সলিলাশয়ম্ ।

বান্ধদেবমিদং বাক্যমত্রবীৎ কুরুনন্দনঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । তত্র বটবৃক্ষতলে, আসাঞ্চক্ৰিরে উপবিবিভুঃ ॥৬৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্বণি ব্রুদপ্রবেশে অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~::~—

তত ইতি । প্রত্যপদন্ত প্রাপু বন্ । অভবদতিষ্ঠৎ ॥১॥

রাজা ! ‘কিরূপ যুদ্ধ হইবে, সে যুদ্ধেই বা দুর্যোধনের কিরূপ অবস্থা হইবে
এবং পাণ্ডবেরাই বা কি প্রকারে দুর্যোধনকে পাইবেন’ ॥৬৫॥

রাজা ! ‘এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিয়া, রথ হইতে অশ্বগুলিকে মুক্ত করিয়া,
সেই কৃপাচার্য্যপ্রভৃতি রথীরা পূর্বোক্ত বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন’ ॥৬৬॥

-:~::~-

সঞ্জয় বলিলেন—‘মহারাজ ! কৃপাচার্য্য, অশ্বখামা ও কৃতবর্মা এই তিন রথী
সেস্থান হইতে চলিয়া গেলে পর, যে দ্বৈপায়নহৃদে দুর্যোধন অবস্থান করিতেছিলেন,
পাণ্ডবেরা সেই হৃদের তীরে উপস্থিত হইলেন ॥১॥

(৬৬)....বিমুচ্য চ....তেহত্রাসাঞ্চক্ৰিরে...পি । * ‘...ত্রিংশমোহধ্যায়ঃ...’ পি বঙ্গ বর্ধ
বা সো নি । (১) ততস্তেযুপযাতেষু রক্ষিষু...পি ।

পশ্চোমাং ধাৰ্ত্তরাষ্ট্ৰেণ মায়ামপ্সু প্রযোজিতাম্ ।
 বিষ্ঠভ্য সলিলং শেতে নাস্তু মানুষতো ভয়ম্ ॥৭॥
 দৈবীং মায়ামিমাং কৃষ্ণা সলিলান্তর্গতো হয়ম্ ।
 নিকৃত্যা নিকৃতিপ্রজ্ঞো ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যতে ॥৪॥
 যদ্যস্তু সমরে সাহ্যং কুরুতে বজ্রভৃৎ স্বয়ম্ ।
 তথাপ্যেনং হতং যুদ্ধে লোকা দ্রক্ষ্যন্তি মাধব ! ॥৫॥

বাসুদেব উবাচ ।

মায়াবিন ইমাং মায়াং মায়ায়া জহি ভারত ! ।
 মায়াবী মায়ায়া বধ্যঃ সত্যমেতদযুধিষ্ঠির ! ॥৬॥
 ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্বহুভির্মায়ামপ্সু প্রযোজ্য চ ।
 জহি স্বং ভরতশ্ৰেষ্ঠ ! মায়াত্মানং হ্রয়োধনম্ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

আসাছেতি । দ্বৈপায়নং নাম । সলিলাশয়ং জলাধারম্ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২॥
 পশ্চেতি । মায়াং যোগকৌশলম্, অপ্সু জলেষু ॥৩॥
 দৈবীমিতি । দৈবীং দেবতঃ প্রাপ্তাম্ । নিকৃত্যা শাঠ্যেন, নিকৃতিপ্রজ্ঞঃ শাঠ্যবিৎ ॥৪॥
 যদীতি । সাহ্যং সাহায্যম্, সাহসকো যুনিষু সাহায্যার্থে রুঢ়ঃ ॥৫॥
 মায়েতি । মায়ায়া ঈদৃশেন প্রতিকৌশলেনৈব ॥৬॥

কোরবশ্ৰেষ্ঠ ! যুধিষ্ঠির সেই দ্বৈপায়নহৃদে উপস্থিত হইয়া এবং হ্রয়োধন সেই জলাশয়টাকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন দেখিয়া, কৃষ্ণের নিকট এই কথা বলিলেন—॥২॥

‘কৃষ্ণ ! দেখ, হ্রয়োধন ইহার জলে কিরূপ মায়া প্রয়োগ করিয়াছেন ; হ্রয়োধন জলস্তম্ভন করিয়া ইহার ভিতরে রহিয়াছেন ; সুতরাং উহার মানুষ হইতে কোন ভয় নাই ॥৩॥

হ্রয়োধন দৈবী মায়া প্রয়োগ করিয়া জলের ভিতরে রহিয়াছেন ; কিন্তু এই শঠ আমার সঙ্গে শঠতা করিয়াছে বলিয়া জীবিত অবস্থায় মুক্তি পাইবে না ॥৪॥

কৃষ্ণ ! যদি স্বয়ং ইন্দ্রও উহার সাহায্য করেন, তথাপি লোকেরা উহাকে যুদ্ধে নিহতই দেখিবে’ ॥৫॥

কৃষ্ণ বলিলেন—‘ভরতনন্দন ! আপনি মায়াদ্বারাই এই মায়াবীর মায়া নষ্ট করুন, মায়াদ্বারাই মায়াবীকে বধ করিতে হয়, ইহা সত্য ॥৬॥

(৪)…নিকৃতিপ্রাজ্ঞো ন…পি । (৫)…সমরে সহ্যং কুরুতে…পি বজ্র বর্ধ বা । (৭)
 ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্বহুলৈঃ…জহীম্য…পি ।

ক্রিয়াভ্যুপায়ৈরিল্লেণ নিহতা দৈত্যদানবাঃ ।
 ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্বহুভির্বির্ভক্ণো মহাঅনা ॥৮॥
 ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্বহুভির্হিরণ্যাক্ণো মহাসুরাঃ ।
 হিরণ্যকশিপুশ্চৈব ক্রিয়ৈব নিসৃদিতৌ ।
 বৃত্রশ্চ নিহতো রাজন্ ! ক্রিয়ৈব ন সংশয়ঃ ॥৯॥
 তথা পুলস্ত্যতনয়ো রাবণো নাম রাক্ষসঃ ।
 রামেণ নিহতো রাজন্ ! সানুবন্ধঃ সহানুগঃ ।
 ক্রিয়া যোগমাস্থায় তথা হুমপি বিক্রম ॥১০॥
 ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্নিহতৌ পুরা রাজন্ ! পুরাতনৌ ।
 তারকশ্চ মহাদৈত্যো বিপ্রচিতিশ্চ বীৰ্য্যবান্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

ক্রিয়েতি । ক্রিয়াভ্যুপায়ৈঃ কূটকৌশলরূপোপযোগৈঃ । মায়াং প্রতিকৌশলম্ । এষা
 মায়েদানীং নির্ণেতুমর্শকৈব । কুন্তকবিশেষ ইতি তু সম্ভাব্যোক্তম্ ॥৭॥
 ক্রিয়েতি । বলিনাম দৈত্যরাজাঃ । মহাঅনা বামনরূপিণা বিষ্ণুনা ॥৮॥
 ক্রিয়েতি । নিসৃদিতৌ নিহতৌ । নিহত ইল্লেণ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৯॥
 তথ্যেতি । পুলস্ত্য দেবর্ষেণ্তনয়ো বংশধরঃ পৌত্র ইত্যর্থঃ । সানুবন্ধঃ আত্মীয়সহিতঃ ।
 যোগযুগায়ম্ । বিক্রম বিক্রমং প্রকাশয় । অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১০॥

ভারতশ্রেষ্ঠ ! আপনিও নানাবিধ কূটকৌশলদ্বারা এই জলে মায়া প্রয়োগ
 করিয়া মায়াবী দুর্ঘোষধনকে বধ করুন ॥৭॥

ইন্দ্র কূটকৌশল আবিষ্কার করিয়া দৈত্য ও দানবগণকে বধ করিয়াছেন এবং
 মহাঅ বামনরূপী নারায়ণ কূটকৌশলদ্বারাই বলিকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন ॥৮॥

রাজা ! নারায়ণ কূটকৌশলদ্বারাই মহাসুর হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুকে
 নিহত করিয়াছেন এবং ইন্দ্রও কূটকৌশলেই বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছেন, এ বিষয়ে
 কোন সন্দেহ নাই ॥৯॥

নরনাথ ! রামচন্দ্রও কার্য্যকৌশল অবলম্বন করিয়া, আত্মীয় ও অমুচরবর্গের
 সহিত পুলস্ত্যবংশধর রাক্ষস রাবণকে বধ করিয়াছিলেন ; অতএব আপনিও সেই
 ভাবে বিক্রম প্রকাশ করুন ॥১০॥

রাজা ! পূর্বকালে কার্ত্তিক কূটকৌশলেই প্রাচীন তারকাসুরকে বধ করিয়া-
 ছিলেন এবং ইন্দ্রও কূটকৌশলদ্বারাই বলবান্ বিপ্রচিতি দানবকে নিহত করিয়া-
 ছিলেন ॥১১॥

বাতাপিরিষলশ্চৈব ত্রিশিরাশ্চ তথা বিভো ! ।

হৃন্দোপহৃন্দাবহরৌ ক্রিয়ৈব নিসৃদিতৌ ॥১২॥

ক্রিয়াভ্যুপায়ৈরিস্ত্রেণ ত্রিদিবং ভূজ্যতে বিভো ! ।

ক্রিয়া বলবতী রাজন্ ! নাস্তং কিঞ্চিদযুধিষ্ঠির ! ॥১৩॥

দৈত্যশ্চ দানবশ্চৈব রাক্ষসাঃ পার্থিবাস্তথা ।

ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্নিহতাঃ ক্রিয়াং তস্মাৎ সমাচর ॥১৪॥

সঞ্জয় উবাচ ।

ইত্যুক্তো বাহুদেবেন পাণ্ডবঃ সংশিতব্রতঃ ।

জলস্থং তং মহারাজ ! তব পুত্রং মহাবলম্ ।

অভ্যভাষত কৌন্তেয়ঃ প্রহসন্নিব ভারত ! ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

ক্রিয়েতি । নিহতৌ কার্ত্তিকদেবরাজাত্যাম্ ॥১১॥

বাতাপিরিতি । নিহৃদিতৌ অগস্ত্যাদিভিঃ ॥১২॥

ক্রিয়েতি । ত্রিদিবং স্বর্গরাজ্যম্ । ক্রিয়া কার্য্যকৌশলম্ ॥১৩॥

দৈত্যা ইতি । ক্রিয়াং কূটকার্য্যকৌশলম্ ॥১৪॥

ইতীতি । সংশিতব্রতো ধর্ম্মে হৃদৃঢ়নিয়মঃ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—৫॥ জীবিতেষু হৃদ্যোধনং বিজায় কদাচিদ্রাজ্যার্জ্বং যুধিষ্ঠিরন্তশ্চ
দাত্ততীত্যাশ্চ ভগবাংস্তং বোধয়তি হৃদ্যোধনবধার্থী, মায়াবিন ইত্যাদিনা ॥৬॥
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈঃ শত্রুক্রিয়াহরুপৈঃ প্রতীকারৈর্ধর্ম্মৈরধর্ম্মৈর্বেত্যর্থঃ । এতে তু চ্ছলকারিণ-

বাতাপি, ইষল, ত্রিশিরা, হৃন্দ এবং উপহৃন্দও কূটকৌশলেই নিহত হইয়া-
ছিল ॥১২॥

রাজা । ইহ কূটকৌশলের বলেই স্বর্গ ভোগ করিতেছেন ; অতএব কার্য্য-
কৌশলই স্বার্থসিদ্ধির প্রধান উপায়, অশ্রু কিছুই প্রধান উপায় নহে ॥১৩॥

দৈত্য, দানব, রাক্ষস ও রাজারা কূটকৌশলেই নিহত হইয়াছেন । অতএব
আপনিও কূটকৌশলই অবলম্বন করুন ॥১৪॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘ভরতনন্দন মহারাজ ! কৃষ্ণ এইরূপ বলিলে, ধর্ম্মে হৃদৃঢ়-
নিয়মশালী কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির হাস্ত করিতে করিতেই যেন আপনার পুত্র
জলস্থিত মহাবল হৃদ্যোধনকে বলিতে লাগিলেন—॥১৫॥

(১২)....ত্রিশিরাশ্চ কবন্ধকঃ...পি । (১৪)....ক্রিয়াভ্যুপায়ং সমাচর—পি ।

অযোধন ! কিমর্ধোহয়মারস্তোহপ্পু কৃতস্ত্বয়া ।
 সর্বং ক্ষত্রং ঘাতয়িষ্য। স্বকুলঞ্চ বিশাংপতে ॥১৬॥
 জলাশয়ং প্রবিষ্টোহু বাঙ্গন্ জীবিতমাত্মনঃ ।
 উত্তিষ্ঠ রাজন্ ! যুদ্ধস্য সহাস্মাভিঃ অযোধন ! ॥১৭॥
 স তে দর্পো নরশ্রেষ্ঠ ! স চ মানঃ ক তে গতঃ ।
 যন্তুং সংস্তুভ্য সলিলং ভীতো রাজন্ ! ব্যবস্থিতঃ ॥১৮॥
 সর্বৈ হ্রাং শূর ইত্যেবং জনাঃ জল্পন্তি সংসদি ।
 ব্যর্থং তদ্ভবতো মন্যে শৌর্য্যং সলিলশায়িনঃ ॥১৯॥
 উত্তিষ্ঠ রাজন্ ! যুদ্ধস্য ক্ষত্রিয়োহসি কুলোদ্ভবঃ ।
 কৌরবেয়ো বিশেষেণ কুলে জন্ম চ সংস্মর ॥২০॥
 স কথং কৌরবে বংশে প্রশংসন্ জন্ম চাত্মনঃ ।
 যুদ্ধাদ্ভীতস্ততস্তোয়ং প্রবিশ্য প্রতিতিষ্ঠসি ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

অযোধনেতি । আরম্ভঃ অবস্থানম্, অপ্পু জলে ॥১৬॥
 জলেতি । জীবিতং জীবনরক্ষণম্ ॥১৭॥
 স ইতি । স দর্পঃ, যেন যুদ্ধমারব্ধম্ । স মানঃ, যেন হৃচ্যগ্রভূমিরপি ন দস্তা ॥১৮॥
 সর্ব ইতি । সলিলশায়িনো লুকায়িতভাবেন জলাস্তরস্থিতস্ত ॥১৯॥
 উত্তিষ্ঠেতি । এষুকর্ষকারণেষু সংস্মর কাপুরুষোচিতমাত্মগোপনমযুক্তমেবেতি ভাবঃ ॥২০॥

‘রাজা হুর্ধ্যোধন ! তুমি নিজের বংশ ও সমস্ত ক্ষত্রিয়কে বিনাশ করাইয়া,
 কি জন্তু জলের ভিতরে অবস্থান করিতেছ ॥১৬॥

রাজা হুর্ধ্যোধন ! তুমি নিজের জীবন রক্ষা করিবার ইচ্ছা করিয়াই জলের
 ভিতরে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছ । কিন্তু তুমি উঠ, আমাদের সহিত যুদ্ধ কর ॥১৭॥

নরশ্রেষ্ঠ রাজা ! তোমার সেই দর্প এবং মান কোথায় গেল ; যে তুমি এখন
 ভীত হইয়া জলস্তম্ভন করিয়া অবস্থান করিতেছ ॥১৮॥

লোকসভায় সমস্ত লোকই তোমাকে বীর বলিয়া থাকে ; কিন্তু এখন তুমি
 জলের ভিতরে লুকাইয়া রহিয়াছ বলিয়া, সে সকল কথা ব্যর্থ হইল, ইহা আমি
 মনে করি ॥১৯॥

রাজা ! উঠ, যুদ্ধ কর ; তুমি ক্ষত্রিয় এবং সংকুলে জন্মিয়াছ, বিশেষতঃ
 কুরুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ; অতএব নিজের সংকুলে উৎপত্তি স্মরণ কর ॥২০॥

(১৮) যন্তুং বিষ্টভ্য সলিলম্...পি । (২১)...যুদ্ধাদ্ভীতস্ততস্তোয়ম্...নি ।

অযুদ্ধমব্যবস্থানং নৈষ ধৰ্ম্মঃ সনাতনঃ ।

অনার্য্যজুষ্ঠমশ্বৰ্গ্যং রণে রাজন্ ! পলায়নম্ ॥২২॥

কথং পারমগত্বা হি যুদ্ধে স্বং বৈ জিজীবিষুঃ ।

ইমান্ নিপাতিতান্ দৃষ্ট্বা পুত্রান্ ভ্রাতৃন পিতৃংস্তথা ॥২৩॥

সম্বন্ধিনো বয়স্যংচ্চ মাতুলান্ বান্ধবাংস্তথা ।

ঘাতয়িত্বা কথং তাত ! হৃদে তিষ্ঠসি সাম্প্রতম্ ॥২৪॥

শূরমানী ন শূরস্বং মৃষা বদসি ভারত ! ।

শুরোহমিতি দুৰ্ব্বুদ্ধে ! সৰ্বলোকস্য শৃণুতঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । জৈদৃশমাঙ্গগোপনস্ত নীচকুলজাতত্বৈব সম্ভবতীত্যাশয়ঃ ॥২১॥

অযুদ্ধমিতি । অযুদ্ধং যুদ্ধাকরণম্, অব্যবস্থানং যুদ্ধস্থানে অনবস্থিতিঃ । অনার্য্যজুষ্ঠ-
মসজ্জনসেবিতম্, অশ্বৰ্গ্যম্ অশ্বৰ্গজনকং ক্ষত্রিয়স্ত ॥২২॥

কথমিতি । পারং শেষম্ । জিজীবিষুর্জীবিতুমিচ্ছুঃ ॥২৩॥

সম্বন্ধিন ইতি । সম্বন্ধিনঃ শ্রালকাদীন । বান্ধবান্ ভ্রাতাদীন ॥২৪॥

শুরেতি । শূরমাত্মনং মত্তত ইতি শূরমানী । মৃষা মিথ্যা ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

শূলৈরেব হস্তব্য। ইতি ভাবঃ ॥১—১২॥ বিক্রম বিক্রমং কুরুষ ॥১০—২১॥ অযুদ্ধং
যুদ্ধবর্জনম্, অব্যবস্থানং বিশেষণাবস্থানম্, রাজ্যে বা স্বর্গে বা স্থিতিব্যবস্থানং তদভাবশ্চেতৎ

সেই তুমি কুরুবংশে আপনজন্মের প্রশংসা করিয়া যুদ্ধ হইতে ভীত হইলে
কেন ? এবং সেই জন্মই জলে লুকায়িত হইয়া রহিয়াছে কেন ? ॥২১॥

রাজা ! যুদ্ধ না করা কিংবা যুদ্ধস্থানে না থাকা ইহা ক্ষত্রিয়ের সনাতন
ধৰ্ম্ম নহে । সজ্জনেরা যুদ্ধে পলায়ন করেন না এবং সে পলায়ন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে
অশ্বৰ্গজনকও নহে ॥২২॥

দুর্য্যোধন । তুমি এই সকল পুত্র, ভ্রাতা এবং পিতৃগণকে নিপাতিত দেখিয়াও
যুদ্ধের শেষ না করিয়া নিজের জীবন রক্ষা করিবার ইচ্ছা করিতেছ কেন ? ॥২৩॥

বৎস ! তুমি সম্বন্ধী, বয়স্য ও বান্ধবগণকে বিনাশ করাইয়া এখন হৃদের
ভিতরে লুকায়িত রহিয়াছে কেন ? ॥২৪॥

দুৰ্ব্বুদ্ধি ভরতনন্দন । তুমি নিজেকে বীর বলিয়া মনে কর, অথচ বীর নহ
এবং তুমি সমস্ত লোকের সমক্ষে ‘আমি বীর’ এইরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া
থাক ॥২৫॥

নহি শূরাঃ পলায়ন্তে শত্রুং দৃষ্ট্বা কথঞ্চন ।

ক্রুহি বা স্বং যয়া ধৃত্য শূর ! ত্যজসি সঙ্গরম্ ॥২৬॥

স স্বমুক্তিষ্ঠ যুধ্যস্ব বিনীয় ভয়মাস্ত্রনঃ ।

ঘাতয়িত্বা সর্বসৈন্যং ভ্রাতৃশ্চৈব স্ত্রযোধন ! ॥২৭॥

নেদানীং জীবিতে বুদ্ধিঃ কার্য্যা ধর্মচিকীর্ষয়া ।

কৃত্ত্বধর্মমপাশ্রিত্য স্বদ্বিধেন স্ত্রযোধন ! ॥২৮॥

যত্ন কণ্ঠমুপাশ্রিত্য শকুনিঞ্চাপি সৌবলম্ ।

অমর্ত্য ইব সম্মোহাস্ত্রমাস্ত্রানং ন বুদ্ধবান্ ॥২৯॥

তৎ পাপং স্ত্রমহৎ কৃৎস্না প্রতিযুধ্যস্ব ভারত ! ।

কথং হি স্বদ্বিধো মোহাৎ রোচয়েত পলায়নম্ ॥৩০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

নহীতি । ধৃত্য বুদ্ধ্যা । সঙ্গরং যুদ্ধম্ ॥২৬॥

স ইতি । বিনীয় বিহায় । ঘাতয়িত্বা অমরদাদিভিরিতি শেবঃ ॥২৭॥

নেতি । ধর্মস্ত ভাবিনো যাগাদিজন্তুত পুণ্যন্ত চিকীর্ষয়া করণেচ্ছয়া ॥২৮॥

যদिति । অমর্ত্যঃ অমায়মঃ নিরুপকলন ইত্যর্থঃ । তদ্বিধো বীর ইত্যশয়ঃ, রোচয়েত অভিলষেৎ ॥২৯—৩০॥

ভারতভাবদীপঃ

ধর্মঃ কত্রিয়ন্ত ন ধর্ম ইত্যর্থঃ ॥২২—২৫॥ ক্রুহীতি । হে শূরেতি সাধিক্বেপগষোধানম্, যয়া বৃত্ত্যা নিমিত্তভূতয়া বানপ্রস্থদ্বেন বা ব্রহ্মশত্রুদ্বেন বা ক্লীবদ্বেন বা স্বং সঙ্গরং ত্যজসি তাং বৃত্তিং ক্রুহি, ন স্বং বানপ্রস্থোহসি রাজ্যার্থিৎবাৎ, নাপি ব্রহ্মশত্রো গদাধারিৎবাৎ, পরিশেষাৎ

কারণ, বীরেরা শত্রুগণকে দেখিয়া কখনই পলায়ন করেন না । অথবা তুমিই বল দেখি—যে বুদ্ধিতে তুমি যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, (ইহা কি বীরের বুদ্ধি !) ॥২৬॥

দুর্যোধন ! তুমি জল হইতে গাজোখান কর এবং ভয় পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর । নিজের সমস্ত সৈন্য ও ভ্রাতৃগণকে বিনাশ করাইয়া (এখন আত্মগোপন করা উচিত নহে) ॥২৭॥

দুর্যোধন ! কত্রিয়ধর্ম অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতে ধর্ম করিবার ইচ্ছায় জীবনের মমতা করা তোমার মত লোকের উচিত নহে ॥২৮॥

ভরতনন্দন । তুমি যে কণ ও শকুনিকে অবলম্বন করিয়া নীচলোকের স্ত্রায় মোহবশতঃ নিজেকে চিনিতে পার নাই ; সেই হেতু গুরুতর পাপ করিয়া বসিয়াছ,

(২৬)....যয়া বৃত্ত্যা....পি বজ বা নি । (২৯)....দুঃশাসনক মোহাস্ত্রমাস্ত্রানং নাববুদ্ধবান্ —নি । (৩০)....রোচয়েৎ প্রপলায়নম্—পি ।

ক তে তৎ পৌরুষং যাতং ক চ মানঃ স্রযোধন । ।
 ক চ বিক্রান্ততা যাতা ক চ বিস্কৃজিতং মহৎ ॥৩১॥
 ক তে কৃতান্ততা যাতা কিঞ্চ শেষে জলাশয়ে ।
 স স্তমুত্তিষ্ঠ যুধ্যস্ব ক্ষত্রধর্মেণ ভারত ! ॥৩২॥
 অস্মাংস্বং বা পরাজিত্য প্রশাধি পৃথিবীমিমাম্ ।
 অথবা নিহতোহস্মাভিভূমৌ স্বপ্যসি ভারত ! ॥৩৩॥
 এষ তে পরমো ধর্মঃ সৃষ্টৌ ধাত্রো মহাত্মনা ।
 তং কুরুষ্ব যথাতথ্যং রাজা ভব মহারথ ! ॥৩৪॥

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্তো মহারাজ ! ধর্মপুত্রেণ ধীমতা ।
 সলিলস্রস্তব স্রুত ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

কেতি । বিক্রান্ততা বিক্রমঃ । বিস্কৃজিতং তেজঃ ॥৩১॥
 কেতি । কৃতান্ততা অস্ত্রশিকানৈপুণ্যম্ । শেষে স্বপিসি ॥৩২॥
 অস্মানিতি । প্রশাধি শাসনাস্পদী কুরু ॥৩৩॥
 এষ ইতি । রাজা ভব অস্মান্ বিজিত্য ইতি শেষঃ ॥৩৪॥
 এবমিতি । ধীমতা প্রশস্তবুদ্ধিশালিনা, কৃষ্ণোক্তকটকৌশলানবলম্বনাৎ ॥৩৫॥

এখন প্রতিযুদ্ধ কর । তোমার মত লোক মোহবশতঃ কি করিয়া পলায়ন করিবার ইচ্ছা করিতে পারে ॥২৯—৩০॥

হৃষ্যোধন ! তোমার সেই পুরুষকার, সেই অভিমান, সেই বিক্রম এবং সেই তেজ এখন কোথায় গেল ? ॥৩১॥

ভরতনন্দন ! আর তোমার সেই অস্ত্রনৈপুণ্য কোথায় গেল ? কেনই বা জলাশয়ের ভিতরে শয়ন করিয়া রহিয়াছ । তুমি উঠ এবং ক্ষত্রিয়ধর্মামুসারে যুদ্ধ কর ॥৩২॥

ভরতনন্দন ! তুমি হয়—আমাদিগকে পরাজয় করিয়া পৃথিবী শাসন কর, না হয়—আমাদের হাতে নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন কর ॥৩৩॥

মহারথ ! মহাত্মা বিধাতা ইহাই তোমার প্রধান ধর্মরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব তুমি যথায়থভাবে তাহাই কর এবং আমাদিগকে জয় করিয়া রাজা হও' ॥৩৪॥

(৩৪)....পৌরুষে যে ব্যবস্থিতঃ—নি ।

দূর্য্যোধন উবাচ ।

নৈতচ্চিত্রং মহারাজ ! যন্তীঃ প্রাণিনমাবিশেৎ ।

ন চ প্রাণভয়াস্তীতো ব্যপযাতোহস্মি ভারত ! ॥৩৬॥

অরথশ্চানিষঙ্গী চ নিহতঃ পার্শ্বসারথিঃ ।

একশ্চাপ্যগণঃ সংখ্যে প্রত্যাশ্বাসমরোচয়ম্ ॥৩৭॥

ন প্রাণহেতোর্ন ভয়াম্ বিষাদাঘ্রিশাংপতে ! ।

ইদমন্তঃ প্রবিষ্টোহস্মি শ্রমাস্ত্বিদমনুষ্ঠিতম্ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । ভীর্ভয়ম্ । ব্যপযাতো রণস্থলাদপমৃতঃ ॥৩৬॥

অরথ ইতি । অনিষঙ্গী তুণরহিতঃ । পার্শ্বসারথিঃ পৃষ্ঠসারথিঃ । অগণঃ সহায়গণ-
শূন্তঃ । প্রত্যাশ্বাসং মনসঃ, অরোচয়ং কর্তু মৈচ্ছম্ ॥৩৭॥

নেতি । প্রাণহেতোঃ প্রাণরক্ষার্থম্ । বিষাদাং সহায়শূন্ততানিবন্ধনাং ॥৩৮॥

ভারতভাবদীপঃ

ক্লীবোহস্মীতি মাতাষশ্ব যুদ্ধং কুর্কিতি ভাবঃ ॥২৬॥ বিনীয় ত্যক্তা ॥২৭—৩০॥ পৌরুষং
বয়ঃ, বিক্রান্ততা শৌর্য্যম্, বিক্ষুর্জিতং গর্জনম্ ॥৩১—৩৫॥ নৈতদিতি । প্রাণেন রক্ষিতব্যেন
হেতুনা ভীর্ভয়ং মাং মহুয্যমাবিশেদিতি ক্রবগ্নৈতচ্চিত্রমপি তু প্রাণিনাং স্বাভাবিকোহয়ং
ধর্ম্মঃ পরন্তু ময্যেতন্নাস্তীত্যাহ—ন চেতি ॥৩৬—৩৭॥ প্রাণহেতোর্জীবিতার্থিত্বাং, ভয়াং
বন্ধনাদিত্রাসাং, বিষাদাং শোকাভিভূতত্বাং ॥৩৮—৩৯॥

ইতি শল্যপর্কণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে উনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥২২॥

সঞ্জয় বলিলেন—মহারাজ ! বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে, আপনার পুত্র
দূর্য্যোধন জলে থাকিয়াই এই উত্তর করিলেন—॥৩৫॥

দূর্য্যোধন বলিলেন—মহারাজ ! প্রাণিগণের যে ভয় উপস্থিত হয়, তাহা
বিচিত্র নহে ; কিন্তু ভরতনন্দন । আমি সে প্রাণের ভয়েও রণস্থল হইতে অপমৃত
হই নাই ॥৩৬॥

আমার রথ নাই, তুণ নাই, পৃষ্ঠরক্ষক নিহত হইয়াছে এবং কোন সহায়ও নাই ।
সেই জন্যই আমি মনটাকে একটু আশ্রয় করিবার ইচ্ছা করিয়াছি ॥৩৭॥

নরনাথ ! আমি ভয়ে প্রাণ রক্ষার জন্য কিংবা বিষাদবশতঃ এই জলের
ভিতরে প্রবেশ করি নাই ; কিন্তু গুরুতর পরিশ্রম হইয়াছে বলিয়াই ইহা
করিয়াছি ॥৩৮॥

(৩৬) নৈতচ্চিত্রং মহারাজ !...পি । (৩৭) সরথাস্তান্নবন্ধাশ্চ নিহতাঃ পার্শ্বসারথী ।
একশ্চাপ্যগভঃ সংখ্যে প্রত্যাশ্বাসমরোচয়ম্ ॥ পি ।

ত্বঞ্চাশ্বসিহি কোন্তেয় ! যে চাপ্যনুগতাস্তব ।

অহমুখায় বঃ সর্বান্ প্রতিযোৎসামি সংযুগে ॥৩৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

আশ্বস্তা এব সর্বে স্ম চিরং ত্বাং যুগয়ামহে ।

তদিদানীং সমুত্তিষ্ঠ যুধ্যস্বেহ স্নয়োধন ! ॥৪০॥

হত্বা বা সমরে পার্থান্ স্মীতং রাজ্যমবাগ্নুহি ।

নিহতো বা রণেহস্মাভির্বারলোকমবাপ্স্যসি ॥৪১॥

দুর্যোধন উবাচ ।

যদর্থং রাজ্যমিচ্ছামি কুরুণাং কুরুনন্দন ! ।

ত ইমে নিহতাঃ সর্বে ভ্রাতরো মে জনেশ্বর ! ॥৪২॥

ক্ষীণরত্নাঞ্চ পৃথিবীং হতক্ষত্রিয়পুঙ্গবাম্ ।

নাভ্যাৎসহাম্যহং ভোক্তুং বিধবামিবা যোষিতম্ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

অমিতি । যে চাপ্যনুগতাস্তব তে চাপ্যশ্বসম্বিতি শেষঃ ॥৩৯॥

আশ্বস্তা ইতি । যুগয়ামহে অগ্নিযামঃ ॥৪০॥

হত্বেতি । পার্থান্ পাণ্ডবানস্মান্, স্মীতং বিশালম্ ॥৪১॥

যদিতি । কুরুণাং রাজ্যমিতি সধকঃ ॥৪২॥

ক্ষীণেতি । হতাঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠা যত্নান্তাম্ ॥৪৩॥

নন্দন ! আপনি আশ্বস্ত হউন এবং যাহারা আপনার অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে, তাহারাও আশ্বস্ত হউক ; আমি উঠিয়া আপনাদের সকলের সহিতই যুদ্ধ করিব’ ॥৩৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—‘দুর্যোধন ! আমরা সকলেই আশ্বস্ত আছি ; কিন্তু দীর্ঘকাল তোমার অন্বেষণ করিয়াছি ; অতএব তুমি জল হইতে গাত্রোত্থান কর এবং এখনই যুদ্ধ কর ॥৪০॥

হয়, যুদ্ধে পাণ্ডবগণকে জয় করিয়া বিশাল রাজ্য লাভ কর ; না হয়—যুদ্ধে আমাদের হাতে নিহত হইয়া বীরলোকে গমন করিবে’ ॥৪১॥

দুর্যোধন বলিলেন—‘কুরুনন্দন নরনাথ ! আমি যাঁহাদের জগু কুরুরাজ্য লাভ করিবার ইচ্ছা করিব ; আমার এই সেই ভ্রাতারা সকলেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন ॥৪২॥

সমস্ত ধন-রত্ন নষ্ট হইয়াছে এবং ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠেরাও নিহত হইয়াছেন ; এ

অত্য়াপি স্বহ্মাশংসে স্বাং বিজেতুং যুধিষ্ঠির ! ।
 ভঙ্ক্ত্বা পাঞ্চালপাণ্ডুনামুৎসাহং ভরতর্ষভ ! ॥৪৪॥
 ন দ্বিদানীমহং মত্তে কার্য্যং যুদ্ধেন কহিঁচিৎ ।
 দ্রোণে কর্ণে চ সংশাস্তে নিহতে চ পিতামহে ॥৪৫॥
 অস্ত্রিদানীমিয়ং রাজন্ ! কেবলা পৃথিবী তব ।
 অসহায়ো হি কো রাজা রাজ্যমিচ্ছেৎ প্রশাসিতুম্ ॥৪৬॥
 স্নহদস্তাদৃশান্ হত্বা পুত্রান্ ভ্রাতৃন্ পিতৃনপি ।
 ভবদ্ভিঃ হতে রাজ্যে কো নু জীবত মাদৃশঃ ॥৪৭॥
 অহং বনং গমিষ্যামি হুজ্জিনৈঃ প্রতিবাসিতঃ ।
 রতির্হি নাস্তি মে রাজ্যে হতপক্ষস্থ ভারত ! ॥৪৮॥
 হতবান্ধবভূয়িষ্ঠা হতাস্থা হতকৃঞ্জরা ।
 এষা তে পৃথিবী রাজন্ ! ভুঞ্জেক্ত্বানাং বিগতজ্বরঃ ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

অগ্ৰেতি । আশংসে আশাং করোমি । ভঙ্ক্ত্বা বিনাশ ॥৪৪॥

নেতি । কার্য্যং প্রয়োজনম্ । সংশাস্তে উপরতে ॥৪৫॥

অস্ত্রিতি । কেবলা ধন-রত্ন-বীরাদিশূন্যা ॥৪৬॥

স্নহদ ইতি । অতো যুদ্ধে মৃত্যুরেব মে শ্রেয়ানিতি ভাবঃ ॥৪৭॥

যন্তস্মান্ জ্ঞেয়সীত্যাহ অহমিতি । অজ্জিনৈর্মৃগচন্দ্রিঃ, প্রতিবাসিত আচ্ছাদিতদেহঃ ॥৪৮॥

অবস্থায় আমি বিধবা নারীর স্থায় এ পৃথিবী আর ভোগ করিতে ইচ্ছা করি না ॥৪৩॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! আমি এখনও অপর পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের উৎসাহ ভগ্ন করিয়া, যুদ্ধে আপনাকে জয় করিবার আশা করি ॥৪৪॥

কিন্তু দ্রোণ ও কর্ণ নিহত হওয়ায় এবং ভীষ্ম শরশয্যায় শয়িত থাকায় আমি এখন বা কখনও আর যুদ্ধের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না ॥৪৫॥

রাজা ! এখন কেবল এই পৃথিবীটাই আপনার হউক । সহায়শূন্য কোন্ রাজা রাজ্য শাসন করিবার ইচ্ছা করেন ? ॥৪৬॥

আপনারা—তাদৃশ স্নহদ, পুত্র, ভ্রাতা ও পিতৃগণকে বধ করিয়া, রাজ্য হরণ করিলে পর, আমার স্থায় কোন্ ব্যক্তি জীবন ধারণ করে ? ॥৪৭॥

ভরতনন্দন ! আমার পক্ষের সমস্ত লোকই নিহত হইয়াছে । সুতরাং আমার আর রাজ্যে রুচি নাই । অতএব আমি মৃগচন্দ্র ধারণ করিয়া বনেই যাইব ॥৪৮॥

বনমেব গমিষ্যামি বসানো যুগচৰ্ম্মণী ।

ন হি মে নির্জনশ্রান্তি জীবিতেহু স্পৃহা বিভো ! ॥৫০॥

গচ্ছ স্বং ভুঙ্কু রাজেন্দ্র ! পৃথিবীং নিহতেশ্বরাম্ ।

হতযোধাং নষ্টরত্নাং কীণবপ্রাং যথাস্থখম্ ॥৫১॥

সঞ্জয় উবাচ ।

দুর্যোধনং তব স্তুতং সলিলস্থং মহাযশাঃ ।

শ্রুত্বা তু করুণং বাক্যমভাষত যুধিষ্ঠিরঃ ॥৫২॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

আৰ্ত্তপ্রলাপাম্মা তাত ! সলিলস্থঃ প্রভামিথাঃ ।

নৈতন্মনসি মে রাজন্ ! বাশিতং শকুনেরিব ॥৫৩॥

ভারতকৌমুদী

হতেতি । হতা বান্ধবা ভূষিষ্ঠা বহলা যশাং সা । বিগতজরো নষ্টসম্ভাপঃ ॥৪৯॥

বনমিতি । বসানঃ পরিদশানঃ । নির্জনস্ত পরিজনশূন্য ॥৫০॥

গচ্ছতি । নিহতা ঈশ্বরো রাজানো যশাস্তাম্ । কীণবপ্রাং কীণক্ষেত্রাম্ । অহং তে রাজ্যং দদামি, স্বং মাং মুক্তেত্যশয়ঃ ॥৫১॥

দুর্যোধনমিতি । করুণং সশোকম্ ॥৫২॥

আৰ্ত্তেতি । শকুনেৰ্মাংসগৃহ্নোঃ পক্ষিণঃ, বাশিতং রুতমিব, রাজ্যগৃহ্নোন্তব এতজ্জাজ্যদানং মে মনসি ন কচিতিমিতি শেষঃ ॥৫৩॥

রাজা । বহুতর বন্ধু নিহত হইয়াছে এবং হস্তী ও অশ্বগণ বিনষ্ট হইয়াছে । স্তুতরাং আপনার পৃথিবী এখন এক প্রকার শূন্য হইয়া গিয়াছে, এই অবস্থায় আপনি সম্ভাপশূন্য হইয়া ইহা ভোগ করিতে থাকুন ॥৪৯॥

রাজা । আমি দুইখানি মৃগচৰ্ম্ম পরিধান করিয়া বনেই গমন করিব । কারণ, আমি এখন পরিজনশূন্য হইয়া পড়িয়াছি । অতএব এখন আর আমার বাঁচিবার ইচ্ছা নাই ॥৫০॥

রাজশ্রেষ্ঠ । এই পৃথিবীর রাজারা নিহত হইয়াছেন ; যোদ্ধারা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, রত্ন সকল বিনষ্ট হইয়াছে এবং শস্ত্রক্ষেত্রগুলিও ক্ষয় পাইয়াছে । এখন আপনি যান, বাইয়া যথাস্থখে এহেন পৃথিবী ভোগ করিতে থাকুন ॥৫১॥

সঞ্জয় বলিলেন—মহারাজ ! মহাযশা যুধিষ্ঠির আপনার পুত্র জলস্থিত দুর্যোধনের করুণ বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন ॥৫২॥

(৫১)....কীণক্ষেত্রাং যথাস্থখম্—নি । (৫৩)....প্রভামিথাঃ...নি ।

যদি বাপি সমর্থঃ শ্রাস্ত্বং দানায় স্নয়োধন ! ।
 নাহমিচ্ছেয়মবনিং ত্বয়া দত্তাং প্রশাসিত্বম্ ॥৫৪॥
 অধর্ম্মেণ ন গৃহীয়াং ত্বয়া দত্তাং মহীর্মিমাম্ ।
 নহি ধর্ম্মঃ স্মৃতো রাজন্ ! ক্ষত্রিয়স্ত প্রতিগ্রহঃ ॥৫৫॥
 ত্বয়া দত্তাং ন চেচ্ছেয়ং পৃথিবীমখিলামহম্ ।
 ত্রাস্ত যুদ্ধে বিনির্জিত্য ভোক্তাশ্চি বসুধামিমাম্ ॥৫৬॥
 অনীশ্বরশ্চ পৃথিবীং কথং ত্বং দাতুমিচ্ছসি ।
 ত্বয়েয়ং পৃথিবী রাজন্ ! কিম্ব দত্তা তদৈব হি ।
 ধর্ম্মতো যাচমানানাং শমার্থঞ্চ কুলস্ত নঃ ॥৫৭॥

ভারতকৌমুদী

যদীতি । দানায় রাজ্যস্ত, ইদানীমপি তবৈব রাজত্বাদিতি ভাবঃ ॥৫৪॥
 কুতো নেচ্ছসীত্যাহ অধর্ম্মেণেতি । স্মৃতঃ স্মৃতিশাস্ত্রেণোক্তঃ ॥৫৫॥
 ত্বয়েতি । ভোক্তাশ্চি বীরনিয়মাদিত্যাশয়ঃ ॥৫৬॥
 কিঞ্চ ত্বং দাতুমপি নার্ষীত্যাহ অনীশ্বর ইতি । অনীশ্বরঃ পৃথিব্যা অস্বামী সন্,
 পরাজয়েন তৎস্বত্বংসাদিত্যাশয়ঃ । শমার্থং শাস্ত্যর্থম্, কুলস্ত ক্ষত্রিয়সমূহস্ত । বট্‌পাদঃ ॥৫৭॥

ঈর বলিলেন—‘বৎস ! তুমি জলে থাকিয়া এক্রপ আর্তপ্রলাপ করিও না ।
 কারণ, মাংসলোভী পক্ষীর আর্তরবের শ্রায় তোমার এই রাজ্যদানপ্রলাপ আমার
 মনে লাগিতেছে না ॥৫৩॥

দুর্যোধন ! তুমি যদিও রাজ্য দান করিতে সমর্থ হও ; তথাপি আমি তোমার
 প্রদত্ত রাজ্য শাসন করিতে ইচ্ছা করি না ॥৫৪॥

রাজা ! আমি অধর্ম্ম অনুসারে তোমার দত্ত এই রাজ্য গ্রহণ করিতে পারি
 না । কারণ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রতিগ্রহ করা ধর্ম্ম বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হয়
 নাই ॥৫৫॥

তোমার প্রদত্ত সমগ্র পৃথিবীও আমি ভোগ করিতে ইচ্ছা করি না ; কিন্তু
 তোমাকে যুদ্ধে জয় করিয়া আমি এই পৃথিবী ভোগ করিব ॥৫৬॥

দুর্যোধন ! তুমি ত এখন রাজ্যের অধীশ্বর নও, তবে কি করিয়া উহা দান
 করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছ । সে যাহা হউক, আমি জিজ্ঞাসা করি—
 পৃথিবীর বীরগণের মঙ্গলের জন্ত আমরা যখন ধর্ম্ম অনুসারে রাজ্য প্রার্থনা
 করিতেছিলাম, তখন তুমি উহা আমাদের দাও নাই কেন ? ॥৫৭॥

বাৰ্ষেয়ং প্রথমং রাজন্ ! প্রত্যাখ্যায় মহাবলম্ ।
 কিমিদানীং দদাসি স্বং কো হি তে চিত্তবিভ্রমঃ ॥৫৮॥
 অভিযুক্তস্ত কো রাজা দাতুমিচ্ছেদ্ধি মেদিনীম্ ।
 ন ত্বমগ্ৰ মহীং দাতুমীশঃ কৌরবনন্দন ! ॥৫৯॥
 আচ্ছেতুং বা বলাদ্রাজন্ ! স কথং দাতুমিচ্ছসি ।
 মাং তু নির্জিত্য সংগ্রামে পালয়েমাং বহুধরাম্ ॥৬০॥
 সূচ্যগ্ৰেণাপি যদ্ভূমিরপিধীয়েত ভারত ! ।
 তন্মাত্রমপি চেম্মহং ন দদাতি পুরা ভবান্ ॥৬১॥
 স কথং পৃথিবীমেতাং প্রদদাসি বিশাংপতে ! ।
 সূচ্যগ্রং নাত্যজঃ পূৰ্বং স কথং ত্যজসি ক্ষিতিম্ ॥৬২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

কথং ন দত্তেতি স্বতিমুদঘাটয়তি বাৰ্ষেয়মিতি । বাৰ্ষেয়ং বৃষ্টিবংশীয়ং কৃষ্ণম্ ॥৫৮॥
 অভীতি । অভিযুক্তঃ পরৈরাক্রান্তঃ । ঈশঃ সমর্থো ন অস্বামীভাৎ ॥৫৯॥
 আচ্ছেতুমিতি । আচ্ছেতুং আকৃশ্য রাজ্যং নেতুং য ঐচ্ছদিতি শেষঃ ॥৬০॥
 সূচীতি । যৎ যা, ধীয়েত ধার্ঘ্যেত । দদাতি দাতুমিচ্ছতি । সূচ্যগ্রং সূচ্যগ্রপরিমিতাং
 ভূমিম্ । ক্ষিতিং সমগ্রাম্ ॥৬১—৬২॥

রাজা ! তুমি প্রথমে সন্ধিপ্রার্থী মহাবল কৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করিয়া, এখন
 সেই রাজ্য দিবার ইচ্ছা করিতেছ কেন ? তোমার এ চিত্তবিভ্রম অদ্ভুতই
 বটে ॥৫৮॥

কৌরবনন্দন ! কোন্ রাজা আক্রান্ত হইয়া রাজ্য ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা করেন ?
 বিশেষতঃ তুমি এখন এই রাজ্য দান করিতে সমর্থও নহ ॥৫৯॥

রাজা ! অথবা তুমি বলপূর্ব্বকই আমাদের নিকট হইতে রাজ্য লইবার ইচ্ছা
 করিয়াছিলে, এখন সেই তুমি রাজ্য দান করিবার ইচ্ছা করিতেছ কেন ? তুমি
 আমাকে যুদ্ধে জয় করিয়া এই পৃথিবী পালন কর ॥৬০॥

ভরতনন্দন । একটা সূচীর অগ্রে যতটুকু ভূমি ধরে, পূর্ব্বে তাহাও তুমি
 আমাকে দিতে যদি ইচ্ছা করিয়া না থাক : তবে এখন সেই তুমি সমগ্র পৃথিবী
 দান করিবার ইচ্ছা করিতেছ কেন ? নরনাথ ! যে তুমি পূর্ব্বে সূচ্যগ্র ভূমিও
 ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা কর নাহি । সেই তুমিই এখন সমগ্র পৃথিবী ছাড়িয়া দিতেছ
 কেন ? ॥৬১—৬২॥

এবমৈশ্বর্যমাসাদ্য প্রশাস্ত পৃথিবীমিমাম্ ।
 কো হি যুতো ব্যবশ্যেত শত্রোদাঁতুং বহুধরাম্ ॥৬৩॥
 স্বস্ত কেবলমৌর্খে'য়ং বিযুতো নাববুধ্যসে ।
 পৃথিবীং দাতুকামোহপি জীবিতে ন বিমোক্যসে ॥৬৪॥
 অস্মান্ বা স্বং পরাজিত্য প্রশাসি পৃথিবীমিমাম্ ।
 অথবা নিহতোহস্মাভির্ত্রাজ লোকানমুত্তমান্ ॥৬৫॥
 আবয়োর্জীবতো রাজন্ । ময়ি চ স্বয়ি চ ধ্রুবম্ ।
 সংশয়ঃ সর্বভূতানাং বিজয়ে নো ভবিষ্যতি ॥৬৬॥
 জীবিতং তব দুশ্প্রজ্ঞ ! ময়ি সংপ্রতি বর্ততে ।
 জীবয়েয়ং স্বহং কামং ন তু স্বং জীবিতুং ক্রমঃ ॥৬৭॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । ঐশ্বর্যং সম্পদম্ । ব্যবশ্যেত উদযুজ্যাৎ ॥৬৩॥

ঐমিতি । জীবিতে জীবনে সতি, বিমোক্যসে অস্বস্তো বিযুক্তো ভবিষ্যসি ॥৬৪॥

অস্মানিতি । লোকান্ স্বর্গান্ ; ন বিজতে উত্তমো যেস্তান্ অমুত্তমান্ ॥৬৫॥

আবয়োরিতি । নঃ অশ্বাকম্, অতোহবশ্যমেব একতরস্ত যুদ্ধে মর্তব্যমিতি ভাবঃ ॥৬৬॥

জীবিতমিতি । হে দুশ্প্রজ্ঞ ! জ্ববুদ্ধে ! সংপ্রতি তব জীবিতং জীবনং ময়ি মম হস্তে বর্ততে । অতএবাহং কামং যথেষ্টং যদিচ্ছামুসারেণৈব জীবয়েয়ং স্বং জীবয়িতুং সমর্থো ভবেয়ম্ । কিন্তু স্বং জীবিতুং ন ক্রমো ন যোগ্যঃ, প্রচুরাপরাধাৎ ॥৬৭॥

এইরূপ সম্পদ পাইয়া এবং পৃথিবী শাসন করিয়া, কোন্ মুঢ়লোক সেই পৃথিবাহঁ শত্রুকে দান করিবার উদ্যোগ করে ॥৬৩॥

তুমি একমাত্র মুখ্যতাবশতই মোহপ্রাপ্ত হইয়াছ, তাহাতেই বুঝিতেছ না যে, রাজ্য দান করিবার ইচ্ছা করিয়াও আমার হাত হইতে জীবিত অবস্থায় মুক্তি পাইবে না ॥৬৪॥

হয়, তুমি আমাদিগকে পরাজয় করিয়া এই পৃথিবী শাসন কর । না হয়, আমাদের হাতে নিহত হইয়া উত্তম স্বর্গ লাভ কর ॥৬৫॥

রাজা ! তুমি ও আমি—আমরা দুইজনেই জীবিত থাকিলে, আমাদের জয়-লাভসম্বন্ধে সকল লোকেরই সন্দেহ হইবে ॥৬৬॥

হুর্নতি হুর্ঘোধান ! বর্তমান সময় তোমার জীবন আমার হাতে রহিয়াছে । সুতরাং আমি ইচ্ছামুসারে তোমাকে বাঁচাইতে পারি ; কিন্তু তুমি বাঁচিবার যোগ্য নহ ॥৬৭॥

দহনে হি কৃতো যত্নস্তুয়াস্মান্ন বিশেষতঃ ।

আশীবৈষৈবৈশ্চাপি জলে চাপি প্রবেশনৈঃ ॥৬৮॥

ত্বয়া বিনিকৃতা রাজন্ ! রাজ্যস্থ হরণেন চ ।

অপ্রিয়াণাঞ্চ বচনৈর্দ্রৌপদ্যাঃ কৰ্ষণেন চ ॥৬৯॥

এতস্মাৎ কারণাৎ পাপ ! জীবিতং তে ন বিদ্যতে ।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ যুধ্যস্ব তন্তে শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥৭০॥

এবম্ভু বিবিধা বাচো জয়যুক্তাঃ পুনঃ পুনঃ ।

কীর্তয়ন্তি স্ম তে বীরাস্তত্র তত্র জনাধিপ ! ॥৭১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপৰ্ব্বণি
ব্রুদপ্রবেশে দুর্ঘোদনভংগেনে উনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

অথ কে তেহপরাধা ইত্যাহ দহন ইতি । এতে বৃত্তান্তাঃ পূর্বমহুসঙ্কেয়াঃ ॥৬৮॥

স্বয়ং । বিনিকৃতা অপকৃতা বয়ম্ । অপ্রিয়াণাং বিষয়াণাম্ ॥৬৯॥

এতস্মাদিতি । ন বিদ্যতে স্বাতন্ত্র্যং নাইতি । তদযুদ্ধমরণমেব ॥৭০॥

এবমিতি । কীর্তয়ন্তি বদন্তি, বীরাঃ পাণ্ডবাঃ ॥৭১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচর্চা-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ শল্যপৰ্ব্বণি ব্রুদপ্রবেশে উনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:—:—

কারণ, তুমি জতুগৃহে দাহ, সর্পদংশন, বিষপ্রদান এবং জলে নিক্ষেপদ্বারা
আমাদিগকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে ॥৬৮॥

রাজা ! তুমি রাজ্য হরণ, নানাবিধ অপ্রিয় উক্তি এবং দ্রৌপদীকে সভায়
আনয়নদ্বারা আমাদের যথেষ্ট অপকার করিয়াছ ॥৬৯॥

পাপিষ্ঠ ! এই সকল কারণে তোমার জীবিত থাকা উচিত নহে । উঠ উঠ,
যুদ্ধ কর ; সেই যুদ্ধে যত্নই তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে' ॥৭০॥

নরনাথ ! সেই বিজয়ী বীর পাণ্ডবেরা বার বার সেই সেই বিষয়ে এইরূপ
নানাবিধ বাক্য বলিলেন' ॥৭১॥

—:~:~:—

(৬৭)....স্মি দুস্ত্রাপং স্মি যং পরিবর্ততে । জীবয়েন্নমহং...বজ্জ বা নি । * '...একত্রিংশ-
ভমোহধ্যায়ঃ...' পি বজ্জ বর্জ বা সো নি ।

(৩। গদায়ুক্তপৰ্ব।) *

ত্রিশোহধ্যায়ঃ ।

—:—:—

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

এবং সম্ভর্জ্যমানস্ত মম পুত্রো মহীপতিঃ ।

প্রকৃত্যা মন্যুমান্ বীরঃ কথমাসীৎ পরস্তপঃ ॥১॥

নহি সম্ভর্জনা তেন ক্রতুর্বাঃ কথঞ্চন ।

রাজভাবেন মাশ্চ সর্বলোকশ্চ সোহভবৎ ॥২॥

যশ্চাতপত্রচ্ছায়াপি স্বপ্না ভানোস্তুথা প্রভা ।

খেদায়ৈবাভিমানিত্বাৎ সহেৎ সৈবং কথং গিরঃ ॥৩॥

ইয়ঞ্চ পৃথিবী সর্বা সন্নেচ্ছাটবিকা ভূশম্ ।

প্রসাদাক্রিয়তে যশ্চ প্রত্যক্ষং তব সঞ্জয় ! ॥৪॥

স তথা তর্জ্যমানস্ত পাণ্ডুপুত্রৈর্বিশেষতঃ ।

বিহীনশ্চ স্বকৈর্ভূতৈর্নির্জনে চারুতো ভূশম্ ॥৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । প্রকৃত্যা স্বভাবেনৈব, মন্যুমান্ ক্রোধী, কথং কীদৃশঃ ॥১॥

নহীতি । সম্ভর্জনা সম্যগ্ভবৎ সনাবাক্যম্ ॥২॥

যশ্চেতি । ভানোঃ স্বপ্নাশ্চ, প্রভা আতপঃ । খেদায় কষ্টায় জাতেতি শেষঃ ॥৩॥

ইয়মিতি । স্নেহেরটবিভিবনৈশ্চ সহেতি সা । প্রিয়তে অবতিষ্ঠতে । স্বকৈঃ স্বকীয়ৈঃ, ভূতৈঃ সহায়ৈঃ, আরুতো লুকাশ্রিতঃ ॥৪—৫॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—‘সঞ্জয় ! কোপনস্বভাব, বীর ও শক্রসন্তাপকারী আমার পুত্র রাজা দুর্যোধন এইরূপ ভৎসিত হইয়া কি প্রকার ছিলেন ? ॥১॥

দুর্যোধন ত পূর্ব্বে কখনও ভৎসনা শোনেন নাই ; প্রত্যুত তিনি রাজভাবে সকল লোকেই মাননীয় ছিলেন ॥২॥

ছত্রের ছায়া এবং সূর্য্যের অল্প কিরণও যাঁহার কষ্ট জন্মাইত, অভিমানী বলিয়া তিনি এইরূপ ভৎসনা বাক্য কি করিয়া সহ্য করিতে পারেন ? ॥৩॥

হায় ! সঞ্জয় ! ইহা ত তোমার প্রত্যক্ষ ছিল যে, সমস্ত স্নেহ ও বনপ্রভৃতির

* ইদম্ দাক্ষিণাত্যপুস্তকে বাপুদেবশাস্ত্রিপুস্তকে চ ইতঃ পরং বহুদূরে লিখিতম্ । বঙ্গবাসিপুস্তকে তু ইতঃ পূর্বং লিখিতম্ । (১)....কথমাসীৎশিষ্যঃপতিঃ...পি । (৩)....স্বকা ভানোস্তুথা প্রভা...বঙ্গ বর্দ্ধ নি ।

স শ্রদ্ধা কটুকা বাচো জয়যুক্তাঃ পুনঃ পুনঃ ।

কিমত্রবীৎ পাণ্ডবেয়াংস্তম্মমাচক্ষু সঞ্জয় ! ॥৬॥

সঞ্জয় উবাচ ।

তর্জ্যমানস্তথা রাজন্ ! উদকস্বস্তবাত্মজঃ ।

যুধিষ্ঠিরেণ রাজেন্দ্র ! ভ্রাতৃভিঃ সহিতেন হ ॥৭॥

শ্রদ্ধা স কটুকা বাচো বিষমস্থো জনাধিপঃ ।

দীর্ঘমুঞ্চঞ্চ নিশ্বস্ত সলিলস্থঃ পুনঃ পুনঃ ॥৮॥

সলিলান্তর্গতো রাজা ধুস্বন্ হস্তৌ পুনঃ পুনঃ ।

মনশ্চকার যুদ্ধায় রাজানঞ্চাপ্যভাষত ॥৯॥ (বিশেষকম্)

দুর্যোধন উবাচ ।

যুয়ং সমুহদঃ পার্থাঃ সর্বৈ সরথবাহনাঃ ।

অহমেকঃ পরিদ্যুনো বিরথো হতবাহনঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । জয়যুক্তাঃ জয়প্রণোদিতাঃ । আচক্ষু ক্রুহি ॥৬॥

তর্জ্যেতি । তর্জ্যমানো ভৎস্তমানঃ । বিষমস্থো বিপন্নঃ । ধুস্বন্ সঞ্চালয়ন্ । রাজানং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৭—৯॥

যুয়মিতি । সমুহদঃ সহায়াঃ, পার্থাঃ পাণ্ডবাঃ । পরিদ্যুনঃ শোকসম্প্লবঃ ॥১০॥

সহিত এই সমগ্র পৃথিবীটাই যাঁহার অনুগ্রহের উপরে নির্ভর করিয়া থাকিত, ভৃত্য ও সহায়বিহীন সেই দুর্যোধন পাণ্ডবগণকর্তৃক বিশেষভাবে সেইরূপে ভৎসিত হইতে থাকিয়াও নির্জনে লুকায়িতই রহিলেন ? ॥৪—৫॥

সঞ্জয় ! তিনি জয়প্রযুক্ত পাণ্ডবগণের সেইরূপ কটু বাক্য সকল বার বার শুনিয়া, পাণ্ডবগণকে কি বলিলেন, তাহা তুমি আমার নিকট বল' ॥৬॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘রাজশ্রেষ্ঠ রাজা ! ভ্রাতৃগণসমগ্ৰিত যুধিষ্ঠির আপনার পুত্র দুর্যোধনকে সেইরূপ ভৎসনা করিতে লাগিলে, সঙ্কটাপন্ন দুর্যোধন সেই সকল কটুবাক্য শুনিয়া, জলের ভিতরে ‘থাকিয়াই বার বার দীর্ঘ ও উচ্চ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিলেন এবং জলের ভিতরে দাঁড়াইয়াই হস্তযুগল সঞ্চালন করিয়া করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন’ ॥৭—৯॥

দুর্যোধন বলিলেন—‘রাজা ! আপনারা সকলেই সহায়সম্পন্ন এবং রথ ও

আত্মশাস্ত্রে রথোপেতৈর্বহুভিঃ পরিবারিতঃ ।
 কথমেকঃ পদাতিঃ সমশস্ত্রো যোদ্ধুযুৎসহে ॥১১॥
 একৈকশশ্চ মাং যুয়ং যোধয়ধ্বং যুধিষ্ঠির ! ।
 ন হ্যেকো বহুভির্বীরৈর্ন্যায়্যেয়া যোধয়িতুং যুধি ॥১২॥
 বিশেষতো বিকবচঃ শ্রাস্তশ্চাপৎসমাপ্তিতঃ ।
 ভৃশং বিকৃতগাত্রশ্চ শ্রাস্তবাহনসৈনিকাঃ ॥১৩॥
 ন মে ত্বতো ভয়ং রাজন্ ! ন চ পার্থাদ্রুকোদরাৎ ।
 ফাক্তনাভাস্হদেবাদ্বা পাঞ্চালেভ্যোহথবা পুনঃ ॥১৪॥
 যমাত্যাং যুযুধানাদ্বা যে চাত্তে তব সৈনিকাঃ ।
 একঃ সর্বানহং ক্রুদ্ধো বারয়িষ্যে যুধি স্থিতঃ ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

আভেতি । আত্মশাস্ত্রে গৃহীতাস্ত্রৈঃ । পদাতিঃ পাদচারী ॥১১॥
 একৈকশ ইতি । আত্মপরিমাণজ্ঞানেনোক্তিরিয়ম্ ॥১২॥
 বিশেষত ইতি । শ্রাস্তা বাহনানি সৈনিকাঃ কৃপাদয়শ্চ অবশিষ্টা যন্ত সঃ ॥১৩॥
 নেতি । ফাক্তনাভর্জনাৎ । যমাত্যাং নকুলসহদেবাত্যাম্ ॥১৪—১৫॥

বাহনসমম্বিত ; আর আমি একাকী ও শোকসন্তপ্ত এবং আমার রথ নাই, বাহন-
 গুলিও নিহত হইয়াছে ॥১০॥

অস্ত্রধারী ও রথারোহী বহুতর বীর পরিবেষ্টন করিলে, আমি একাকী, নিরস্ত্র
 ও পাদচারী হইয়া কি প্রকারে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব ॥১১॥

মহারাজ ! আপনারা এক একজন করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করুন । কারণ,
 রণস্থলে একজনের সহিত বহু লোকের যুদ্ধ করা উচিত নহে ॥১২॥

বিশেষতঃ আমি কবচশূণ্য, রথবিহীন, পরিশ্রান্ত, বিপন্ন এবং অত্যন্ত ক্লান্ত-
 বিকৃতদেহ ; তার পর আমার যে কয়টি যোদ্ধা ও বাহন অবশিষ্ট আছে, তাহারাও
 পরিশ্রান্ত ॥১৩॥

বাজা ! আপনি, ভীম, অর্জুন, কৃষ্ণ, পাঞ্চালগণ, নকুল, সহদেব, সাত্যকি
 এবং আপনার যে সকল সৈন্য আছে, ইহাদের কাহা হইতেই আমার ভয় নাই ।
 আমি একাকী ক্রুদ্ধ হইয়া রণস্থলে থাকিয়া সকলকেই বারণ করিব ॥১৪—১৫॥

(১১) আত্মশাস্ত্রে রথোপেতৈঃ...পি । (১২) একৈকেন তু মাং যুয়ং...পি বঙ্গ বর্জ । (১৩) শ্রাস্তশ্চাপঃ সমাপ্তিতঃ...পি ।

ধৰ্ম্মমূলা সতাং কীৰ্ত্তিৰ্মনুষ্যাণাং জনাধিপ ! ।
 ধৰ্ম্মকৈবেহ কীৰ্ত্তিঞ্চ পালয়ন্ প্রত্নবীৰ্য্যহম্ ॥১৬॥
 অহমুখায় বঃ সৰ্বান্ প্রতিযোৎসামি সংযুগে ।
 অনুগত্যাগতান্ সৰ্ব্বানৃত্বান্ সংবৎসরো যথা ॥১৭॥
 অদ্য বঃ সরথান্ সাশ্বানশস্ত্রো বিরথোহপি সন্ ।
 নক্ষত্রাণীব সৰ্বাণি সবিতা রাত্রিসংক্ষয়ে ।
 তেজসা নাশয়িষ্যামি স্থিরীভবত পাণ্ডবাঃ ॥১৮॥
 অত্যানুগ্যং গমিষ্যামি ক্ষত্রিয়াণাং যশস্বিনাম্ ।
 বাহ্লীকদ্রোণভীষ্মাণাং কর্ণশ্চ চ মহাত্মনঃ ॥১৯॥
 জয়দ্রথশ্চ শূরশ্চ ভগদত্তশ্চ চোভয়োঃ ।
 মদ্ররাজশ্চ শল্যশ্চ ভূরিশ্রবস এব চ ॥২০॥
 পুত্রাণাং ভরতশ্চৈষ্ঠ ! শকুনেঃ সৌবলশ্চ চ ।
 মিত্রাণাং সুহৃদাকৈব বাঙ্কবানাং তথৈব চ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

ধৰ্ম্মেতি । প্রত্নবীৰ্য্যমি “একৈকশঃ” ইত্যাদি প্রাপ্তকল্পমিতি শেষঃ ॥১৬॥
 অহমিতি । অত্র ঋতুভিঃ সহ সংবৎসরশ্চ যোজনং তেষাং গ্রহণমেব ॥১৭॥
 অন্তেতি । রাত্রিসংক্ষয়ে প্রভাতকালে । ষট্-পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৮॥
 অন্তেতি । আনুগ্যং শত্রুবিনাশেন ঋণপরিশোধনম্ ॥১৯॥

তবে রাজা ! এই জগতে মানুষের কীৰ্ত্তির মূল—ধৰ্ম্ম ; আমি সেই ধৰ্ম্ম ও কীৰ্ত্তি রক্ষা করিবার জন্তই এই সকল কথা বলিতেছি ॥১৬॥

পাণ্ডুনন্দন ! বৎসর যেমন আগত আগত ঋতুকে গ্রহণ করে, সেইরূপ আমিও জল হইতে উঠিয়া, রণস্থলে আপনাদের আগত আগত এক একজনকে গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করিব ॥১৭॥

পাণ্ডবগণ ! রাত্রিপ্রভাতে সূর্য যেমন আপন তেজে সমস্ত নক্ষত্রকে বিনষ্ট করেন ; সেইরূপ আমি আজ নিরস্ত্র এবং রথশূন্য হইয়াও আপন তেজে রথ ও অশ্বের সহিত আপনাদের সকলকেই বিনষ্ট করিব । আপনারা স্থির হউন ॥১৮॥

আজ আমি—যশস্বী ক্ষত্রিয়গণ এবং বাহ্লীক, দ্রোণ, ভীষ্ম ও মহাত্মা কর্ণের সম্বন্ধে অনুশী হইব ॥১৯॥

(১৭)...অবত্যাশং গতান্ সৰ্ব্বান্ নিহনিষ্যামি ভারত !—নি ।

আনুগ্যমন্ত গচ্ছামি হুহা স্বাং ভ্রাতৃভিঃ সহ ।

এতাবহুত্বা বচনং বিররাম জনাধিপঃ ॥২২॥ (বিশেষকম)

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

দিষ্ট্য। ত্বমপি জানীষে ক্ষত্রধর্ম্যং সুযোধন । ।

দিষ্ট্য। তে বর্ততে বুদ্ধিযুঁদ্ধায়ৈব মহাভুজ ! ॥২৩॥

দিষ্ট্য। শূরোহসি কৌরব্য ! দিষ্ট্য। জানাসি সঙ্গরম্ ।

যস্ত্বমেকো হি নঃ সর্বান্ সংযুগে যোদ্ধুমিচ্ছসি ॥২৪॥

এক একেন সঙ্গম্য যন্তে সম্মতমায়ুধম্ ।

তত্ত্বমাদায় যুধ্যস্ব প্রেক্ষকাস্তে বয়ং স্থিতাঃ ॥২৫॥

অয়মিচ্ছতে কামং বীর ! ভূয়ো দদাম্যহম্ ।

হৈষিকং ভব নো রাজা হতো বা স্বর্গমাপ্নুহি ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

জয়ত্রযন্তেতি । শূরস্ত বীরস্ত । সৌবল্যস্ত সুবলপুত্রস্ত । জনাধিপো হৃষ্যোধনঃ ॥২০—২২॥

দিষ্ট্যেতি । দিষ্ট্য। ভাগ্যেন । যুদ্ধায়ৈব ন পুনর্বনগমনাদাবিত্যর্থঃ ॥২৩॥

দিষ্ট্যেতি । সঙ্গরং যুদ্ধম্ । সংযুগে রণস্থলে ॥২৪॥

এক ইতি । সঙ্গম্য মিলিত্বা । প্রেক্ষকাস্তদযুদ্ধদর্শকাঃ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—২॥ যন্তেতি । আতপত্রেণ হৃষ্যোধনঃ সূর্য্যাক্রান্ত ইত্যেব প্রবাদোহপি
যন্ত সহতে ন ইতি ভাবঃ ॥৩—৯॥ পরিদূনঃ পরিশ্রান্তঃ ॥১০—২৫॥ হৈষিকম্ অশ্বাকং পঞ্চানাং

ভরতশ্রেষ্ঠ ! আজ আমি ভ্রাতৃগণের সহিত আপনাকে বধ করিয়া, বীর
জয়ত্রয, ভগদত্ত, মদ্ররাজ শল্য, ভুরিশ্রবা, পুত্রগণ, সুবলনন্দন শকুনি, মিত্রগণ,
সুহৃদগণ ও বান্ধবগণের সম্বন্ধে অনুগী হইব' এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাজা হৃষ্যোধন বিরত
হইলেন ॥২০—২২॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—‘মহাবাহু হৃষ্যোধন ! ভাগ্যবশতঃ তুমিও ক্ষত্রিয়ধর্ম
বুঝিয়াছ এবং ভাগ্যবশতঃ তোমার বুদ্ধি যুদ্ধবিষয়েই চলিয়াছে ॥২৩॥

কৌরবনন্দন ! ভাগ্যবশতঃ তুমি বীরই বট এবং ভাগ্যবশতঃ তুমি যুদ্ধ
শিখিয়াছ ; যে তুমি একাকী রণস্থলে আমাদের সকলের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা
করিতেছ ॥২৪॥

যে অস্ত্র তোমার অভিমত তাহা লইয়া, একক তুমি একজনের সহিতই মিলিত
হইয়া যুদ্ধ কর ; আমরা সকলেই দর্শকভাবে থাকিব ॥২৫॥

দুর্যোধন উবাচ ।

একশ্চেদ্যোদ্ধুমাক্রন্দে শূরোহুত মম দীয়তাম্ ।

আয়ুধানামিযথাপি ধৃতাস্তসম্মতে গদা ॥২৭॥

হন্তৈকং ভবতামেকং শক্যং মাং যোহভিমম্ভতে ।

পদাতির্গদয়া সংখ্যে স যুধ্যতু ময়া সহ ॥২৮॥

বৃত্তানি রথযুদ্ধানি বিচিত্রাণি পদে পদে ।

ইদমেকং গদাযুদ্ধং ভবত্বদ্যাদুতং মহৎ ॥২৯॥

অন্নানামপি পর্যায়াং কর্তুমিচ্ছন্তি মানবাঃ ।

যুদ্ধানামপি পর্যায়া ভবত্বনুমতে তব ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

অয়মিতি । কামং পর্যাণ্ডম্, নঃ অস্বাকম্ । প্রৌঢ়োক্তিরিয়ম্ ॥২৬॥

এক ইতি আক্রন্দে মহারণে । আস্তসম্মতে নিজমতানুসারেণৈবেত্যর্থঃ ॥২৭॥

হন্তেতি । শক্যং যোদ্ধুমিতি শেষঃ । পদাতিঃ পাদচারী সন্ ॥২৮॥

বৃত্তানীতি । বৃত্তানি পূর্কং ভূতানি । পদে পদে স্থানে স্থানে ॥২৯॥

অন্নানামিতি । পর্যায়াং বহুনাং সমবায়ো একৈকক্রমম্ । পর্যায়াস্তদ্বৎ ক্রমঃ ॥৩০॥

বীর ! আমি পুনরায় তোমাকে এই একটা যথেষ্ট বিষয় দিতেছি যে, তুমি আমাদের মধ্যে যে কোন একজনকে বধ করিয়া রাজা হও ; অথবা নিহত হইয়া স্বর্গলাভ কর' ॥২৬॥

দুর্যোধন বলিলেন—‘মহারাজ ! আপনি যদি এই মহাযুদ্ধে একজনকেই সম্মত করিয়া থাকেন, তবে একজন বীরকেই দিন ; কিন্তু আমি নিজের মত অনুসারেই অস্ত্রের মধ্যে এই গদা ধারণ করিয়াছি ॥২৭॥

আপনাদের মধ্যে যে একজন আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে বলিয়া মনে করে, সে ব্যক্তি পাদচারী হইয়া গদা দ্বারা আমার সহিত যুদ্ধ করুক ॥২৮॥

পূর্ব্ব স্থানে স্থানে বহুতর বিচিত্র রথযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে । সুতরাং আজ এই এক অত্যন্ত অদ্ভুত গদাযুদ্ধ হউক ॥২৯॥

বহুলোক একত্র ভোজন করিতে বসিলে, মানুষ এক একজনকেই অন্ন পরিবেশন করিয়া থাকে ; অতএব আপনার অনুমতিক্রমে আমার সহিত এক এক জনেরই যুদ্ধ হউক ॥৩০॥

(২৭) : ধৃতাস্তসম্মতে...পি,...বরোহুত...মতা মে সততং গদা—নি । (২৮) ব্রাতৃণাং ভবতামেকঃ...নি ।

গদয়া ত্বাং মহাবাহো ! বিজেষ্যামি সহানুজম্ ।
 পাঞ্চালান্ সৃঞ্জয়াংশ্চৈব যে চাত্তে তব সৈনিকাঃ ।
 নহি মে সঙ্গমো জাতু শত্রাদপি যুধিষ্ঠির ! ॥৩১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গান্ধারে ! মাং যোধয় স্নযোধন ! ।
 এক একেন সঙ্গম্য সংযুগে গদয়া বলী ॥৩২॥
 পুরুষো ভব গান্ধারে ! যুধ্যস্ব স্নসমাহিতঃ ।
 অগ্ন তে জীবিতং নাস্তি যদীক্ষ্রোহপি তবাশ্রয়ঃ ॥৩৩॥

সঞ্জয় উবাচ ।

এতৎ স নরশাঙ্গুলো নামৃশ্যত তবান্নজঃ ।
 সলিলান্তর্গতঃ শ্বভ্রে মহানাগ ইব শ্বসন্ ॥৩৪॥
 তথাসৌ বাক্ প্রতোদেন ভুগ্ধমানঃ পুনঃ পুনঃ ।
 বচো ন মমৃষে রাজন্ ! উত্তমাশ্বঃ কশামিব ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

গদয়েতি । সঙ্গমো ভয়বিচলিতভাবঃ, জাতু কদাচিৎ । বট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩১॥
 উত্তিষ্ঠেতি । গান্ধার্যা অপত্যমিতি গান্ধারিঃ “বাহ্বাদেশচ বিধীয়তে” ইতি ইণ্প্রত্যয়ে
 সন্ধোধনে রূপম্ । সঙ্গম্য মিলিত্বা, সংযুগে রণস্থলে ॥৩২॥
 পুরুষ ইতি । স্নসমাহিতঃ অতীবসাবধানঃ সন্ । নাস্তি ন স্বাস্তি ॥৩৩॥
 এতদिति । নামৃশ্যত নাগহত । শ্বভ্রে গর্ভে ॥৩৪॥
 যথেতি । বাক্ প্রতোদেন বাক্যাস্ত্রশেন, ভুগ্ধমানো ব্যাধ্যমানঃ । মমৃষে সেহে ॥৩৫॥

মহাবাহু কুন্তীনন্দন ! আমি গদাধারা ভ্রাতৃগণের সহিত আপনাকে, পাঞ্চাল
 ও সৃঞ্জয়গণকে এবং আপনার যে সকল সৈন্য আছে, তাহাদিগকে জয় করিব ।
 কখন ইন্দ্র হইতেও আমার ভয়চাঞ্চল্য হয় না’ ॥৩১॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—‘গান্ধারীনন্দন হর্ষ্যোধন ! তুমি উঠ উঠ, বলবান্ এক তুমি
 এক আমার সহিত মিলিত হইয়া গদাধারা যুদ্ধ কর ॥৩২॥

গান্ধারীনন্দন ! পুরুষ হও এবং সাবধানে যুদ্ধ কর । আজ যদি ইন্দ্রও তোমার
 সহায় হন, তথাপি তোমার জীবন থাকিবে না’ ॥৩৩॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘মহারাজ ! আপনার পুত্র জলস্থিত নরশ্রেষ্ঠ হর্ষ্যোধন
 গর্ভস্থিত মহাসর্পের শ্বাস খাস ত্যাগ করিতে থাকিয়া, যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য সহ্য
 করিলেন না ॥৩৪॥

রাজা ! উত্তম অশ্ব যেমন কশাঘাত সহ্য করে না ; সেইরূপ হর্ষ্যোধন

সংকোভ্য সলিলং বেগাদ্গদামাদায় বীৰ্য্যবান্ ।
 অদ্রিসারময়ীং গুৰ্বীং কাঞ্চনাজ্জদভূষণাম্ ।
 অন্তর্জলাং সমুত্তমৌ নাগেন্দ্র ইব নিশ্বসন্ ॥৩৬॥
 স ভিত্তা স্তম্ভিতং তোয়ং স্কন্ধে কৃত্বায়সীং গদাম্ ।
 উদতিষ্ঠত পুত্রেন্দ্রে প্রতপন্ রশ্মিবানিব ॥৩৭॥
 ততঃ শৈক্যায়সীং গুৰ্বীং জাতরূপপরিষ্কৃতাম্ ।
 গদাং পরায়ুষ্মদীমান্ ধার্তরাষ্ট্রো মহাবলঃ ॥৩৮॥
 গদাহস্তস্ত তং দৃষ্ট্বা সশৃঙ্গমিব পর্বতম্ ।
 প্রজ্ঞানামিব সংক্রুদ্ধং শূলপাণিমিব স্থিতম্ ॥৩৯॥
 স গদী ভারতো ভাতি প্রতপন্ ভাস্করো যথা ।
 তমুত্তীর্ণং মহাবাহুং গদাহস্তমরিন্দমম্ ।
 মেনিরে সর্বভূতানি দণ্ডপাণিমিবাস্তকম্ ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

সংকোভ্যেতি । সংকোভ্য সঞ্চাল্য । অদ্রিসারময়ীং লৌহময়ীম্ । ষট্পাদঃ ॥৩৬॥
 স ইতি । আয়সীং লৌহময়ীম্ । রশ্মিবান্ স্বৰ্য্যঃ । মোপথস্বাঘস্তঃ ॥৩৭॥
 তত ইতি । শৈক্যায়সীং লৌহসারময়ীম্ । জাতরূপপরিষ্কৃতং স্বর্ণালঙ্কৃতাম্ ॥৩৮॥
 গদেতি । প্রজ্ঞানং জনানামুপরি । পাণ্ডবা বিশ্বতবস্ত ইতি শেষঃ ॥৩৯॥

যুধিষ্ঠিরের বাক্য-অঙ্কুশে সেইভাবে বার বার আহত হইতে থাকিয়া আর তাঁহার বাক্য সহ্য করিলেন না ॥৩৫॥

ক্রমে বলবান্ হর্ষোদধন বেগে হ্রদের জল সঞ্চালিত করিয়া, লৌহময়ী ও স্বর্ণকেয়ূরভূষিতা বিশাল গদা লইয়া মহাসর্পের আয় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিয়া জলের ভিতর হইতে উঠিলেন ॥৩৬॥

মহারাজ ! আপনার পুত্র হর্ষোদধন স্তম্ভিত জল ভেদ করিয়া, লৌহময়ী গদা স্কন্ধে লইয়া, সূর্য্যের আয় তেজে সমুপ্ত করিতে থাকিয়া জল হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ॥৩৭॥

তদনন্তর মহাবল ও বুদ্ধিমান্ হর্ষোদধন হস্তদ্বারা লৌহময়ী ও স্বর্ণালঙ্কৃত বিশাল গদা আঘর্শন করিতে লাগিলেন ॥৩৮॥

পাণ্ডবেরা শৃঙ্গযুক্ত পর্বতের আয় এবং লোকের উপরে অভ্যস্ত ক্রুদ্ধ শূলধারী মহাদেবের তুল্য গদাধারী হর্ষোদধনকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥৩৯॥

বজ্রহস্তং যথা শক্রং শূলহস্তং যথা হরম্ ।

দদৃশুঃ সৰ্ব্বপাঞ্চালাঃ পুত্রং তব জনাধিপম্ ॥৪১॥

তমুত্তীর্ণস্ত সংপ্ৰেক্ষ্য সমহৃদ্যস্ত সৰ্ব্বশঃ ।

পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ তেহন্যোন্যস্ত তলান্ দদুঃ ॥৪২॥

অবহাসস্ত তং মত্বা পুত্রো হুৰ্য্যোধনস্তব ।

উদ্ধৃত্য নয়নং ক্রুদ্ধো দিধক্ষুরিব পাণ্ডবান্ ॥৪৩॥

ত্রিশিখাং ভ্রুকুটীং কৃত্বা সন্দর্শনদশনচ্ছদঃ ।

প্রত্যাঘাচ ততস্তান্ বৈ পাণ্ডবান্ সহকেশবান্ ॥৪৪॥ (যুগ্মকম্)

হুৰ্য্যোধন উবাচ ।

অশ্রাবহাসস্ত ফলং প্রতিভোক্যথ পাণ্ডবাঃ ।

গমিষ্যথ হতাঃ সত্ত্ব সপাঞ্চালা যমক্ষয়ম্ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । গদী গদাবান্, ভারতো ভরতবংশায়ো হুৰ্য্যোধনঃ । ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৪০॥

বজ্রেতি । হুৰ্দ্ধ্বতা বিষয়ে সাদৃশ্যং জ্ঞেয়ম্ ॥৪১॥

তমিতি । তলান্ করতালিসমূহম্ ॥৪২॥

অবেতি । দিধক্ষুর্দধুমিচ্ছুঃ । ত্রিশিখাং ত্রিধা বিভক্তাম্ । সন্দর্শো দস্তদংশনাম্পদীকৃতো দশনচ্ছদঃ অথরো যেন সঃ ॥৪৩—৪৪॥

অন্তেতি । যমস্ত ক্ষয়ং ভবনম্, “নিলয়াপচর্যো ক্ষয়ো” ইত্যমরঃ ॥৪৫॥

গদাধারী হুৰ্য্যোধন তখন সম্ভাপকারী শূর্য্যের শ্রায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন । মহাবাহু ও শক্রদমনকারী হুৰ্য্যোধনকে গদাহস্তে উঠিতে দেখিয়া, তাঁহাকে দণ্ডধারী ঘমের শ্রায় সকলে মনে করিতে থাকিল ॥৪০॥

রাজা ! তখন পাঞ্চালেরা সকলেই বজ্রধারী ইন্দ্রের শ্রায় এবং শূলধারী মহাদেবের তুল্য রাজা হুৰ্য্যোধনকে দর্শন করিতে লাগিল ॥৪১॥

ক্রমে পাণ্ডব ও পাঞ্চালেরা সকলেই হুৰ্য্যোধনকে উত্তিত দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং পরস্পর করতালি দিতে লাগিলেন ॥৪২॥

মহারাজ ! আপনার পুত্র হুৰ্য্যোধন সেই করতালি দেওয়াতে উপহাস মনে করিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া নয়নযুগল উত্তোলনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে যেন দণ্ড করিবার ইচ্ছা করিতে থাকিয়া, ত্রিখণ্ড ভ্রুকুটী করিয়া এবং অধরদংশন দেখাইয়া, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণকে বলিলেন ॥৪৩—৪৪॥

হুৰ্য্যোধন বলিলেন—‘পাণ্ডবগণ ! তোমরা অচিরকাল মধ্যেই এই উপহাসের

(৪১)....পুত্রং তব জনাধিপ ।...পি নি । (৪৩)....উদ্ধৃত্য নয়নং ক্রুদ্ধো...পি বজ্র বা নি ।

সঞ্জয় উবাচ ।

উখিতচ্চ জলাতশ্মাং পুত্রো হৃষ্যোধনস্তব ।
 অতিষ্ঠত গদাপানী রুধিরেণ সমুক্ষিতঃ ॥৪৬॥
 তস্মা শোণিতদিদ্ধস্মা সলিলেন সমুক্ষিতম্ ।
 শরীরং স্ম তদা ভাতি শ্রবন্নিব মহীধরঃ ॥৪৭॥
 তম্মুত্ততগদং বীরং মেনিরে তত্র পাণ্ডবাঃ ।
 বৈবস্বতমিব ক্রুদ্ধং শূলপাণিমিব স্থিতম্ ॥৪৮॥
 স মেঘনিনদো হর্ষান্নর্দম্বিব চ গোরুঘঃ ।
 আজুহাব ততঃ পার্থান্ গদয়া যুধি বীর্যবান্ ॥৪৯॥

হৃষ্যোধন উবাচ ।

একৈকেন চ মাং যুয়মানীদত যুধিষ্ঠির ! ।
 ন হ্যেকো বহুভিন্যায়ো বীরো যোধয়িতুং যুধি ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

উখিত ইতি । রুধিরেণ সমুক্ষিতঃ, তদানীমপি তন্নির্গমাদিতি ভাবঃ ॥৪৬॥
 তস্তেতি । শোণিতেন দিদ্ধো লিপ্তশস্ত্র । শ্রবন্ গৈরিকং ধাতুং নিঃসারয়ন্ ॥৪৭॥
 তমিতি । উত্তত উত্তোলিতা গদা যেন তম্ । বৈবস্বতং যমম্ ॥৪৮॥
 স ইতি । মেঘস্তেব নিনদো গন্তীরশকো যস্ত সঃ । গোরুঘঃ প্রধানবৃষঃ ॥৪৯॥
 একৈকেনেতি । একৈকেন একৈকক্রমেণ । আসীদত যোদ্ধা যোগচ্ছত ॥৫০॥

ফল ভোগ করিবে এবং তোমরা পাঞ্চালগণের সহিত সচাই নিহত হইয়া যমালয়ে যাইবে' ॥৪৫॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘মহারাজ ! আপনার পুত্র হৃষ্যোধন রক্তাক্তদেহে সেই হ্রদের জল হইতে উঠিয়া গদা ধারণ করিয়া অবস্থান করিলেন ॥৪৬॥

তৎকালে রক্তাক্তদেহ হৃষ্যোধনের দেহটী রক্ত নিঃসারণ করিতে থাকিয়া গৈরিক-ধাতুস্রাবী পর্বতের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল ॥৪৭॥

হৃষ্যোধন গদা উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইলে, তখন পাণ্ডবেরা তাঁহাকে দণ্ডধারী যম এবং শূলধারী শিবের স্থায় মনে করিতে লাগিলেন ॥৪৮॥

ক্রমে বলবান্ হৃষ্যোধন মহাবৃষের স্থায় গর্জন করিয়া গদা দেখাইয়া আনন্দ-সহকারে মেঘের স্থায় গন্তীর শব্দে পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন' ॥৪৯॥

হৃষ্যোধন বলিলেন—‘যুধিষ্ঠির ! তোমরা এক একজন করিয়া আমার সহিত

ঋতুবর্ণা বিশেষেণ শ্রান্তশ্চাপ্পু পরিপ্লুতঃ ।
 ভূশং বিকৃতগাত্রশ্চ হতবাহনসৈনিকঃ ॥৫১॥
 সর্বোপকরণেহীনং বর্ষশস্ত্রবিবর্জিতম্ ।
 একাকিনং যুদ্ধ্যমানং পশ্যন্তু দিবি দেবতাঃ ॥৫২॥
 অবশ্যমেব যোদ্ধব্যং সর্বৈরেব ময়া সহ ।
 যুক্তং ন যুক্তমিত্যেতদ্বৎসি ত্বঞ্জেব সর্বদা ॥৫৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

মা ভূদিয়ং তব প্রজ্ঞা কথমেকং স্নয়োধন ! ।
 যদাভিমন্যুং বহবো জঘ্নুযুধি মহারথাঃ ॥৫৪॥
 ক্ষত্রধর্ম্যং ভূশং ক্রুরং নিরপেক্ষং স্ননিঘ্ন'গম্ ।
 অন্যথা তু কথং হন্যুরভিমন্যুং তথাগতম্ ॥৫৫॥

ভারতকৌমুদী

ত্বন্তেতি । ঋতুবর্ণা হীনকবচঃ । অস্পু জলে ॥৫১॥
 সর্বেতি । সর্বোপকরণে রথাদিভিঃ । দিবি গগনে স্থিতাঃ ॥৫২॥
 অবশ্যমিতি । যুক্তং ন যুক্তঞ্চ, সর্বৈঃ সর্বেকশ্চ যোধানম্ ॥৫৩॥
 মেতি । ইয়মীদৃশী, প্রজ্ঞা বুদ্ধিঃ ॥৫৪॥

ভারতভাবদীপঃ

মধ্যে একমপি হতা স্বং রাজ্যং প্রাপ্যসীত্যর্থঃ ॥২৬—৫৪॥ ক্ষত্রধর্ম্যম্ অস্তুতি শেষঃ
 “ধর্মোহস্তী গুণে আচারে” ইতি মেদিনী ॥৫৫—৭০॥

ইতি শল্যপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥

যুদ্ধ করিতে আগমন কর । কারণ, রণস্থলে একজন বীরের সহিত বহুতর বীরের
 যুদ্ধ করা উচিত নহে ॥৫০॥

বিশেষতঃ, আমি বর্ষবিহীন, পরিশ্রান্ত, জলে পরিপ্লুত এবং অত্যন্ত ক্ষত-বিকৃত-
 দেহ ; তার পর আমার সমস্ত বাহন ও সমস্ত সৈন্য নিহত হইয়াছে ॥৫১॥

যুদ্ধের সমস্ত উপকরণবিহীন, বর্ষশূণ্য, নিরস্ত্র ও একাকী হইয়াও আমি যুদ্ধ
 করিতেছি, ইহা দেবতার আকাশে থাকিয়া দর্শন করুন ॥৫২॥

যুধিষ্ঠির ! আমি নিশ্চয়ই তোমাদের সকলের সহিতই যুদ্ধ কারব ; কিন্তু বহু-
 ব্যক্তির সহিত একজনের যুদ্ধ করা সঙ্গত বা অসঙ্গত তাহা তুমি জান' ॥৫৩॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—‘হৃয়োধন ! যখন বহু মহারথ মিলিত হইয়া, যুদ্ধে একমাত্র
 অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিলে ; তখন তোমার এ প্রকার বুদ্ধি হয় নাই কেন ? ॥৫৪॥

সৰ্ব্বৈ ভবন্তো ধৰ্ম্মজ্ঞাঃ সৰ্বৈ শূরাস্তনুতাজঃ ।
 স্মায়েন যুধ্যতাং প্রোক্তা শক্রলোকগতিঃ পরা ॥৫৬॥
 যদ্যেকস্ত ন হস্তব্যো বহুভির্ধৰ্ম্ম এষ বঃ ।
 তদাভিমন্যুঃ বহবো নিজস্বস্বন্যতে কথম্ ॥৫৭॥
 সৰ্ব্বৈ বিমূষতে জন্তুঃ কৃচ্ছ্রস্তো ধৰ্ম্মদৰ্শনম্ ।
 পদস্বঃ পিহিতং দ্বারং পরলোকস্য পশ্যতি ॥৫৮॥
 আমুঞ্চ কবচং বীর ! মূৰ্দ্ধজান্ যময়স্ব চ ।
 যচ্চাত্তদপি তে নাস্তি তদপ্যাদৎস্ব ভারত ! ॥৫৯॥
 ইমমেকঞ্চ তে কামং বীর ! ভূয়ো দদাম্যহম্ ।
 পঞ্চানাং পাণ্ডবেয়ানাং যেন যুদ্ধমিহেচ্ছসি ॥৬০॥

ভারতকৌমুদী

কৃত্তেতি । ক্রুরং কঠিনম্ । স্তনিযুগ্মভীবনির্দয়ম্ । তথাগতং বিপন্নম্ ॥৫৫॥
 সৰ্ব্ব ইতি । তনুতাজো যুদ্ধে দেহত্যাগোত্ততাঃ । যুধ্যতাং যুধ্যমানানাম্ ॥৫৬॥
 যদীতি । স্বয়মেতে ভব মতানুসারেণেত্যর্থঃ ॥৫৭॥
 সৰ্ব ইতি । বিমূষতে অস্থিগতি । পদস্বঃ সম্পন্নঃ, পিহিতমাবৃত্তম্ ॥৫৮॥
 আমুঞ্চেতি । আমুঞ্চ পরিধেহি, মূৰ্দ্ধজান্ কেশান্, যময়স্ব বধান । অস্ত্রদ্রবাদিকম্ ।
 আদৎস্ব গৃহাণ । এতৎ সৰ্ব্বমপি তবাহং দদামীতি ভাবঃ ॥৫৯॥
 ইমমিতি । কামং যথেষ্টম্ । যেন সাক্ষিমিতি শেষঃ ॥৬০॥

কৃত্ত্রিয়ধৰ্ম্ম অত্যন্ত কঠিন ও অত্যন্ত নির্দয় এবং কোন সম্পর্কের অপেক্ষা রাখে না । না হইলে, মহারথেরা সেইরূপ বিপন্ন অভিমন্যুকে কেন বধ করিবেন ? ॥৫৫॥

তখন তোমরা সকলেই ধৰ্ম্মজ্ঞ, বীর এবং যুদ্ধে দেহত্যাগ করিতে উত্তম ছিলে । আর স্মায় অনুসারে যুদ্ধকারী বীরগণের ইন্দ্রলোকে উত্তম গতিও ত ধৰ্ম্মশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ॥৫৬॥

কিন্তু একজনকে বহুব্যক্তি করি বধ করা উচিত নহে ; এইরূপই যদি তোমাদের ধৰ্ম্ম, তবে তোমার মত অনুসারে বহু ব্যক্তি মিলিত হইয়া এক অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিলেন কেন ? ॥৫৭॥

সমস্ত মানুষই বিপন্ন অবস্থায় ধর্ম্মের অনুসন্ধান করে ; আর সম্পৎকালে তাহারাই পরলোকের দ্বারকে আবৃত দেখে ॥৫৮॥

ভরতনন্দন । তুমি কবচ ধারণ কর, কেশ বন্ধন কর এবং তোমার অস্ত্র যে যে যুদ্ধের উপকরণ নাই, তাহাও গ্রহণ কর (আমি তোমাকে সমস্তই দিতেছি) ॥৫৯॥

(৫৭) অথেকস্ত...ধৰ্ম্ম এব ভূ...পি । (৬০) পাঞ্চালপাণ্ডবেয়ানাং...পি ।

তং হত্বা ভব রাজা বৈ হতো বা স্বর্গমাগ্নুহি ।
ঋতে চ জীবিতাঙ্গীর ! যুদ্ধে কিং কশ্ম তে প্রিয়ম্ ॥৬১॥

সঞ্জয় উবাচ ।

ততস্তব স্নতো রাজন্ ! বর্ষ জগ্রাহ কাঞ্চনম্ ।
বিচিত্রঞ্চ শিরস্ত্রাণং জাম্বূনদপরিষ্কৃতম্ ॥৬২॥
সোহববদ্ধশিরস্ত্রাণঃ শুভকাঞ্চনবর্ষভূতং ।
ররাজ রাজন্ ! পুত্রস্তে কাঞ্চনঃ শৈলরাড়িব ॥৬৩॥
সন্নদ্ধঃ স গদী রাজন্ ! সঙ্ঘঃ সংগ্রামমুর্দ্ধনি ।
অত্রবীৎ পাণ্ডবান্ সর্বান্ পুত্রো হুর্যোধনস্তব ॥৬৪॥
ভ্রাতৃ গাং ভবতামেকো যুধ্যতাং গদয়া ময়া ।
সহদেবেন বা যোৎশ্বে ভীমেন নকুলেন বা ॥৬৫॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । ঋতে বিনা, জীবিতাং জীবনাং, তব জীবনরক্ষণং বিনেত্যর্থঃ ॥৬১॥
তত ইতি । কাঞ্চনশ্বেদমিতি কাঞ্চনম্ । জাম্বূনদপরিষ্কৃতং স্বর্ণভূষিতম্ ॥৬২॥
স ইতি । অববদ্ধং শিরসি ধৃতং শিরস্ত্রাণং যেন সঃ । কাঞ্চনঃ স্বর্ণময়ঃ ॥৬৩॥
সন্নদ্ধ ইতি । সন্নদ্ধো ধৃতবর্ষাদিঃ, গদী গদাবান্ ॥৬৪॥
ভ্রাতৃণামিতি । ময়া সহ । পরাৰ্দ্ধেহপি সহেতি শেষঃ ॥৬৫॥

বীর ! তুমি পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে যাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা কর,
তোমার সেই ইচ্ছা অনুসারে এই আমি আবার তাঁহাকেও দিতেছি ॥৬০॥

বীর ! তুমি তাঁহাকে বধ করিয়া রাজা হও ; কিংবা তাঁহার হাতে নিহত হইয়া
স্বর্গ লাভ কর । (মোট কথা—) তোমার জীবন রক্ষা ব্যতীত অন্য কোন প্রিয়-
কার্য্য করিব তাহাও বল' ॥৬১॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘রাজা ! তাহার পর আপনার পুত্র হুর্যোধন স্বর্ণময় বর্ষ
এবং স্বর্ণভূষিত বিচিত্র শিরস্ত্রাণ গ্রহণ করিলেন ॥৬২॥

রাজা ! তখন আপনার পুত্র হুর্যোধন মস্তকে শিরস্ত্রাণ বন্ধন এবং দেহে স্বর্ণময়
বর্ষ ধারণ করিয়া, স্বর্ণময় পর্বতরাজ সুরেন্দ্রর শ্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৬৩॥

মহারাজ ! আপনার পুত্র হুর্যোধন শিরস্ত্রাণ ও বর্ষ ধারণ করিয়া হস্তে গদা
লইয়া, যুদ্ধে প্রস্তুত হইয়া, রণস্থলে দাঁড়াইয়া পাণ্ডবগণকে বলিলেন—॥৬৪॥

(৬১) তং হত্বা বৈ ভবান্ রাজা !...বজ বর্দ্ধ নি । (৬৩) সোহববদ্ধশিরস্ত্রাণঃ...পি ।

(৬৪) সন্নদ্ধঃ সগদো রাজন্ !...পি নি ।

অথবা ফাল্গুনেনাশ্বত্বা বা ভরতর্ষভ ! ।

যোৎশ্বেহং সঙ্গরং প্রাপ্য বিজেস্যে চ রণাজিরে ॥৬৬॥

অহমশ্ব গমিষ্যামি বৈরশ্বান্তং স্বদুর্গমম্ ।

গদয়া পুরুষব্যাত্ত্র ! হেমপট্টনিবন্ধয়া ॥৬৭॥

গদাযুদ্ধে ন মে কশ্চিৎ সদৃশোহস্তীতি চিন্তয়ে ।

গদয়া বো হনিষ্যামি সর্বানৈব সমাগতান্ ॥৬৮॥

ন মে সমর্থাঃ সর্বে বৈ যোদ্ধুং ন্যায়েন কেচন ।

ন যুক্তমাত্মনা বক্তুমিবাং গর্বোদ্ধতং বচঃ ।

অথবা সফলং হেতুং করিষ্যে ভবতাং পুরঃ ॥৬৯॥

অগ্নিন্ মুহূর্ত্তে সত্যং বা মিথ্যা বৈতদ্ভবিষ্যতি ।

গৃহ্নাতু চ গদাং যো বৈ যোৎশ্বতেহশ্ব ময়া সহ ॥৭০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি

গদাযুদ্ধে যুধিষ্ঠিরদুর্যোধনসংবাদে ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

অথবেতি । ফাল্গুনেন অর্জুনেন সহ । সঙ্গরং যুদ্ধম্ ॥৬৬॥

অহমিতি । বৈরশ্বান্তং গমিষ্যামি, যুদ্ধাকং হননেন আশ্রয়বিনাশেন বেতি ভাবঃ ॥৬৭॥

গদেতি । বো যুগ্মান্ ॥৬৮॥

নেতি । আশ্রয়না স্বয়ম্ । পুনঃ সম্মুখ এব । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৬৯॥

‘মহারাজ ! আপনাদের ভ্রাতাদের মধ্যে যে কোন একজন আমার সহিত গদাযুদ্ধ করুন । আমি কি সহদেব, ভীম অথবা নকুলের সহিত যুদ্ধ করিব ? ॥৬৫॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! অর্জুন বা আপনার সহিত যুদ্ধ করিব । (স্থূল কথা—) আজ আমি রণস্থলে জয়লাভই করিব ॥৬৬॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আজ আমি স্বর্ণপট্টবেষ্টিত এই গদা দ্বারা আপনাদের সহিত শত্রুতার অবসান করিব ॥৬৭॥

আমি মনে করি—গদাযুদ্ধে আমার তুল্য কেহই নাই । সুতরাং আমি এই গদা দ্বারা রণস্থলে সমাগত আপনাদের সকলকেই বিনাশ করিব ॥৬৮॥

রাজা ! ‘আপনার সকলে কিংবা অশ্বাশ্ব যে কোন ব্যক্তি আমার সহিত গদাযুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন না’ নিজে এইরূপ গর্বিত বাক্য বলা সঙ্গত নহে বটে ; তবে আমার এই বাক্য আপনাদের সম্মুখেই আমি সফল করিব ॥৬৯॥

(৬৯)....যোদ্ধুং ন্যায়ো কদাচন... এবংস্তব কৃতং বচঃ...পি । * ...‘ত্রিংশোহধ্যায়ঃ...’

পি বঙ্গ বর্জ বা লো নি ।

একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

সঞ্জয় উবাচ ।

এবং দুর্ঘোথনে রাজন্ ! গর্জমানে মুহুমূর্হঃ ।
যুধিষ্ঠিরস্ত সংক্রুদ্ধো বাহুদেবোহস্ত্রবীদিদম্ ॥১॥
যদি নাম হুয়ং যুদ্ধে বরয়েত্বাং যুধিষ্ঠির ।।
অর্জুনং নকুলকৈব সহদেবমথাপি বা ॥২॥
কিমিদং সাহসং রাজন্ ! ত্বয়া ব্যাহতমীদৃশম্ ।
একমেব নিহত্যাঞ্জৌ ভব রাজা কুরুষ্ঠিতি ॥৩॥
এতেন হি কৃতা যোগ্যা বর্ষাণীহ ত্রয়োদশ ।
আয়সে পুরুষে রাজন্ ! ভীমসেনজিঘাংসয়া ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

অন্নিৱিতি । এতন্মম বাক্যম্ । যো যোন্ততে স গদাং গৃহাতু ॥৭০॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিকান্তবাগীশতট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপৰ্কণি গদাযুদ্ধে ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥১॥

এবমিতি । যুধিষ্ঠিরস্ত সঙ্কল্পে ॥১॥

যদীতি । অয়ং দুর্ঘোথনঃ, জনাস্তিকবহুজ্জিরিয়ম্ ॥২॥

কিমিতি । সাহসং সাহসসম্বন্ধম্, ব্যাহতমুক্তম্ । কুরুষু কুরুদেশে ॥৩॥

এই মুহূর্ত্তেই আমার এই বাক্য সত্য বা মিথ্যা হইবে; অতএব যিনি আজ আমার সহিত যুদ্ধ করিবেন, তিনি গদা গ্রহণ করুন' ॥৭০॥

—:~:—

সঞ্জয় বলিলেন—‘রাজা ! দুর্ঘোথন এইরূপ মুহুমূর্হ গর্জন করিতে লাগিলে, কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের উপরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এই কথা বলিলেন—॥১॥

‘ধর্ম্মরাজ ! দুর্ঘোথন যদি এই গদাযুদ্ধে আপনাকে, অর্জুনকে, নকুলকে কিংবা সহদেবকে বরণ করে, (তাহা হইলে কি উপায় হইবে) ॥২॥

রাজা ! আপনি এইরূপ সাহসের বিষয় কেন বলিলেন যে, ‘আমাদের মধ্যে একজনকে বধ করিয়াই তুমি কুরুরাজ্যের রাজা হও’ ॥৩॥

কথং নাম ভবেৎ কার্য্যমস্মাভির্ভরতর্ষভ ।।
 সাহসং কৃতবাংস্বস্ত হনুক্রোশাম্ পোস্তম ।।৫।।
 নান্যমস্মানুপশ্যামি প্রতিযোদ্ধারমাহবে ।
 ঋতে ব্রকোদরাং পার্ধাং স চ নাতিকৃতশ্রমঃ ।।৬।।
 তদিদং দ্যুতমারকং পুনরেব যথা পুরা ।
 বিষমং শকুনৈশ্চৈব তব চৈব বিশাংপতে ।।৭।।
 বলী ভীমঃ সমর্থশ্চ কৃতী রাজা হ্র্যোধনঃ ।
 বলবান্ বা কৃতী বেতি কৃতী রাজন্ । বিশিষ্যতে ।।৮।।
 সোহয়ং রাজন্ । স্বয়া শত্রুঃ সমে পথি নিবেশিতঃ ।
 হ্যস্তশ্চাস্মা হ্র্যবিষমে কৃচ্ছ্রমাপাদিতা বয়ম্ ।।৯।।

ভারতকৌমুদী

এতেনেতি । যোগ্যা প্রহারাভ্যাসঃ, “যোগ্যঃ প্রবীণে”ত্যাছ্যপক্রম্য “হ্যভ্যাসার্ক-
 যোধিতোঃ” ইতি মেদিনী । আয়সে লৌহময়ে ।।৪।।
 কথমিতি । কার্য্যং রাজ্যামিকাররূপং কৰ্ম্ম । অহুক্রোশাদ্র্যাতঃ ।।৫।।
 নেতি । ঋতে বিনা । নাতিকৃতশ্রমো গদাযুদ্ধশিক্ষায়াম্ ।।৬।।
 তদिति । দ্যুতং দ্যুতবৎ সাহসিকং কৰ্ম্ম । বিষমং বিপজ্জনকম্ ।।৭।।
 বলীতি । বলী হ্র্যোধনাপেক্ষ্যাধিকবলঃ, সমর্থো দীর্ঘকালং যুদ্ধকরণে শক্তিমান্, কৃতী
 গদাযুদ্ধে ভীমাপেক্ষ্যা অধিকনিপুণঃ । বিশিষ্যতে অতিরিচ্যতে ।।৮।।

রাজা ! এই হ্র্যোধন ভীমসেনকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া, এই ত্রয়োদশ
 বৎসর যাবৎ একটা লৌহময় পুরুষের উপরে গদাপ্রহারের অভ্যাস করিয়াছে ।।৪।।

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজপ্রধান ! আমরা কি করিয়া এখন কার্য্য সম্পাদন করিব ।
 আপনি হ্র্যোধনের প্রতি দয়াবশতঃ সাহসের কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছেন ।।৫।।

আজ পৃথানন্দন ভীমসেনব্যতীত যুদ্ধে হ্র্যোধনের প্রতিযোদ্ধা অস্ত্র কাহাকেও
 দেখিতেছি না ; অর্থাৎ চ ভীমসেন গদাযুদ্ধশিক্ষায় অধিক পরিশ্রম করেন নাই ।।৬।।

নরনাথ ! আপনি পূর্বে যেমন শকুনির সহিত বিষম দ্যুতক্রীড়া করিয়া-
 ছিলেন, আজও সেইরূপ বিষম কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ।।৭।।

রাজা ! ভীমসেন হ্র্যোধন অপেক্ষা অধিক বলশালী এবং কষ্টমহিষু বলিয়া
 দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিতেও সমর্থ ; কিন্তু রাজা হ্র্যোধন ভীম অপেক্ষা গদাযুদ্ধশিক্ষা-
 বিষয়ে অধিক নিপুণ । তাহা হইলেও বলবান্ ও শিক্ষানিপুণ এই উভয়ের মধ্যে
 শিক্ষানিপুণই শ্রেষ্ঠ ।।৮।।

কো নু সৰ্বান্ বিনির্জিত্য শত্রুস্নেহেন বৈরিণা ।
 কৃচ্ছ্রপ্রাপ্তেন চ তথা হারয়েদ্রাজ্যমাগতম্ ॥১০॥
 নহি পশ্যামি তং লোকে ঘোহৃৎ দুৰ্য্যোধনং রণে ।
 গদাহস্তং বিজেতুং বৈ শক্তিঃ শ্রাদমরোহপি হি ॥১১॥
 ন ত্বং ভীমো ন নকুলঃ সহদেবোহথ ফাল্গুনঃ ।
 জেতুং ত্রায়েন শক্তো বৈ কৃতী রাজা হুৰ্যোধনঃ ॥১২॥
 স কথং বদসে শত্রুং যুধ্যস্ব গদয়েতি হি ।
 একঞ্চ নো নিহত্যার্জো ভব রাজেতি ভারত ! ॥১৩॥
 বৃকোদরং সমাসাচ্চ সংশয়ো বিজয়ে হি নঃ ।
 ত্রায়েতো যুধ্যমানানাং কৃতী হুৰ্য্য মহাবলঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

তৎফলমাহ স ইতি । সমে হুবিধাকরে । হুবিষমে অতিবিপদি, আপাদিতাঃ প্রাপিতাঃ ।
 বলবদপেক্ষয়া শিক্ষানিপুণত্বাধিকতয়া দুৰ্য্যোধনেন ভীমস্ত পরাজয়সম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥১০॥
 উক্তাশঙ্কয়া নিল্লেখ্য ইতি । কৃচ্ছ্রপ্রাপ্তেন বিপন্নেন । আগতং হস্তপ্রাপ্তম্ ॥১০॥
 অথ যদি ভীম এব দুৰ্য্যোধনং জয়েদিত্যাহ নহীতি । অমরো মৃত্যুশ্রুতৌ দেবোহপি ॥১১॥
 অতএবাহ নেতি । ফাল্গুনোহর্জুনঃ । কৃতিত্বাদেবেত্যশয়ঃ ॥১২॥
 যুধিষ্ঠিরোক্তিমহুত্বৈব তম্পালভতে স ইতি । নঃ অস্বাকং মধ্যে ॥১৩॥
 সঙ্কলিতমাহ বৃকোদরমিতি । এষ দুৰ্য্যোধনঃ ॥১৪॥

অতএব রাজা ! আপনি শত্রুকে সুবিধার দিকে রাখিয়াছেন এবং নিজেকে
 বিপদে ফেলিয়াছেন ; আর আমাদেরকেও কষ্টে নিপাতিত করিয়াছেন ॥১০॥

কোন ব্যক্তি সমস্ত শত্রু জয় করিয়া, বিপদাপন্ন একজন শত্রুদ্বারা প্রায় হস্তগত
 রাজ্যকে হারায় ? ॥১০॥

দেবতা হইলেও আমি জগতে তেমন লোক দেখি না, যে লোক আজ গদাধারী
 দুৰ্য্যোধনকে যুদ্ধে জয় করিতে সমর্থ হয় ॥১১॥

আপনি, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল কিংবা সহদেব ত্রায়যুদ্ধে শিক্ষানিপুণ
 দুৰ্য্যোধনকে জয় করিতে সমর্থ নহেন ॥১২॥

অতএব ভারতনন্দন । সেই আপনি কি করিয়া শত্রুকে বলিলেন যে, ‘তুমি
 গদাধারী যুদ্ধ কর এবং আমাদের মধ্যে একজনকে জয় করিয়াই রাজা হও’ ॥১৩॥

(১০)·· শত্রুস্নেহেন বৈ রণে··পি । (১২) ফাল্গুনো বা ভবান্ বাধ মাজীপুত্রোবধাপি
 বা । ন সমর্থাংহং বতে গদাহস্তং সংযুগে ॥ নি ।

নুনং ন রাজ্যভাগেষা পাণ্ডোঃ কুন্ত্যাশ্চ সন্ততিঃ ।

অত্যস্তবনবাসায় সৃষ্টা ভৈক্ষায় বা পুনঃ ॥১৫॥

ভীমসেন উবাচ ।

মধুসূদন ! মা কাষীবিষাদং যদুনন্দন ! ।

অদ্য পারং গমিষ্যামি বৈরস্য ভৃশদুর্গমম্ ॥১৬॥

অহং স্নয়োদনং সংখ্যে হনিষ্যামি ন সংশয়ঃ ।

বিজয়ো বৈ ধ্রুবং কৃষ্ণ ! ধর্মরাজস্য দৃশ্যতে ॥১৭॥

অধ্যর্কেন গুণেনেয়ং গদা গুরুতরী মম ।

ন তথা ধার্তরাষ্ট্রস্য মা কাষীর্মাধব ! ব্যথাম্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

অতিদুঃখাদাহ নুনমিতি । সৃষ্টা বিধাত্ৰা । ভৈক্ষায় চিরং ভিক্ষাকরণায় ॥১৫॥

মক্ষিতি । বিষাদাকরণে হেতুর্মাহ অস্তেতি । পারম্ অবসানম্ ॥১৬॥

কৃতঃ পারং গমিষ্যসীত্যাহ অহমিতি । সংখ্যে যুদ্ধে ॥১৭॥

জয়ে যুক্তির্মাহ অধীতি । অধিকমর্কং যন্ত তেন, গুরুতরী ভারবতী ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—৩॥ যোগ্যা অভ্যাসঃ । “যোগ্যঃ প্রবীণে”ত্যাধ্যাপকস্য “জ্ঞাত্যাসার্ক-
যোষিতোঃ” ইতি মেদিনী ॥৪—৬॥ শকুনেশ্চ তব চ যথা পুরা তথৈবেদমিতি ধন্যোঃ
সম্বন্ধঃ ॥৭—১৪॥ ইতি কথং বদসে ইত্যাহুর্কর্ণণীয়ম্ ॥১৫—৫৬॥

ইতি শল্যপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একত্রিশোহধ্যায়ঃ ॥৩১॥

ভীমসেনকে লইয়া আমরা যদি শ্যায় অমুসারে যুদ্ধ করি, তাহা হইলেও
আমাদের জয়লাভে নিশ্চয়ই সন্দেহ আছে । কারণ, দুর্ব্যোধন একে যুদ্ধশিক্ষায়
নিপুণ, তাহাতে আবার মহাবলশালী ॥১৪॥

হায় ! বিধাতা নিশ্চয়ই কুন্তী ও পাণ্ডুর সন্তানগুলিকে রাজ্যলাভের জন্য
সৃষ্টি করেন নাই । কিন্তু দীর্ঘকাল বনবাসের জন্য কিংবা চিরকাল ভিক্ষা করিবার
জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন’ ॥১৫॥

ভীমসেন বলিলেন—‘যদুনন্দন কৃষ্ণ ! তুমি বিষম হইও না । কারণ, আজ
আমি অতি দুর্গম বৈরসাগরের পারে যাইব ॥১৬॥

কৃষ্ণ ! আমি যুদ্ধে দুর্ব্যোধনকে বধ করিব, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ।
সুতরাং নিশ্চয়ই ধর্মরাজের জয়লাভ দেখা যাইতেছে ॥১৭॥

(১৫) অয়ং শ্লোকঃ পি নাশ্তি । ‘একং বাশ্মাশ্লিত্য তং ভব রাজেতি বৈ পুণ্য’ ইত্যর্ক-
মধিকং—বদ বর্জ ।

অনরা গদয়া চাহং সংযুগে যোদ্ধুযুৎসহে ।
 ভবন্তুঃ প্রেক্ষকাঃ সর্বৈ মম সন্তু জনার্দন ! ॥১৯॥
 সামরানপি লোকাংস্ত্রীন্ নানাস্ত্রধরান্ যুধি ।
 যোধয়েয়ং রণে কৃষ্ণ ! কিমুতাত্ত্ব জযোধনম্ ॥২০॥
 সঞ্জয় উবাচ ।

তথা সস্তাষমাণস্ত বাহুদেবো বৃকোদরম্ ।
 হৃষ্টঃ সংপূজয়ামাস বচনঞ্চোদয়ত্ৰবীৎ ॥২১॥
 হ্রামাশ্রিত্য মহাবাহো ! ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 নিহতারিঃ স্বকাং দীপ্তাং শ্রিয়ং প্রাপ্তা ন সংশয়ঃ ॥২২॥
 হুয়া বিনিহতাঃ সর্বৈ ধার্ত্তরাষ্ট্রসুতা রণে ।
 রাজানো রাজপুত্রাশ্চ নাগাশ্চ বিনিপাতিতাঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

অনয়েতি । উৎসহে ইচ্ছামি । প্রেক্ষকাঃ কেবলং দ্রষ্টারঃ ॥১৯॥
 সামরানিতি । অমরৈর্দেবৈঃ সহেতি তান্ । যোধয়েয়ং যোদ্ধুং শক্যম্ ॥২০॥
 তথ্যেতি । সস্তাষমাণং ক্রবন্তম্ । সংপূজয়ামাস প্রশংসং ॥২১॥
 ত্রিভিঃ প্রশংসামাহ স্বামিতি । নিহতা অরয়ো যেন সঃ, স্বকাং স্বকীয়াম্, দীপ্তাযুজ্জলাম্ ।
 প্রাপ্তা প্রাপ্যতি, বৃত্তান্তাবিত্তিক্তিঃ ॥২২॥

আমার এই গদা দুর্যোধনের গদা অপেক্ষা দেড়গুণ ভারী ; অতএব কৃষ্ণ !
 তুমি মনোবেদনা অনুভব করিও না ॥১৮॥

জনার্দন ! আমি এই গদা দ্বারা রণস্থলে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করি । তোমরা
 সকলেই কেবল দর্শক থাক ॥১৯॥

কৃষ্ণ ! দেবগণের সহিত নানাস্ত্রধারী ত্রিভুবনবাসীদের সহিতও আমি যুদ্ধ
 করিতে পারি । তাহাতে এক দুর্যোধনের কথা আর কি বলিব' ॥২০॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘ভীমসেন সেইরূপ বলিতে লাগিলে, কৃষ্ণ আনন্দিত হইয়া
 ভীমসেনের প্রশংসা করিলেন এবং এই কথা বলিলেন—’ ॥২১॥

‘মহাবাহু ! আপনাকে অবলম্বন করিয়া ধর্মরাজ শক্রসংহারপূর্ব্বক স্বকীয়
 উজ্জল রাজলক্ষ্মী লাভ করিবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥২২॥

আপনি যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্র, রাজগণ ও রাজপুত্রগণকে নিহত করিয়া-
 ছেন এবং হস্তিগণকেও নিপাতিত করিয়াছেন ॥২৩॥

(১৯) অহবেত্তং হি গদয়া...পি বজ বর্জ । (২২) ...স্বিকাং দীপ্তাং... প্রাপ্তো ন সংশয়ঃ—
 পি বজ... প্রাপ্তোত্যসংশয়ঃ—নি ।

কলিঙ্গা মাগধাঃ প্রাচ্যা গান্ধারাঃ কুরবন্তথা ।
 স্বামাসাশ্চ মহাযুদ্ধে নিহতাঃ পাণ্ডুনন্দন ! ॥২৪॥
 হুয়া দুৰ্য্যোধনঞ্চাপি প্রয়চ্ছোৰ্ব্বাং সসাগরাম্ ।
 ধৰ্ম্মরাজায় কোন্তেয় ! যথা বিষ্ণুঃ শচীপতেঃ ॥২৫॥
 স্বাঞ্চ প্রাপ্য রণে পাপো ধার্ত্তরাষ্ট্রো বিনঙ্ক্যতি ।
 ত্রমশ্চ সন্ধিনী ভঙ্ক্তু । প্রতিজ্ঞাং পালয়িষ্যসি ॥২৬॥
 যত্নেন তু সদা পার্থ ! যোদ্ধব্যো দ্বুতরাষ্ট্রজঃ ।
 কৃতী চ বলবাংশ্চৈব যুদ্ধশৌণ্ডিচ নিত্যদা ॥২৭॥
 ততস্ত্ব সাত্যকী রাজন্ ! পূজয়ামাস পাণ্ডবম্ ।
 পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ ধৰ্ম্মরাজপুরোগমাঃ ।
 তদ্বচো ভীমসেনশ্চ সৰ্ব এবাভ্যপূজয়ন্ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

হুয়েতি । নাগা গজাঃ ॥২৩॥
 কলিঙ্গা ইতি । আসাশ্চ প্রাপ্য, নিহতাস্বরৈবেতি শেষঃ ॥২৪॥
 হুয়েতি । প্রয়চ্ছ প্রদেহি । যথা বিষ্ণুঃ স্বৰ্গং প্রায়চ্ছৎ ॥২৫॥
 স্বামিতি । ধার্ত্তরাষ্ট্রো দুৰ্য্যোধনঃ । সন্ধিনী উরুদ্বয়ম্ ॥২৬॥
 যত্নেনেতি । কৃতী গদাযুদ্ধশিকানিপুণঃ, যুদ্ধে শৌণ্ডিচো মন্তঃ ॥২৭॥
 তত ইতি । পূজয়ামাস প্রশংস, পাণ্ডবং ভীমম্ । বট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৮॥

পাণ্ডুনন্দন ! কলিঙ্গ, মগধ, প্রাচ্য, গান্ধার ও কুরুদেশবাসী যোদ্ধারা মহাযুদ্ধে
 আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিহত হইয়াছে ॥২৪॥

কুন্তীনন্দন ! পূর্বকালে বিষ্ণু যেমন শক্রসংহার করিয়া ইন্দ্রকে স্বৰ্গরাজ্য দান
 করিয়াছিলেন ; তেমনি আপনিও দুৰ্য্যোধনকে বধ করিয়া, ধৰ্ম্মরাজকে সসাগরা
 পৃথিবী দান করুন ॥২৫॥

পাপাঙ্গা দুৰ্য্যোধন যুদ্ধে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া বিনষ্ট হইবে এবং
 আপনিও উহার উরুদ্বয় ভগ্ন করিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন ॥২৬॥

পৃথানন্দন ! আপনি বিশেষ যত্নসহকারে দুৰ্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিবেন ।
 কারণ, দুৰ্য্যোধন গদাযুদ্ধে নিপুণ ও বলবান্ এবং যুদ্ধে সৰ্ব্বদাই মন্ত' ॥২৭॥

রাজা ! তদনন্তর সাত্যকি ভীমসেনের প্রশংসা করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি

(২৭) যত্নেন হুয়া পাপো যোদ্ধব্যঃ...নি । (২৮)...বিবিধাভিচ্চ তং বাগ্ভির্ভীমসেনং
 অনেষর । ইত্যৰ্দ্ধমধিকং নি ।

ততো ভীমবলো ভীমো যুধিষ্ঠিরমধাত্রবীৎ ।
 সৃঞ্জয়ৈঃ সহ তিষ্ঠন্তঃ তপস্তুমিব ভাঁকুরম্ ॥২৯॥
 অহমেতেন সঙ্গম্য সংযুগে যোদ্ধুযুৎসহে ।
 নহি শক্তো রণে জেতুং 'মামেষ পুরুষাধমঃ ॥৩০॥
 অত্র ক্রোধং বিমোক্ষ্যামি নিহিতং হৃদয়ে ভূশম্ ।
 সুর্যোধনে ধার্তরাষ্ট্রে খাণ্ডবেহ্যিমিবার্জুনঃ ॥৩১॥
 শল্যমদ্রোদ্ধরিষ্যামি তব পাণ্ডব ! হচ্ছয়ম্ ।
 নিহত্য গদয়া পাপমদ্র রাজন্ ! সূখী ভব ॥৩২॥
 অত্র কীৰ্ত্তিময়ীং মালাং প্রতিমোক্ষ্যে তবানঘ ! ।
 প্রাণান্ শ্রিয়ঞ্চ রাজ্যঞ্চ মোক্ষ্যতেহ্য সুর্যোধনঃ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । ভীমং ভয়ানকং বলং শক্তির্ধনু সঃ ॥২৯॥
 অহমিতি । এতেন দুর্যোধনে, সঙ্গম্য মিলিত্বা, সংযুগে রণস্থলে ॥৩০॥
 অদ্বৈতি । নিহিতং চিরং স্থাপিতম্ । খাণ্ডবে বনে ॥৩১॥
 শল্যমিতি । শল্যং হুঃখশঙ্কম্, হৃদি শেতে তিষ্ঠতীতি তৎ ॥৩২॥
 অদ্বৈতি । প্রতিমোক্ষ্য অর্পয়িষ্যামি । শ্রিয়ং সম্পদম্ ॥৩৩॥

পাণ্ডবেরা ও পাঞ্চালপ্রভৃতি যোদ্ধারা সকলেই ভীমসেনের সেই বাক্যের সূখ্যাতি করিতে লাগিলেন ॥২৮॥

তৎকালে যুধিষ্ঠির সৃঞ্জয়গগনमध्ये সন্তাপকারী সূর্য্যের ছায়া অবস্থান করিতে-
 ছিলেন ; তাঁহার দিকে চাহিয়া ভীষণ শক্তিশালী ভীমসেন বলিলেন—৥২৯॥

‘আমি রণস্থলে এই দুর্য্যোধনের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করি ;
 কিন্তু এই পুরুষাধম যুদ্ধে আমাকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না ॥৩০॥

পূর্বে অর্জুন যেমন খাণ্ডববনে অগ্নি সমর্পণ করিয়াছিলেন, আমিও আজ
 তেমন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধনের উপরে হৃদয়ে গুরুতরভাবে চিরনিহিত ক্রোধ
 সমর্পণ করিব ॥৩১॥

পাণ্ডুনন্দন রাজা ! আমি আজ গদাঘারা পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া,
 আপনার হৃদয়স্থিত হুঃখশেল উদ্ধার করিব ; আপনি সূখী হউন ॥৩২॥

নিষ্পাপ রাজা ! আজ আমি আপনার কণ্ঠে কীৰ্ত্তিময়ী মালা পরাইয়া দিব
 এবং আজ দুর্য্যোধন প্রাণ, সম্পদ ও রাজ্য পরিত্যাগ করিবে ॥৩৩॥

রাজা চ ধৃতরাষ্ট্রোহিষ্ঠ ঐশ্বা পুত্রং ময়া হতম্ ।
 অরিয়ত্যাশুভং কর্ম যতচ্ছফ্নিবুদ্ধিজম্ ॥৩৪॥
 ইত্যাঙ্কু। ভরতশ্চৈষ্ঠো গদামুদ্রম্য বীর্যবান্ ।
 উদতিষ্ঠত যুদ্ধায় শক্রে। বৃত্রমিবাহ্বয়ন্ ॥৩৫॥
 তদাহ্বানমমৃশ্যন্ বৈ তব পুত্রোহতিবীর্যবান্ ।
 প্রভূপস্থিত এবাশু মন্তো মন্তমিব দ্বিপম্ ॥৩৬॥
 গদাহস্তং তব স্তুতং যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্ ।
 দদৃশুঃ পাণ্ডবাঃ সৰ্বে কৈলাসমিব শৃঙ্গিম্ ॥৩৭॥
 তমেকাকিনমাসান্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রং মহাবলম্ ।
 বিযুধমিব স্নাতঙ্গং সমহ্মন্ত পাণ্ডবাঃ ॥৩৮॥
 ন সজ্জমো ন চ ভয়ং ন চ গ্লানির্ন চ ব্যথা ।
 আনৌদুর্হ্যোধনস্তাপি স্থিতঃ সিংহ ইবাহবে ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

রাভেতি । অশুভং কর্ম প্রাক্তনমশ্রির্ধাসনাদিকম্ ॥৩৪॥
 ইতীতি । উদ্রম্য উত্তোল্য । শক্রে ইন্দ্রঃ, বৃত্রং নামাসুরম্ ॥৩৫॥
 তদিতি । অমৃশ্যন্ অসহমানঃ । মন্তো বিপ ইতি শেষঃ ॥৩৬॥
 গদেতি । শৃঙ্গিম্ শৃঙ্গবস্তম্, উত্তোলিতগদস্ত গদ্যস্তার্থমিদম্ ॥৩৭॥
 তমিতি । বিযুধম্ অপরহস্তিগণরহিতম্ ॥৩৮॥
 নেতি । সজ্জমো বিচলিতভাবঃ । অপিশঙ্কেন ভীমস্ত চেতি গম্যতে ॥৩৯॥

আমি পুত্র দুর্হ্যোধনকে নিহত করিয়াছি ইহা শুনিয়া, আজ রাজা ধৃতরাষ্ট্র শকুনির বুদ্ধিপ্রযুক্ত সেই সকল নিজের অগ্রায় কার্য্য অরণ করিবেন' ॥৩৪॥

এই কথা বলিয়া ভরতশ্চৈষ্ঠ ও বলবান্ ভীমসেন—ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপ দুর্হ্যোধনকে আহ্বান করিয়া গদা উত্তোলনপূর্ব্বক গোত্রোপস্থান করিলেন ॥৩৫॥

মহারাজ ! আপনার পুত্র মহাবল দুর্হ্যোধন সেই আহ্বান সহ করিতে না পারিয়া—মন্তহস্তী যেমন অপর মন্তহস্তীর দিকে গমন করে, সেইরূপ ভীমের দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥৩৬॥

তখন পাণ্ডবেরা সকলে গদাধারী ও যুদ্ধার্থ উপস্থিত দুর্হ্যোধনকে শূলযুক্ত কৈলাসপর্ব্বতের শ্রায় দর্শন করিতে থাকিলেন ॥৩৭॥

তৎকালে পাণ্ডবেরা যুধিষ্ঠীর হস্তীর শ্রায় একাকী মহাবল দুর্হ্যোধনকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥৩৮॥

তমুদ্রতগদং দৃষ্ট্বা কৈলাসমিব শৃঙ্গিণম্ ।

ভীমসেনস্তদা রাজন্ ! হৃষ্যোদনমথাব্রবীৎ ॥৪০॥

রাজ্ঞাপি ধৃতরাষ্ট্রেণ জ্ঞয়া চান্মাহু যৎ কৃতম্ ।

স্মর তদুদ্রুতং কৰ্ম্ম যদুদ্রুতং বারণাবতে ॥৪১॥

দ্রৌপদী চ পরিক্লিষ্টা সভামধ্যে রজস্বলা ।

দ্যুতে যদ্বিজিতো রাজা শকুনেবুদ্বিনিশ্চয়াৎ ॥৪২॥

যানি চান্মানি হৃষ্টাশ্চান্ ! পাপানি কৃতবানসি ।

অনাগঃস্ব চ পার্শ্বেষু তস্মাৎ পশ্য মহৎ ফলম্ ॥৪৩॥ (সুগাকম্)

স্বংকৃতে নিহতঃ শেতে শরতল্লৈ মহাযশাঃ ।

গান্ধেয়ো ভরতশ্চৈষ্ঠঃ সৰ্বেষাং নঃ পিতামহঃ ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । উদ্রুত। উত্তোলিত। গদা যেন তম্ ॥৪০॥

রাজ্ঞেতি । বৃত্তং জাতম্, অভুগৃহদহনমিত্যাশয়ঃ ॥৪১॥

দ্রৌপদীতি । শকুনেবুদ্ধৌ নিশ্চয়ঃ প্রামাণ্যাবধারণং তস্মাৎ । পাপানি পাপজনকা-
ভাটরণানি । অনাগঃস্ব নিরপরাধেষু ॥৪২—৪৩॥

যদিতি । স্বংকৃতে ঋণ্মিমিত্তম্, নিহত আহতঃ, শরতল্লৈ শরশয্যায়াম্ ॥৪৪॥

সেই সময়ে কেবল ভীমসেনের নহে—হৃষ্যোদনেরও ব্যস্ততা, ভয়, প্রাণি, কিংবা
মনোবেদনা হয় নাই । হৃষ্যোদন তখন সিংহের আয় রণস্থলে দাঁড়াইলেন ॥৩৯॥

রাজা ! তাহার পর ভীমসেন শৃঙ্গযুক্ত কৈলাসপৰ্ব্বতের আয় উত্তোলিত
গদাধারী হৃষ্যোদনকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—॥৪০॥

‘হুয়াস্মা ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং তুই আমাদের উপরে যে সকল হর্ব্যবহার
করিয়াছিলি এবং বারণাবতনগরে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই সমস্ত এখন স্মরণ
কর ॥৪১॥

হুয়াস্মা ! তুই সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীর যে কষ্ট দিয়াছিলি এবং শকুনের
বুদ্ধির উপরে নির্ভর করিয়া দ্যুতক্রীড়ায় রাজা যুধিষ্ঠিরকে যে জয় করিয়াছিলি,
আর নিরপরাধ পাণ্ডবগণের উপরে অশ্রান্ত যে সকল হর্ব্যবহার করিয়াছিলি ; আত্ম
সেই সকল কার্যের গুরুতর ফল দর্শন কর ॥৪২—৪৩॥

মহাযশা, ভরতশ্চৈষ্ঠ এবং আমাদের সকলের পিতামহ গজানন্দন ভীষ্ম তোম্
জন্তই আহত হইয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥৪৪॥

(৪১)....যদুদ্রুতং বারণাবতে—নি । (৪২) দ্রৌপদী চ পরাযুটী.. দ্যুতে চ বজ্রিতো রাজা
শকুনেবুদ্ধিলাষবাৎ—নি ।

হতো দ্রোণশ্চ কর্ণশ্চ হতঃ শল্যঃ প্রতাপবান্ ।
 বৈরশ্চ চাদিকর্তাসৌ শকুনির্নিহতো যুধি ॥৪৫॥
 ভ্রাতরন্তে হতাঃ শূরাঃ পুত্রাশ্চ সহসৈনিকাঃ ।
 রাজানশ্চ হতাঃ শূরাঃ সমরেষনিবর্তিনঃ ॥৪৬॥
 এতে চান্তে চ নিহতা বহবঃ কত্রিয়র্ষভাঃ ।
 প্রাতিকামী তথা পাপো দ্রোণদ্যুঃ ক্রেশকৃদ্ধতঃ ॥৪৭॥
 অবশিষ্টশ্বমেবৈকঃ কুলম্নোহধমপুরুষঃ ।
 স্বামপ্যদ্য হনিষ্যামি গদয়া নাত্র সংশয়ঃ ॥৪৮॥
 অদ্য তেহং রণে দৰ্পং সৰ্বং নাশয়িত্বা নৃপ ।।
 রাজ্যাশাং বিপুলাং চাপি পাণ্ডবেষু চ দৃষ্টতম্ ॥৪৯॥
 দুৰ্য্যোধন উবাচ ।

কিং কথিতেন বহুনা যুধ্যস্বাত্ম ময়া সহ ।

অদ্য তেহং বিনেয্যামি যুদ্ধশ্রদ্ধাং বৃকোদর ! ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

হত ইতি । আদিকর্তা প্রধানঃ প্রযোজকঃ ॥৪৫॥

ভ্রাতর ইতি । অনিবর্তিনঃ অপলায়িনঃ ॥৪৬॥

এত ইতি । প্রাতিকামী নামাহুচরঃ । ক্রেশকৃৎ মনোহুঃখজনকঃ ॥৪৭॥

অবেতি । কুলম্নো বংশনাশকারী ॥৪৮॥

অন্তেতি । দৃষ্টতং দুৰ্য্যবহারক প্রতিশোধয়িত্বামীতি শেষঃ ॥৪৯॥

এবং তোর্ জগুই দ্রোণ, কর্ণ, প্রতাপশালী শল্য এবং শক্রতার প্রধান প্রযোজক শকুনি যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন ॥৪৫॥

তোর্ বীর ভ্রাতারা, পুত্রেরা এবং যুদ্ধে অপলায়ী বীর রাজারা সৈন্যগণের সহিত তোর্ জগুই নিহত হইয়াছেন ॥৪৬॥

এই সকল এবং অদ্যাত্ম কত্রিয়শ্রেষ্ঠ সকল ও দ্রোণদীর ক্রেশকারী প্রাতিকামী নিহত হইয়াছেন ॥৪৭॥

বংশনাশক ও নরাধম একমাত্র তুই এখন অবশিষ্ট রহিয়াছিস্ । আজ এই গদাঘারা তোকেও বধ করিব, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ॥৪৮॥

নরপাল ! আমি আজ তোর্ সমস্ত দৰ্প ও রাজ্যের বিপুল আশা বিনষ্ট করিব এবং পাণ্ডবগণের উপরে যে সকল দুৰ্য্যবহার করিয়াছিস্, তাহারও প্রতিশোধ দিব' ॥৪৯॥

কিং ন পশ্যসি মাং পাপ ! গদাযুদ্ধে ব্যবস্থিতম্ ।
 হিমবচ্ছিখরাকারাং প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্ ॥৫১॥
 গদিনং কোহিচ্ছ মাং পাপ ! জেতুমেৎসহতে রিপুঃ ।
 ত্রায়তো যুধ্যমানশ্চ দেবেষ্যপি পুরন্দরঃ ॥৫২॥
 মা বৃথা গর্জ্জ কৌন্তেয় ! শারদাভ্রমিবাঙ্কলম্ ।
 দর্শয়স্ব বলং যুদ্ধে যাবত্তেহৈচ্ছ বিদ্রতে ॥৫৩॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । কথিতেন আত্মপ্লাষাকরণেন । বিনেষ্ট্যামি নাশয়িষ্ট্যামি ॥৫০॥
 কিমিতি । হিমবচ্ছিখরাকারাং হিমালয়শৃঙ্গতুল্যাং দৃঢ়াং দীর্ঘাঞ্চৈত্যর্থঃ ॥৫১॥
 গদিনমিতি । গদিনং গদাধারিণম্ । উৎসহতে শক্নোতি ॥৫২॥
 মেতি । শারদাভ্রং শরৎকালীনো মেঘঃ, অঙ্কলং বৃথা ত্রাস্তথা ॥৫৩॥

হৃষ্যোদন বলিলেন—‘ভীম ! বহুতর আত্মপ্লাষা করার প্রয়োজন কি ? এখন আমার সহিত যুদ্ধ কর; আমি আজ তোর যুদ্ধের উৎকট আকাজক্ষা দূর করিব ॥৫০॥

পাপাশ্বা ! দেখিতেহিস্ না কি—আমি হিমালয়পর্বতের শৃঙ্গতুল্য বিশাল গদা ধারণ করিয়া গদাযুদ্ধে অবস্থান করিতেছি ॥৫১॥

পাপাশ্বা ! আজ কোন্ শত্রু ত্রায়-অনুসারে যুদ্ধ করিতে থাকিয়া আমাকে জয় করিতে সমর্থ হইবে ? দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রও না ॥৫২॥

কুন্তীনন্দন ! শরৎকালের মেঘ যেমন বিনা জলে গর্জ্জন করে, তুইও তেমন বৃথা গর্জ্জন করিস্ না । তোর যতখানি বল থাকে, তাহা আজ যুদ্ধে দেখা’ ॥৫৩॥

(৫২) ইতঃ পরং শ্লোকচতুষ্টয়মধিকং বঙ্গ বর্দ্ধ । তদ্যথা—

যদেতৎ কথিতং পূর্বে যদীয়ং হৃষিচেষ্টিতম্ । সর্বং তন্ন চ মে কিঞ্চিচ্ছকিতং কর্তুমেব হি ॥১॥
 অরণ্যে চাপি বসতিং দাত্ত্বঞ্চ পরবেশ্চহু । তথা রূপবিপর্যাসং কারিতাঃ স্থ ময়া বলাৎ ॥২॥

ইতাস্ত বাক্যবাস্তব্যং ক্ষয়ন্তল্যোহয়মাবয়োঃ ।

গতনং সন্ততি তু মে যদি নাম ভবেদমুখি ।

তদতিপ্লাষ্যমেব ত্রাৎ কালো বা তত্র কারণম্ ॥৩॥

অতাপি নহি মে জেতা ধর্মেণাস্তি রণাজিরে ।

ছয়না বা বিজেষ্যধর্মকীর্তিঃ স্বাত্ততি ক্রবম্ ।

অধর্ম্যা চাযশস্তা চ পশ্চাত্তপ্যথ বৈ ক্রবম্ ॥৪॥

(৫৩) যাবত্তবেতি—পি, ... যাবন্নাস্তন্ নিহস্মি তে—নি ।

তস্ম তদ্বচনং শ্রুত্বা পাণ্ডবাঃ সহস্রঞ্জয়াঃ ।

সৰ্বে সংপূজয়ামাস্তুত্বচো বিজিগীষবঃ ॥৫৪॥

তং মত্তমিব মাতঙ্গং তলশঙ্কেন মানবাঃ ।

ভূয়ঃ সংহৰ্ষয়ামাসু রাজন্ ! দুৰ্য্যোধনং নৃপয় ॥৫৫॥

বৃংহন্তি কুঞ্জরাস্তত্র হয়্য হেমন্তি চাসকৃৎ ।

শত্ৰুগি সংপ্রদীপ্যন্তে পাণ্ডবানাং জয়ৈষিণাম্ ॥৫৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপৰ্ব্বণি

গদাযুদ্ধে ভীমদুৰ্য্যোধনবাক্যে একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥১॥ ❀

— ❀ —

ভারতকৌমুদী

তত্তেতি । সংপূজয়ামাসুঃ শ্রুত্বাঃ । বিজিগীষবো বিজ্ঞেতুমিচ্ছবঃ ॥৫৪॥

তমিতি । তলশঙ্কেন কবতলধ্বনিয়া । মানবা উদাসীনাঃ ॥৫৫॥

বৃংহন্তীতি । বৃংহিতং ববং কুর্কন্তি অ । হেমন্তি হেবাং ববং কুর্কন্তি অ চ । সংপ্রদীপ্যন্তে
উত্তোলনেনোচ্ছলন্তি অ ॥৫৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপৰ্ব্বণি গদাযুদ্ধে একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥১॥

জয়াভিলাষী সমস্ত পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় দুৰ্য্যোধনের সেই কথা শুনিয়া তাঁহার
প্রশংসা করিলেন ॥৫৪॥

রাজা ! অস্ত্রাশ্র মানবেরা করতালি দিয়া মত্তহস্তীর আয় রাজ্য দুৰ্য্যোধনকে
আরও আনন্দিত করিল ॥৫৫॥

‘তখন জয়াভিলাষী পাণ্ডবপক্ষের হস্তিগণ বৃংহিতধ্বনি করিল, অশ্বগণ হেবারব
করিয়া উঠিল এবং উত্তোলিত অস্ত্রগুলি চক্চক্ করিতে লাগিল’ ॥৫৬॥

— ❀ —

দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

—:--:—

সঞ্জয় উবাচ ।

তস্মিন্ যুদ্ধে মহারাজ ! স্ত্রসংবৃতে স্ত্রদারুণে ।
উপবিষ্টেষু সর্বেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু ॥১॥
ততস্তালধ্বজো রামস্তয়োযুদ্ধ উপস্থিতে ।
শ্রদ্ধা তচ্ছিয়্যো রাজন্ ! আজগাম হলায়ুধঃ ॥২॥ (যুগ্মকম্)
তং দৃষ্ট্বা পরমশ্রীতাঃ পাণ্ডবাঃ সহকেশবাঃ ।
উপগম্যোপসংগৃহ্য বিধিবৎ প্রত্যপূজয়ন্ ॥৩॥
পূজয়িত্বা ততঃ পশ্চাদিদং বচনমব্রুবন্ ।
শিষ্যয়োঃ কোশলং যুদ্ধে পশ্য রামেতি পার্থিব ! ॥৪॥
অব্রবীচ্চ তদা রামো দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং সপাণ্ডবম্ ।
দুর্যোধনঞ্চ কোরব্যং গদাপাণিমবস্থিতম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তস্মিন্ভিত্তি । স্ত্রসংবৃজে অবশ্যং সম্ভবতি । তালস্তালবৃক্ষং ক্রতো ধ্বজো যন্ত সঃ ॥১—২॥
তস্মিন্ভিত্তি । উপসংগৃহ্য চরণৌ, প্রত্যপূজয়ন্ প্রণামেন ॥৩॥
পূজয়িত্বা । শিষ্যয়োর্মসেনদুর্যোধনয়োঃ, কোশলং নৈপুণ্যম্ ॥৪॥
অব্রবীদিত্তি । কোরব্যমিতি বিশেষণং দুর্যোধনাস্তবব্যাবৃত্তার্থম্ ॥৫॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘মহারাজ ! অতিদারুণ সেই যুদ্ধ অবশ্য সম্ভবপর হইলে
এবং মহাত্মা পাণ্ডবেরা সকলে উপবেশন করিলে, তালধ্বজ ও হলায়ুধ বলরাম
নিজের শিষ্য ভীম ও দুর্যোধনের যুদ্ধ আরম্ভ হইতেছে শুনিয়া সেখানে আগমন
করিলেন ॥১—২॥

তঁাহাকে সমাগত দেখিয়া, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবেরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া নিকটে
যাইয়া তঁাহার চরণ ধারণ করিয়া যথাবিধানে নমস্কার করিলেন ॥৩॥

রাজা ! তঁাহারা সেইভাবে বলরামের সম্মান করিয়া বলিলেন—‘রাম !
আপনি আপনার শিষ্য দুইজনের গদাযুদ্ধনৈপুণ্য দর্শন করুন’ ॥৪॥

তখন পাণ্ডবগণের সহিত কৃষ্ণকে এবং গদাধারী কুরুবংশীয় দুর্যোধনকে অবস্থিত
দেখিয়া বলরাম বলিলেন—॥৫॥

চত্বারিংশদহাত্ত্বং হে চ মে নিঃসৃতস্ত বৈ ।

পুষ্যেণ সংপ্রয়াতোহস্মি শ্রবণে পুনরাগতঃ ।

শিষ্যয়োর্ভে গদাযুদ্ধং দ্রষ্টু কামোহস্মি মাধব ! ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

চত্বারিংশদতি । হে মাধব ! অস্ত, চত্বারিংশদহানি দিনানি হে চ অহনী দিনে ইতি মিলিত্বা দ্বিচত্বারিংশদহানি নিঃসৃতস্ত দ্বারকাতস্তীর্থযাত্রায়াং নির্গতস্ত মে মম অতিক্রামস্তীতি শেষঃ তত্র দ্বিচত্বারিংশদিনসংখ্যাপূরণপ্রদশনার্থং দ্বারকাতো যাত্রাকালীনং নক্ষত্রং কৃষ্ণক্ষেত্রোপস্থিতিকালীনং নক্ষত্রঞ্চ নিবেদয়তি পুষ্যেণেতি । পুষ্যেণ পুণ্যানক্ষত্রেণ বিশিষ্টে দিবসে সম্প্রয়াতঃ দ্বারকাতঃ কৃতযাত্রোহস্মি, পুনঃ শ্রবণে একং শ্রবণানক্ষত্রং গতম্, দ্বিতীয়শ্রবণানক্ষত্রযুক্তদিনে ইহাগতঃ । শিষ্যয়োর্ভীমসেনদুর্যোধনয়োরিদানীং গদাযুদ্ধং দ্রষ্টু কামোহস্মি । “পুনরপ্রথমে ভেদে” ইত্যমরোক্তে: পুনঃশব্দেনৈতৎ সূচিতম্ । পুষ্যাবধিশ্রবণাপর্য্যন্তানি পঞ্চদশ নক্ষত্রাণি, পুনর্দ্বিষ্ঠাবধিশ্রবণাপর্য্যন্তানি সপ্তবিংশতির্নক্ষত্রাণি মিলিত্বা দ্বিচত্বারিংশ-নক্ষত্রাণি ভবন্তীতি দ্বিচত্বারিংশদিনে তৎসমুদায়ং ন কচ্চিদিবোঃ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ।

ভীষ্মপর্ব্বণি সপ্তদশাধ্যায়ে “মঘাবিষয়গঃ সোমশুদ্দিনং প্রত্যপত্তত” ইত্যাদি দ্বিতীয়শ্লোক-ব্যাখ্যানাবসরে বিস্তরেণাত্ সর্বথা সূসামঞ্জস্যং প্রদর্শিতমহুস্ক্রমেয়ম্ । নীলকণ্ঠব্যাখ্যানস্ত তত্রোক্তভারতসাবিত্রীবচনবিরোধাদিনা হেয়ম্ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

তস্মিন্নিতি ॥১—৫॥ চত্বারিংশদহাত্ত্বং হে চ মে নিঃসৃতস্ত বৈ । পুষ্যেণ সম্প্রয়াতোহস্মি শ্রবণে পুনরাগত ইতি । নহু শ্রবণেহত্র যুদ্ধসমাপ্তির্দৃশ্যতে তদনুপাতেন যুদ্ধারম্ভে মৃগশীর্ষে ভবিতুং বুধ্যতে, “অষ্টাদশাহানি যুদ্ধমভূ”দिति বচনাৎ, এবং যুদ্ধারম্ভং প্রকৃত্য ভীষ্মপর্ব্বণি সঞ্জয়বাক্যম্—“মঘাবিষয়গঃ সোমশুদ্দিনং সম্প্রপত্ততে”তি মঘায়াং যুদ্ধারম্ভপ্রদর্শকং বিবৃধ্যতে । তথাহে রেবত্যাং যুদ্ধসমাপ্ত্যাপ্তেরিত্যুপক্রমোপসংহারয়োর্বিরোধো দুঃসমাধেয় ইতি চেৎ, সত্যম্ উপসংহারস্ত নির্ণীতার্থকত্বাস্তদনুরোধেনোপক্রমস্ত নেয়ত্বান্নমঘাবিষয়গ্ ইত্যন্তায়মর্থঃ—অত্র মঘাশব্দেন তৎসহচরাঃ পিতরো লক্ষ্যন্তে, “মঘানক্ষত্রং পিতরো দেবতে” ইতি ঋতেরিতি মঘায়াং পিতৃসম্বন্ধিষাবধারণাৎ । তেন যুদ্ধে মৃতানামুত্তমদেহপ্রদানার্থং চন্দ্রসুদা পিতৃলোকে সন্নিহিতোহভূদिति স্বর্গিণাং দিব্যদেহলাভশ্চক্ষ্রাধীন ইতি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধম্ । যুদ্ধারম্ভস্ত মৃগশীর্ষে ইতি ভীষ্মপর্ব্বণি নিপুণতরয়ুপপাদিতং তন্ন বিশ্বকৃত্যম্ ॥৬—১২॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষাট্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥৩২॥

‘কৃষ্ণ ! দ্বারকা হইতে নির্গত হওয়ার পর আজ আমার বিয়াল্লিশ দিন অতীত হইতেছে । আমি পুণ্যানক্ষত্রে দ্বারকা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলাম, (মধ্যে এক শ্রবণানক্ষত্র গিয়াছে,) দ্বিতীয় শ্রবণানক্ষত্রে এখানে আসিয়াছি । এখন আমার শিষ্য ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ দেখিবার ইচ্ছা করিতেছি’ ॥৬॥

(৬)··চত্বারিংশদহাত্ত্বং হেংসি মে··পি ।

ততস্তদা গদাহস্তো হুৰ্য্যোধনরূকোদরো ।
 যুদ্ধভূমিগতো বীরাবুভাবেব বিরজতুঃ ॥৭॥
 কৃষ্ণো চাপি মহেষ্টাসাবভিবাগ্ হলায়ুধম্ ।
 সম্বজ্ঞাতে পরিশ্রীতং শ্রীয়মাণো যশস্বিনো ॥৮॥
 মাদ্রীপুত্রো তথা শূরো দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চ চাত্মজাঃ ।
 অভিবাগ্ স্থিতা রাজন্ ! রৌহিণেয়ং মহাবলম্ ॥৯॥
 ভীমসেনোহথ বলবান্ পুত্রস্তব জনাধিপ ! ।
 তথৈব চোত্তমগদো পূজ্যামাসতুৰ্বলম্ ॥১০॥
 স্বাগতেন চ তং তত্র প্রতিপূজ্য পুনঃ পুনঃ ।
 পশ্য যুদ্ধং মহাবাহো ! ইতি তে রামমব্রুবন ।
 এবমুচুমহাত্মানং রৌহিণেয়ং নরাধিপাঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । বিরজতুবীরশোভয়া শুভভাতে ॥৭॥
 কৃষ্ণাবিতি । কৃষ্ণো কৃষ্ণার্জুনো, মহেষ্টাসৌ মহাধনুর্ধরো, সম্বজ্ঞাতে আলিঙ্গিতুঃ ॥৮॥
 মাদ্রীতি । রৌহিণেয়ং রোহিণ্যাঃ পুত্রং বলদেবম্ ॥৯॥
 ভীমেতি । পূজ্যামাসতুঃ দূর্য্যং প্রণামেনেনি শেষঃ, বলং বলতদ্রম্ ॥১০॥
 স্বাগতেনেনি । নরাধিপাঃ পাণ্ডবপক্ষীয়া রাজানঃ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥

তাহার পর বীর ভীমসেন ও হুৰ্য্যোধন গদা ধারণ করিয়া যুদ্ধস্থানে যাইয়া বীরশোভায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৭॥

মহাধনুর্ধর ও যশস্বী কৃষ্ণ ও অর্জুন সন্তুষ্ট হইয়া সন্তুষ্টচিত্ত বলরামকে অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥৮॥

রাজা ! নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র মহাবল রামকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন ॥৯॥

নরনাথ ! বলবান্ ভীমসেন এবং আপনার পুত্র হুৰ্য্যোধন দূর হইতে গদা উত্তোলনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বলরামের সম্মান করিলেন ॥১০॥

রাজার বার বার স্বাগতপ্রশ্ন করিয়া, সম্মান দেখাইয়া, মহাবল রামকে বলিলেন—‘মহাবাহু ! আপনি ইহাদের যুদ্ধ দর্শন করুন’ ॥১১॥

(৭) ইত্যং পরম্—ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা পরিষজ্য হলায়ুধম্ । স্বাগতং কুশলকামৈ পক্ষ্য-
 পৃচ্ছদ্যথাভবম্ ॥ ইত্যধিকশ্লোকঃ—পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো । (৮) ...পরিপ্রীতৌ...বঙ্গ বর্দ্ধ বা
 নি । (১১) ...প্রতিপূজ্য নরাধিপাঃ...বঙ্গ বর্দ্ধ । রৌহিণেয়ং মহাবলঃ—বর্দ্ধ ।

পরিষজ্য তদা রামঃ পাণ্ডবান্ সৃঞ্জয়ানপি ।
 অপৃচ্ছৎ কুশলং সৰ্বান্ পার্থিবাংশ্চামিতৌজসঃ ।
 তথৈব তে সমাসাদ্য পপ্রচ্ছুস্তমনাময়ম্ ॥১২॥
 প্রত্যভ্যর্চ্য হনৌ সৰ্বান্ ক্ষত্রিয়াংশ্চ মহাত্মনঃ ।
 কৃৎস্না কুশলসংযুক্তাং সংবিদঞ্চ যথাবয়ঃ ॥১৩॥
 জনার্দনং সাত্যকিঞ্চ প্রেমুণা স পরিষস্বজে ।
 যুদ্ধি চৈতাবুপাত্রায় কুশলং পর্যাপৃচ্ছত ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)
 তৌ চৈনং বিধিবদ্রাজন্ ! পূজ্যামাসতুগুৰুম্ ।
 ব্রহ্মাণমিব দেবেশমিদ্রোপেন্দ্রৌ মুদা যুতো ॥১৫॥
 ততোহব্রবীদ্ধৰ্ম্মসুতো রৌহিণেয়মরিন্দমম্ ।
 ইদং ভ্রাত্রোর্মহাযুদ্ধং পশ্য রামেতি ভারত ! ॥১৬॥
 তেবাং মধ্যে মহাবাহুঃ শ্রীমান্ কেশবপূর্বজঃ ।
 ন্যবিশৎ পরমপ্রীতঃ পূজ্যমানো মহারথৈঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

পরীতি । তং রামম্, অনাময়মারোগ্যম্ । অয়মপি ষট্ পাদঃ শ্লোকঃ ॥১২॥
 প্রতীতি । হনৌ রামঃ । সংবিদং প্রশম্ । পরিষস্বজে আলিঙ্গ ॥১৩—১৪॥
 তাবিত্তি । গুরুং জ্যেষ্ঠভ্রাতরং বলদেবম্ । উপেন্দ্রো বামনাস্বকো বিষ্ণুঃ ॥১৫॥
 তত ইতি । রৌহিণেয়ং বলদেবম্ । ভ্রাত্রোভীমসেনদুৰ্য্যোধনয়োঃ, ভীমো রামস্ত
 পিতৃষ্মপুত্রস্বাং ভ্রাতা, দুৰ্য্যোধনোহপি তৎপর্যায়স্বাং ভ্রাতৈবেতি ভাবঃ ॥১৬॥

তখন বলরাম পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে আলিঙ্গন করিয়া, উক্ত সকলের এবং
 অমিততেজা রাজগণের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন ; আবার সেইরূপই তাঁহারাও
 নিকটবর্তী হইয়া বলরামের অনাময় প্রশ্ন করিলেন ॥১২॥

পরে বলরাম মহাত্মা ক্ষত্রিয় সকলকে সম্মান দেখাইয়া, বয়স অনুসারে মঙ্গল-
 প্রশ্ন করিয়া, কৃষ্ণ ও সাত্যকিকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহাদের মন্তকাজ্ঞাণ
 করিয়া মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন ॥১৩—১৪॥

রাজা । ইন্দ্র ও উপেন্দ্র যেমন দেবাধিপতি ব্রহ্মাকে পূজা করেন, তেমন হুষ্টিচিত্ত
 কৃষ্ণ ও সাত্যকি (বিশেষভাবে অভিবাদন করিয়া) বলরামের পূজা করিলেন ॥১৫॥

ভরতনন্দন ! তদনন্তর যুধিষ্ঠির শত্রুদমনকারী বলরামকে বলিলেন—‘রাম !
 ভ্রাতাদের এই মহাযুদ্ধ দর্শন কর’ ॥১৬॥

(১২)...পাণ্ডবান্ সহ সৃঞ্জয়ান্—নি । পপ্রচ্ছুস্তমনাময়ম্...পি । (১৩)...কৃৎস্না কুশলসংপ্রসং
 —নি । (১৫)...মুদাষিতৌ—নি ।

স বভৌ রাজমধ্যস্থে নীলবাসাঃ সিতপ্রভঃ ।

দিবীব নক্ষত্রগণৈঃ পরিকীর্ণো নিশাকরঃ ॥১৮॥

ততস্তয়োঃ সন্নিপাতস্তমুলো লোমহর্ষণঃ ।

আসীদন্তকরো রাজন্ ! বৈরশ্চ তব পুত্রয়োঃ ॥১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্কণি

গদাযুদ্ধে বলদেবাগমনে দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

ত্রয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

জনমেজয় উবাচ ।

পূর্বমেব যদা রামস্তস্মিন্ যুদ্ধ উপস্থিতে ।

আমন্ত্র্য কেশবং যাতো রুক্ষিভিঃ সহিতঃ প্রভুঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি । কেশবশ্চ পূর্বজো জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলদেবঃ । ঐবিশদুপাংশুঃ ॥১৭॥

স ইতি । সিতপ্রভঃ শুভ্রকাস্তিঃ । পরিকীর্ণঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥১৮॥

তত ইতি । সন্নিপাতো যুদ্ধসংঘর্ষঃ । পুত্রয়োভীমদুর্ধ্যোধনয়োঃ ॥১৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিক্কাশ্রবাগীশতট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-

টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্কণি গদাযুদ্ধে দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥

————:~:————

পরে মহাবাহু বলরাম তাঁহাদের মধ্যে উপবেশন করিলেন এবং মহারথেরা তাঁহঁর সম্মান করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

তৎকালে নীলবসনধারী ও শুভ্রকাস্তি বলরাম রাজাদের মধ্যে থাকিয়া আকাশে নক্ষত্রপরিবেষ্টিত চন্দ্রের স্থায় শোভা পাইতে থাকিলেন ॥১৮॥

রাজা ! তাহার পর আপনার পুত্রদ্বয়ের (ভীম ও দুর্ধ্যোধনের) শত্রুতার অবসানকারী তুমুল ও লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥১৯॥

————:~:~:~:————

(১৮) ...পরিবীভো নিশাকরঃ · নি । (২০) বৈরশ্চাস্তং বিধিৎসয়োঃ · নি । *

চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ...’ পি বঙ্গ বর্জ বা সো নি

সাহায্যং ধাৰ্ত্তরাষ্ট্ৰস্ত ন চ কৰ্ত্তাস্মি কেশব ।।

ন চৈব পাণ্ডুপুত্ৰাণাং গমিষ্যামি যথাগতম্ ॥২॥

এবমুক্ত্বা তদা রামো যাতঃ শক্রনিবৰ্হণঃ ।

তস্ত চাগমনং ভূয়ো ব্রহ্মন্ ! শংসিতুমহঁসি ॥৩॥ (বিশেষকম্)

আখ্যাহি মে বিস্তরশঃ কথং রাম উপস্থিতঃ ।

কথঞ্চ দৃষ্টবান্ যুদ্ধং কুশলো হসি মে মতঃ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

উপপ্লব্যানিবিষ্টেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মহু ।

প্ৰেষিতো ধৃতরাষ্ট্ৰস্ত সমীপং মধুসূদনঃ ।

শমং প্ৰতি মহাবাহো ! হিতার্থং সৰ্ব্বদেহিনাম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

এতাবতা সঞ্জয়ধৃতরাষ্ট্রসংবাদেন গদাযুদ্ধং প্রস্তুত্যা প্রসঙ্গাজ্জনমেজয়বৈশম্পায়নসংবাদেন বলদেবতীৰ্ঘযাত্রাং বর্ণয়িতুমুপক্রমতে জনমেজয় উবাচ। পূৰ্ব্বমিতি। আমন্ত্য বিজ্ঞাপ্য, যাতন্ত্রীৰ্ঘপৰ্য্যটনায় প্ৰস্থিতঃ, প্রভূৰ্লপ্রভাবশালী। কিমামন্ত্যোত্যাহ সাহায্যমিতি। যথাগতং যথেষ্টম্। শক্রাণং নিবৰ্হণঃ দময়িতা ॥১—৩॥

আখ্যাহীতি। কুশলো বৃত্তান্তকথননিপুণঃ ॥৪॥

উপেতি। উপপ্লব্যে বিরাটনগরবিশেষে নিবিষ্টেষু স্থিতেষু। প্ৰেষিতঃ পাণ্ডবৈঃ। শমং প্ৰতি সন্ধিবিষয়ে। ষট্-পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৫॥

জনমেজয় বলিলেন—‘মহর্ষি! ‘কৃষ্ণ! আমি তুৰ্য্যোধনেরও সাহায্য করিব না এবং যুধিষ্ঠিরেরও সাহায্য করিব না, কিন্তু আমি আপন ইচ্ছানুসারে দেশ ভ্রমণ করিব’ কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণকে উক্তরূপ জানাইয়া, প্রভাবশালী ও শত্রুদমনকারী বলরাম বৃষ্ণিংশীয়গণের সহিত মিলিত হইয়া যখন দ্বারকা হইতে প্ৰস্থান করিয়াছিলেন, তখন আবার তিনি কেন কুরুক্ষেত্রে আসিলেন; তাহা আপনি আমার নিকট বলুন ॥১—৩॥

মহর্ষি! আমার মতে—আপনি বৃত্তান্ত বলিতে বড়ই নিপুণ; অতএব বিস্তর-ক্রমে বলুন—বলরাম কুরুক্ষেত্রে কেন আসিলেন এবং কি ভাবেই বা যুদ্ধদর্শন করিলেন’ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহাবাহু জনমেজয়! মহাত্মা পাণ্ডবেরা উপপ্লবানগরে থাকিতে তাঁহারা সমস্ত প্রাণীর মঙ্গলের নিমিত্ত সন্ধিস্থাপনের উদ্দেশ্যে হস্তিনা-নগরে ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে কৃষ্ণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন ॥৫॥

(৪) ...কুশলো হসি সন্ততঃ...পি। (৫) উপপ্লব্যে নিবিষ্টেষু...পি, উপপ্লব্যে নিবিষ্টেষু...নি।

স গন্ধা হাস্তিনপুরং ধৃতরাষ্ট্রং সমেত্য চ ।
 উক্তবান্ বচনং তথ্যং হিতকৈব বিশেষতঃ ।
 ন চ তৎ কৃতবান্ রাজা যথাখ্যাতিং হি তৎ পুরা ॥৬॥
 অনবাপ্য শমং তত্র কৃষ্ণঃ পুরুষসত্তমঃ ।
 আগচ্ছত মহাবাহুরুপপ্লব্যং জনাধিপ ! ॥৭॥
 ততঃ প্রত্যাগতঃ কৃষ্ণো ধার্তরাষ্ট্রবিসর্জিতঃ ।
 অক্রিয়াবান্ নরব্যাত্র ! পাণ্ডুবানিদমব্রবীৎ ॥৮॥
 ন কুর্বন্তি বচো মমং কুরবঃ কালচোদিতাঃ ।
 নির্গচ্ছধ্বং পাণ্ডবেয়াঃ ! পুশ্চেণ সহিতা ময়া ॥৯॥
 ততো বিভজ্যমানেষু বলেষু বলিনাং বরঃ ।
 প্রোবাচ ভ্রাতরং কৃষ্ণং রৌহিণেয়ো মহামনাঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । তথ্যং সত্যম্ । আখ্যাতিং কৃষ্ণেন, পুরা পূর্বম্ । যট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৬॥
 অনবাপ্যেতি । শমং সন্ধিস্বীকারেণ শান্তিস্বীকারম্ ॥৭॥
 তত ইতি । অক্রিয়াবান্ দুৰ্য্যোধনেন সন্ধানঙ্গীকারাৎ অকৃতকার্য্যঃ ॥৮॥
 নেতি । মমং মম, কালেন চোদিতা মরণায় প্রেরিতাঃ ॥৯॥
 তত ইতি । বিভজ্যমানেষু উভয়পক্ষে দানায় বিভক্তিক্রিয়মাণেষু, বলেষু সৈন্তেষু ॥১০॥

কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে যাইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া, বিশেষভাবে হিত-জনক ও সত্য বাক্য সকল বলিলেন ; কিন্তু পূর্বের কৃষ্ণ যাহা বলিলেন, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহা করিলেন না ॥৬॥

রাজা ! মহাবাহু ও পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ সেস্থানে সন্ধির অঙ্গীকার না পাইয়া, পুনরায় উপপ্লবানগরে ফিরিয়া আসিলেন ॥৭॥

নরশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর দুৰ্য্যোধন বিদায় করিলে, কৃষ্ণ অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়া পাণ্ডবগণকে এই কথা বলিলেন—॥৮॥

‘পাণ্ডবগণ ! কৌরবেরা কালপ্রেরিত হইয়া আমার বাক্য অনুসারে সন্ধি করিতে স্বীকার করিল না, অতএব আপনারা আমার সহিত মিলিত হইয়া এই পুষ্্যানক্ষত্রেই যুদ্ধার্থ নির্গত হউন’ ॥৯॥

তদনন্তর কৃষ্ণ সৈন্য বিভাগ করিতে লাগিলে, বলিশ্রেষ্ঠ ও প্রশস্তচিত্ত বলরাম ভ্রাতা কৃষ্ণকে বলিলেন—১০॥

(৬)....হি তে পুরা...পি বঙ্গ বর্জ । (৮)....অক্রিয়ায়াং...বর্জ নি ।

তেষামপি মহাবাহো ! সাহায্যং মধুসূদন ! ।
 ক্রিয়তামিতি তৎ কৃষো নাস্ত চক্রে যচন্তদা ॥১১॥
 ততো মন্যুপরীতাস্মা জগাম যত্ননন্দনঃ ।
 তীর্থযাত্রাং হলধরঃ সরস্বত্যাং মহাঘশাঃ ॥১২॥
 মৈত্রেনক্ষত্রযোগেন সহিতঃ সর্ব্বযাদবৈঃ ।
 আশ্রয়ামাস ভোজস্ব দুর্ঘ্যোধনমরিন্দমম্ ।
 যযুধানেন সহিতো বাসুদেবস্ত পাণ্ডবান্ ॥১৩॥
 রৌহিণেয়ে গতে শূরে পুশ্চোণ মধুসূদনঃ ।
 পাণ্ডবেয়ান্ পুরস্কৃত্য যযাবভিমুখঃ কুরুন্ ॥১৪॥
 গচ্ছন্নৈব পথিস্বস্ত রামঃ প্রেষ্ঠ্যানুবাহ হ ।
 সম্ভারান্ত্তীর্থযাত্রায়াঃ সর্ব্বোপকরণানি চ ।
 আনয়ধ্বং দ্বারকায়ামগান্ বৈ যাজকাংস্তথা ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি । তেষাং পাণ্ডবানাম্ । অস্ত রৌহিণেয়স্ত ॥১১॥

তত ইতি । মন্যুনা কৃষ্ণকর্তৃকস্বতপরিত্যাগাৎ দৈন্তেন পরীতাস্মা ব্যাপ্তচিহ্নঃ ॥১২॥

মৈত্রেতি । মৈত্রেনক্ষত্রমহুরাধা তদযোগেন । ভোজঃ কৃতবর্ষা । যযুধানেন সাত্যকিনা ।
 অত্রৈদমবধেয়ম্—আদৌ বলদেবঃ পুশ্চানক্ষত্রে তীর্থপর্যটনায় দ্বারকাতো গচ্ছঃ ; তদনন্তরং
 তদ্বশমদিনে অমুরাধানক্ষত্রে কৃতবর্ষা দুর্ঘ্যোধনপক্ষঃ কৃষ্ণঃ সাত্যকিন চ পাণ্ডবপক্ষমাত্রিকুং
 দ্বারকাতো জগ্মুরিতি । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৩॥

রৌহিণেয় ইতি । রৌহিণেয়ঃ রামঃ । পুরস্কৃত্য উদ্ভিষ্ট । সাত্যকিরপি ॥১৪॥

গচ্ছন্নিতি । প্রেষ্ঠ্যান্ ভূত্যান্ । সম্ভারং প্রয়োজনীয় দ্রব্যানি । ঘটপাদঃ শ্লোকঃ ॥১৫॥

‘মহাবাহু মধুসূদন ! পাণ্ডবদেরও সাহায্য কর’ । কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহার সে কথা
 রক্ষা করিলেন না ॥১১॥

তাঁহার পর পুশ্চানক্ষত্রে যশস্বী যত্ননন্দন বলরাম (কৃষ্ণ নিজ মত পরিত্যাগ
 করায়) দুঃখিত হইয়া, তীর্থপর্যটনের জন্ত সরস্বতীনদীতে গমন করিলেন ॥১২॥

তৎপরে অমুরাধানক্ষত্রে কৃতবর্ষা বহুতর যাদবসৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া
 শত্রুদমনকারী দুর্ঘ্যোধনের পক্ষে যাইবার জন্ত প্রস্থান করিলেন ; আর কৃষ্ণ ও
 সাত্যকি পাণ্ডবগণের পক্ষে চলিলেন ॥১৩॥

বীর বলরাম পুশ্চানক্ষত্রে প্রস্থান করিলে, কৃষ্ণ ও সাত্যকি পাণ্ডবপক্ষ লক্ষ্য
 করিয়া কুরুদেশের প্রতি অমুরাধানক্ষত্রে দ্বারকা হইতে নির্গত হইলেন ॥১৪॥

(১৩) মৈত্রেনক্ষত্রযোগেষ্...ভোজস্ব পি,...দুর্ঘ্যোধনমরিন্দমঃ...নি

সুবর্ণং রজতকৈব ধেনুর্বাশাংসি বাজিনঃ ।
 কুঞ্জরাংশ্চ রথাংশ্চৈব খরোষ্ট্রবাহনানি চ ॥১৬॥
 ক্ষিপ্ৰমানীয়তাং সৰ্ব্বং তীৰ্থহেতোঃ পরিচ্ছদম্ ।
 প্রতিশ্রোতঃ সরস্বত্যা গচ্ছধ্বং শীঘ্রগামিনঃ ॥১৭॥ (যুগ্মকম্)
 ধ্বজিচ্চানয়ধ্বং বৈ শতশ্চ দ্বিজর্ষভান্ ।
 এবং সন্দিশ্য তু প্রেস্থান্ বলদেবো মহাবলঃ ॥১৮॥
 তীৰ্থযাত্রাং যযৌ রাজন্ ! কুরুগাং বৈশসে তদা ।
 সরস্বতীং প্রতিশ্রোতঃ সমুদ্রোদভিজগ্মিবান্ ॥১৯॥ (যুগ্মকম্)
 ঋত্বিগ্ভিশ্চ হুহুত্বিশ্চ তথাঠৌদ্বিজসত্তমৈঃ ।
 রথৈর্গজৈস্তথাশ্চৈশ্চ প্রেস্থৈশ্চ ভরতর্ষভ ! ।
 গোখরোষ্ট্রপ্রযুক্তৈশ্চ যানৈশ্চ বহুভির্বৃতঃ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

সুবর্ণমিতি । খরা গর্দভা উষ্ট্রাশ্চ বাহনানীতি খরোষ্ট্রবাহনানি । পরিচ্ছদং বসনাদিকম্ ।
 প্রতিশ্রোতগমনাদেশস্ত অবস্থিতিস্থানামুসন্ধানার্থঃ ॥১৬—১৭॥
 ঋত্বিগ ইতি । ঋত্বিগঃ পুরোহিতান্ । বিশগন্তি হিংসন্তীতি বিশগা যোদ্ধারস্তে-
 মিদমিতি বৈশসং যুদ্ধং তস্মিন্ কুরুপাণ্ডবযুদ্ধপ্রাক্কাল ইত্যর্থঃ ॥১৮—১৯॥
 ঋত্বিগ্ভিরিতি । প্রেস্থৈর্দাতৈঃ । অভিজগ্মিবানিত্যমুযুত্তিঃ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২০॥

বলরাম নির্গত হইয়া পথে ভৃত্যগণকে বলিলেন—‘তীৰ্থযাত্রার প্রয়োজনীয়
 দ্রব্য, সমস্ত উপকরণ, অগ্নি ও পুরোহিতগণকে দ্বারকায় আনয়ন কর ॥১৫॥

সুবর্ণ, রৌপ্য, ধেনু, বজ্র, অশ্ব, হস্তী, রথ, গর্দভ, উষ্ট্র—এই সমস্ত বস্তু এবং
 তীৰ্থে পরিধানোপযোগী বস্ত্র সত্ত্বর আনয়ন কর, দ্রুতগামী লোকেরা সরস্বতীনদীর
 স্রোতে প্রতিকূলে গমন কর’ ॥১৬—১৭॥

‘পুরোহিত এবং শত শত ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে আনয়ন কর’ এইরূপে ভৃত্যগণকে
 আদেশ করিয়া মহাবল বলরাম কুরুক্ষেত্রযুদ্ধারম্ভের পূর্বে তীৰ্থপর্যটনের জন্ত
 গমন করিলেন এবং রাজা ! তিনি সমুদ্র হইতে সরস্বতীনদীর স্রোতের প্রতিকূল
 দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥১৮—১৯॥

ভারতশ্রেষ্ঠ ! তৎকালে তিনি—পুরোহিত, বন্ধু, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, রথ, হস্তী, অশ্ব,
 দাস এবং গরু, গর্দভ ও উষ্ট্রচালিতযানে পরিবেষ্টিত ছিলেন ॥২০॥

শ্রাস্তানাং ক্রান্তবপুষাং শিশুনাং বিপুলায়ুষাম্ ।
 দেশে দেশে তু দেয়ানি দানানি বিবিধানি চ ।
 অৰ্চ্চায়ৈ চাৰ্থিনাং রাজন্ ! ক্লৃপ্তানি বহুশস্তথা ॥২১॥
 যো যো যত্র দ্বিজো ভোজ্যং ভোক্তুং কাময়তে তদা ।
 তস্য তস্য তু তত্রৈবমুপাজ্জহুস্তদা নৃপ ! ॥২২॥
 তত্র স্থিতা নরা রাজন্ ! রৌহিণেষ্যশ শাসনাৎ ।
 ভক্ষ্যপেষ্যশ কুৰ্ব্বন্তি রাশীংস্তত্র সমস্ততঃ ॥২৩॥
 বাসাংসি চ মহার্হাণি পর্য্যাক্ষান্তরণানি চ ।
 পূজার্থং তত্র ক্লৃপ্তানি বিপ্রাণাং স্তখমিচ্ছতাম্ ॥২৪॥
 যত্র যঃ স্বপতে বিপ্রো যো বা জাগৰ্ভি ভারত ! ।
 তত্র তত্রৈব সৰ্ব্বস্য ক্লৃপ্তং সৰ্বমপশ্যত ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

শ্রাস্তানামিতি । বিপুলায়ুষাম্ অধিকবয়সাং বৃদ্ধানামিত্যর্থঃ । অৰ্চ্চায়ৈ অৰ্চু এব
 স্তোষায়, ক্লৃপ্তানি রামসহচরৈঃ সঙ্গাদিতানি । অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥২১॥
 য ইতি । ভোজ্যং খাদ্যম্ । উপাজ্জহু রামসহচরাঃ দহুঃ ॥২২॥
 তত্রৈতি । রৌহিণেষ্যশ রামশ, শাসনাদাদেশাৎ ॥২৩॥
 বাসাংসীতি । মহার্হাণি মহামূল্যানি । পূজার্থং স্তোষার্থম্, ক্লৃপ্তানি সঙ্গাদিতানি ॥২৪॥
 যত্রৈতি । যত্র যাদৃশ্চাং শয্যায়াং, স্বপতে স্বপিতি । অপশ্যত রামঃ ॥২৫॥

রাজা ! তখন বলরামের সহচরেরা দেশে দেশে শ্রাস্ত, ক্রান্ত, শিশু, বৃদ্ধ ও
 প্রার্থীগণের সন্তোষ বিধানের জন্ত বহুতর নানাবিধ দ্রব্য দান করিতে থাকিল ॥২১॥

রাজা ! সেই সময়ে যে যে দেশে যে যে ব্রাহ্মণ যে যে খাদ্য চাহিতে
 লাগিলেন, বলরামের সহচরেরা সেই সেই দেশে সেই সেই ব্রাহ্মণকে সেই সেই
 খাদ্যই দিতে লাগিল ॥২২॥

রাজা ! তত্রত্য লোকেরা বলরামের আদেশে সৰ্ব্বত্রই রাশি রাশি খাদ্য ও
 পানীয় দ্রব্য সম্পন্ন করিত ॥২৩॥

সুখাভিলাষী ব্রাহ্মণগণের সন্তোষের জন্ত মহামূল্য বস্ত্র সকল পর্য্যকের উপরে
 আস্তৃত করিয়া দিত ॥২৪॥

ভরতনন্দন ! যে ব্রাহ্মণ যেরূপ শয্যায় শয়ন করিতেন এবং যে ব্রাহ্মণ

(২১) ...অৰ্চা বৈ চাৰ্থিনাং রাজন্ ! ...ক্লৃপ্তান্ রববরৈস্তথা—পি । (২২) ...উপজ্জহুস্তদা
 নৃপ !—পি ।

যথাস্থং জনঃ সৰ্বো যাতি তিষ্ঠতি বৈ তদা ।
 যাতুকামশ্চ দানানি পানানি তৃষিতশ্চ চ ॥২৬॥
 বুভুক্ষিতশ্চ চাম্বানি স্বাদূনি ভরতৰ্ষভ ! ।
 উপাজ্জহ্নুরাস্তত্র বস্ত্রাণ্যভরণানি চ ॥২৭॥
 স পশ্চাৎ প্রবভৌ রাজন্ ! সৰ্বশ্চৈব স্থথাবহঃ ।
 স্বর্গোপমস্তদা বীর ! নরাণাং তত্র গচ্ছতাম্ ॥২৮॥
 নিত্যপ্রমুদিতোপেতঃ স্বাদুভক্ষ্যো জলান্বিতঃ ।
 বিপণ্যাপ্রণপণ্যানাং নানাজনশতৈরুতঃ ।
 নানাক্রমলতোপেতো নানারত্নবিভূষিতঃ ॥২৯॥ (যুধামন্যু)

ভারতকৌমুদী

যথেষতি । যাতুকামশ্চ সহচরভাবেন । পানানি পেয়দ্রব্যানি ॥২৬॥

বুভুক্ষিতশ্চেতি । বুভুক্ষা ভোজনেচ্ছা অস্ত সঞ্জ্ঞাতেতি বুভুক্ষিতশ্চ ॥২৭॥

স ইতি । স্বর্গোপমঃ স্বর্গীয়পথতুল্যঃ । নিত্যং প্রমুদিতেন আনন্দেনোপেতঃ, স্বাদূনি ভক্ষ্যাণি যন্ত সঃ । বিপণ্যো বিক্রয়দ্রব্যানাং শ্রেণয়শ্চ আপণাঃ ক্রয়বিক্রয়গৃহাণি চ পণ্যানি বিকীর্ণানি বিক্রয়দ্রব্যানি চ তেষাম্ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৮—২৯॥

জাগিয়া থাকিতেন, তাঁহাদের সকলেরই সমস্ত স্থানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ প্রস্তুত দেখা যাইত ॥২৫॥

তৎকালে সমস্ত লোকই যথাস্থখে গমন করিত এবং স্থানে স্থানে অবস্থান করিত ; গমনার্থী লোকদিগের যান-বাহন এবং তৃষিত লোকদিগের পানীয় দ্রব্য সম্পাদিত হইত ॥২৬॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তখন বলরামের ভৃত্যেরা ভোজনার্থী লোকদিগের সুস্বাদু অন্ন, বস্ত্র ও অলঙ্কার আনয়ন করিয়া দিত ॥২৭॥

রাজা ! বলরামের সেই তীর্থযাত্রার পথ সকল সমস্ত লোকেরই সুখজনক হইত । কারণ, বীর ! গমনকারী সহচরগণের মনে সেই পথগুলি স্বর্গীয়পথের তুল্য বলিয়া ধারণা হইত ; সর্বদা আনন্দের প্রবাহ চলিতে থাকিত, সুস্বাদু খাদ্য সকল পাওয়া যাইত ; নির্মল জল মিলিত, বিক্রয় দ্রব্যের শ্রেণী, ক্রয়-বিক্রয়ের গৃহ ও বিক্ৰিষ্ট বিক্রয় দ্রব্যের নানাবিধ লোক সঙ্গ্রে সঙ্গ্রে চলিত ; নানাবিধ বৃক্ষ ও লতা দেখা যাইত এবং কোথাও কোথাও নানাবিধ রত্ন দৃষ্টিগোচর হইত ॥২৮—২৯॥

(২৫) যত্র যঃ স্বদতে বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি ভারত ! । তত্র তত্রৈব তত্রৈব সর্বং ক্লৃপ-মদৃশ্রুত —পি বঙ্গ বর্দ্ধ । (২৯) ...শুভাশিতঃ...পি বঙ্গ বর্দ্ধ ।

ততো মহাত্মা নিয়মে স্থিতাত্মা পুণ্যেষু তীৰ্থেষু বসুনি রাজন্ ।।
 দদৌ দ্বিজৈভ্যাঃ ক্ৰতুদক্ষিণাশ্চ যদুপ্রবীরো হনভূং প্রতীতঃ ॥৩০॥
 দোক্ষীশ্চ ধেনুশ্চ সহস্রশো বৈ স্ববাসসঃ কাঞ্চনবন্ধশৃঙ্গীঃ ।
 হয়াশ্চ নানাবিধদেশজাতান্ যানানি দাসাংশ্চ শুভান্ দ্বিজৈভ্যাঃ ॥৩১॥
 (যুগ্মকম্)

রত্নানি মুক্তামণিবিক্রমকাপ্যগ্র্যং স্ববর্ণং রজতং সুশুদ্ধম্ ।
 অয়শ্চয়ং তাত্ৰময়ঞ্চ ভাণ্ডং দদৌ দ্বিজাতিপ্রবরেষু রামঃ ॥৩২॥
 এবং স বিত্তং প্রদদৌ মহাত্মা সরস্বতীতীৰ্থবরেষু ভূরি ।
 যযৌ ক্রমেণাপ্রতিমপ্রভাবস্ততঃ কুরুক্ষেত্ৰমুদারবৃত্তিঃ ॥৩৩॥

জনমেজয় উবাচ ।

সারস্বতানাং তীর্থানাং গুণোৎপত্তিং বদস্ব মে ।
 ফলঞ্চ দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠ ! কশ্মনিবৃত্তিমেব চ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । নিয়মে অপোপবাসাদৌ । বসুনি ধনানি । ক্ৰতুনাং যজ্ঞানাং দক্ষিণাঃ
 প্রতীতঃ সন্তুষ্টচিত্তঃ । দোক্ষীঃ বহুকীরাঃ, স্ববাসসঃ স্তম্ভরবস্ত্রৈরাবৃতদেহাঃ, কাঞ্চনেন স্ববর্ণেন
 বহ্নানি বেষ্টিতানি শৃঙ্গাণি যাসাং তাঃ । দ্বিজৈভ্যো দদাবিতি সম্বন্ধঃ ॥৩০—৩১॥

রত্নানীতি । অগ্র্যমুত্তমম্, সুশুদ্ধং সর্বথা ধাতুস্তরৈরমিশ্রিতম্ । অয়শ্চয়ং লৌহময়ম্, ভাণ্ডং
 ভাঙ্কনম্ ॥৩২॥

এবমিতি । বিত্তং ধনম্ । উদারবৃত্তিঃ প্রশস্তব্যবহারঃ ॥৩৩॥

সারস্বতানামিতি । দ্বিপদাং মনুষ্যাণাং শ্রেষ্ঠঃ । সরস্বত্যা ইমানীতি সারস্বতানি তেষাম্,

রাজা । তাহার পর মহাত্মা, নিয়মাবলম্বী, যদুবংশমধ্যে প্রধান বীর ও সন্তুষ্ট-
 চিত্ত বলরাম পবিত্র তীর্থসমূহে ব্রাহ্মণদিগকে ধন, যজ্ঞের দক্ষিণা এবং বহু ছদ্মবতী,
 সুন্দর বস্ত্রাবৃত ও স্বর্ণশৃঙ্গি সহস্র সহস্র ধেনু, নানাদেশোৎপন্ন অশ্ব, যান ও শুভ-
 লক্ষণসম্পন্ন দাস দান করিতে থাকিলেন ॥৩০—৩১॥

ক্রমে বলরাম শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে রত্ন, মুক্তা, মণি, প্রবাল, উত্তম স্ববর্ণ, বিশুদ্ধ
 রৌপ্য এবং লৌহময় ও তাত্ৰময় ভাণ্ড সকল দান করিতে লাগিলেন ॥৩২॥

অতুলনীয়প্রভাবশালী, প্রশস্তচরিত্র ও মহাত্মা বলরাম এইভাবে সরস্বতীনদীর
 দ্বিভিন্ন তীৰ্থে প্রচুর ধন দান করিলেন । পরে ক্রমে ক্রমে কুরুক্ষেত্রে যাইয়া
 উপস্থিত হইলেন ॥৩৩॥

(৩০)...নিয়তো যনশ্বিনাং...নি । (৩২)...শৃঙ্গীঃ স্ববর্ণং রজতং সুশুদ্ধম্...পি,...শৃঙ্গী-

স্ববর্ণং রজতং সুশুদ্ধম্...বর্চ ।

যথাক্রমেণ ভগবন্ ! তীর্থানামমুপূর্বশঃ ।

ক্রহি ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠ ! পরং কোতূহলং হি মে ॥৩৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তীর্থানাং বিস্তরং রাজন্ ! শুণোৎপত্তিক সর্বশঃ ।

ময়োচ্যমানং বৈ পুণ্যং শৃণু রাজেন্দ্র ! কৃৎস্নশঃ ॥৩৬॥

পূর্বং মহারাজ ! যদুপ্রবীর ঋত্বিক্‌হুহুদিপ্রগণৈশ্চ সাক্ষিঃ ।

পুণ্যং প্রভাসং সমুপাজগাম যত্রোড়ুরাড্যক্ষণা ক্লিষ্টমানঃ ॥৩৭॥

বিমুক্তশাপঃ পুনরাপ্য তেজঃ সর্বং জগন্তাসয়তে নরেন্দ্র ! ।

এবমু তীর্থপ্রবরং পৃথিব্যাং প্রভাসনাতস্ত ততঃ প্রভাসঃ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

তীর্থানাং পুণ্যস্থানানাম্ । শুণন্ত উৎকর্ষন্ত উৎপত্তিম্ । তদ্বিহিতকর্মণঃ কলক, কর্ম তত্র তত্র বিহিতং কার্যং নিবৃত্তিং তেষাং পুণ্যতানিষ্পত্তিক মে বদস্ব ॥৩৫॥

যথেতি । যথাক্রমেণ বলদেবন্ত প্রাপ্তিক্রমেণ, অমুপূর্বশঃ আমুপূর্ব্যম্ ॥৩৬॥

তীর্থানামিতি । শুণন্ত উৎকর্ষন্ত উৎপত্তিম্ ॥৩৬॥

পূর্বমিতি । যদুপ্রবীরো রামঃ । প্রভাসং নাম তীর্থম্ । উড়ুরাট নক্ষত্রেণচন্দ্রঃ, যক্ষণা যক্ষরোগেণ, ক্লিষ্টমান আসীদিতি শেষঃ ॥৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

পূর্বমিতি ॥১—৭॥ অক্রিয়ান্নাং সন্ধিকার্যানিষ্পত্তৌ ॥৮—১২॥ মৈত্রীনক্ষত্রযোগে অমুরাধায়াম্, ভোজঃ কৃতবর্ষা ॥১৩॥ পুষ্টেণ হি পাণ্ডবেভ্যঃ প্রয়াণমমুরাধাততীর্থযাত্রার্থমিতি বিবেকঃ ॥১৪—২৮॥ বিপণিঃ পণ্যবীথিকা, আপণা হট্টাঃ, পণ্যানি বিক্রেয়দ্রব্যানি ॥২৯—৩৩॥ শুণান্ রমণীয়ত্বাদীন, উৎপত্তিঃ সম্ভবম্, কর্মনিবৃত্তিং তীর্থযাত্রাবিধিসিদ্ধিম্ ॥৩৪॥ যথাক্রমেণ

জনমেজয় বলিলেন—‘মহুশ্যশ্রেষ্ঠ মহর্ষি ! সরস্বতীনদীর তীর্থগুলির উৎপত্তি, শুণ, বিহিতকার্য্য ও সেই সকল কার্য্যের ফল আপনি আমার নিকট বলুন ॥৩৫॥

বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ ! যথাক্রমে সেই সকল তীর্থের নাম বলুন ; তাহা শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত কোতূহল জন্মিয়াছে’ ॥৩৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা ! আমি সরস্বতীর তীর্থগুলির উৎপত্তি, শুণ ও তাহার ফল বিস্তরক্রমে বলিতেছি ; রাজশ্রেষ্ঠ ! আপনি তাহা শ্রবণ করুন ॥৩৬॥

মহারাজ ! পূর্বকালে যেখানে চল্ল যক্ষরোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন ; যদুপ্রবীর বলরাম পুরোহিত, সুহৃদ ও ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রথমে সেই পবিত্র প্রভাসতীর্থে গমন করিয়াছিলেন ॥৩৭॥

(৩৫)…ব্রহ্মন্ ! ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠ !…পি বঙ্গ বর্দ্ধ । (৩৬)…ময়োচ্যমানং বৈ পুণ্যং বৈ পুণ্যম্…পি । (৩৮) ইতঃ পরং ‘…পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ…’ নি ।

জনমেজয় উবাচ ।

কিমর্থং ভগবান্ সোমো যক্ষণা সমগৃহত ।

কথঞ্চ তীর্থপ্রবরে তস্মিন্চন্দ্রো গৃহমজ্জত ॥৩৯॥

কথমাপ্নুত্য তস্মিন্স্থ পুনরাপ্যায়িতঃ শশী ।

এতন্মে সর্বমাচক্ষু বিস্তরেণ মহামুনে ! ॥৪০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

দক্ষস্ত তনয়া যাস্তাঃ প্রাচুরাসন্ বিশাংপতে ।।

স সপ্তবিংশতিং কন্যা দক্ষঃ সোমায় বৈ দদৌ ॥৪১॥

নক্ষত্রযোগনিরতাঃ সংখ্যানার্থঞ্চ তাভবন্ ।

পত্ন্যো বৈ তস্ত রাজ্ঞেস্তু । সোমস্ত শুভকর্মণঃ ॥৪২॥

তাস্ত সর্বা বিশালাক্ষ্যো রূপেণাপ্রতিমা ভুবি ।

অত্যরিচ্যত তাসাস্ত রোহিণী রূপসম্পদা ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

নমু তস্ত প্রভাসেতি নাম কুত ইত্যাহ বিমুক্তেতি । ভাসয়তে উড়ু রাট্ ॥৩৮॥

কিমিতি । যক্ষণা রোগেণ । গৃহমজ্জত স্নাতবান্ ॥৩৯॥

কথমিতি । আপ্নুত্য অবগাহ । আপ্যায়িতো বৃদ্ধিং প্রাপ্তঃ ॥৪০॥

দক্ষস্তেতি । তাসাং মধ্যে সপ্তবিংশতিম্ ॥৪১॥

নক্ষত্রেতি । নক্ষত্রযোগে দিনেবু নক্ষত্রসম্বন্ধে নিরতা ব্যাপৃতাঃ, সংখ্যানার্থং দিনসংখ্যা-
নিরূপণার্থম্ । তাভবরিতি বিসর্গলোপেহপি সন্ধিরার্থঃ ॥৪২॥

নরশ্রেষ্ঠ ! চন্দ্র দক্ষপ্রজাপতির শাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পুনরায় নিজের
ভেজ লাভ করিয়া সমস্ত জগৎ প্রকাশ করিতেছেন । চন্দ্র জগৎ প্রভাসিত করিয়া-
ছিলেন বলিয়াই সেই তীর্থশ্রেষ্ঠের নাম হইয়াছে—‘প্রভাস’ ॥৩৮॥

জনমেজয় বলিলেন—‘ভগবান্ চন্দ্রদেব যক্ষরোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন কেন ?
এবং কিপ্রকারেই বা তিনি সেই তীর্থশ্রেষ্ঠ প্রভাসে অবগাহন করিয়াছিলেন ? ॥৩৯॥

মহর্ষি ! চন্দ্র সেই তীর্থে অবগাহন করিয়া পুনরায় কি প্রকারে বৃদ্ধি পাইয়া-
ছিলেন ? বিস্তরক্রমে এই সকল বিষয় আমার নিকট বলুন’ ॥৪০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—নরনাথ ! দক্ষপ্রজাপতির সেই যে অনেকগুলি কন্যা
জন্মিয়াছিল ; তাহার মধ্যে সাতাইশটি কন্যা তিনি চন্দ্রকে দান করিয়া-
ছিলেন ॥৪১॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! শুভকার্য্যকারী চন্দ্রের সেই পত্নীগুলি দিনসংখ্যা নির্দিষ্টী করণের
জন্য প্রতিদিন নক্ষত্রের যোগসম্পাদনে ব্যাপ্ত হইয়াছিল ॥৪২॥

ততস্তাং স ভগবান্ ঐতিথ্যক্রে নিশাকরঃ ।

সাস্ত হৃষ্টা বভূবাহ তস্মাতাঃ বভূজে সদা ॥৪৪॥

পুরা হি সোমো রাজেন্দ্র । রোহিণ্যামবসচ্চিরম্ ।

ততস্তাঃ কুপিতাঃ সর্বা নক্ষত্রাখ্যা মহাত্মনঃ ॥৪৫॥

তা গহ্বা পিতরং প্রাহঃ প্রজাপতিমতদ্বিতাঃ ।

সোমো বসতি নাস্মাস্থ রোহিণীং ভজতে সদা ॥৪৬॥

তা বয়ং সহিতাঃ সর্বাস্থৎসকাশে প্রজেশ্বর ! ।

বৎস্মামো নিয়তাহারাস্তপশ্চরণতৎপরঃ ॥৪৭॥

ঋত্বা তাসাস্ত বচনং দক্ষঃ সোমমথাত্রবীৎ ।

সমং বর্ত্তস্ব ভার্য্যাস্থ মা স্বাধর্ম্মো মহান্ স্পৃশেৎ ॥৪৮॥

ভারতকৌমুদী

তা ইতি । বিশালাক্য আয়তনয়নাঃ । অত্যরিচ্যত প্রধানাসীৎ ॥৪৩॥

তত ইতি । প্রীতিং প্রেম । হৃষ্টা প্রিয়তমা ॥৪৪॥

দক্ষাপকারণমাহ শ্লোকজ্ঞাতেন পুরেতি । নক্ষত্রাখ্যা দক্ষকন্ঠাঃ ॥৪৫॥

তা ইতি । প্রজাপতিং দক্ষম্, অতদ্বিতাঃ সাবধানাঃ সত্যঃ ॥৪৬॥

তা ইতি । ভর্তৃত্যক্তানাং ভর্তৃগৃহে স্থিত্যপেক্ষয়া পিতৃগৃহে তপশ্চরণমেব শ্রেয় ইতি ভাবঃ ॥৪৭॥

ঋষেতি । সমং তুল্যম্, স্বা স্বাম্, অধর্ম্মো বৈবম্যকরণনিবন্ধনং পাপম্ ॥৪৮॥

সেই কন্যারা সকলেই বিশালনয়না ও জগতে রূপে অতুলনীয় ছিল ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে রোহিণী রূপে সর্বপ্রধানা ছিলেন ॥৪৩॥

সেই কারণে ভগবান্ চন্দ্র রোহিণীকেই অধিক ভাল বাসিতেন এবং রোহিণীই তাঁহার প্রিয়তমা ছিলেন । সুতরাং চন্দ্র সর্বদা রোহিণীকেই ভোগ করিতেন ॥৪৪॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! পূর্বকালে চন্দ্রদেব রোহিণীর সহিতই সর্বদা বাস করিতেন । তাঁহাতে নক্ষত্রনাগ্নী অপর দক্ষকন্যারা মহাত্মা চন্দ্রের উপরে ক্রুদ্ধ হইলেন ॥৪৫॥

তখন তাঁহারা পিতা দক্ষপ্রজাপতির নিকট যাইয়া অবহিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—‘চন্দ্রদেব আমাদের সহিত বাস করেন না, কিন্তু সর্বদা রোহিণীর সঙ্গেই অবস্থান করেন’ ॥৪৬॥

অতএব প্রজাপতি ! আমরা সকলে মিলিত হইয়া আপনার নিকটে থাকিয়া নিয়তাহার ও তপশ্চরণতৎপর হইয়া বাস করিব’ ॥৪৭॥

তাঁহাদের কথা শুনিয়া দক্ষ চন্দ্রদেবকে বলিলেন—‘বৎস ! তুমি সমস্ত ভার্য্যার সঙ্গেই সমান ব্যবহার কর ; গুরুতর অধর্ম্ম যেন তোমাকে স্পর্শ করে না’ ॥৪৮॥

তাশ্চ সৰ্ব্বাত্ৰবীক্ষকো গচ্ছধ্বং শশিনোহস্তিকম্ ।
 সমং বৎস্ৰতি সৰ্ব্বাস্থ চন্দ্রমা মম শাসনাৎ ॥৪৯॥
 বিশৃঙ্খাস্তাস্তথা জগ্মুঃ শীতাংশুভবনং তদা ।
 তথাপি সোমো ভগবান্ পুনরেব মহীপতে ! ।
 রোহিণ্যা সার্কমবসৎ প্রীয়মাণো মুহুমূৰ্হঃ ॥৫০॥
 ততস্তাঃ সহিতাঃ সৰ্ব্বা ভূয়ঃ পিতরমব্রুবন্ ।
 তব শুশ্রূষণে যুক্তা বৎস্ৰামো হি তবাপ্রমে ।
 সোমো বসতি নাস্মাস্থ নাকরোদ্ধচনং তব ॥৫১॥
 তাসাং তদ্বচনং শ্রুত্বা দক্ষঃ সোমমথাত্ৰবীৎ ।
 সমং বর্তস্ব ভার্য্যাস্থ মা ত্বাং শস্যে বিরোচন ! ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

তা ইতি । বৎস্ৰতি অবস্থান্ততে । শাসনাদাদেশাৎ ॥৪৯॥
 বিশৃঙ্খা ইতি । প্রীতির্হি সহবাসে প্রবলো হেতুরিতি ভাবঃ । ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫০॥
 তত ইতি । যুক্তা নিরতাঃ । অস্মাস্থ ন বসতি অস্বৎসভোগং ন কুরুত ইত্যর্থঃ ।
 অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫১॥
 তাসামিতি । সমং তুল্যম্ । শস্যে অভিশপ্তং করিষ্যে, হে বিরোচন ! চন্দ্র ! ॥৫২॥

এবং দক্ষ সেই কণ্ঠাগণকেও বলিলেন—‘তোমরা চন্দ্রের ভবনে গমন কর ;
 চন্দ্র আমার আদেশ অনুসারে তোমাদের সকলের সহিতই সমান ব্যবহার
 করিবেন’ ॥৪৯॥

দক্ষ বিদায় দিলে, তখন সেই কণ্ঠারা চন্দ্রের ভবনে গমন করিলেন । রাজা ।
 তথাপি ভগবান্ চন্দ্রদেব প্রীতिलाভ করিতে থাকিয়া, পুনরায় রোহিণীর সহিতই
 সৰ্ব্বদা বাস করিতে থাকিলেন ॥৫০॥

তদনন্তর সেই দক্ষকণ্ঠারা মিলিত হইয়া যাইয়া পুনরায় পিতাকে বলিলেন—
 ‘চন্দ্র আপনার আদেশ পালন করিতেছেন না এবং তিনি আমাদের সহিত বাসও
 করেন না ; অতএব আমরা আপনার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া আপনার গৃহেই
 বাস করিব’ ॥৫১॥

তাহাদের সেই কথা শুনিয়া দক্ষ পুনরায় চন্দ্রকে বলিলেন—‘চন্দ্র ! তুমি সমস্ত
 ভার্য্যার সহিতই সমান ব্যবহার কর । আমি যেন তোমাকে অভিসম্পাদ না
 করি’ ॥৫২॥

(৫০)....রোহিণীঃ নিবসত্যেব...বজ বর্জ ।

অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং দক্ষস্ত ভগবান্ শশী ।
 রোহিণ্যা সার্কমবসন্ততস্তাঃ কুপিতাঃ পুনঃ ॥৫৩॥
 গহ্বা চ পিতরং প্রাহুঃ প্রণম্য শিরসা তদা ।
 সোমো বসতি নাস্মাস্থ তস্মান্নঃ শরণং ভব ॥৫৪॥
 রোহিণ্যামেব ভগবন্ । সদা বসতি চন্দ্রমাঃ ।
 ন তদ্বচো গণয়তি নাস্মাস্থ স্নেহমিচ্ছতি ।
 তস্মান্নদ্রাহি সৰ্বা বৈ যথা নঃ সোম আবিশেৎ ॥৫৫॥
 তচ্ছ্রদ্ধা ভগবান্ ক্রুদ্ধো যক্ষ্মাণং পৃথিবীপতে । ।
 সসৰ্জ রোষাৎ সোমায় স চোড়ুপতিমাবিশৎ ॥৫৬॥

ভারতকৌমুদী

অনাদৃত্যেতি । তা রোহিণীতরদক্ষকন্যাঃ, কুপিতা অভবন্নिति শেষঃ ॥৫৩॥
 গম্বেতি । পিতরং দক্ষম্, প্রাহুস্তা ইত্যম্বুভিঃ ॥৫৪॥
 রোহিণ্যামিতি । নঃ অন্মাকং গৃহ ইতি শেষঃ । আবিশেৎ প্রবিশেৎ । ঘট্পাদঃ ॥৫৫॥
 তদिति । ভগবান্ দক্ষঃ । সসৰ্জ শাপেন প্রেষয়ামাস । উড়ুপতিং চন্দ্রম্ ॥৫৬॥

ভারতভাবদীপঃ

তীৰ্থক্রমাপেক্ষয়া, অনুপূৰ্বশঃ ঋণোৎপত্তাদিক্রমাপেক্ষয়া ॥৩৫—৩৭॥ প্রভাসঃ প্রভাসকন্
 ॥৩৮—৪৭॥ স্বা-স্বাম্, অবশ্বঃ বা স্পৃশেৎ ॥৪৮—৫১॥ বিরোচন ! হে বিশেষণে রোচমান ! ।

চন্দ্র দক্ষের সেই কথাও অগ্রাহ্য করিয়া, রোহিণীর সহিতই বাস করিতে
 লাগিলেন ; তাহাতে অপর দক্ষকন্যারা পুনরায় কুপিত হইলেন ॥৫৩॥

তখন সেই দক্ষকন্যারা পুনরায় পিতার নিকট যাইয়া মন্তকদ্বারা তাঁহাকে
 প্রণাম করিয়া বলিলেন—‘চন্দ্র আমাদের সহিত বাস করে না । অতএব আপনিই
 আমাদের রক্ষক হউন ॥৫৪॥

ভগবন্ পিতৃদেব ! চন্দ্র সৰ্বদাই রোহিণীর সহিত বাস করেন । তিনি
 আপনার বাক্য গ্রাহ্য করেন না ; কিংবা আমাদের উপরেও স্নেহ করিবার ইচ্ছা
 করেন না । অতএব আপনি আমাদের সকলকে রক্ষা করুন এবং যাহাতে চন্দ্র
 আমাদের স্বরে-প্রবেশ করেন, তাহা করুন ॥৫৫॥

রাজা ! ভগবান্ দক্ষপ্রজাপতি সেই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং
 অভিসম্পাত করিয়া যক্ষ্মাকে প্রেরণ করিলেন । তখন যক্ষ্মা যাইয়া চন্দ্রের দেহে
 প্রবেশ করিল ॥৫৬॥

স যক্ষগাভিভূতান্না ক্ষীয়তাহরহঃ শশী ।
 যত্নকোপ্যকরোদ্ভাজন্ ! মোক্ষার্থং তস্মৈ যক্ষগণঃ ॥৫৭॥
 ইষ্টেষ্টিভির্মহারাজ ! বিবিধাভিনিশাকরঃ ।
 ন চামুচ্যত শাপাদৈ ক্ষয়কৈবাত্যগচ্ছত ॥৫৮॥
 ক্ষীয়মাণে ততঃ সোমে ওষধ্যো ন প্রজজিরে ।
 নিরাস্বাদরসাঃ সৰ্বা হতবীৰ্য্যাশ্চ সৰ্ব্বতঃ ॥৫৯॥
 ওষধীনাং ক্ষয়ে জাতে প্রাণিনামপি সংক্ষয়ঃ ।
 কৃশাশ্চাসন্ প্রজাঃ সৰ্ব্বাঃ ক্ষীয়মাণে নিশাকরে ॥৬০॥
 ততো দেবাঃ সমাগম্য সোমমুচূর্মহীপতে ! ।
 কিমিদং ভবতো রূপমীদৃশং ন প্রকাশতে ।
 কারণং ক্রহি নঃ সৰ্ব্বং যেনেদং তে মহন্তয়ম্ ॥৬১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । অভিভূতান্না আক্রান্তদেহঃ । যক্ষগ আক্রমণাৎ ॥৫৭॥
 ইষ্টেষ্টি । ইষ্টা যাগং কৃতা, ইষ্টিভির্থাগৈঃ । শাপাৎ দক্ষশাপপ্রযুক্তযক্ষগণঃ ॥৫৮॥
 ক্ষীয়েতি । ওষধ্যো ধাত্বাদয়ঃ । হতবীৰ্য্যাশ্চাতবলিত্তি শেষঃ ॥৫৯॥
 ওষধীনামিতি । সংক্ষয় আসীৎ । প্রজাঃ প্রাণিনঃ ॥৬০॥
 তত ইতি । ঈদৃশং ক্ষীণম্ । নঃ অন্ধান্ । যট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৬১॥

রাজা ! যক্ষা আসিয়া চন্দ্রের দেহ আক্রমণ করিলে, চন্দ্র দিন দিন ক্ষয় পাইতে লাগিলেন এবং সেই যক্ষার আক্রমণ হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টাও করিতে থাকিলেন ॥৫৭॥

মহারাজ ! চন্দ্র নানাবিধ যজ্ঞ করিয়াও দক্ষশাপপ্রযুক্ত যক্ষার আক্রমণ হইতে মুক্তি পাইলেন না ; প্রত্যুত ক্ষয়ই পাইতে লাগিলেন ॥৫৮॥

সেইভাবে চন্দ্র ক্ষয় পাইতে লাগিলে, ধাত্বাদি শস্ত্র আর পূর্বের মত জগ্মিতে লাগিল না এবং সেগুলির আশ্বাদ ও রস পূর্বের জ্বায় আর থাকিল না, ওষধীগুলিও বীৰ্য্যবিহীন হইয়া পড়িল ॥৫৯॥

শস্ত্রের ক্ষয় হইতে লাগিলে, প্রাণিগণেরও ক্ষয় হইতে লাগিল ; সুতরাং চন্দ্র ক্ষয় পাইতে থাকিলে, সমস্ত প্রাণীই কৃশ হইতে থাকিল ॥৬০॥

রাজা ! তাহার পর দেবতার আসিয়া চন্দ্রকে বলিলেন—‘আপনার আকৃতিটা এরূপ হইয়া গেল কেন ? ইহা পূর্বের জ্বায় আর প্রকাশই বা পায় না কেন ?

(৫৭)....যত্নকোপ্যকরোৎ...পি । (৬১)....ঈদৃশং সংপ্রকাশতে—নি ।

শ্রদ্ধা চ বচনং ততো বিধাত্মাস্ততোহভয়ম্ ।
 এবমুক্তঃ প্রত্যাচ সর্বাংস্তান্ শশলক্ষণঃ ।
 শাপস্ত কারণকৈব যক্ষ্মাণঞ্চ তথাহ্ননঃ ॥৬২॥
 দেবাস্তুথা বচঃ শ্রদ্ধা গদ্বা দক্ষমথাক্রবন্ ।
 প্রসীদ ভগবন্ ! সোমে শাপোহয়ং বিনিবর্ততাম্ ॥৬৩॥
 অসৌ হি চন্দ্রমাঃ ক্ষীণঃ কিঞ্চিচ্ছেষো হি লক্ষ্যতে ।
 ক্ষয়ান্ধৈবাস্ত দেবেশ ! প্রজাশ্চাপি গতঃ ক্ষয়ম্ ।
 বীরুদোষধয়শ্চাপি বীজানি বিবিধানি চ ॥৬৪॥
 তেষাং ক্ষয়ে ক্ষয়োহস্মাকং বিনাস্মাভিজগচ্চ কিম্ ।
 ইতি জ্ঞাত্বা লোকগুরো ! প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥৬৫॥

ভারতকৌমুদী

শ্রদ্ধেতি । ভয়ত্বাতাবোহভয়ং তৎ । শশলক্ষণঃ শশী । অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৬২॥

দেবা ইতি । বিনিবর্ততাং তব প্রসাদাদেবেতি ভাবঃ ॥৬৩॥

শাপানিবর্তনে জগতোহপি ক্ষতিমাহ অসাবিতি । প্রজাঃ প্রাণিনঃ । বীরুদো লতাশ্চ
 ওষধয়ঃ শস্তাদয়শ্চ তাঃ, বীজানি চ ক্ষয়ং গতানীতি শেষঃ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৬৪॥

তেষামিতি । তেষাং প্রজাদীনাম্, ক্ষয়ে অস্মাকমপি ক্ষয়ো ভবেৎ ॥৬৫॥

ভারতভাবদীপঃ

জ্ঞাং মা শস্যে তব রোচনাং যথাহং শাপেন ন হরামি তথা যতশ্চেত্যর্থঃ ॥৬২—৬১॥ শাপস্ত
 লক্ষণং কারণম্ ॥৬২—৮৩॥

ইতি শল্যপর্কণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রয়স্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥৩৩॥

যাহাতে আপনার এই গুরুতর ভয় উপস্থিত হইয়াছে, সেই কারণ আপনি
 আমাদের নিকট বলুন ॥৬১॥

আপনার কথা শুনিয়া আমরা আপনার ভয়ের প্রতীকার করিব' । দেবতারা
 এইরূপ বলিলে, চন্দ্র নিজের শাপের কারণ এবং যক্ষ্মরোগের বিষয় দেবতাদের
 সকলের নিকট বলিলেন ॥৬২॥

দেবতারা চন্দ্রের সেইরূপ বাক্য শুনিয়া, দক্ষের নিকট গিয়া বলিলেন—
 'ভগবন্ ! আপনি চন্দ্রের প্রতি প্রসন্ন হউন এবং এই শাপ নিবৃত্ত হউক ॥৬৩॥

দেবানীশ্বর ! ঐ চন্দ্র ক্ষীণ হইয়াছেন ; উহার শরীর অল্পমাত্র অবশিষ্ট
 রহিয়াছে । উহার ক্ষয়ে প্রাণীরাও ক্ষয় পাইয়াছে এবং লতা, ওষধি ও নানাবিধ
 বীজও ক্ষীণ হইয়াছে ॥৬৪॥

(৬২)...বিধাত্মাস্ততো বয়ম্—পি নি,...ভৈরবোক্তঃ প্রত্যাচ তান্ পুরা শশলক্ষণঃ—পি ।

এবমুক্তস্ততো দেবান্ প্রাহ বাক্যং প্রজ্ঞাপতিঃ ।

নৈতচ্ছক্যং মম বচো ব্যাবর্তয়িতুমন্থথা ॥৬৬॥

হেতুনা তু মহাভাগা ! নিবর্তিষ্যতি কেনচিৎ ।

সমং বর্ততু সর্বাস্থ শশী ভার্য্যাস্থ নিত্যশঃ ॥৬৭॥

সরস্বত্যা বরে তীর্থে উন্মজ্জন্ শশলক্ষণঃ ।

পুনর্বর্দ্ধিষ্যতে দেবাঃ ! তদ্বৈ সত্যং বচো মম ॥৬৮॥

মাসার্কিঞ্চ ক্ষয়ং সোমো নিত্যমেব গমিষ্যতি ।

মাসার্কিস্ত সদা বৃদ্ধিং সত্যমেতদ্বচো মম ॥৬৯॥

সমুদ্রেং পশ্চিমং গত্বা সরস্বত্যাক্সিসঙ্গমম্ ।

আরাধয়তু দেবেশং ততঃ কান্তিমবাপ্স্যতি ॥৭০॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । প্রজ্ঞাপতির্দক্ষঃ । ব্যাবর্তয়িতুং নিবর্তয়িতুম্ ॥৬৬॥

হেতুনেতি । সমং সমানম্, বর্ততু বর্ততাম্ অবতিষ্ঠতামিত্যর্থঃ ॥৬৭॥

সরস্বত্যা ইতি । সরস্বত্যা বরে প্রশানে, তীর্থে প্রভাসে । শশলক্ষণশব্দঃ ॥৬৮॥

মাসেতি । মাসার্কিং বৃক্ষপক্ষং যাবৎ । মাসার্কিং শুক্লপক্ষম্ ॥৬৯॥

সমুদ্রমিতি । দেবেশং নারায়ণম্ । অবাপ্স্যতি চন্দ্রঃ ॥৭০॥

লোকগুরু ! সেইগুলির ক্ষয়ে আমাদের ক্ষয় হইতেছে । আমরা না থাকিলে জগৎটা কিরূপ হইয়া যাইবে ; ইহা বুঝিয়া আপনি চন্দ্রের প্রতি অল্পগ্রহ করুন' ॥৬৫॥

দেবতারা এইরূপ বলিলে, দক্ষপ্রজ্ঞাপতি দেবগণকে বলিলেন—‘আমার বাক্য অস্ত্র প্রকারে ফিরান যাইবে না ॥৬৬॥

মহাভাগগণ ! আমার শাপবাক্য কোন এক কারণে নিবৃত্তি পাইতে পারে ; প্রথমে চন্দ্র সর্বদা সকল ভার্য্যার প্রতি সমান ব্যবহার করুন ॥৬৭॥

দেবগণ ! তাহার পর চন্দ্র সরস্বতীনদীর প্রধান তীর্থ প্রভাসে অবগাহন করিয়া পুনরায় বৃদ্ধি পাইবেন ; তাহা আমি আপনাদের নিকট সত্য বলিতেছি ॥৬৮॥

চন্দ্র মাসার্কিকাল (কৃষ্ণপক্ষে) প্রত্যহই ক্ষয় পাইতে থাকিবেন ; আর মাসার্কিকাল (শুক্লপক্ষে) নিত্যই বৃদ্ধি পাইবেন । আমার এই কথা সত্য হইবে ॥৬৯॥

চন্দ্র পশ্চিম সমুদ্রে যাইয়া, সরস্বতীনদীর ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইয়া, নারায়ণের আরাধনা করুন ; তাহা হইলেই আপন কান্তি লাভ করিবেন' ॥৭০॥

(৬৬)....ব্যাবর্তয়িতুমন্থথা—নি । (৭০)....ততঃ কান্তিমবাপ্স্যতি—বর্দ্ধ ।

সরস্বতীং ততঃ সোমঃ স জগামবিশাসনাৎ ।
 প্রভাসং প্রথমং তীর্থং সরস্বত্যা জগাম হ ॥৭১॥
 অমাবস্তাং মহাতেজাস্ত্রোঃশ্রোত্বা মহাদ্ব্যতিঃ ।
 লোকান্ প্রভাসয়ামাস শীতাংশুত্বমবাপ চ ॥৭২॥
 দেবাস্ত সৰ্বে রাজেন্দ্র ! প্রভাসং প্রাপ্য পুঙ্কলম্ ।
 সোমেন সহিতা কুত্বা দক্ষশ্চ প্রমুখেভবন্ ॥৭৩॥
 ততঃ প্রজাপতিঃ সৰ্বা বিসমর্জ্য ধেবতাঃ ।
 সোমে চ ভগবান্ প্রীতো কুয়ো বচনমব্রবীৎ ॥৭৪॥
 মা বমংস্থাঃ স্ত্রিয়ঃ পুত্র ! মা চ বিপ্রান্ কদাচন ।
 গচ্ছ যুক্তঃ সদা কুত্বা কুরু বৈ শাসনং মম ॥৭৫॥

ভারতকৌমুদী

সরস্বতীমিতি । বিশাসনাৎ দক্ষাদেশাৎ । প্রথমম্ অক্লিষ্টমস্থানীয়ম্ ॥৭১॥
 অমেতি । প্রভাসয়ামাস প্রকাশয়ামাস । শীতাংশুত্বং শীতলকিরণত্বম্ ॥৭২॥
 দেবা ইতি । পুঙ্কলং প্রচুরফলজনকম্ । অভবন্ উপস্থিতা ইতি শেষঃ ॥৭৩॥
 তত ইতি । প্রজাপতির্দক্ষঃ । প্রীতঃ স্বাদেশপালনাৎ ॥৭৪॥
 মেতি । যুক্তঃ সাবধানঃ । শাসনমাদেশম্ ॥৭৫॥

তাহার পর চন্দ্র, দক্ষপ্রজাপতির আদেশ অনুসারে সরস্বতীনদীতে গমন করিলেন ; ক্রমে সরস্বতীনদীর প্রথম তীর্থ প্রভাসে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥৭১॥

তীক্ষ্ণতেজা ও বিশালদীপ্তি চন্দ্র সেই প্রভাসতীর্থে অমাবস্তা তিথিতে অবগাহন করিয়া, সমস্ত জগৎ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং শীতল কিরণ লাভ করিলেন ॥৭২॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! তৎপরে দেবতারা প্রচুর ফলজনক প্রভাসতীর্থে গমন করিয়া, চন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া, দক্ষের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥৭৩॥

তদনন্তর ভগবান্ দক্ষপ্রজাপতি দেবতাগণকে বিদায় দিলেন ; চন্দ্রের উপরে সন্তুষ্ট হইলেন এবং পুনরায় এই কথা বলিলেন—॥৭৪॥

‘বৎস ! তুমি আর কখনও ভার্য্যাগণের প্রতি অবজ্ঞা করিও না ; কিংবা ব্রাহ্মণগণের উপরেও অবহেলা জানাইও না । যাও, সর্বদা মনোযোগী হইয়া আমার আদেশ পালন কর’ ॥৭৫॥

স বিসৃষ্টো মহারাজ ! জগামাথ স্বমালয়ম্ ।
 প্রজাশ্চ মুদিতা ভূত্বা পুনস্তম্ভুর্যথা পুরা ॥৭৬॥
 এবং তে সর্বমাখ্যাতং যথা শপ্তো নিশাকরঃ ।
 প্রভাসঞ্চ যথা তীর্থং তীর্থানাং প্রবরং হৃভুং ॥৭৭॥
 অমাবাস্ত্যাং মহারাজ ! নিত্যশঃ শশলক্ষণঃ ।
 স্নাত্বা হ্যাপ্যায়তে শ্রীমান্ প্রভাসে তীর্থ উত্তমে ॥৭৮॥
 অতশ্চৈচনং প্রজ্ঞানস্তি প্রভাসমিতি ভূমিপ ! ।
 প্রভাং হি পরমাং লেভে তস্মিন্মুন্মজ্জ্য চন্দ্রমাঃ ॥৭৯॥
 ততস্তু চমসোদ্ভেদমচ্যুতস্বগমদ্বলী ।
 চমসোদ্ভেদ ইত্যেবং যং জনাঃ কথয়ন্ত্যত ॥৮০॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । বিসৃষ্টো দক্ষণ । প্রজাঃ প্রাণিনঃ, মুদিতাঃ পুনঃ পুষ্টিলাভাৎ ॥৭৬॥
 বৈশম্পায়নঃ প্রস্তুতমুপসংহরতি এবমিতি । শপ্তো দক্ষণ ॥৭৭॥
 অমেতি । শশলক্ষণচন্দ্রঃ । আপ্যায়তে বর্ধতে ॥৭৮॥
 অত ইতি । প্রজ্ঞানস্তি লোকা ইতি শেষঃ । উন্মজ্জ্য অবগাহ ॥৭৯॥
 তত ইতি । অচ্যুতস্তীর্থনিয়মাদব্রষ্টঃ । বলী বলবান্ রামঃ ॥৮০॥

মহারাজ ! তাহার পর দক্ষপ্রজাপতি বিদায় করিলে, চন্দ্র আপন ভবনে গমন করিলেন এবং প্রাণীরাও পূর্ব পুষ্টি লাভ করিয়া আনন্দিত হইয়া, পুনরায় পূর্বের স্থায় অবস্থান করিতে লাগিল ॥৭৬॥

রাজা ! দক্ষপ্রজাপতি যে কারণে চন্দ্রের প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছিলেন এবং যে ভাবে প্রভাসতীর্থ সমস্ত তীর্থের মধ্যে প্রধান হইয়াছিল ; এই আমি আপনার নিকট সেই সমস্ত বলিলাম ॥৭৭॥

মহারাজ ! চন্দ্র তদবধি প্রত্যেক অমাবস্যাতে তীর্থশ্রেষ্ঠ প্রভাসে স্নান করিয়া, বৃদ্ধি ও কাস্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥৭৮॥

রাজা ! এই কারণে জগতের লোক সেই তীর্থকে ‘প্রভাস’ বলিয়া জানে । যেহেতু চন্দ্র সেই তীর্থে স্নান করিয়া, উত্তম কাস্তি লাভ করিয়াছিলেন ॥৭৯॥

তদনন্তর তীর্থনিয়মসম্পন্ন ও বলবান্ রাম চমসোদ্ভেদতীর্থে গমন করিলেন । লোকে যাহাকে ‘চমসোদ্ভেদ’ এইরূপই বলিয়া থাকে ॥৮০॥

(৭৬)....নিত্যশঃ শশলক্ষণঃ । ‘স্নাত্বা শাপাঘ্নিকৃচ্চ জগামাথ স্বমালয়ম্....’ ইত্যর্কমধিকং পি,... মুদিতা ভূত্বা ঈজিরে... নি । (৭৭)....তীর্থানাং প্রবরং মহৎ...পি নি ।

তত্র দত্ত্বা চ দানানি বিশিষ্টানি হলায়ুধঃ ।

উষিত্বা রজনীমেকাং স্নাত্বা চ বিধিবত্তদা ॥৮১॥

উদপানমথাগচ্ছৎ ত্বরাবান্ কেশবাঞ্জলঃ ।

আত্মং স্বস্ত্যয়নকৈব যত্রাবাপ্য মহৎ ফলম্ ॥৮২॥ (যুগ্মকম্)

স্নিগ্ধহৃদাঘধীনাঞ্চ ভূমেচ্চ জনমেজয় ! ।

জানন্তি সিদ্ধা রাজেন্দ্র ! নষ্টামপি সরস্বতীম্ ॥৮৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্কণি
গদায়ুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং ত্রয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—:~:—

চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তস্মান্নদীগতঞ্চাপি হ্যুদপানং যশস্বিনঃ ।

ত্রিতস্ত চ মহারাজ ! জগামাথ হলায়ুধঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । দত্ত্বা কৃত্বা । উদপানং নাম তীর্থম্ । আত্মং প্রধানম্, স্বস্তি মঙ্গলম্ অয়তে
প্রাপ্নোতি যশস্বিনীতি তৎ । অবাপ্য উপস্থায়, মহৎ ফলং লভত ইতি শেষঃ ॥৮১—৮২॥

স্নিগ্ধহৃদাদিতি । স্নিগ্ধহৃৎ অন্তঃসলিলসেকেন চিক্ণহৃৎ আত্মহৃৎ, ওষধীনাং লতাধীনাম্ ।
নষ্টাং ভূম্যন্তর্গতত্বাৎ অদৃশ্যাম্ ॥৮৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশতট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্কণি গদায়ুদ্ধে ত্রয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

কৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম সেই চমসোস্তুদতীর্থে বিশেষ বিশেষ দান, একরাত্রি
বাস ও যথাবিধানে স্নান করিয়া, ত্বরান্বিত হইয়া, অত্যন্ত মঙ্গলজনক উদপানতীর্থে
গমন করিলেন ; যে তীর্থে উপস্থিত হইয়াই মামুষ্য মহাপুণ্য লাভ করে ॥৮১—৮২॥

রাজশ্রেষ্ঠ জনমেজয় ! সিদ্ধপুরুষেরা যেখানে তরুলতাপ্রভৃতির স্নিগ্ধতা এবং
ভূমির আর্দ্রতা দেখিয়া অন্তঃসলিলা সরস্বতীকেও জানিতে পারেন ॥৮৩॥

—:~:—

(৮২)...তত্রাবাপ্য মহাবলঃ—নি । (৮৩)...নিগূঢ়াং ভাং...নি । * '...পাঁকত্রিংশ-
জমোহধ্যায়ঃ...' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো । '...ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ...' নি ।

তত্র দত্তা বহু দ্রব্যং পূজয়িত্বা তথা বিজান্ ।
 উপস্পৃশ্য চ তত্রৈব প্রহৃষ্টো মুম্বলায়ুধঃ ॥২॥
 তত্র ধর্মপরো হ্যাসীজিতঃ স স্তমহাতপাঃ ।
 কূপে চ বসতা তেন সোমঃ পীতো মহাত্মনা ॥৩॥
 তত্র চৈনং সমুৎসৃজ্য ভ্রাতরৌ জগ্মতুর্গৃহান্ ।
 ততস্তৌ বৈ শশাপাথ ত্রিতো ব্রাহ্মণসত্তমঃ ॥৪॥
 জনমেজয় উবাচ ।

উদপানং কথং ব্রহ্মন্ ! কথঞ্চ স্তমহাতপাঃ ।
 পতিতঃ কিঞ্চ স ত্যক্তো ভ্রাতৃত্যাং দ্বিজসত্তমঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তদ্বাদিতি । নদীগতং সরস্বতীনদীস্থিতম্, উদপানং নাম তীর্থম্ । পূর্বমুদপানং
 ভূমিষ্ণু, নটামণীতি পূর্বোক্তেঃ, ইদঞ্চ অলগতং নদীগতমিত্যভিধানাৎ । ত্রিতস্ত তদাখ্যস্ত
 মূনে: ॥১॥

তত্রৈতি । পূজয়িত্বা বহু দ্রব্যদানেনৈব । উপস্পৃশ্য স্নাত্বা, প্রহৃষ্টোহভূৎ ॥২॥
 তত্রৈতি । কূপে কূপমধ্যে, সোমঃ সোমরসঃ, পীতো যজ্ঞে ॥৩॥
 তত্রৈতি । ভ্রাতরৌ একতদ্বিতনামকৌ । শশাপ স্বপরিভাষ্যগাৎ ॥৪॥
 উদেতি । উদপানং নাম কথমভবৎ । পতিতঃ কূপে, কিং কথম্ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! তাহার পর বলরাম ভূমিস্থিত সেই উদপান-
 তীর্থ হইতে যশস্বী ত্রিতমুনির নদীস্থিত উদপানতীর্থে গমন করিলেন ॥১॥

বলরাম সেই উদপানতীর্থে স্নান করিয়া বহুতর দ্রব্য দানপূর্বক ব্রাহ্মণগণের
 স্তুতি জন্মাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন ॥২॥

পূর্বকালে সেই উদপানতীর্থে ধার্মিক ও মহাতপা ত্রিতমুনি অবস্থান করিতেন ;
 সেই মহাত্মা কূপমধ্যে থাকিয়া যজ্ঞে সোমরস পান করিয়াছিলেন ॥৩॥

সেই ত্রিতমুনির ভ্রাতারা তাঁহাকে পরিভাষ্য করিয়া গৃহে গমন করিয়াছিলেন
 বলিয়া, ত্রিতমুনি তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন ॥৪॥

জনমেজয় বলিলেন—‘মহর্ষি ! সেই তীর্থের ‘উদপান’ নাম হইয়াছিল কেন ?
 মহাতপা ত্রিতমুনিই বা কূপে পতিত হইয়াছিলেন কেন ? এবং কি জন্মই বা তাঁহার
 ভ্রাতারা তাঁহাকে ভ্যাগ করিয়াছিল ? ॥৫॥

কূপে কথঞ্চ হিতৈশ্বনং ভ্রাতরৌ জগ্যতুর্গৃহান্ ।
 কথঞ্চ যাজয়ামাস পপৌ সোমঞ্চ বৈ কথঞ্চ ।
 এতদাচক্ষু মে ব্রহ্মন্ ! শ্রোতব্যাং যদি মন্যসে ॥৬॥
 বৈশম্পায়ন উবাচ ।

আসন্ পূর্বযুগে রাজন্ ! মুনয়ো ভ্রাতরজ্ঞয়ঃ ।
 একতশ্চ দ্বিতশ্চৈব ত্রিতশ্চাদিত্যসম্মিতাঃ ॥৭॥
 সর্বৈ প্রজাপতিসমাঃ প্রজাবস্তস্তথৈব চ ।
 ব্রহ্মলোকজিতাঃ সর্বৈ তপসা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৮॥
 তেষাস্তু তপসা শ্রীতো নিয়মেন দমেন চ ।
 অভবদগৌতমো নিত্যং পিতা ধর্ম্মরতঃ সদা ॥৯॥
 স তু দীর্ঘেণ কালেন তেষাং শ্রীতিমবাধ্য চ ।
 জগাম ভগবান্ স্থানমনুরূপমিবাশ্বনঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

কূপ ইতি । হিঙ্গা পরিত্যজ্য । যাজয়ামাসেতি স্বার্থ ইন্ স্বার্থঃ । যট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৬॥
 আসন্নিতি । একস্ত সাধিকস্ত ভাব ইতি একতা সান্ত্বাস্তীতি একতঃ, ধন্যোঃ স্বাধিকরাজ-
 সিকয়োর্ভাব ইতি দ্বিতা সান্ত্বাস্তীতি দ্বিতঃ; ত্রয়াণাং স্বাধিকরাজসিকতামসিকানাং ভাব
 ইতি ত্রিতা সান্ত্বাস্তীতি ত্রিতঃ, সর্বত্র স্বার্থবাদিবাদং ॥৭॥
 সর্ব ইতি । প্রজাবস্তঃ সন্তানবস্তঃ । ব্রহ্মবাদিনো বেদবক্তারঃ ॥৮॥
 তেষামিতি । নিয়মেন ব্রতেন, দমেন ইন্দ্রিয়দমনেন ॥৯॥
 স ইতি । স গৌতমঃ । তেষাং পুত্রোণাম্ । স্থানং স্বর্গম্ ॥১০॥

মহর্ষি ! ত্রিতের ভ্রাতারা ত্রিতকে কূপে ফেলাইয়া গৃহে গমন করিয়াছিলেন
 কেন ? ত্রিতমুনিই বা কূপে থাকিয়া কি প্রকারে যজ্ঞ ও সোমরস পান করিয়া-
 ছিলেন ? এই সমস্ত বৃত্তান্ত যদি আমার শ্রোতব্য বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে
 তাহা আমার নিকট বলুন' ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলে—রাজা ! সত্যযুগে সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী ও মুনী একত,
 দ্বিত ও ত্রিতনামে তিন ভ্রাতা ছিলেন ॥৭॥

তঁাহারা সকলেই বেদবক্তা, ব্রহ্মার আয় বহু সন্তানশালী এবং তপস্তার প্রভাবে
 ব্রহ্মলোকবিজয়ী ছিলেন ॥৮॥

সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণ তঁাহাদের পিতা গৌতম তঁাহাদের তপস্তা, ব্রত ও ইন্দ্রিয়-
 দমনে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন ॥৯॥

(১০)....স্বর্গমনুরূপমিবাশ্বনঃ—পি ।

রাজানন্তশ্চ যে হ্যাসন্ যাজ্ঞা রাজন্ ! মহাত্মনঃ ।
 তে সৰ্বে স্বৰ্গতে তস্মিন্শ্চ পুত্রানপূজয়ন্ ॥১১॥
 তেষামন্ত কৰ্ম্মণা রাজন্ ! তথা চাধ্যয়নেন চ ।
 ত্রিতঃ স শ্ৰেষ্ঠতাং প্রাপ যথৈবাস্ত পিতা তথা ॥১২॥
 তথা সৰ্বে মহাভাগা মুনয়ঃ পুণ্যলক্ষণাঃ ।
 অপূজয়ন্মহাভাগং যথাস্ত পিতরং পুরা ॥১৩॥
 কদাচিদ্বি ততো রাজন্ ! ভ্রাতরাবেকতদ্বিতৌ ।
 যজ্ঞার্থং চক্ৰতুশ্চিন্তাং তথা বিভার্ষমেব চ ॥১৪॥
 তয়োবুদ্ধিঃ সমভবৎ ত্রিতং গৃহ পরন্তপ ! ।
 যাজ্ঞান্ সৰ্ব্বানুপাদায় প্রতিগৃহ পশুংস্ততঃ ॥১৫॥
 সোমং পাস্ত্যামহে হৃষ্টাঃ প্রাপ্য যজ্ঞং মহাফলম্ ।
 চক্ৰুশ্চৈব তথা রাজন্ ! ভ্রাতরজ্ঞয় এব চ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

রাজান ইতি । তস্ত গৌতমস্ত । অপূজয়ন্ যাজ্ঞকত্বাদীকারণে ॥১১॥
 তেষামিতি । তেষাং ভ্রাতৃণাম্, কৰ্ম্মণা যাজ্ঞনেন, অধ্যয়নেন বেদানাম্ ॥১২॥
 তথ্যেতি । মহাভাগং ত্রিতম্ । পিতরং গৌতমম্ ॥১৩॥
 কদাচিদ্বিতি । বিভার্ষং যজ্ঞসম্পাদনোপযোগিধনসংগ্রহাৰ্ষম্ ॥১৪॥
 তয়োৱিতি । গৃহ গৃহীত্বা । উপাদায় প্রাপ্য । সোমং সোমরসম্ ॥১৫—১৬॥

সেই মাহাত্ম্যশালী মহর্ষি গৌতম পুত্রগণের ব্যবহারে ও স্বভাবে সন্তুষ্ট থাকিয়া, দীর্ঘকাল পরে নিজের অনুরূপ স্বৰ্গলোকে গমন করিয়াছিলেন ॥১০॥

রাজা ! তৎকালে যে সকল রাজা গৌতমের যাজ্ঞ ছিলেন, গৌতম স্বর্গে গমন করিলে, সেই রাজারা গৌতমের পুত্রগণকেই যাজ্ঞকরূপে বরণ করিয়া সম্মান করিলেন ॥১১॥

রাজা ! ত্রিত কৰ্ম্ম ও বেদাধ্যয়নের গুণে পিতার তুল্য হইয়া তিন ভ্রাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিলেন ॥১২॥

এবং ধার্মিক ও মহাত্মা অন্যান্য মুনিরা গৌতমের তুল্যই ত্রিতের সম্মান করিতে থাকিলেন ॥১৩॥

রাজা ! কোন সময়ে একত ও দ্বিত এই দুই ভ্রাতা যজ্ঞ এবং তৎসম্পাদনের উপযুক্ত ধন সংগ্রহের জন্ত চিন্তা করিলেন ॥১৪॥

শত্ৰুসম্ভাপকারী রাজা ! ক্রমে একত ও দ্বিতের এইরূপ পরামর্শ স্থির হইল যে, 'আমরা ত্রিতকে লইয়া সমস্ত যজ্ঞমানের নিকটে যাইয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে

তথা তু তে পরিক্রম্য যাজ্ঞান্ সর্বান্ পশূন্ প্রতি ।
 যাজয়িত্বা ততো যাজ্ঞান্ লব্ধ্বা তু স্ববহুন্ পশূন্ ॥১৭॥
 যাজ্ঞেন কৰ্ম্মণা তেন প্রতিগৃহ্য বিধানতঃ ।
 প্রাচীং দিশং মহাত্মান আজগ্মুস্তে মহর্ষয়ঃ ॥১৮॥ (যুগ্মকম্)
 ত্রিতস্তেষাং মহারাজ ! পুরস্তাদৃষ্যতি হৃষ্টবৎ ।
 একতশ্চ দ্বিতশ্চৈব পৃষ্ঠতঃ কালয়ন্ পশূন্ ॥১৯॥
 তয়োশ্চিন্তা সমভবদেকতস্ত দ্বিতস্ত চ ।
 কথং নু স্যরিমা গাব আবাত্যাং হি বিনা ত্রিতম্ ॥২০॥
 তাবন্যোন্ম্য সমাভাষ্য একতশ্চ দ্বিতশ্চ হ ।
 যদূচতুমিথঃ পার্পৌ তন্নিবোধ জনেশ্বর ! ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি । পশূন্ প্রতি পশুগ্রহণায় । প্রতিগৃহ্য ধনানি ॥১৭—১৮॥
 ত্রিত ইতি । পৃষ্ঠতো যাতি স্য, কালয়ন্ সঞ্চালয়ন্ ॥১৯॥
 তয়োরিতি । গাবঃ পশবঃ, আবাত্যাম্ আবয়োঃ ॥২০॥
 তাবিতি । সমাভাষ্য আলপ্য । মিথঃ পরস্পরম্, নিবোধ শৃণু ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

তন্মাদিতি ॥১—৫॥ যাজ্ঞামাস স্বার্থে গিচ্, যাগং কৃতবান্ ॥৬—১৬॥ পশূন্ প্রতি
 পশুর্ধ্বং দক্ষিণার্ধা গা প্রাপ্তুমিত্যর্থঃ ॥১৭—৫১॥

ইতি শল্যপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুর্জিংশোহধ্যায়ঃ ॥৩৪॥

পশু গ্রহণ করিয়া, আমরা মহাফলজনক যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক আনন্দিত হইয়া
 সোমরস পান করিব' । পরে সেই তিন ভ্রাতা সেইরূপই করিলেন ॥১৫—১৬॥

তাহার পর সেই মহর্ষিরা পশু গ্রহণ করিবার জন্ত যজ্ঞমানগণের নিকটে যাইয়া,
 তাঁহাদের যাজন করিয়া বহুতর পশু প্রাপ্ত হইয়া, সেই যাজনকৰ্ম্মদ্বারা যথাবিধানে
 ধন প্রতিগ্রহ করিয়া, পূর্ব্বদিকে আগমন করিলেন ॥১৭—১৮॥

মহারাজ ! তৎকালে তাঁহাদের মধ্যে ত্রিত যেন আনন্দিত হইয়া অগ্রে অগ্রে
 যাইতে লাগিলেন ; আর একত ও দ্বিত পশুগুলিকে চালাইতে থাকিয়া পিছনে
 পিছনে যাইতে থাকিলেন ॥১৯॥

ক্রমে একত ও দ্বিতের এইরূপ চিন্তা উপস্থিত হইল যে, 'ত্রিতব্যতীত কেবল
 আমাদের দুইজনের এই পশুগুলি কি করিয়া হইতে পারে' ॥২০॥

(২০) ...সমভবদৃষ্টা পশুগণং মহৎ...পি বজ বর্জ ।

ত্রিতো যজ্ঞেষু কুশলজিতো বেদেষু নিষ্ঠিতঃ ।
 অত্ৰাস্ত বহুলা গাস্ত্র ত্রিতঃ সমুপলপ্যতে ॥২২॥
 তদাবাং সহিতৌ ভূত্বা গাঃ প্রকাল্য ব্রজাবহে ।
 ত্রিতোহপি গচ্ছতাং কামমাবাভ্যাং বৈ বিনাকৃতঃ ॥২৩॥
 তেষামাগচ্ছতাং রাত্রৌ পথি স্থানে বৃকোহভবৎ ।
 তত্র কূপোহবিদূরেহভূৎ সরস্বত্যাশ্রুটে মহান্ ॥২৪॥
 অথ ত্রিতো বৃকং দৃষ্ট্বা পথি তিষ্ঠন্তমগ্নতঃ ।
 তদুদাদপসর্পন্ বৈ তস্মিন্ কূপে পপাত হ ।
 অগাধে স্তমহাঘোরে সর্বভূতভয়ঙ্করে ॥২৫॥
 ত্রিতস্ততো মহারাজ ! কূপস্থো মুনিসন্তমঃ ।
 আৰ্ত্তনাদং ততশ্চক্রে তৌ তু শুশ্রুবতুমূর্নৌ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

ত্রিত ইতি । নিষ্ঠিতঃ পরায়ণঃ । সমুপলপ্যতে কালান্তরেহপি ॥২২॥
 তদ্বিতি । প্রকাল্য চালয়িত্বা । বিনাকৃতো বিরহিতঃ ॥২৩॥
 তেষামিতি । স্থানে দেশবিশেষে, বৃকো ব্যাব্রবিশেষঃ । অভবদতিষ্ঠৎ ॥২৪॥
 অথেতি । অপসর্পন্ বৃকং পশুন্ পশাদপসরন্ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৫॥
 ত্রিত ইতি । আৰ্ত্তনাদং পীড়াব্যঞ্জকশব্দম্ । তৌ একতদ্বিতৌ ॥২৬॥

নরনাথ ! পরে পাপবুদ্ধি একত ও দ্বিত পরস্পর আলোচনা করিয়া, পরস্পর যাহা বলিলেন, আপনি তাহা শ্রবণ করুন—৥২১॥

‘ত্রিত যজ্ঞনিপুণ ও বেদপাঠপরায়ণ, অতএব ত্রিত আরও বহুতর পশু লাভ করিবে ৥২২॥

অতএব আমরা মিলিত হইয়া, পশুগুলিকে চালাইতে থাকিয়া, গৃহে গমন করি এবং ত্রিতও আমাদের কাছে ছাড়িয়া ইচ্ছা অনুসারে গমন করুক’ ৥২৩॥

এইভাবে তাঁহারা রাত্রিকালে গৃহে আসিতেছিলেন ; এমন সময়ে পথের কোন স্থানে একটা বাঘ বসিয়াছিল এবং অনতিদূরে সরস্বতীনদীর তীরে একটা বিশাল কূপ ছিল ৥২৪॥

তাহার পর ত্রিত সম্মুখে পথে একটা বাঘকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, তাহার ভয়ে সেই দিকে চাহিয়া পিছনে সরিতে সরিতে যাইয়া, সেই সর্বপ্রাণীর ভয়জনক অগাধকূপमध्ये পতিত হইলেন ৥২৫॥

(২২)....তথা বেদেষু নিষ্ঠিতঃ । ততস্ত্রিতো বহুতরং গাভঃ...নি, অত্ৰাস্ত বহুলা গাভঃ বদ্ধ বর্দ্ধ । (২৪)....পথিস্থানাং বৃকোহভবৎ...পি বা নি ।

ତଂ ଜ୍ଞାତ୍ବା ପତିତଂ କୂପେ ଭ୍ରାତରାବେକତସ୍ମିତୌ ।
 ବୁକତ୍ରାମାଳ୍ଲ ଲୋଭାଳ୍ଲ ସମୁଂସୃଜ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଘୃତଃ ॥୨୧॥
 ଭ୍ରାତୃଭ୍ୟାଂ ପଶୁଲୁକାଭ୍ୟାମୁଂସୃକ୍ତଃ ସ ମହାତପାଃ ।
 ଉଦପାନେ ତଦା ରାଜନ୍ ! ନିର୍ଜ୍ଜନେ ପଶୁସଂବୃତେ ॥୨୮॥
 ତ୍ରିତ ଆତ୍ମାନମାଳକ୍ୟ କୂପେ ବୀରୁତୃଣାରୁତେ ।
 ନିମଗ୍ନଂ ଭରତଶ୍ରେଷ୍ଠ ! ନରକେ ଦୁଃସ୍ମୃତୀ ଯଥା ॥୨୯॥
 ସ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଗମ୍ୟଂ ପ୍ରାଞ୍ଜୋ ଯୁତ୍ୟୋର୍ଭୀତୋ ହସୋମପଃ ।
 ସୋମଃ କଥଂ ନୁ ପାତବ୍ୟ ଇହସ୍ତେନ ଯୟା ଭବେଂ ॥୩୦॥ (ଯୁଦ୍ଧକମ୍)
 ସ ଏବମଭିନିଶ୍ଚିତ୍ୟ ତସ୍ମିନ୍ କୂପେ ମହାତପାଃ ।
 ଦଦର୍ଶ ବୀରୁଧଂ ତତ୍ର ଲମ୍ବମାନଂ ଯଦୃଚ୍ଛୟା ॥୩୧॥
 ପାଂଶୁଗ୍ରସ୍ତେ ତତଃ କୂପେ ବିଚିନ୍ତ୍ୟ ଶଲିଳଂ ମୁନିଃ ।
 ଅଗ୍ନିନ୍ ସଂକ୍ଳୟାମାସ ହୌତୁଂ ନାତ୍ମାନମେବ ଚ ॥୩୨॥

ଭାରତକୋୟଦୀ

ତସ୍ମିତି । ଲୋଭାଂ ସର୍ବପଶୁପ୍ରାଣ୍ଡ୍ୟାଶାୟାଃ, ସମୁଂସୃଜ୍ୟ ତ୍ରିତଂ ବିହାୟ ॥୨୧॥
 ଭ୍ରାତୃଭ୍ୟାମିତି । ଉଂସୃଷ୍ଟାକ୍ତଃ । ଉଦକଂ ପିୟତେ ଅଗ୍ନିରିତି ଉଦପାନଂ କୂପଂସ୍ମିନ୍ ॥୨୮॥
 ତ୍ରିତ ଇତି । ବୀରୁଚ୍ଛିର୍ତ୍ତାତାତ୍ତିଶୃଂଶେଽ ଆବୃତେ । ଅସୋମପଃ ପୂର୍ବଂ ତାଦୃଶସଞ୍ଜାକରଣା-
 ଦପୀତସୋମରସଃ । ଇହସ୍ତେନ କୂପସ୍ଥିତେନ ॥୨୯—୩୦॥
 ସ ଇତି । ଏବଂ ଯୟା ଯଜ୍ଞଃ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଇଥମ୍ । ବୀରୁଧଂ ଲତାମ୍, ଯଦୃଚ୍ଛୟା ଈଷ୍ଠରେଚ୍ଛୟା ॥୩୧॥
 ମହାରାଜ ! ତଦନନ୍ତର ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ୍ରିତ କୂପମଧ୍ୟେ ଥାକିୟା ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିତେ
 ଲାଗିଲେନ ଏବଂ ଏକତ ଓ ଦ୍ଵିତମୁନି ତାହା ଶୁନିତେ ପାଇଲେନ ॥୨୬॥
 ଓଦିକେ ଏକତ ଓ ଦ୍ଵିତ ଦୁଇ ଭ୍ରାତା ତ୍ରିତକେ କୂପମଧ୍ୟେ ପତିତ ଜାନିୟା, ବ୍ୟାଞ୍ଜେର
 ଭୟେ ଓ ପଶୁର ଲୋଭେ ତ୍ରିତକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିୟାହି ଚଲିୟା ଗେଲେନ ॥୨୭॥
 ରାଜା ! ତତ୍ତ୍ଵେନ ତ୍ରିତ ନିର୍ଜ୍ଜନେ ଓ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନେ କୂପମଧ୍ୟେ ଭ୍ରାତୃଗଣ-
 ପରିତ୍ୟାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାତେହି ରହିଲେନ ॥୨୮॥

ଭରତଶ୍ରେଷ୍ଠ ! ପାପୀ ଲୋକ ଯେମନ ଆପନାକେ ନରକପତିତ ଅବସ୍ଥାୟ ଦର୍ଶନ କରେ,
 ତେମନ ପ୍ରାଞ୍ଜ ଓ ଅସୋମପାୟୀ ତ୍ରିତ ଆପନାକେ ତୃଣତାବୃତ କୂପମଧ୍ୟେ ପତିତ ଦର୍ଶନ
 କରିୟା, ମରଣେର ଭୟେ ଭୀତ ହିୟା, ଧନେ ଧନେ ଭାବିଲେନ, ‘ଆମି ଏଥାନେ ଥାକିୟା କି
 କରିୟା ସୋମରସ ପାନ କରିବ’ ॥୨୯—୩୦॥

ଅତିମହାତପା ତ୍ରିତ ମନେ ମନେ ଏହିରୂପ ନିଶ୍ଚୟ କରିୟା, ଦେଖିତେ ପାଇଲେନ
 ଯେ, ଈଷ୍ଠରେର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେହି କୂପମଧ୍ୟେ ଏକଟା ଲତା ବୁଲିୟା ଋହିୟାଛେ ॥୩୧॥

ততস্তাং বীরুধং সোমং সঙ্কল্য স্মহাতপাঃ ।

ঋচো যজুংষি সামানি মনসাচিস্তয়ন্থনিঃ ॥৩৩॥

গ্রাবাণঃ শর্করাঃ কৃষ্ণা প্রচক্রেহভিষবং নৃপ ! ।

আজ্যঞ্চ সলিলং চক্রে ভাগাংশ্চ ত্রিদিবৌকসাম্ ॥৩৪॥ (যুগ্মকম্)

সোমস্তাভিষবং কৃষ্ণা চকার তুমুলং ধ্বনিম্ ।

স চাবিশদ্বিবং রাজন্ ! স্বরশ্চৈব ত্রিতস্ত বৈ ।

সমবাপ চ তং যজ্ঞং যথোক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥৩৫॥

বর্তমানে তথা যজ্ঞে ত্রিতস্ত স্মহাত্মনঃ ।

আবিমং ত্রিদিবং সর্বং কারণঞ্চ ন বুধ্যতে ।

ততঃ স্তুতুমুলং শব্দং শুশ্রাবাথ বৃহস্পতিঃ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

পাংশ্চিতি । পাংশ্চগ্রস্তে বাল্পূর্ণে । ছোতনু ছোত্রাদীন্ ঋষিভ্যঃ ॥৩২॥

তত ইতি । ঋচো মন্ত্রান্ । গ্রাবাণঃ ক্ষুদ্রপাষণান্ । অভিষবং যজ্ঞম্ ॥৩৩—৩৪॥

সোমস্তেতি । অভিষবমধ্যবপণম্ । দিবং স্বৰ্গম্ । সমবাপ সম্যক্ সম্পাদয়ামাস, মহাতপ-
শুয়া সত্যসঙ্কল্পত্বাদিতি ভাবঃ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩৫॥

বর্তেতি । আবিমম্ দ্বিমম্ভবং । কারণমুদ্বিগত । অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৬॥

পরে ত্রিতমুনি বাল্পূর্ণ সেই কূপমধ্যে একদেশস্থিত জলকে অগ্নিরূপে চিন্তা
করিলেন এবং আপনাকে হোতা, তন্ত্রধার, ব্রহ্মা ও সদস্যরূপে কল্পনা করিলেন ॥৩২॥

তাহার পর মহাতপা ত্রিতমুনি সেই লম্বিত লতাটাকে সোমলতারূপে কল্পনা
করিলেন এবং ঋক্, যজু ও সামবেদকে মনে মনে চিন্তা করিতে থাকিয়া, কূপস্থ
কাঁকরগুলিকে শর্করা কল্পনা করিয়া যজ্ঞ করিতে লাগিলেন । রাজা ! সেই
যজ্ঞে তিনি জলকে দ্ব্যত কল্পনা করিয়া তাহাদ্বারাই দেবগণের ভাগ নিরূপণ
করিলেন ॥৩৩—৩৪॥

রাজা ! ত্রিতমুনি সেই সোমরসের আচ্ছতি দিয়া তুমুল বেদধ্বনি করিলেন ;
ত্রিতের সেই কণ্ঠস্বর স্বর্গলোকে যাইয়া প্রবেশ করিল । বেদবক্তারা যেরূপ বলিয়া
থাকেন, ত্রিতমুনি সেইভাবেই যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন ॥৩৫॥

মহাত্মা ত্রিতের সেই যজ্ঞ চলিতে থাকিলে, সমস্ত স্বর্গলোকই উদ্বিগ্ন হইয়া
পড়িল এবং সেই উদ্বিগ্নের কারণ স্বর্গবাসীরা বুঝিতে পারিলেন না । তদনন্তর
বৃহস্পতি সেই তুমুলশব্দ শুনিতে পাইলেন ॥৩৬॥

ক্রত্বা চৈবাত্রবীং সৰ্বান্ দেবান্ দেবপুরোহিতঃ ।
 ত্রিতস্ত বৰ্ত্ততে যজ্ঞস্তত্র গচ্ছামহে স্মরাঃ । ৩৭॥
 স হি ক্রুদ্ধঃ সৃজেদন্যান্ দেবানপি মহাতপাঃ ।
 তচ্ছ ত্বা বচনং তস্ত সহিতাঃ সৰ্বদেবতাঃ ।
 প্রযযুস্তত্র যত্রাসৌ ত্রিতযজ্ঞঃ প্রবৰ্ত্ততে ৩৮॥
 তে তত্র গত্বা বিবৃধাস্তং কূপং যত্র স ত্রিতঃ ।
 দদৃশুস্তং মহাত্মানং দীক্ষিতং যজ্ঞকৰ্ম্মসু ৩৯॥
 দৃষ্ট্বা চৈনং মহাত্মানং শ্রিয়া পরময়া যুতম্ ।
 উচুশ্চাথ মহাভাগং প্রাপ্তা ভাগার্থিনো বয়ম্ ৪০॥
 অথাত্রবীদৃষির্দেবান্ পশ্যধ্বং মাং দিবৌকসঃ ! ।
 অগ্নিন্ প্রতিভয়ে কূপে নিমগ্নং নষ্টচেতসম্ ৪১॥

ভারতকৌমুদী

প্রবেতি । দেবানাং পুরোহিতো বৃহস্পতিঃ ৩৭॥
 নহু তত্রাস্মাকমগমনে কো দোষ ইত্যাহ স ইতি । সহিতা মিলিতাঃ । ষট্পাদঃ ৩৮॥
 ত ইতি । বিবৃধা দেবাঃ । দীক্ষিতং প্রবৃত্তম্ ৩৯॥
 দৃষ্টেতি । শ্রিয়া ব্রাহ্ম্য শোভয়া । প্রাপ্তা আগতাঃ ৪০॥
 অথেতি । ঋষিস্তিতঃ । প্রতিভয়ে ভয়ঙ্করে । নষ্টচেতসং প্রায়েণ গতচেতন্তম্ ৪১॥

তখন বৃহস্পতি সেই তুমুলশব্দ শুনিয়া দেবগণকে বলিলেন—‘দেবগণ !
 ত্রিতমুনির যজ্ঞ চলিতেছে ; সুতরাং চল, আমরা সেখানে যাই ৩৭॥

কারণ, মহাতপা ত্রিতমুনি ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নি দেবগণকেও সৃষ্টি করিতে পারেন’ ।
 বৃহস্পতির সেই কথা শুনিয়া দেবতারা সকলে মিলিত হইয়া—যেখানে ত্রিতমুনির
 যজ্ঞ চলিতেছিল, সেইখানে গমন করিলেন ৩৮॥

ত্রিতমুনি যে কূপের মধ্যে ছিলেন, দেবতারা সেই কূপের মধ্যে গমন করিয়া
 দেখিলেন—ত্রিতমুনি যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন ৩৯॥

ক্রমে দেবতারা পরমব্রাহ্মীশোভায় শোভিত ও মহাত্মা ত্রিতমুনিকে দেখিয়া
 বলিলেন—‘আমরা আপনার যজ্ঞভাগার্থী হইয়া আসিয়াছি’ ৪০॥

তাহার পর ত্রিতমুনি দেবগণকে বলিলেন—‘দেবগণ ! আপনারা দর্শন
 করুন—আমি এই ভয়ঙ্কর কূপমধ্যে পতিত হইয়াছি এবং আমার চৈতন্তও প্রায়
 নষ্ট হইয়াছে’ ৪১॥

ততন্ত্রিতো মহারাজ ! ভাগাংস্তেষাং যথাবিধি ।
 মন্ত্রযুক্তান্ সমদদাতে চ প্রীতাস্তদাভবন্ ॥৪২॥
 ততো যথাবিধি প্রাপ্তান্ ভাগান্ প্রাপ্য দিবৌকসঃ ।
 প্রীতান্নানো দদুস্তস্মৈ বরান্ যান্ মনসেচ্ছতি ॥৪৩॥
 স তু বস্ত্রে বরং দেবাংস্ত্রাতুমর্হথ মামিতঃ ।
 যশ্চাভ্যোপস্পৃশেৎ কূপে স সোমপগতিং নভেৎ ॥৪৪॥
 ততশ্চোশ্মিমতী রাজন্ ! উৎপপাত সরস্বতী ।
 তয়া ক্ষিপ্তঃ স উত্তস্রৌ পূজয়ন্ত্রিদিবৌকসঃ ॥৪৫॥
 তথৈতি চোক্ত্বা বিবুধা জগ্মু রাজন্ ! যথাগতাঃ ।
 ত্রিতশ্চাপ্যগমৎ প্রীতঃ স্বমেব নিলয়ং তদা ॥৪৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । ভাগান্ যজ্ঞীয়জ্রব্য্যাংশান্ । তে দেবাঃ ॥৪২॥
 তত ইতি । দিবৌকসো দেবাঃ । ইচ্ছতি অ ত্রিত ইতি শেষঃ ॥৪৩॥
 স ইতি । ইতঃ কূপাৎ । উপস্পৃশেৎ স্নায়্যাৎ । সোমপগতিং যাজ্ঞিকলোকম্ ॥৪৪॥
 তত ইতি । উশ্মিমতী তরঙ্গবতী । স ত্রিতঃ, উত্তস্রৌ তীরে ॥৪৫॥
 তথৈতি । বিবুধা দেবাঃ । নিলয়ং ভবনম্ ॥৪৬॥

মহারাজ ! তদনন্তর ত্রিতমুনি মন্ত্র পাঠ করিয়া, সেই দেবগণকে তাঁহাদের যজ্ঞীয় ভাগ সমর্পণ করিলেন । তখন তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেন ॥৪২॥

তাহার পর দেবতারা যথাবিধানে প্রদত্ত যজ্ঞীয়ভাগ লাভ করিয়া, সন্তুষ্ট হইয়া—ত্রিতমুনি যে সকল বর মনে মনে ইচ্ছা করেন, সেই সকল বর দিতে চাহিলেন ॥৪৩॥

তখন ত্রিতমুনি দেবগণের নিকট এই বর চাহিলেন যে—‘আপনারা এস্থান হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া রক্ষা করুন এবং এই কূপে যে লোক স্নান করিবে, সে যেন যাজ্ঞিকের গতি লাভ করে’ ॥৪৪॥

রাজা ! তদনন্তর তরঙ্গশালিনী সরস্বতীনদী উথিত হইল এবং তাহারই তরঙ্গ-কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত হইয়া ত্রিতমুনি দেবগণের পূজা করিতে থাকিয়া, তীরে উঠিলেন ॥৪৫॥

রাজা ! ‘তাহাই হইবে’ এই কথা বলিয়া দেবতারা যে যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে চলিয়া গেলেন । ত্রিতও সন্তুষ্ট হইয়া আপন ভবনে গমন করিলেন ॥৪৬॥

(৪৪) ...যশ্চোপস্পৃশেৎ...পি বঙ্গ বর্দ্ধ । (৪৫) ততশ্চোশ্মিভিঃ...পি, তথোৎক্ষিপ্তঃ স উত্তস্রৌ...বঙ্গ ।

ক্রুদ্ধঃ স তু সমাসাশ্রু তাবধী ভ্রাতরৌ তদা ।
 উবাচ পরুষং বাক্যং শশাপ চ মহাতপাঃ ॥৪৭॥
 পশুশুকৌ যুবাং যস্মান্মামুৎসৃজ্য প্রধাবিতৌ ।
 তস্মাদব্রূকাকৃতী রৌদ্রৌ দংষ্টিণাবভিতশ্চরৌ ।
 ভবিতারৌ ময়া শশ্রৌ পাপেনানেন কশ্মণা ॥৪৮॥
 প্রসবাস্চৈব যুবয়োগৌলাঙ্গুলক্ষবানরাঃ ।
 ইত্যুস্তে তু তদা তেন ক্ষণাদেব বিশাংপতে ! ।
 তথাভূতাবদৃশ্তেতাং বচনাং সত্যবাদিনঃ ॥৪৯॥
 তত্রাপ্যমিতবিক্রান্তঃ স্পৃষ্ট্বা তোয়ং হলায়ুধঃ ।
 দত্ত্বা চ বিবিধান্ দায়ান্ পূজয়িত্বা চ বৈ দ্বিজান্ ॥৫০॥
 উদপানঞ্চ তং বীক্ষ্য প্রশস্ত্য চ পুনঃ পুনঃ ।
 নদীগতমদীনাস্মা প্রাপ্তৌ বিনশনং তদা ॥৫১॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি
 গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং তীর্থকথনে চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:০*০:—

ভারতকৌমুদী

ক্রুদ্ধ ইতি । তৌ একতস্থিতৌ । পরুষং নির্ভরম্ ॥৪৭॥
 পশিতি । ব্রূকাকৃতী ব্যাঘ্রাকারৌ । অভিতশ্চরৌ সর্বতো বিচারিণৌ । ষট্পাদঃ ॥৪৮॥
 প্রসবা ইতি । প্রসবাঃ সন্তানাঃ, গৌলাঙ্গুলাঃ কৃষ্ণবানরাঃ, ঋক্ষা ভল্লকাঃ, বানরা
 ভবিতার ইতি শেষঃ । তথাভূতৌ ব্রূকরূপৌ একতস্থিতৌ । অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৪৯॥

মহাতপা ত্রিত আসিয়া সেই একত ও দ্বিত দুই ভ্রাতাকে পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া,
 বহুতর নির্ভর বাক্য বলিলেন এবং অভিসম্পাত করিলেন—॥৪৭॥

‘তোমরা যেহেতু পশুশুক হইয়া, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, দৌড়াইয়া আসিয়া-
 ছিলে, সেই পাপকার্য্যবশতঃ আমি তোমাদিগকে অভিসম্পাত করিতেছি যে—
 তোমরা দুই জন দম্ভশালী, ভীষণমূর্ত্তি ও সর্বত্র বিচরণকারী ব্যাঘ্রাকৃতি দুইটা
 পশু হইবে ॥৪৮॥

আর তোমাদের সন্তানগুলিও কৃষ্ণবর্ণ বানর, ভল্লক ও সাধারণ বানর হইবে’ ।
 নরনাথ ! তিনি এইরূপ বলিলে, তখনই সেই সত্যবাদীর বাক্য অনুসারে একত
 ও দ্বিত সেইরূপই দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন ॥৪৯॥

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

—:~:~:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো বিনশনং রাজন্ ! জগামাথ হলায়ুধঃ ।
শূদ্রাভীরান্ প্রতি দ্বেষাদ্যত্র নষ্টা সরস্বতী ॥১॥
যস্মাৎ সা ভরতশ্চেষ্ট ! দ্বেষান্ নষ্টা সরস্বতী ।
তস্মাত্তদৃষ্যো নিত্যং প্রাহুর্বিনশনেতি হ ॥২॥
তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য বলঃ সরস্বত্যাং মহাবলঃ ।
সুভূমিকং ততোহগচ্ছৎ সরস্বত্যাস্তটে বরে ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । দায়ান্ দানানি । উদপানং কুপম্ । অদীনাস্তা দানাদাবকাতরচিত্তঃ ।
বিনশনং নাম তীর্থম্ । অস্ত্র ব্যুৎপত্তিঃ পরস্তাৎ বক্ষ্যতি ॥৫০—৫১॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশতট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপৰ্বণি গদাযুদ্ধে চতুত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥৩॥

তত ইতি । শূদ্রাশ্চ আভীরা গোপালাশ্চ তান্ । নষ্টা অদৃশ্যতাং গত৷ ॥১॥
বিনশনপদব্যুৎপত্তিমা হ যস্মাদিতি । বিনশতি অদৃশ্যতাং গচ্ছতি সরস্বতী যস্মিন্ তৎ ॥২॥
তত্রৈতি । উপস্পৃশ্য সজলদেশে স্নাত্বা, বলো হলায়ুধঃ । সুভূমিকং নাম তীর্থম্ ॥৩॥

অমিতবিক্রমশালী ও অকাতরচিত্ত বলরাম—সেই কূপের জল স্পর্শ, নানাবিধ
দান, ব্রাহ্মগণের সম্মান, কূপ দর্শন এবং বার বার ত্রিতমুনির প্রশংসা করিয়া,
সরস্বতীনদীস্থিত বিনশনতীর্থে গমন করিলেন ॥৫০—৫১॥

—:~:~:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা ! তাহার পর—যেখানে শূদ্রগণ এবং বিশেষতঃ
গোপালগণের উপর বিদ্বেষবশতঃ সরস্বতীনদী অদৃশ্য হইয়াছে, বলরাম সেই
বিনশনতীর্থে গমন করিলেন ॥১॥

ভরতশ্চেষ্ট ! যেহেতু সরস্বতীনদী উক্ত বিদ্বেষবশতঃ সেইস্থানে অদৃশ্য হইয়া
গিয়াছে, সেই হেতু ঋষিরা তাহাকে বিনশনতীর্থ বলেন ॥২॥

মহাবল বলরাম তত্রত্য সরস্বতীনদীতেও স্নান করিয়া, পরে সরস্বতীনদীরই
মনোহর তীরস্থিত সুভূমিকতীর্থে গমন করিলেন ॥৩॥

তত্র চাপ্পরসঃ শুভ্রা নিত্যকালমতস্ক্রিতাঃ ।
 ক্রীড়াভির্বিমলাভিষ্চ ক্রীড়ন্তি বিমলাননাঃ ॥৪॥
 তত্র দেবাঃ সগন্ধর্বা মাসি মাসি জনেধ্বর ! ।
 অভিগচ্ছন্তি তত্তীর্থং পুণ্যং ব্রাহ্মণসেবিতম্ ॥৫॥
 তত্রাদৃশ্যন্ত গন্ধর্বাস্তথৈবাপ্পরসাং গণাঃ ।
 সমেত্য সহিতা রাজন্ ! যথাপ্রাপ্তং যথাস্থম্ ॥৬॥
 তত্র মোদন্তি দেবাশ্চ পিতরশ্চ সবীৰ্হাঃ ।
 পুণ্যৈঃ পুষ্পৈঃ সদা দিব্যৈঃ কীর্যমাণাঃ পুনঃ পুনঃ ॥৭॥
 আক্রীড়ভূমিঃ সা রাজন্ ! তাসামাপ্পরসাং শুভা ।
 স্তূভূমিকেতি বিখ্যাতা সরস্বত্যাস্তটে বরে ॥৮॥
 তত্র স্নাত্বা চ দত্ত্বা চ বস্ত্র বিপ্রায় মাধবঃ ।
 শ্রদ্ধা গীতঞ্চ তদ্বিব্যং বাদিত্রাণাঞ্চ নিশ্চয়ম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । অতস্ক্রিতা অনলশাঃ ॥৪॥

তত্রৈতি । পুণ্যং পুণ্যজনকম্ ॥৫॥

তত্রৈতি । যথাপ্রাপ্তং যথাগতম্ ॥৬॥

দেবাদীনাং খেলপ্রকারমাহ তত্রৈতি । বীৰ্হন্তিঃ পুষ্পাঙ্ঘ্রিতলতাভিঃ সহৈতি তে ॥৭॥

স্তূভূমিকশ্লকযোগার্থমাহ আক্রীড়ৈতি । আক্রীড়ভূমিঃ খেলাভূমিঃ ॥৮॥

সেস্থানে গৌরবর্ণা ও নির্মলমুখী অঙ্গরারা আসিয়া আলস্য ত্যাগ করিয়া, সর্বদা ক্রীড়া করে ॥৪॥

নরনাথ ! দেবতারাও গন্ধর্বগণের সহিত মিলিত হইয়া, প্রত্যেক মাসে পুণ্যজনক ও ব্রাহ্মণসেবিত সেই তীর্থে আগমন করিয়া থাকেন ॥৫॥

রাজা ! গন্ধর্বগণ ও অঙ্গরাগণ সেস্থানে আসিয়া মিলিত হইয়া যথাস্থখে বিচরণ করে, দেখা যায় ॥৬॥

সেস্থানে দেবগণ ও পিতৃগণ পুষ্পসম্বিত লতা লইয়া আমোদ করিতে থাকেন ; তখন বার বার তাঁহাদের উপরে সুন্দর সুন্দর স্বর্গীয় পুষ্প নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে ॥৭॥

রাজা ! সরস্বতীনদীর তীরের মঙ্গলময় সেই স্থানটী অঙ্গরাগণের খেলা করিবার স্থান বলিয়া, ‘স্তূভূমিক’ এই নামে বিখ্যাত হইয়াছে ॥৮॥

ছায়াশ্চ বিপুলা দৃষ্ট্ৱা দেবগন্ধর্বরক্ষসাম্ ।
 গন্ধর্বাণাং ততস্তীর্থমগচ্ছদ্রোহিণীস্তুতঃ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)
 বিশ্বাবস্তুমুখাস্তত্র গন্ধর্বাস্তপসাস্বিতাঃ ।
 নৃত্যবাদিত্রগীতঞ্চ কুর্বন্তি স্তমনোরমম্ ॥১১॥
 তত্র দত্ত্বা হলধরো বিপ্রৈভ্যো বিবিধং বস্তু ।
 অজাবিকং গোখরোষ্ট্রং স্ববর্ণং রজতং তথা ॥১২॥
 ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ কামৈঃ সন্তুপ্য চ মহাধনৈঃ ।
 প্রযযৌ সহিতো বিপ্রৈস্তু যমানশ্চ মাধবঃ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)
 তস্মাদ্গন্ধর্বতীর্থাচ্চ মহাবাহুররিন্দমঃ ।
 গর্গশ্রোতো মহাতীর্থমাজ্জগামৈককুণ্ডলী ॥১৪॥
 তত্র গর্গেণ বুদ্ধেন তপসা ভাবিতান্মনা ।
 কালজ্ঞানগতিশ্চৈব জ্যোতিষাঞ্চ ব্যতিক্রমঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । বস্তু ধনম্, মাধবো মধুবংশীয়ঃ । বিপুলা বিশালা ॥৯—১০॥

বিশ্বেতি । বিশ্বাবস্তুমুখা বিশ্বাবস্তুপ্রভৃতয়ঃ ॥১১॥

তত্রৈতি । বস্তু ধনম্ । অজাবিকায়া অবয়বো মেঘাশ্চ তৎ । কামৈর্মরতীষ্টৈঃ ॥১২—১৩॥

তস্মাদিতি । একে মুখ্যে কুণ্ডলে অস্ত শুভ ইতি এককুণ্ডলী ॥১৪॥

তত্রৈতি । ভাবিতান্মনা শোধিতচিন্তেন । কালানাং দিনমাসাদীনাং জ্ঞানং সৌর-

“দনস্তর রোহিণীনন্দন বলরাম সেই তীর্থে স্নান, ব্রাহ্মণগণকে ধন দান, স্বর্গীয় সেই গীতবাণী শ্রবণ এবং দেবতা, গন্ধর্ব ও রাক্ষসগণের বিশাল বিশাল ছায়া দর্শন করিয়া, গন্ধর্বতীর্থে গমন করিলেন ॥৯—১০॥

তপঃসম্বিত বিশ্বাবস্তুপ্রভৃতি গন্ধর্বেরা সেই তীর্থে আসিয়া মনোহর নৃত্য, গীত ও বাণী করিয়া থাকেন ॥১১॥

মধুবংশীয় বলরাম সেই তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে নানাবিধ ধন, ছাগল, মেঘ, গরু, গর্দভ, উষ্ট্র, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করিয়া এবং তাঁহাদিগকে মহামূল্য অতীষ্ট বস্তু সকল ভোজন করাইয়া, তাঁহাদের প্রীতিবিধানপূর্বক সম্মিলিত হইয়া, গমন করিতে লাগিলেন ; তখন ব্রাহ্মণেরা তাঁহার প্রশংসা করিতে থাকিলেন ॥১২—১৩॥

সুন্দর কুণ্ডলধারী, মহাবাহু ও শক্রদমনকারী বলরাম সেই গন্ধর্বতীর্থ হইতে মহাতীর্থ গর্গশ্রোতে আগমন করিলেন ॥১৪॥

উৎপাতা দারুণাশ্চৈব শুভাশ্চ জনমেজয় ! ।
 সরস্বত্যাঃ শুভে তীর্থে বিদিতা বৈ মহাস্থনা ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)
 তস্ম নান্মা চ ততীর্থং গর্গস্ত্রোত ইতি স্মৃতম্ ।
 তত্র গর্গং মহাভাগমুষয়ঃ স্তব্রতা নৃপ ! ।
 উপাসাঞ্চকিরে নিত্যং কালজ্ঞানং প্রতি প্রভো ! ॥১৭॥
 তত্র গঙ্গা মহারাজ ! বলঃ শ্বেতানুলেপনঃ ।
 বিধিবদ্ধি ধনং দত্ত্বা মুনীনাং ভাবিতান্মনাম্ ॥১৮॥
 উচ্চাবচাংস্তথা ভক্ষ্যান্ বিপ্রৈভ্যো বিপ্রদায় সঃ ।
 নীলবাসান্ততোহগচ্ছচ্ছতীর্থং মহাযশাঃ ॥১৯॥ (যুগ্মকম্)
 তত্রাপশ্যশ্বহাশঙ্খং মহামেরুমিবোচ্ছিতম্ ।
 শ্বেতপর্বতসঙ্কাশমুষিসজ্জৈর্নিষেবিতম্ ।
 সরস্বত্যান্তটে জ্ঞাতং নগং তালধ্বজো বলী ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

সাবনত্বাদিনা নিরূপণপ্রকারঃ তেন যুক্তা গতিরবস্থেতি সা । মধ্যপদলোপী সমাসঃ ।
 জ্যোতিষাং গ্রহনক্ষত্রাণাম্ ব্যতিক্রমো ভেদঃ অতিচারাদির্বা । উৎপাতা দিব্য-নাভস-
 ভূমিজ্ঞা উপজ্ঞাঃ ॥১৫—১৬॥

তত্বেতি । উপাসাঞ্চকিরে গুরুত্বেন । কালজ্ঞানং প্রতি জ্যোতিষজ্ঞানলাভায় । এতেন
 গর্গ এব প্রথমং জ্যোতিষশাস্ত্রমাবিস্কার ইতি প্রতীয়তে । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৭॥

তত্বেতি । বলো হলায়ুধঃ । উচ্চাবচান্ নানাবিধান্ ॥১৮—১৯॥

তত্বেতি । উচ্ছিতম্ উচ্চম্ । নগং বৃক্ষম্ । তালধ্বজো বলরামঃ । ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥২০॥

জনমেজয় ! তপস্ত্যার প্রভাবে শুদ্ধচিত্ত ও মহাত্মা বৃদ্ধ গর্গমুনি সেই তীর্থে
 থাকিয়া (বিশেষ গবেষণা করিয়া) কালের নিরূপণপ্রণালী, কালের অবস্থা, গ্রহ-
 নক্ষত্রাদির ব্যতিক্রম, দারুণ উৎপাত ও শুভলক্ষণ সকল অবগত হইয়া-
 ছিলেন ॥১৫—১৬॥

রাজা ! সেই তীর্থটী গর্গমুনির নাম অনুসারেই ‘গর্গস্ত্রোত’ এইরূপ প্রসিদ্ধি
 লাভ করিয়াছে । যথাবিহিত নিয়মশালী ঋষির জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্ত
 সেই স্থানে আসিয়া সর্বদা গর্গমুনির সেবা করিয়া থাকেন ॥১৭॥

মহারাজ ! নীলবসনধারী, শ্বেতচন্দনচর্চিতদেহ ও মহাযশা বলরাম সেই
 গর্গস্ত্রোতে যাইয়া, তপস্ত্যার প্রভাবে শোধিতচিত্ত মুনিগণকে যথাবিধানে ধন দান
 করিয়া এবং সহচর ব্রাহ্মণদিগকে নানাবিধ ঋগ্গু সমর্পণ করিয়া, মহাশঙ্খতীর্থে গমন
 করিলেন ॥১৮—১৯॥

যক্ষা বিদ্যাধরাশ্চৈব রাক্ষসাশ্চামিতোজসঃ ।
 পিশাচাশ্চামিতবলা যত্র সিদ্ধাঃ সহস্রশঃ ॥২১॥
 তে সৰ্বে হৃশনং ত্যক্ত্বা ফলং তস্মৈ বনস্পতিভ্যঃ ।
 ভ্রাতৈশ্চ নিয়মৈশ্চৈব কালে কালে স্ম ভুঞ্জতে ॥২২॥ (যুগ্মকম্)
 প্রাপ্তৈশ্চ নিয়মৈশ্চৈবৈবৈচরন্তঃ পৃথক্ পৃথক্ ।
 অদৃশ্যমানা মনুজৈর্ব্যচরন্ পুরুষৰ্ষভ ! ।
 এবং খ্যাতো নরপতে ! লোকেহস্মিন্ স বনস্পতিঃ ॥২৩॥
 ততস্তীৰ্থং সরস্বত্যাঃ পাবনং লোকবিশ্রুতম্ ।
 তস্মিন্শ্চ যদুশাদ্দুলো দত্ত্বা তীৰ্থে পয়স্বিনীঃ ।
 তাত্ৰায়সানি ভাগানি বস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥২৪॥
 পূজয়িত্বা দ্বিজাংশ্চৈব পূজিতশ্চ তপোধনৈঃ ।
 পুণ্যং দ্বৈতবনং রাজন্ ! আজগাম হলায়ুধঃ ॥২৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

যক্ষা ইতি । অমিতোজসঃ অপরিমিতভেজসঃ । অশনম্ অন্নে খাদ্যম্ ॥২১—২২॥
 প্রাপ্তেতি । অদৃশ্যমানা দেবপ্রভাবাৎ । যট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৩॥
 তত ইতি । পাবনং নাম । পয়স্বিনীদুগ্ধবতীর্গাঃ । আয়সানি লৌহময়ানি ।
 যট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ । পূজয়িত্বা খনদানাদিভিঃ ॥২৪—২৫॥

তালধ্বজ ও বলবান্ বলরাম সেখানে যাইয়া দেখিলেন—মহামেরুপর্ব্বতের
 শ্রায় উচ্চ ও কৈলাসপর্ব্বতের তুল্য শুভ্রবর্ণ, ঋষিগণসেবিত একটা বিশাল শঙ্খ
 রহিয়াছে এবং সরস্বতীনদীর তীরে একটা বিশাল বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে ॥২০॥

সহস্র সহস্র অমিতভেজা যক্ষ, রাক্ষস, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও অমিতবল পিশাচ
 যেখানে যাইয়া অল্প খাদ্য পরিত্যাগ করিয়া, শাস্ত্রীয় নিয়ম ও লৌকিক নিয়ম
 অনুসারে বিভিন্ন সময়ে সেই বৃক্ষের ফল ভোজন করিয়া থাকেন ॥২১—২২॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ নরনাথ । তাহারা সেই সেই নিয়ম অনুসারে পৃথক পৃথক্ভাবে
 বিচরণ করিতে থাকিয়া, মনুষ্যগণের অদৃশ্যভাবে সেখানে অবস্থান করেন । এই
 কারণে সেই বৃক্ষটী বনস্পতি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে ॥২৩॥

রাজা ! তাহার পর বলরাম জগদ্বিখ্যাত, সরস্বতীনদীস্থিত পাবননামকতীৰ্থে
 গমন করিলেন এবং সেই তীৰ্থে ব্রাহ্মণগণকে দুগ্ধবতী ধেনু, তাজ্র ও লৌহময়
 ভাণ্ড এবং নানাধি বস্ত্রদানে সম্মানিত করিয়া, পবিত্র দ্বৈতবনে আগমন করিলেন ।
 তৎকালে তপস্বীরা তাহার সম্মান করিলেন ॥২৪—২৫॥

তত্র গঙ্গা মুনীন্ দৃষ্টে। নানাবেশধরান্ বলঃ ।
 আপ্নুত্য সলিলে চাপি পূজয়ামাস বৈ যিকান্ ॥২৬॥
 তথৈব দত্তা বিপ্রৈভ্যাঃ পরিত্রোগান্ সুপুংস্বান্ ।
 ততঃ প্রায়াষলো রাজন্ । দক্ষিণেন সরস্বতীম্ ॥২৭॥
 গঙ্গা চৈব মহাবাহুর্নাতিদূরং মহাযশাঃ ।
 ধর্ম্মাত্মা নাগধন্যনং তীর্থমাগমদ্যুতঃ ॥২৮॥
 যত্র পন্নগরাজশ্চ বাসুকৈঃ সম্ভিবেশনম্ ।
 মহাদ্যুতেম্ হারাজ ! বহুভিঃ পন্নগৈর্বৃতম্ ।
 ঋষীগাং হি সহস্রাণি তত্র নিত্যং চতুর্দশ ॥২৯॥
 যত্র দেবাঃ সমাগম্য বাসুকিং পন্নগোত্তমম্ ।
 সর্বপন্নগরাজানমভ্যষিকন্ যথাবিধি ।
 পন্নগেভ্যো ভয়ং তত্র বিদ্যতে ন স্ম কৌরব ! ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । বলো হলায়ুধঃ । আপ্নুত্য অবগাহ ॥২৬॥
 তথৈতি । সুপুংস্বান্ অতিপ্রচুরান্ ॥২৭॥
 গংগৈতি । নাগধন্যনং তদাত্মম্ । অচ্যুতস্তীর্থনিয়মাদব্রষ্টঃ ॥২৮॥
 যত্রৈতি । বাসুকৈর্বাসুকিমূর্ত্তৈঃ । সহস্রাণি তিষ্ঠন্তীতি শেষঃ । বটপাদঃ স্নোকঃ ॥২৯॥
 যত্রৈতি । বাসুকিং বাসুকিমূর্ত্তিম্ । অভ্যষিকন্ স্থাপনপূর্ব্বকম্ । অয়মপি বটপাদঃ ॥৩০॥

বলরাম সেখানে যাইয়া নানাবিধবেশধারী মুনিগণকে দেখিয়া এবং তত্রতা
 জলে অবগাহন করিয়া, ব্রাহ্মগণের সেবা করিলেন ॥২৬॥

রাজা ! পরে তিনি ব্রাহ্মগণকে প্রচুর ভোগ্যবস্তু দান করিয়া, সেস্থান হইতে
 সরস্বতীনদীর অদূর দক্ষিণদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন ॥২৭॥

মহাবাহু, মহাযশা, ধর্ম্মাত্মা ও তীর্থনিয়ম হইতে অব্রষ্ট বলরাম অনতিদূরে
 গমন করিয়া নাগধন্যনতীর্থে আগমন করিলেন ॥২৮॥

মহারাজ ! যে তীর্থে মহাতেজা, সর্পরাজ বাসুকির মন্দির রহিয়াছে এবং
 সর্পগণ সেই মন্দিরটাকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছে । আর সেখানে
 সর্বদা চতুর্দশ সহস্র ঋষি বাস করিতেছেন ॥২৯॥

কুরুনন্দন ! দেবতারা যেখানে আগমন করিয়া, যথাবিধানে সর্পরাজ বাসুকিকে
 অভিবিক্ত করিয়াছিলেন ; সেইখানে তখন সর্পের ভয় ছিল না ॥৩০॥

(২৮)...ধর্ম্মজ্ঞো নাগধন্যনং...পি ।

তত্রাপি বিধিবদ্ধত্বা বিপ্রৈস্ত্যো রত্নসঞ্চয়ান্ ।
 প্রায়ান্ত্র প্রাচীং দিশং তত্র তথা তীর্থান্চনেকশঃ ।
 সহস্রশতসংখ্যানি প্রতিতানি পদে পদে ॥৩১॥
 আগ্নুত্য তেষু তীর্থেষু যথোক্তং তত্র চর্ষিভিঃ ।
 কৃষোপবাসনিয়মং দত্ত্বা দানানি ভূরিশঃ ॥৩২॥
 অভিবাগ্ন মুনীংস্তাংস্ত তত্র তীর্থনিবাসিনঃ ।
 অস্থিমাগান্ প্রযযৌ যত্র ভূয়ঃ সরস্বতী ॥৩৩॥
 প্রাঙ্ মুখী বৈ নিববুতে বৃষ্টিবীতহতা যথা ।
 ঋষীণাং নৈমিষেয়াণামবেকার্থং মহাত্মনাম্ ॥৩৪॥ (বিশেষকম্)
 নিবৃত্তাং তাং সরিৎশ্চেষ্টাং তত্র দৃষ্ট্বা তু লাক্ষনী ।
 বভূব বিস্মিতো রাজন্ ! বলঃ শ্বেতানুলেপনঃ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । রত্নানাং সঞ্চয়ান্ সমূহান্ । পদে পদে স্থানে স্থানে । ষট্ পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩১॥
 আগ্নুত্যেতি । আগ্নুত্য দ্বাভ্যাং । অস্থিমাগ্ন অপ্রশস্তরূপদ্বাং । নৈমিষেয়াণাং নৈমিষারণ্য-
 বাসিনাম্ । অবেকার্থং স্নানপানাদি সম্পাদনার্থম্ ॥৩২—৩৪॥
 নিবৃত্তামিতি । তাং সরস্বতীম্ । বলো বলরামঃ ॥৩৫॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—৩॥ শুভ্রাঃ শুভ্রয়ঃ ॥৪—১৬॥ কালজ্ঞানাং প্রতি কালজ্ঞানার্থম্ ॥১৭—১৯॥
 শব্দং শব্দনামানম, নগং বৃক্ষম্ ॥২০—৩৩॥ অবেকার্থমিষ্টসিদ্ধ্যর্থম্ ॥৩৪—৩৫॥ ইচ্ছামি

বলরাম সেন্থানেও যথাবিধানে ব্রাহ্মণগণকে রত্নসমূহ দান করিয়া, পূর্বদিকে
 বাইতে থাকিয়া, স্থানে স্থানে প্রসিদ্ধ বহুসংখ্যকতীর্থে গমন করিলেন ॥৩১॥

বলরাম সেই সকল তীর্থে স্নান, তত্রত্য মুনিগণকথিত উপবাস ও নিয়মসম্পাদন,
 ভূরি ভূরি বস্তু দান এবং সেই সকল তীর্থনিবাসী মুনিগণকে অভিবাদন করিয়া,
 পথ অশ্বেষণপূর্বক গমন করিতে লাগিলেন । যেখানে সরস্বতীনদী বায়ুভাড়িত
 বৃষ্টির দ্বারা পূর্বমুখী হইয়া নৈমিষারণ্যবাসী মহাত্মা মুনিগণের স্নানপানাদি কার্য্য-
 সম্পাদনের জন্য প্রবাহিত হইতেছে ॥৩২—৩৪॥

রাজা ! লাক্ষলধারী ও শ্বেতচন্দনচর্চিতদেহ বলরাম নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীকে
 পূর্বমুখে বাইতে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥৩৫॥

(৩২) ইতঃ পরং দাক্ষিণ্যাত্যগুত্বকে বহব এব পাঠভেদা বিস্তৃষ্টে । (৩৩)...উচ্চিষ্টমার্গঃ
 প্রযযৌ...বদ বদ্ধ ।

জনমেজয় উবাচ ।

কস্মাৎ সরস্বতী ব্রহ্মন্ ! নিবৃত্তা প্রাপ্তমুখী ততঃ ।

ব্যাখ্যাতং শ্রোতুমিচ্ছামি সর্বমধ্বর্যুসত্তম ! ॥৩৬॥

কস্মিংশ্চিৎ কারণে তত্র বিস্মিতো যদুনন্দনঃ ।

নিবৃত্তা হেতুনা কেন কথমেব সরিষরা ॥৩৭॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

পূর্বং কৃতযুগে রাজন্ ! নৈমিষেয়াস্তপস্বিনঃ ।

বর্তমানে হুবিপুলে সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে ॥৩৮॥

ঋষয়ো বহবো রাজন্ ! তৎ সত্রমভিপেদিরে ।

উষিত্বা চ মহাভাগাস্তপস্বিন্ সত্রে যথাবিধি ॥৩৯॥

নিবৃত্তে নৈমিষীয়ে বৈ সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে ।

আজ্ঞাং ঋষয়স্তত্র বহবস্তীর্থকারণাৎ ॥৪০॥ (বিশেষকম্)

ঋষীণাং বহুলত্বাতু সরস্বত্যা বিশাংপতে ! ।

তীর্থানি নগরায়ন্তে কূলে বৈ দক্ষিণে তদা ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

কস্মাদিতি । ব্যাখ্যাতং স্বয়া বিশেষণোক্তম্ । হে অধ্বর্যুসত্তম ! যজুর্বৈদজ্ঞশ্চৈষ্ঠ । ।

“অধ্বর্যুদগাতৃহোতারো যজুঃসামর্ধিদঃ ক্রমাৎ” ইত্যমরঃ ॥৩৬॥

কস্মিংশ্চিদিতি । কারণে সতি । যদুনন্দনো বলভদ্রঃ । সরিষরা সরস্বতী ॥৩৭॥

পূর্বমিতি । কৃতযুগে সত্যযুগে । সত্রে যজ্ঞে । অভিপেদিরে লক্ষ্যীকৃত্যাগতাঃ ।
উষিত্বা গতেষ্বিতি শেষঃ । নিবৃত্তে সমাপ্তে ॥৩৮—৪০॥

জনমেজয় বলিলেন—‘যজুর্বৈদজ্ঞশ্চৈষ্ঠ মহর্ষি ! নদীশ্চৈষ্ঠা সরস্বতী সেস্থান
হইতে পূর্বমুখে গমন করিল কেন ? ইহা আমি আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা
করি ॥৩৬॥

বলরাম সেস্থানে কি জ্ঞাত বিস্ময়াপন্ন হইলেন ? এবং কোন্ কারণেই বা
নদীশ্চৈষ্ঠা সরস্বতী কি প্রকারে পূর্বমুখে গিয়াছিল ?’ ॥৩৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা ! পূর্বকালে সত্যযুগে নৈমিষারণ্যে দ্বাদশবর্ষ-
ব্যাপী অতি বিশাল যজ্ঞ চলিতে থাকিলে, নৈমিষদেশীয় বহুতর তপস্বী ও ঋষি
সেই যজ্ঞে আসিয়াছিলেন ; সেই মহাত্মারা সেই যজ্ঞে যথাবিধানে অবস্থান
করিয়া চলিয়া গেলে এবং সেই দ্বাদশবর্ষব্যাপী যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, আবার বহুতর
ঋষি তীর্থকার্য্য করিবার জ্ঞাত সেস্থানে আগমন করিয়াছিলেন ॥৩৮—৪০॥

(৩৬)....প্রাপ্তমুখী তবৎ....নি, ব্যাখ্যাতমেতদিচ্ছামি · বহু বর্ষ বা নি ।

সমস্তপঞ্চকং যাবতাবন্তে বিজসত্তমাঃ ।

তীৰ্থলোভাম্রব্যাভ্র । নগ্নাস্তীরং সমাশ্রিতাঃ ॥৪২॥

জুহ্বতাং তত্র তেষাস্ত মুনীনাং ভাবিতান্ননাম্ ।

স্বাধ্যায়েনাতিমহতা বভূবুঃ পুরিতা দিশ্ঃ ॥৪৩॥

অগ্নিহোত্ৰৈস্তত্তস্তেষাং হুয়মানৈর্মহান্ননাম্ ।

অশোভত সরিৎশ্চেষ্টা দীপ্যমানৈঃ সমস্ততঃ ॥৪৪॥

বালখিল্যা মহারাজ ! অশ্মকুট্টাশ্চ তাপসাঃ ।

হস্তোলুখলিনশ্চাত্তে সংপ্রথ্যানাস্তথাপরে ॥৪৫॥

বায়ুভক্ষ্যা জলাহারাঃ পৰ্ণভক্ষ্যাশ্চ তাপসাঃ ।

নানানিয়মযুক্তাশ্চ তথা স্থণ্ডিলশায়িনঃ ॥৪৬॥

আসন্ বৈ মুনয়স্তত্র সরস্বত্যাঃ সমীপতঃ ।

শোভয়ন্তঃ সরিচ্চেষ্টাং গঙ্গামিব দিবৌকসঃ ॥৪৭॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

ঋষীণামিতি । নগরায়ন্তে নগরানীবাচরন্তি অ ॥৪১॥

সমস্তেতি । তীৰ্থলোভাৎ তীৰ্থবাগাশায়াঃ ॥৪২॥

জুহ্বতামিতি । জুহ্বতাং হোমং কুরুতাম্ । স্বাধ্যায়েন বেদপাঠধ্বনিম্ ॥৪৩॥

অগ্নীতি । অগ্নিহোত্ৰৈস্তদীয়াগ্নিভিঃ । সরিৎশ্চেষ্টা সরস্বতী ॥৪৪॥

বালেতি । বাল্য এব খিল্য তপস্তারম্ভেণ সমাপ্তবালকব্যাপারা ইতি বালখিল্যা ।
অশ্মজ পাষণেষু কুট্টয়ন্তি ধাত্তাপর্গণেন তণ্ডুলান্ নির্বর্তয়ন্তীতি অশ্মকুট্টাঃ । হস্তা এব ঙুল-
খলাত্তেষাং সন্তীতি তে । সম্যক্ প্রকর্ষণেণ খ্যায়তে বেদো যৈষন্তে । স্থণ্ডিলেষু শোভিত-
ভূমি বিশেষেষু শেরত ইতি তে । গঙ্গাং মল্লাকিনীম্ ॥৪৫—৪৭॥

নরনাথ ! তৎকালে বহুতর ঋষি আসিয়াছিলেন বলিয়া, সরস্বতীনদীর দক্ষিণ-
তীরের তীৰ্থগুলি নগরের জায় জনাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল ॥৪১॥

নরশ্চেষ্ট ! সেই ব্রাহ্মণেরা সরস্বতীনদীর তীর হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্তপঞ্চক-
পর্যন্ত সমগ্র ভূমিতে বাস করিয়াছিলেন ॥৪২॥

সেই বিগুহ্বচিত্ত মুনিরা সেখানে হোম করিতে লাগিলে, তাহাদের বিশাল
বেদধ্বনিতে সমস্ত দিক্ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল ॥৪৩॥

সেই মহাত্মারা সকল দিকে অগ্নিহোত্র হোম করিতেছিলেন, তাহাতে তাহার
অগ্নিগুলি জ্বলিতে থাকিয়া, সরস্বতীনদীর বিশেষ শোভা জন্মাইয়া ছিল ॥৪৪॥

(৪২)...নগ্নাস্তীরং সমাগতাঃ—পি । (৪৫) বালখিল্যা মহারাজ !...পি । বজ বর্জ-
দন্তোলুখলিনশ্চাত্তে...বজ বর্জ নি ।

শতশত সমাপেতুষ্ণময়ন্ত্রে যাজিনঃ ।

তেহবকাশং ন দদৃশুঃ সরস্বত্যা মহাত্রতাঃ ॥৪৮॥

ততো যজ্ঞোপবীতৈঃ শ্বৈস্তত্র কৃদ্ধা সরস্বতীম্ ।

জুহবুচ্চামিহোত্রাংশ্চ চত্বশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥৪৯॥

ততস্তৃণিগজাতং নিরাশং চিন্তয়াম্বিতম্ ।

দর্শয়ামাস রাজেন্দ্র ! তেষামর্থে সরস্বতী ॥৫০॥

ততঃ কুঞ্জান্ বহুন্ কৃষ্ট্। সন্নিবৃত্তা সরিষরা ।

ঋষীণাং পুণ্যতপসাং কারুণ্যাজ্জনমেজয় ! ॥৫১॥

ততো নিবৃত্তা রাজেন্দ্র ! তেষামর্থে সরস্বতী ।

ভূয়ঃ প্রতীচ্যভিমুখী প্রস্রাব সরিষরা ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

শতশ ইতি । সমাপেতুষ্ণময়ঃ । অবকাশং স্বাবস্থিতিদেশম্ ॥৪৮॥

তত ইতি । কৃদ্ধা করগ্ৰিহা । জুহবুস্তদন্তিক ইতি ভাবঃ ॥৪৯॥

তত ইতি । নিরাশং স্বদর্শনে । দর্শয়ামাস আত্মানমিতি শেষঃ ॥৫০॥

তত ইতি । কুঞ্জান্ তৃণলতাাদীনি, কৃষ্ট্। আকুয়োন্মূল্য ॥৫১॥

মহারাজ ! দেবতার। যেমন স্বর্গগঙ্গার নিকটে বাস করিয়া, তাহার শোভা সম্পাদন করেন ; সেইরূপ বালখিল্য, অশ্বকুট্ট, হস্তোলুখল, প্রসংখ্যান, বায়ুভোজী, জলপায়ী, পর্ণাহারী, স্থণ্ডিলশায়ী ও নানাবিধ নিয়মশালী, তপস্থানিরত মুনিরা সরস্বতীনদীর শোভা সম্পাদন করিতে থাকিয়া, তাহার নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৪৫—৪৭॥

তাহার পর যজ্ঞকারী ও মহাত্রতধারী শত শত তপস্বী আগমন করিলেন ; কিন্তু তাঁহারা সেখানে বাস করিবার স্থান দেখিতে পাইলেন না ॥৪৮॥

তদনন্তর তাঁহারা আপন আপন যজ্ঞোপবীতদ্বারা সরস্বতীনদী কলন। করিয়া, অগ্নিহোত্র হোম ও বেদোক্ত নানাবিধ কার্য্য করিতে লাগিলেন ॥৪৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! তৎপরে সরস্বতীনদী সেই ঋষিগণকে নিরাশ ও চিন্তাঘ্নিত দেখিয়া, তাঁহাদের আশা পূর্ণ করিবার জন্ত তাঁহাদিগকে দর্শন দান করিল ॥৫০॥

জনমেজয় ! তাহার পর নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী পবিত্র তপস্বিগণের প্রতি দয়াবশতঃ কুঞ্জের তৃণলতা আকর্ষণপূর্বক উন্মূলিত করিয়া, তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া আসিল ॥৫১॥

(৪৯)....যজ্ঞোপবীতৈস্তে ততীর্ষং নির্ধন্য বৈ...পি,...তে ততীর্ষং নির্ধন্য বৈ...
বদ বর্জ ।

অমোঘাগমনং কৃৎস্না তেষাং ভূয়ো ব্রজাম্যহম্ ।

ইত্যভ্যুতং মহচ্চক্রে তদা রাজন্ ! মহানদী ॥৫৩॥

এবং স কুঞ্জো রাজন্ ! বৈ নৈমিষীয় ইতি শ্রুতঃ ।

কুরুক্ষেত্রে কুরুশ্রেষ্ঠ ! কুরুষ মহতীং ক্রিয়াম্ ॥৫৪॥

তত্র কুঞ্জান্ বহুন্ দৃষ্ট্বা নিবৃত্তাঞ্চ সরিষরাম্ ।

বভূব বিস্ময়স্তত্র রামস্তাথ মহাস্থানঃ ॥৫৫॥

উপস্পৃশ্য তু তত্রাপি বিধিবদ্যদুনন্দনঃ ।

দত্ত্বা দায়ান্ দ্বিজাতিভ্যো ভাণ্ডানি বিবিধানি চ ॥৫৬॥

ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ বিবিধং ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদায় চ ।

ততঃ প্রায়াদ্বলো রাজন্ ! পূজ্যমানো দ্বিজাতিভিঃ ॥৫৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । প্রস্থজ্ঞাপ প্রবহতি স্ম ॥৫২॥

অমোঘাদেতি । তেষামুদীণাম্ । অভ্যুতং প্রাঙমুখং গম্বা পুনঃ পশ্চিমমুখগমনম্ ৫৩।

এবমিতি । কুঞ্জো লতাদিপিহিতপূর্বস্থানম্ । মহতীং যজ্ঞাদিরূপাম্ ৫৪।

তত্রেতি । সরিষরাং সরস্বতীম্ । রামস্ত বলভদ্রস্ত ৫৫।

উপেতি । উপস্পৃশ্য যাত্না । দীয়স্ত ইতি দায়াদানানি তান্ । ভক্ষ্যং পেয়ম্, ভোজ্যং
খাদ্যম্ । পূজ্যমানঃ প্রশস্তমানঃ ৫৬—৫৭।

রাজশ্রেষ্ঠ ! নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী সেই ঋষিগণের জন্ত ফিরিয়া আসিয়া, পুনরায়
পশ্চিমাভিমুখী হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকিল ৫২।

রাজা ! তখন মহানদী সরস্বতী—‘আমি ঋষিগণের আগমন অব্যর্থ করিয়া
পুনরায় পশ্চিমাভিমুখে যাইব’ ইহা ভাবিয়া সেই গুরুতর অদ্ভুত কার্য্য করিয়া-
ছিল ৫৩।

রাজা ! সেই কুঞ্জগুলিই (তৃণলতাদিপরিবৃত দেশগুলিই) ‘নৈমিষীয়’ নামে
প্রসিদ্ধ হইয়াছে ; কুরুশ্রেষ্ঠ ! আপনি কুরুক্ষেত্রের সেই নৈমিষীয়তীরে প্রশস্ত
কার্য্য সকল করুন ৫৪।

সেই স্থানে বহুতর কুঞ্জ রহিয়াছে এবং নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীও ফিরিয়া গিয়াছে ;
ইহা দেখিয়া মহাত্মা বলরামের বিস্ময় জন্মিল ৫৫।

রাজা ! বলরাম সেই স্থানেও যথাবিধানে স্নান করিয়া এবং ব্রাহ্মণগণকে
খন, নানাবিধ ভাণ্ড, খাদ্য ও পানীয় দান করিয়া, তথা হইতে গমন করিলেন ;
তখন ব্রাহ্মণেরা তাঁহার প্রশংসা করিতে থাকিলেন ৫৬—৫৭।

(৫৭) ...পূজ্যমানঃ দ্বিজাতিভিঃ—পি ।

সরস্বতীতীর্থবরং নানাধিজগণায়ুতম্ ।
 বদরেজুদকাশ্মর্য্যপ্লক্ষাশ্বখবিভীতকৈঃ ॥৫৮॥
 ককোলেশ্চ পলাশৈশ্চ করীরৈঃ পীলুভিস্তথা ।
 সরস্বতীতীররুহৈস্তরুভিবিবিধৈস্তথা ॥৫৯॥
 করুষকবনৈশ্চৈব বিল্বৈরাত্মাতকৈস্তথা ।
 অতিমুক্তকষঠৈশ্চ পারিজাতৈশ্চ শোভিতম্ ॥৬০॥
 কদলীবনভূয়িষ্ঠং দৃষ্টিকাস্তং মনোহরম্ ।
 বায়ুশুফলপর্ণাদৈর্দন্তোলুখলিকৈরপি ॥৬১॥
 তথাশ্মকুট্টৈর্বানৈরৈমূনিভির্বহুভির্বতম্ ।
 স্বাধ্যায়ঘোষসংঘুষ্ঠং যুগযুথশতাকুলম্ ॥৬২॥

ভারতকৌমুদী

সরস্বতীতি । কাশ্মর্য্য গান্ধারীবৃক্ষাঃ, প্লক্ষাঃ পর্কটীবৃক্ষাঃ । সরস্বতীতীরে রোহস্তি
 উৎপত্তস্তে যে তে তৈঃ । অতিমুক্তকষঠৈর্মাধবীলতাসমূহৈঃ । কদলীবনানি ভূয়িষ্ঠানি
 বহুলানি যত্র তৎ, দৃষ্টৌ কাস্তং সুন্দরম্, অতএব মনোহরং চিত্তাকর্ষকম্ । বায়ুশুফলপর্ণানি
 অদন্তি ভক্ষয়ন্তীতি তৈঃ । দন্তা এব উলুখলিকানি খাণ্ডনিষেধকষট্কাণি যেবাং তে তৈঃ ।
 শ্মকুট্টৈঃ প্রাণ্ডকৈঃ, বানৈরৈবনবাসিভিঃ । স্বাধ্যায়ঘোষৈর্বেদপাঠধনিভিঃ সংঘুষ্ঠং
 শব্দিতম্ । যুগযুথানাং হরিণসমূহানাং শতেন আকুলং ব্যাপ্তম্ । অহিংস্রৈর্হিংসারহিতৈঃ,

ভারতভাবদীপঃ

শ্রোতুমিতি শেষঃ ॥৩৬—৪৮॥ যজ্ঞোপবীতৈঃ যজ্ঞস্বত্রৈঃ, তীর্থং ত্রেতাযীনামুত্তরভাগং
 তীর্থক্ষেণ শ্রোতে প্রসিদ্ধং নির্দিষ্টায় নির্দ্বায়েত্যর্থঃ ॥৪৯॥ নিরাশং সরস্বতীজললাভে
 ইত্যর্থঃ ॥৫০—৫৪॥ কুঞ্জানু আশ্রনো বাসস্থানানি তীর্থবিশেষাণীত্যর্থঃ ॥৫৮—৬৩॥

ইতি শল্যপর্কণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥৩৫॥

মহারাজ ! তাহার পর বলরাম সরস্বতীনদীর প্রধানতীর্থ সপ্তসারস্বতে আগমন
 করিলেন । সেখানে বহুতর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন এবং বদরী, ইন্দু, গান্ধারী,
 পর্কটী, অশ্বখ, বিভীতক, ককোল, পলাশ, করীর, পীলুবৃক্ষ, সরস্বতীনদীর তীরজাত
 অজ্ঞাত নানাবিধ বৃক্ষ, করুষবন, বিষবৃক্ষ, আত্মাতকবৃক্ষ, মাধবীলতাসমূহ, পারিজাত-
 বৃক্ষ ও বহুতর কদলীবন থাকায়, সে স্থানটী দেখিতে সুন্দর ও চিত্ত আকর্ষণ
 করে । বায়ুভোজী, জলপায়ী, ফলাশী ও পর্ণভোজী, দন্তনিষ্পেষণে শস্তভক্ষী,

(৫৮)....বদরেজুদকাশ্মর্য্য। নি । (৫৯) ককোলেশ্চ কপালেশ্চ...পি । (৬২) তথাশ্মকুট্টৈ-
 বাভৈঃ...নি ।

অহিংসৈৰ্ধৰ্ম্মপৰমৈৰ্ভিত্ত্যৰ্থসেবিতম্ ।

সপ্তসারস্বতং তীৰ্থমাজগাম হলায়ুধঃ ।

যত্র মঙ্গলকঃ সিদ্ধস্তপস্তপে মহামুনিঃ ॥৬৩॥ (কুলকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপৰ্ব্বণি

গদাযুদ্ধে বলদেবতীৰ্থযাত্রায়াং সারস্বততীর্থোপাখ্যানেন

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥*

—:~:—

ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

জনমেজয় উবাচ ।

সপ্তসারস্বতং কস্মাৎ কচ্চ মঙ্গলকো মুনিঃ ।

কথং স সিদ্ধো ভগবান্ কচ্চাস্তু নিয়মোহভবৎ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

ধৰ্ম্ম এব পরমঃ প্রাধান্তেনার্জনীয়ো যেবাং তৈঃ । সপ্তসারস্বতং তদাখ্যম্ । মঙ্গলকো নাম ।

ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৫৮—৬৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-

টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপৰ্ব্বণি গদাযুদ্ধে পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

সপ্তেতি । সপ্তসারস্বতং নাম । নিয়মঃ তপঃপ্রকারঃ ॥১॥

অশ্বকুট ও বনবাসী বহুতর মুনি সে তীর্থটাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছিলেন এবং সে স্থানে বেদধ্বনি হইতেছিল, বহুতর হরিণ বিচরণ করিতেছিল, আর হিংসাশূন্য ও ধৰ্ম্মপরায়ণ মাহুযেরাই কেবল বাস করিতেছিলেন এবং যেখানে সিদ্ধ ও মহামুনি মঙ্গলক তপস্তা করিতেছিলেন ॥৫৮—৬৩॥

—:~:—

জনমেজয় বলিলেন—‘সেই তীর্থের নাম—‘সপ্তসারস্বত’ হইল কেন ? মঙ্গলক-মুনি কে ? তিনি কি প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ? তাঁহার নিয়মই বা কিরূপ ছিল ? ॥১॥

• ‘...সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ...’ শি বদ বর্দ্ধ বা সো, ‘...ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ...’ নি ।

কস্য বংশে সমুৎপন্নঃ কিঞ্চাদীতং দ্বিজোত্তম ।।

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং যথাতথ্যং মহামুনে ।।২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

রাজন্ ! সপ্ত সরস্বত্যো যাভিৰ্ব্যাগুর্মিদং জনং ।

আহুতা বলবন্তিহি তত্র তত্র সরস্বতী ॥৩॥

সুপ্রভা কাঞ্চনাকী চ বিশালা চ মনোরমা ।

সরস্বতী চৌঘবতী সুরেণুবিমলোদকা ॥৪॥

পিতামহস্য মহতো বর্তমানে মহামখে ।

বিততে যজ্ঞবাটে বৈ সংসিদ্ধেষু দ্বিজাতিষু ॥৫॥

পুণ্যাহঘোমৈবিমলৈর্বেদানাং নিনদৈস্তথা ।

দেবেষু চৈব ব্যাঘ্রেষু তস্মিন্ যজ্ঞবিধৌ তদা ॥৬॥

তত্র চৈব মহারাজ ! দীক্ষিতে প্রপিতামহে ।

যজ্ঞতস্তস্য সত্রেণ সর্বকামসমৃদ্ধিনা ॥৭॥

মনসা চিস্তিতা হর্ষা ধর্ম্যার্বকুশলৈস্তদা ।

উপতিষ্ঠন্তি রাজেন্দ্র ! দ্বিজাতিংস্তত্র তত্র হ ॥৮॥ (কলাপকম্

ভারতকৌমুদী

কহেতি । কিং কিয়ৎ । তত্বং যথার্থ্যমনতিক্রম্যেতি যথাতথ্যং ॥২॥

রাজশ্রুতি । সরস্বত্যো নমঃ । আহুতা আহ্বানীতা ॥৩॥

সরস্বত্যাঃ সপ্ত নামাঙ্কাহ সুপ্রভেতি । আসাং প্রবৃত্তির্ব্যকতে ॥৪॥

পিতেতি । পিতামহস্ত ব্রহ্মণঃ । মহামখে মহাবজ্রে । বিতন্তে নিবৃত্তে, যজ্ঞ বাটে

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মহর্ষি । মঙ্কণক কোন্ বংশে জন্মিয়াছিলেন ? এবং তিন কতদূর
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ? এই সকল বৃত্তান্ত আমি যথাযথভাবে শ্রবণে ইচ্ছা
করি' ॥২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা ! সরস্বতীনদী সাতটা—কেউমিতে এই জগৎ
ব্যাপ্ত রহিয়াছে । প্রভাবশালী লোকেরা সেই সেই স্থানে সরস্বতীকে আহ্বান
করিয়া আনিয়াছিলেন ॥৩॥

সরস্বতীনদীর সাতটা নাম—সুপ্রভা, কাঞ্চনাকী, বিশালা, মনোরমা, ওঘবতী,
সুরেণু ও বিমলোদকা ॥৪॥

(২)....এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিধিবদ্বিজসম্ভব।—পি বহু বর্ষ । (৩) সপ্তনভাঃ
সরস্বত্যাঃ...নি । (১)....কুহবৃত্ততঃ সত্রে চ সর্বকামসমৃদ্ধিনা—পি ।

জগুশ্চ তত্র গন্ধর্বা ননৃতুশ্চাম্পরোগণাঃ ।
 বাদিত্রাণি চ দিব্যানি বাদয়ামাস্বরজ্জসা ॥৯॥
 তস্ম যজ্ঞস্ত সস্পত্য্য ভুতুষুর্দেবতা অপি ।
 বিশ্বয়ং পরমং জগ্মুঃ কিমু মানুষ্যোনয়ঃ ॥১০॥
 বর্তমানে তথা যজ্ঞে পুঙ্করস্বে পিতামহে ।
 অক্রবন্মৃষয়ো রাজন্ ! নায়াং যজ্ঞো মহাগুণঃ ॥১১॥
 ন দৃশ্যতে সরিৎশ্রেষ্ঠা যস্মাদিহ সরস্বতী ।
 তচ্ছ ভগবান্ প্রীতঃ সস্মারাত সরস্বতীম্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

স্থানে। সংসিদ্ধেযু সমাগতেষু। ব্যাঘ্রেযু নানাকার্য্যব্যাসজ্ঞেযু। দীক্ষিতে প্রবৃক্ষে।
 সত্রেণ যজ্ঞেন। অর্বা বহুনি। ধর্ম্মার্থকুশলৈর্দ্বিজাতিভিঃ। উপতিষ্ঠন্তি আগচ্ছন্তি
 ন ॥৫—৮॥

জগুরিতি। দিব্যানি স্বর্গীয়ানি, অজ্জসা সামজ্ঞস্তেন ॥৯॥
 তস্মেতি। সস্পত্য্য নিস্পত্য্য। তত্র কিমু বক্তব্যমিতি শেষঃ ॥১০॥
 বর্তেতি। পুঙ্করস্বে পুঙ্করতীর্থস্থিতে। মহান্ গুণ উৎকর্ষো যত্র স তাদৃশঃ ॥১১॥
 কথং মহাগুণো নেত্যাহ নেতি। ভগবান্ ব্রহ্মা ॥১২॥

রাজশ্রেষ্ঠ মহারাজ! পূর্বকালে পূজনীয় ব্রহ্মার মহাযজ্ঞ চলিতে লাগিলে,
 বিস্তৃত যজ্ঞস্থলে ব্রাহ্মণেরা আগমন করিলে, নির্মল পুণ্যাহধ্বনি ও বেদধ্বনিতে
 সমস্ত দিক্ পূর্ণ হইলে, সেই যজ্ঞকার্য্যে দেবতারা নানাব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিলে,
 ব্রহ্মা সেই যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলে এবং তিনি সমস্ত দ্রব্যসম্ভারদ্বারা যজ্ঞ করিতে
 লাগিলে, ধর্ম্মার্থনিপুণ ব্রাহ্মণেরা মনে মনে চিন্তা করিবারাত্রই প্রয়োজনীয় দ্রব্য
 সকল সেই সেই স্থানে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল ॥৫—৮॥

সেই যজ্ঞে গন্ধর্বেরা গান করিতে লাগিল, অম্পরারা নৃত্য করিতে থাকিল
 এবং অন্যান্য লোকেরা সেই নৃত্য ও গীতের সামঞ্জস্য রাখিয়া, স্বর্গীয় বাত্ম সকল
 বাজাইতে লাগিল ॥৯॥

সেই যজ্ঞ সম্পন্ন হওয়ায় দেবতারাগে সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাতে মানুষেরা
 যে অত্যন্ত বিশ্বাসপন্ন হইল, সে বিষয়ে আর বক্তব্য আছে কি? ॥১০॥

রাজা! ব্রহ্মা পুঙ্করতীর্থে থাকিয়া, যখন সেই মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিতে
 ছিলেন; তখন তত্রত্য ঋষিরা বলিলেন—‘এ যজ্ঞ বিশেষ উৎকৃষ্ট হইতেছে না ॥১১॥

কারণ, এখানে নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীকে দেখা যাইতেছে না’। তাহা শুনিয়া
 ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া সরস্বতীনদীকে স্মরণ করিলেন ॥১২॥

পিতামহেন যজ্ঞতা আহুতা পুষ্করেষু বৈ ।
 সুপ্রভা নাম রাজেন্দ্র ! নাম্না তত্র সরস্বতী ॥১৩॥
 তাং দৃষ্ট্বা মুনয়স্তম্ভাস্তরাযুক্তাং সরস্বতীম্ ।
 পিতামহং মানয়ন্তীং ক্রতুং তে বহু মেনিরে ॥১৪॥
 এবমেবা সরিৎশ্চেষ্টা পুষ্করেষু সরস্বতী ।
 পিতামহার্থং সম্ভূতা তুষ্ট্যর্থঞ্চ মনীষিণাম্ ॥১৫॥
 নৈমিষে মুনয়ো রাজন্ ! সমাগম্য সমাসতে ।
 তত্র চিত্রাঃ কথা হ্যাসন্ বেদং প্রতি জনেশ্বর ! ॥১৬॥
 যত্র তে মুনয়ো হ্যাসন্ নানাস্বাধ্যায়বেদিনঃ ।
 তে সমাগম্য মুনয়ঃ সম্মরুর্বে সরস্বতীম্ ॥১৭॥
 সা তু ধ্যাতা মহারাজ ! ঋষিভিঃ সত্রযাজিভিঃ ।
 সমাগতানাং রাজেন্দ্র ! সহায়ার্থং মহাত্মনাম্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

সুপ্রভায়া আবির্ভাবমাহ পিতেতি । নাম প্রসিদ্ধা আবিভূতেতি শেষঃ ॥১৩॥
 তামিতি । অরাযুক্তাং প্রবহণে । মানয়ন্তীং গৌরবাস্পদং কুর্ক্বতীম্ ॥১৪॥
 এবমিতি । মনীষিণাং তত্রত্যানাং মুনীনাম্ ॥১৫॥
 কাঞ্চনাক্য আবির্ভাবমাহ চতুর্ভিঃ নৈমিষ ইতি । সমাসতে অবতিষ্ঠন্তে ন্য ॥১৬॥
 যত্রেতি । নানাস্বাধ্যায়বেদিনো বহুবেদজ্ঞাঃ ॥১৭॥

রাজশ্চেষ্ট ! ব্রহ্মা পুষ্করতীরে যজ্ঞ করিতে থাকিয়া সরস্বতীনদীকে আহ্বান
 করিলেন, তাহাতে সেখানে সরস্বতীনদী আবিভূত হইল, তাহার নাম হইল—
 ‘সুপ্রভা’ ॥১৩॥

সরস্বতীনদী সেখানে ব্রহ্মার গৌরব বৃদ্ধি করিতে থাকিয়া বেগে আবিভূত
 হইলে, মুনরা তাহাকে দেখিয়া সম্ভষ্ট হইয়া সেই যজ্ঞের গৌরব করিতে
 লাগিলেন ॥১৪॥

এইভাবে নদীশ্চেষ্টা সরস্বতী ব্রহ্মার আহ্বানে মুনীগণের সম্ভাষণের জন্য
 পুষ্করতীরে আবিভূত হইয়াছিল ॥১৫॥

নরনাথ রাজা ! পূর্বকালে মুনরা নৈমিষারণ্যে আসিয়া অবস্থান করিতে-
 ছিলেন ; তখন সেখানে বেদবিষয়ে বিচিত্র কথা চলিতেছিল ॥১৬॥

সেই বেদবিদ মুনরা যেখানে অবস্থান করিতেছিলেন ; তাঁহারা সেইস্থানে
 সম্মিলিত হইয়া সরস্বতীনদীকে স্মরণ করিলেন ॥১৭॥

আজগাম মহাভাগ তত্র পুণ্য সরস্বতী ।

নৈমিষে কাঞ্চনাকী তু মুনীনাং সত্ৰযাজিনাম্ ॥১৯॥ (যুগ্মকম্)

আগতা সরিতাং শ্রেষ্ঠা তত্র ভারত ! পূজিতা ।

গয়ন্ত যজমানস্ত গয়েষেব মহাক্রতুম্ ॥২০॥

আহুতা সরিতাং শ্রেষ্ঠা গয়যজ্ঞে সরস্বতী ।

বিশালাং তাং গয়েষ্বাহ্ন্যায়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥২১॥

সরিং সা হিমবৎপার্শ্বাং প্রাক্রতা নীভ্রগামিনী ।

ঔদালকে তথা যজ্ঞে যজতন্তস্ত ভারত ! ॥২২॥

সমেতে সর্বতঃ স্মীতে মুনীনাং মণ্ডলে তদা ।

উত্তরে কোশলাভাগে পুণ্যে রাজন্ ! মহাত্মনঃ ॥২৩॥

উদালকেন যজতা পূৰ্ব্বং ধ্যাতা সরস্বতী ।

আজগাম সরিচ্ছ্রেষ্ঠা তং দেশমুষিকারণাং ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

সেতি । সত্ৰযাজিতিৰ্ধাগবিশেষকারিতিঃ । সহায়ার্থং যজ্ঞে সাহায্যকরণার্থম্ । কাঞ্চনাকী নাম, মুনীনাং হ্রাদাদিকার্য্যসম্পাদিকৈতি শেষঃ ॥১৮—১৯॥

বিশালাবির্ভাবমাহ ষাভ্যামাগতেতি । যজমানস্ত কুর্বতঃ । গয়েবু তদাহ্ব্যদেশে ॥২০॥

আহুতেতি । আহুতা ঋদ্ধিগ্ভিরাহ্বানীতা । সংশিতব্রতা দৃঢ়নিয়মাঃ ॥২১॥

সরিদিতি । প্রাক্রতা নির্গতা । ঔদালকে ঔদালকমুনিক্রতে ॥২২॥

সমেত ইতি । সমেতে সম্পরে । মণ্ডলে সমূহে, স্মীতে বিশালে । কোশলাভাগে কোশলদেশেকদেশে । ঋষিকারণাং উদালককষ্টেব কার্য্যসম্পাদনার্থম্ ॥২৩—২৪॥

রাজশ্রেষ্ঠ মহারাজ ! যজ্ঞের সাহায্য করিবার জন্য সমাগত মুনিগণের কার্য্য-সাধনোদ্দেশে যজ্ঞকারী মুনরা স্মরণ করিলে, মহাভাগা ও পবিত্রা সরস্বতীনদী সেস্থানে আগমন করিল এবং যজ্ঞকারী মুনিগণের সেই নৈমিষারণ্যে সরস্বতীনদী ‘কাঞ্চনাকী’ নামে প্রসিদ্ধ হইল ॥১৮—১৯॥

ভরতনন্দন ! গয়রাজ্য গয়দেশে এক মহাযজ্ঞ করিতেছিলেন, সেই যজ্ঞে তাঁহার আহ্বানে জগৎপূজিত নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী সেস্থানে আগমন করিয়াছিল ॥২০॥

গয়দেশে গয়যজ্ঞে আহুতা নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীকে দৃঢ়ব্রত মুনরা ‘বিশালা’ বলিয়া থাকেন ॥২১॥

ভরতনন্দন ! উদালক ঋষি যজ্ঞ করিতে থাকিয়া আহ্বান করিলে, সেই নীভ্রগামিনী সরস্বতীনদী হিমালয় হইতে নির্গত হইয়া সেই যজ্ঞে আসিয়াছিল ॥২২॥

(২০) ...গয়েষেব মহানদী—পি ।

পূজ্যমানা মুনিগণৈর্বন্ধলাজিনসংবৃত্তৈঃ ।
 মনোরমেতি বিখ্যাতা সা হি তৈর্মনসা কৃত্য ॥২৫॥
 ওঘবত্যাপি রাজেন্দ্র ! বশিষ্ঠেন মহাস্থনা ।
 সমাহুতা কুরুক্ষেত্রে দিব্যতোয়া সরস্বতী ॥২৬॥
 সুরেণুঋষতে দ্বীপে পুণ্যে রাজর্ষিসেবিতৈ ।
 কুরোশ্চ যজ্ঞমানস্ত কুরুক্ষেত্রে মহাস্থনঃ ।
 আজগাম মহাভাগা সরিচ্ছ্রুতা সরস্বতী ॥২৭॥
 বিমলোদা ভগবতী ব্রহ্মণা যজ্ঞতা পুনঃ ।
 সমাহুতা যযৌ তত্র পুণ্যে হৈমবতে গিরৌ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

পূজ্যতি । বন্ধলাজিনসংবৃত্তৈঃ তরুবন্ধলকঙ্কসারচর্ম্মাবৃত্তদেহৈঃ ॥২৫॥
 ওঘেতি । ওঘঃ প্রশস্তো জলবেগঃ অস্তা অস্তীতি সা ॥২৬॥
 সুরেণুরিতি । যজ্ঞমানস্ত যজ্ঞং কুরুতঃ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৭॥
 বিমলেতি । বিমলমুদকং যন্তাঃ সা, ভগবতী পাপক্ষয়জনকতয়া মাহাস্ব্যবতী ॥২৮॥

ভারতভাবদীপঃ

সপ্তেতি ॥১—১৬॥ সম্বন্ধঃ স্মৃতবস্তুঃ ॥১৭—১৯॥ গয়েষু গয়দেশেষু ॥২০—২৬॥ সুরেণু-
 কক্ষেপে বটী বজ্রপি তথাপি পক্ষমে স্থানে কীর্ত্যতে, শ্লোকানাং পৌরুষার্থ্যং বা বিজ্ঞেয়ম্

রাজা । তখন পবিত্র উত্তরকোশল দেশে এক বিশাল মুনিমণ্ডল সমবেত
 হইলে, যজ্ঞকারী উদ্দালকমুনি স্মরণ করিলে, নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী সেই মুনির কার্য্য
 সম্পাদনের জন্ত সেখানে আগমন করিল ॥২৩—২৪॥

তরুবন্ধল ও মৃগচর্ম্মধারী মুনিরা আদর করিতেন এবং তাঁহারা সর্ব্বদা মনে
 করিতেন বলিয়া তত্রত্য সরস্বতীনদীর নাম হইয়াছে—‘মনোরমা’ ॥২৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! মহাস্থা বশিষ্ঠ কুরুক্ষেত্রে থাকিয়া দিব্যজলা সরস্বতীকে আহ্বান
 করিয়া আনিয়াছিলেন ; তাহার নাম হইয়াছে—‘ওঘবতী’ ॥২৬॥

রাজর্ষিগণসেবিত পবিত্র ঋষভদ্বীপে এবং কুরুক্ষেত্রে মহাস্থা কুরুরাজার যজ্ঞ
 করিবার সময়ে নদীশ্রেষ্ঠা মহাভাগা সরস্বতী সেখানে আগমন করিয়াছিল ;
 তাহারই নাম—‘সুরেণু’ ॥২৭॥

ব্রহ্মা পবিত্র হিমালয়পর্ব্বতে যজ্ঞ করিতে থাকিয়া, মাহাস্ব্যবতী সরস্বতীনদীকে

(২৫) ইতঃ পরং

‘দক্ষেপ যজ্ঞতা চাপি গন্ধাধারে সরস্বতী । সুরেণুরিতি বিখ্যাতা একতা শিবপাবিনী ॥’
 শ্লোকোহয়মধিকঃ বজ বর্দ্ধ নি ।

একীভূতাস্ততস্তাস্ত তস্মিংস্তীৰ্থে সমাগতাঃ ।
 সপ্তসারস্বতং তীৰ্থং ততস্তৎ প্রথিতং ভূবি ॥২৯॥
 ইতি সপ্ত সরস্বত্যো নামতঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 সপ্তসারস্বতঞ্চৈব তীৰ্থং পুণ্যং তথা স্মৃতম্ ॥৩০॥
 শৃণু মঞ্চকশ্চাপি কৌমারব্রহ্মচারিণঃ ।
 আপগামবগাঢ়স্য রাজন্ ! প্রত্নীড়িতং মহৎ ॥৩১॥
 দৃষ্ট্ব। যদৃচ্ছয়া তত্র স্ত্রিয়মন্তসি ভারত ! ।
 স্নায়স্তীং রুচিরাপানীং দিঘাসমমনিন্দিতাম্ ।
 সরস্বত্য্যাং মহারাজ ! চক্ষুন্দে বীৰ্য্যমন্তসি ॥৩২॥
 তদ্রেতঃ স তু জগ্ৰাহ কলসে বৈ মহাতপাঃ ।
 সপ্তধা প্রবিভাগস্ত কলসস্বং জগাম হ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

ইদানীং সপ্তসারস্বতপদব্যাৎপত্তিমাহ একীতি । একীভূতা মুনিমাহাশ্রয়াৎ ॥২৯॥
 ইতীতি । ইতীতি জনমেজয়প্রশ্নোত্তরসমাপ্তৌ ॥৩০॥
 শ্রুতি । আপগাং সরস্বতীং নদীম্, অবগাঢ়স্য নিত্যং স্নানেনালোড়িতবতঃ ॥৩১॥
 দৃষ্টেতি । যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া । স্নায়স্তীং স্নানং কুর্কষীম্ । চক্ষুন্দে পপাত ।
 ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩২॥
 তদিত্তি । কলসস্বং তদ্রেত ইতি শেষঃ ॥৩৩॥

আহ্বান করিয়াছিলেন ; তাহাতে সরস্বতী সে স্থানে গিয়াছিল । তাহারই নাম—
 ‘বিমলোদা’ ॥২৮॥

তাহার পর সেই সাতটা সরস্বতীনদী এক হইয়া সেই তীৰ্থে গমন করিয়াছিল
 বলিয়া, জগতে তাহার ‘সপ্তসারস্বত’ নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে ॥২৯॥

রাজা ! এই আপনার নিকট সরস্বতীনদীর সাতটী নাম বলিলাম এবং পবিত্র
 সপ্তসারস্বততীৰ্থের কথাও কহিলাম ॥৩০॥

রাজা ! এখন আপনি কুমারব্রহ্মচারী ও প্রত্যহ সরস্বতীস্নায়ী মঞ্চকমুনিরও
 প্রশস্ত চরিত্র শ্রবণ করুন ॥৩১॥

ভরতনন্দন মহারাজ ! কোন সময়ে ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে অনিন্দ্যশুন্দরী ও চারু-
 নয়না একটা রমণী নগ্ন হইয়া সরস্বতীনদীর জলে স্নান করিতেছিল ; তাহাকে
 দেখিয়া মঞ্চকমুনির বীৰ্য্যখলন হইল ॥৩২॥

তত্রৈবয়ং সপ্ত জাতা জজিরে মরুতাং গণাঃ ।
 বায়ুবেগো বায়ুবলো বায়ুহা বায়ুমণ্ডলঃ ॥৩৪॥
 বায়ুজ্বালো বায়ুরেতা বায়ুচক্রাচ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
 এবমেতে সমুৎপন্না মরুতা জনয়িকবঃ ॥৩৫॥ (মৃগমকম্)
 ইদমত্যদ্ভুতং রাজন্ ! শৃণাশ্চর্য্যতরং ভুবি ।
 মহর্ষেচ্চরিতং যাদৃক্ ত্রিষু লোকেষু বিজ্ঞতম্ ॥৩৬॥
 পুরা মরুগকঃ সিদ্ধঃ কুশাগ্রেণেতি বিজ্ঞতম্ ।
 ক্ষতঃ কিল করে রাজন্ ! তস্মা শাকরসোহশ্রবৎ ॥৩৭॥
 স বৈ শাকরসং দৃষ্ট্বা হর্ষাবিক্তঃ প্রনৃত্তবান্ ।
 ততস্তস্মিন্ প্রনৃত্তে বৈ স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যৎ ।
 প্রনৃত্তমুভয়ং বীর ! তেজসা তস্মা মোহিতম্ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । জজিরে পুনন্তেভ্য এব সপ্তবিভ্যঃ । তেষামৃবীণাং নামান্তাহ বায়ুবেগ ইতি ।
 বায়ুং হন্তীতি বায়ুহা । মরুতামুনপকাশবায়ুনাং, জনয়িকবো জনয়িতারঃ ॥৩৪—৩৫॥
 ইদমিতি । মহর্ষে মৃগকম্ ॥৩৬॥
 গুরেতি । শাকস্ম রসো নির্ধাসঃ, অশ্রবৎ নিরগচ্ছৎ ॥৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

॥২৬—৩১॥ স্মারস্তীঃ স্মাতীম্ ॥৩২—৩৪॥ মরুতাং প্রাগ্ বায়ুনামেকোনপকাশতাম্, এভেবাং
 তপসা মরুতোহদিভ্যামুৎপন্না ইতি কল্পান্তরবিষয়োহয়মর্থঃ ॥৩৫॥ ইদমত্যদ্ভুতং রাজরিত্যন্ত
 তাৎপর্য্যম্—যোগেন সিদ্ধস্ত কায়স্ত পরিণামান্তরং হ্রাসবৃদ্ধাদিকং ন জায়তেহন্তস্তত্র
 প্রবিষ্টোহন্নরসোহপরিণমমান এব দেহান্নিঃসরতি তং দৃষ্ট্বা আশ্চর্য্যঃ সিদ্ধকায়স্য মম্বা মঙ্গকো

তৎকৃণাৎ মহাতপা মঙ্গকমুনি সেই বীৰ্য্য একটা কলসে ধারণ করিলেন
 এবং তাহা সাত ভাগে বিভক্ত হইল ॥৩৩॥

সেই কলসमध्ये সাত জন ঋষি জন্মিয়াছিলেন এবং সেই সাত ঋষি হইতে
 আবার ঊনপকাশদ্বায়ু উৎপন্ন হইয়াছিল । সেই সাতজন ঋষির নাম যথা—
 বায়ুবেগ, বায়ুবল, বায়ুহা, বায়ুমণ্ডল, বায়ুজ্বাল, বায়ুরেতা এবং বলবান্ বায়ুচক্র ।
 ঊনপকাশদ্বায়ুর জনক এই ঋষিগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥৩৪—৩৫॥

রাজা ! ত্রিভুবনবিখ্যাত মহর্ষি মঙ্গকের এই আর একটা অত্যদ্ভুত চরিত্র
 অবগণ করুন—॥৩৬॥

রাজা ! আমরা শুনিয়াছি—পূর্বে মঙ্গকমুনির হস্ত কুশাগ্রে ক্ষত হইয়াছিল ;
 তখন তাহা হইতে শাকের রস নির্গত হইতে লাগিল ॥৩৭॥

ব্রহ্মাদিভিঃ স্তরৈ রাজন্ । ঋষিভিষ্চ তপোধনৈঃ ।
 বিজ্ঞপ্তো বৈ মহাদেব ঋষেরর্ষে নরাধিপ । ।
 নায়ং নৃত্যোদ্যধা দেব ! তথা স্বং কর্তুমর্হসি ॥৩৯॥
 ততো দেবো মুনিং দৃষ্ট্বা হর্ষাবিক্রমতীব হ ।
 সুরাণাং হিতকামাৰ্হং মহাদেবোহভ্যভাষত ॥৪০॥
 হংহো ! ব্রাহ্মণ ! ধর্মজ্ঞ ! কিমর্থং নৃত্যতে ভবান্ ।
 হর্ষস্থানং কিমর্থঞ্চ তবেদমধিকং মুনে । ।
 তপস্বিনো ধর্মপথে স্থিতস্তা বিজসত্তম ! ॥৪১॥

ঋষিরূবাচ ।

কিং ন পশ্যসি মে ব্রহ্মন্ ! করাচ্ছাকরসং স্রুতম্ ।
 যং দৃষ্ট্বাহং প্রনৃত্তো বৈ হর্ষেণ মহতা বিভো ! ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । হর্ষাবিষ্টঃ, করাচ্ছাকরসংসাবদর্শনেনাশ্রুতেনো নিখিলপদার্থগতকৃতজ্ঞানাদিভি
 ভাবঃ । প্রনৃত্তবান্ প্রকর্ষণে নৃত্তং কৃতবান্ । ষট্-পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩৯॥
 ব্রহ্মেতি । অর্ষে নৃত্যানিবৃত্ত্যর্ষে, অস্তথা অগচ্ছংসস্তুব ইতি ভাবঃ । ষট্-পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৯॥
 তত ইতি । মুনিং নৃত্যন্তং মঞ্চকম্ ॥৪০॥
 হংহো ইতি । হর্ষস্ত স্থানং হেতুরাগচ্ছদিত্তি শেষঃ । ষট্-পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৪১॥
 কিমিতি । হে ব্রহ্মন্ ! পরমাত্মা ! স্রুতং নির্গতম্ ॥৪২॥

বীর ! মঞ্চকমুনি সেই শাকরস দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন ;
 তখন স্থাবর ও জঙ্গম উভয় পদার্থই তাঁহার তেজে মোহিত হইয়া নৃত্য করিতে
 থাকিল ॥৩৮॥

নরনাথ রাজা ! সেই সময়ে ব্রহ্মাদিদেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ মঞ্চকমুনির
 নৃত্য নিবৃত্তির জন্ত যাইয়া মহাদেবের নিকট নিবেদন করিলেন যে—‘দেব !
 মঞ্চকমুনি যাহাতে আর নৃত্য না করেন, আপনি তাহা করুন’ ॥৩৯॥

তাহার পর দেবদেব মহাদেব আসিয়া মঞ্চকমুনিকে অত্যন্ত আনন্দিত দেখিয়া,
 দেবগণের হিতসাধনের জন্ত বলিলেন—॥৪০॥

‘মুনি ! ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! ব্রাহ্মণ ! ধর্মজ্ঞ ! তুমি নৃত্য করিতেছ কেন ? তুমি তপস্বী
 ও ধর্মপথে স্থিত ; স্তবরাং তোমার একপ আনন্দ আসিল কেন ?’ ॥৪১॥

মঞ্চকমুনি বলিলেন—‘প্রভু ! পরমাত্মা ! আমার হস্ত হইতে শাকের রস

তং প্রহস্ত্যাব্রবীদ্বেবো মুনিং রাগেণ মোহিতম্ ।
 অহং ন বিশ্বয়ং বিপ্র ! গচ্ছামীতি প্রপশ্য মাম্ ॥৪৩॥
 এবমুক্ত্বা মুনিশ্ৰেষ্ঠং মহাদেবেন ধীমতা ।
 অঙ্গুল্যাগ্রেণ রাজেন্দ্র ! স্বাঙ্গুষ্ঠস্তাড়িতোহভবৎ ॥৪৪॥
 ততো ভস্ম ক্ষতাদ্রাজন্ ! নির্গতং হিমসন্নিভম্ ।
 তদদৃষ্ট্বা ব্রীড়িতো রাজন্ ! স মুনিঃ পাদযোগতঃ ॥৪৫॥
 মেনে দেবং মহাদেবমিদক্ষোবাচ বিস্মিতঃ ।
 নান্যং দেবাদহং মন্যে রুদ্রাৎ পরতরং মহৎ ॥৪৬॥
 সুরাসুরশ্চ জগতো গতিস্বমসি শূলধৃক্ ! !
 ত্বয়া সৃষ্টমিদং বিশ্বং বদন্তীহ মনৌষিণঃ ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । রাগেণ আনন্দেন । মাং প্রপশ্য মদমুষ্ঠে দৃষ্টং নিধেহি ॥৪৩॥
 এবমিতি । সমযোগ্যযোগিকার্য্যকরণাদেব ধীমত্বমিতি ভাবঃ ॥৪৪॥
 তত ইতি । হিমসন্নিভং শুভ্রম্ । ব্রীড়িতঃ অতৃপ্তাপি রক্তেতরবস্তুনির্গমদর্শনাৎ ॥৪৫॥
 মেন ইতি । পরতরং শ্রেষ্ঠতরম্, মহদিতি ক্লীবত্বমার্থম্ ॥৪৬॥
 সুরেতি । সুরাসুরশ্চ সুরাসুরাদিযুক্তশ্চ । গতিরাশ্রয়ঃ ॥৪৭॥

যে নির্গত হইতেছে, তাহা আপনি দেখিতেছেন না কি ? যাহা দেখিয়া আমি
 গুরুতর আনন্দবশতঃ নৃত্য করিতেছি' ॥৪২॥

মঙ্গলকমুনিকে আনন্দমুগ্ধ দেখিয়া, মহাদেব হাস্য করিয়া বলিলেন—‘ব্রাহ্মণ !
 আমি তোমার ঐ ঘটনায় বিশ্বয়াপন্ন হই নাই । তুমি আমাদের দিকে চাহিয়া
 দেখ—’ ॥৪৩॥

রাজশ্ৰেষ্ঠ ! বুদ্ধিমান্ মহাদেব মুনিশ্ৰেষ্ঠ মঙ্গলককে এই কথা বলিয়া, একটী
 অঙ্গুলির অগ্রদ্বারা নিজের অঙ্গুষ্ঠে আঘাত করিলেন ॥৪৪॥

রাজা ! তাহার পর মহাদেব অঙ্গুষ্ঠের সেই ক্ষতদেশ হইতে হিমের ত্রায়
 শুভ্রবর্ণ ভস্ম নির্গত হইল । তাহা দেখিয়া মঙ্গলকমুনি লজ্জিত হইয়া মহাদেবের
 পাদযুগলে পতিত হইলেন ॥৪৫॥

ক্রমে মঙ্গলকমুনি সেই দেবকে মহাদেব বলিয়া মনে করিলেন এবং বিশ্বয়াপন্ন
 হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—‘আমি মনে করি—অন্ত কোন দেবতাই রুদ্রদেব হইতে
 শ্রেষ্ঠতর বা প্রধানতর নহেন ॥৪৬॥

স্বামেব সৰ্বং বিশতি পুনরেব যুগক্ষয়ে ।
 দেবৈরপি ন শক্যস্বং পরিজ্ঞাতুং কুতো ময়া ॥৪৮॥
 ত্বয়ি সৰ্বে স্ম দৃশ্যন্তে ভাবা যে জগতি স্থিতাঃ ।
 স্বামুপাসন্ত বরদং দেবা ব্রহ্মাদয়োহনঘ ! ॥৪৯॥
 সৰ্ব্বস্বমসি দেবানাং কৰ্ত্তা কারয়িতা চ হ ।
 ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরাঃ সৰ্বে মোদন্তীহাকুতোভয়াঃ ।
 এবং স্তত্বা মহাদেবং স ঋষিঃ প্রণতোহভবৎ ॥৫০॥
 যদিদং চাপলং দেব ! কৃতমেতৎ স্মাদিকম্ ।
 অতঃ প্রসাদয়ামি ত্বাং তপো মে ন ক্ষরেদিতি ॥৫১॥
 ততো দেবঃ প্রীতমনাস্তৃষ্ণিঃ পুনরব্রবীৎ ।
 তপন্তে বর্দ্ধতাং বিপ্র ! মৎপ্রসাদাৎ সহস্রধা ।
 আশ্রমে চেহ বৎস্থামি ত্বয়া সার্কিমহং সদা ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

স্বামিতি । স্বামেব সৰ্বং বিশতি, “যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি” ইতি শ্রুতে: ॥৪৮॥
 ত্বয়ীতি । ভাবাঃ পদার্থাঃ । “তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সৰ্কে” ইতি শ্রুতে: ॥৪৯॥
 সৰ্ব্ব ইতি । দেবানামিত্যুপলক্ষণং সৰ্কেষামেব জীবানামিত্যর্থঃ । ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫০॥
 যদিতি । স্মাদিকং বিশ্বয়ানন্দনিমিত্তকম্ । ন ক্ষরেৎ ন ক্ষীয়েত ॥৫১॥

শূলপাণি ! দেবাসুরাদিসমন্বিত সমগ্র জগতের আপনিই আশ্রয় এবং আপনিই
 এই সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন ॥৪৭॥

আবার প্রলয়কালে সমগ্র জগৎ আপনাতেই যাইয়া প্রবেশ করে । সুতরাং
 দেবতারাও আপনাকে জানিতে পারেন না ; তাহাতে আমি জানিব কি করিয়া ॥৪৮॥

নিম্পাপ মহাদেব ! জগতে যে সমস্ত পদার্থ আছে, তাহা আপনাতে দেখিতে
 পাওয়া যায় । সেই জন্তই ব্রহ্মাদি দেবগণ বরদাতা আপনারই উপাসনা
 করিয়াছেন ॥৪৯॥

দেবদেব ! আপনিই দেবগণের সৰ্বময় কৰ্ত্তা ও কার্যকারয়িতা এবং দেবতারা
 সকলে আপনারই অনুগ্রহে এই জগতে অকুতোভয়ে আমোদ করিয়া থাকেন’ ।
 মঙ্গলকমুনি এইরূপ স্তব করিয়া, মহাদেবের চরণে প্রণত হইলেন ॥৫০॥

(পরে মঙ্গলকমুনি বলিলেন—) ‘দেব ! বিশ্বয় ও আনন্দনিবন্ধন আমি এই
 যে চপলতা করিয়া ফেলিয়াছি ; তাহার জন্তই আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি—
 আমার যেন তপঃক্ষয় হয় না’ ॥৫১॥

সপ্তসারস্বতে চান্মিন্ যো মামর্চিস্বতে নরঃ ।

ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিস্তুবিতেহ পরত্র বা ।

সারস্বতঞ্চ তে লোকং গমিস্বস্তি ন সংশয়ঃ ॥৫৩॥

এতন্মঙ্গলকশ্যাপি চরিতং ভূরিতেজসঃ ।

স হি পুত্রঃ শূকন্যায়ামুৎপন্নো মাতরিখনা ॥৫৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি

গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বততীর্থোপাখ্যানে

ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । আশ্রমে চেহ বৎসামি, স্বতপঃফলমিদমিতি ভাবঃ । ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫২॥

সপ্তেতি । সরস্বত্যা ব্রাহ্ম্যা অয়মিতি সারস্বতস্তম্ । অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫৩॥

এতদিতি । চরিতমুক্তমিতি শেষঃ । মাতরিখনা বায়ুনা ॥৫৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-

টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্বণি গদাযুদ্ধে ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

ভারতভাবদীপঃ

গর্ষণেণ নৃত্যতি, তদেব ক্ষয়শূন্যং দেহস্ত মহতী যোগসিদ্ধিঃ, দেহস্ত তদ্ব্যতীতম্
মহীয়সী সিদ্ধিরিত্যেতদ্রুদ্রো দর্শয়ন্তস্ত গর্ষণং পরিহরতীতি ॥৩৬—৫০॥ স্মাদিকং
গর্বাদিকম্ ॥৫১—৫৪॥

ইতি শল্যপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥৩৬॥

তাহার পর মহাদেব মঙ্গলকমুনিকে বলিলেন—‘ব্রাহ্মণ ! তোমার তপস্তা
সহস্র গুণে বৃদ্ধি লাভ করুক এবং তোমার সেই তপস্তার ফলে আমি এই আশ্রমে
তোমার সহিত সবদা বাস করিব ॥৫২॥

যে লোক এই সপ্তসারস্বততীর্থে আমার পূজা করিবে, ইহলোকে বা পরলোকে
তাহার কোন বস্তুই দুর্লভ হইবে না এবং সে লোক ব্রহ্মলোকে গমন করিবে,
এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই’ ॥৫৩॥

এই মহাতেজা মঙ্গলকমুনির চরিত্র বলিলাম । তিনি বায়ুর ঔরসে শূকন্যার
গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥৫৪॥

* ‘...ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ...’ পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, ...একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ...’ নি ।

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ

-:০০০:-

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

উষিত্বা তত্র রামস্ত সপূজ্যাশ্রমবাসিনঃ ।

তথা মঙ্গলকে প্রীতিং শুভাঙ্কক্রে হলায়ুধঃ ॥১॥

দত্ত্বা দানং দ্বিজাতিভ্যো রজনীং তামুপোষ্য চ ।

পূজিতো মুনিসজ্জৈশ্চ প্রাতরুথায় লাক্ষ্মী ॥২॥

অনুজ্ঞাপ্য মুনীন্ সর্বান পৃষ্ঠ্য তোয়ঞ্চ ভারত ! ।

প্রযযৌ হরিতো রামস্তীর্থহেতোর্মহাবলঃ ॥৩॥ (যুগ্মকম্)

তত ঔশনসং তীর্থমাজগাম হলায়ুধঃ ।

কপালমোচনং নাম যত্র যুক্তো মহামুনিঃ ॥৪॥

মহতা শিরসা রাজন্ ! গ্রন্থজজ্ঞো মহোদরঃ ।

রাক্ষসস্ত মহারাজ ! রামক্ষিপ্তস্ত বৈ পুরা ।

তত্র পূৰ্বং তপস্তপ্তং কাব্যেন স্মমহান্ননা ॥৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

উষিত্বেন্দি । সপূজ্য দানসংকারাত্যাম্ । প্রীতিং ভক্তিম্ ॥১॥

দদেতি । উপোষ্য তেষাং সমীপে স্থিত্বা । পৃষ্ঠ্য স্নানেন ॥২—৩॥

তত ইতি । উশনসঃ শুক্রশ্বেদনিত্যোশনসম্ । শিরসা মুখেন, গ্রন্থা আক্রান্তা জন্ম্বা

বৈশম্পায়ন বলিলেন—বলরাম সেই সপ্তসারস্বততীর্থে থাকিয়া, আশ্রমবাসি-
গণের সম্মান করিয়া, মঙ্গলকমুনির প্রতি বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিলেন ॥১॥

ভরতনন্দন ! মহাবল লাক্ষ্মলধারী বলরাম সেই সপ্তসারস্বততীর্থে একরাত্রি
বাস করিয়া, প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্বক ব্রাহ্মণগণকে ধন দান ও সরস্বতী-
নদীর জলে স্নান করিলেন, পরে তত্রত্য মুনিরা তাঁহার সম্মান করিলে, তিনি
তাঁহাদের অমুমতি লইয়া, অপর তীর্থের কার্য্য করিবার জন্ত্ৰ ব্রহ্মাঙ্কিত হইয়া সেস্থান
হইতে গমন করিলেন ॥২—৩॥

মহারাজ ! তাহার পর বলরাম কপালমোচননামক শুক্রাচার্য্যের তীর্থে আগমন
করিলেন ; যে তীর্থে পূর্বকালে দশরথনন্দন রামচন্দ্র একটা রাক্ষসের মস্তক
ছেদন করিলে, সেই মস্তকটা মহোদরমুনির জজ্ঞ্বাদেশে লাগিয়া গিয়াছিল ; পরে

যত্রাশ্চ নীতিরখিলা প্রাচুর্ভূতা মহাঅন্নঃ ।

যত্রস্থচিস্তয়ামাস দৈত্যদানববিগ্রহম্ ॥৬॥

তৎ প্রাপ্য চ বলো রাজন্ ! তীর্থপ্রবরমুত্তমম্ ।

বিধিবদ্বৈ দদৌ বিতং ব্রাহ্মণানাং মহাঅন্নাম্ ॥৭॥ (যুগ্মকম্)

জনমেজয় উবাচ ।

কপালমোচনং ব্রহ্মন্ ! কথং যত্র মহামুনিঃ ।

মুক্তঃ কথঞ্চাস্ত শিরো লগ্নং কেন চ হেতুনা ॥৮॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

পুরা বৈ দণ্ডকারণ্যে রাঘবেণ মহাঅন্না ।

বসতা রাজশার্দূল ! রাক্ষসান্ শময়িষ্যতা ॥৯॥

জনস্থানে শিরচ্ছিন্নং রাক্ষসস্ত দুরাঅন্নঃ ।

ক্ষুরেণ শিতধারেণ তৎ পপাত মহাবনে ॥১০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

যন্ত সং, মহোদরো নাম । রামেণ দাশরথিনা ক্ষিপ্তস্ত শিরশ্ছেদেন বিজিতস্ত । কাব্যেন
গুজ্জেন । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৪—৫॥

যত্রোতি । অস্ত গুরুস্ত । চিস্তয়ামাস গুত্র এব । বলো বলদেবঃ । বিত্তং ধনম্ ॥৬—৭॥

কপালেতি । কপালমোচনং নাম । মহামুনিমহোদরঃ । লগ্নং জজ্বায়াম্ ॥৮॥

পুরেতি । শময়িষ্যতা নাশয়িষ্যতা । জনস্থানে তদাখ্যে বনৈকদেশে ॥৯—১০॥

মহামুনি মহোদর এই তীর্থে সেই মস্তক হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন । সেখানে
মহাত্মা গুত্রাচার্য্য তপস্যা করিয়াছিলেন ॥৪—৫॥

রাজা ! মহাত্মা গুত্রাচার্য্য যেখানে থাকিয়া, সমগ্র নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া-
ছিলেন এবং তিনি যেখানে থাকিয়া দৈত্য ও দানবগণের যুদ্ধবিষয়ে চিন্তা
করিতেন ; বলরাম সেই উত্তম তীর্থশ্রেষ্ঠে গমন করিয়া, যথাবিধানে মহাত্মা
ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিলেন ॥৬—৭॥

জনমেজয় বলিলেন—‘মহর্ষি ! মহামুনি মহোদর যেখানে মুক্ত হইয়াছিলেন,
সেই তীর্থের নাম ‘কপালমোচন’ হইল কেন ? এবং তাঁহার জজ্বাদেশে মস্তক
লগ্ন হইয়াছিলই বা কোন্ কারণে ?’ ॥৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজশ্রেষ্ঠ ! পূর্বকালে মহাত্মা রামচন্দ্র রাক্ষস বিনাশ
করিবেন বলিয়া দণ্ডকারণ্যে বাস করতঃ, সুধার একটা ক্ষুরপ্রদ্বারা জনস্থানে
একটা রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন ; সেই মস্তকটা মহাবনে পতিত
হইয়াছিল ॥৯—১০॥

মহোদরস্ত তল্লগ্নং জজ্বায়াং বৈ যদৃচ্ছয়া ।
 বনে বিচরতো রাজন্ । অস্থি ভিদ্ধাশ্ফুরতদা ॥১১॥
 স তেন লগ্নেন তদা দ্বিজাতির্ন শশাক হ ।
 অভিগন্তুং মহাপ্রাক্তস্তীৰ্থাণ্ডায়তনানি চ ॥১২॥
 স পুতিনা বিস্রবতা বেদনার্তো মহামুনিঃ ।
 জগাম সৰ্ব্বতীৰ্থানি পৃথিব্যাঞ্চৈতি নঃ শ্রুতম্ ॥১৩॥
 স গহ্বা সরিতঃ সৰ্বাঃ সমুদ্রোচ্চ মহাতপাঃ ।
 কথয়ামাস তৎ সৰ্বমুষীণাং ভাবিতান্নানাম্ ॥১৪॥
 আপ্পুতঃ সৰ্ব্বতীৰ্থেষু ন চ মোক্ষমবাগ্ধবান্ ।
 স তু শুশ্রাব বিপ্রেন্দ্রো মুনীনাং বচনং মহৎ ॥১৫॥
 সরস্বত্যাস্তীৰ্ধবরং ধ্যাতমৌশনসং তদা ।
 সৰ্ব্বপাপপ্রশমনং সিদ্ধক্ষেত্ৰমনুত্তমম্ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

মহোদরস্তেতি । যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া । অস্থি মহোদরজজ্বায়া এব ॥১১॥
 স ইতি । ন শশাক, ভাৱাতিৱেকান্নহাবেদনামুভবাচ্চৈতি ভাবঃ ॥১২॥
 স ইতি । পুতিনা বিকৃতরক্তেন, বিস্রবতা নির্গচ্ছতা ॥১৩॥
 স ইতি । ভাবিতান্নানং তপসা নিৰ্ম্মলীকৃতচিন্তানাম্ ॥১৪॥
 আপ্পুত ইতি । আপ্পুতঃ কৃতদ্বানঃ । মোক্ষং তজ্জ্ঞানসমস্তকং ॥১৫॥
 সরস্বত্যা ইতি । উশনসঃ শুক্রেতেদমৌশনসম । ন বিজ্ঞতে উত্তমং যন্মাস্তৎ ॥১৬॥

রাজা ! তৎকালে মহোদরমুনি বনে বিচরণ করিতেছিলেন ; সেই মস্তকটা
 যাইয়া তাঁহার জজ্বাদেশে লাগিয়াছিল এবং তাহা তাঁহার জজ্বার অস্থি ভেদ
 করিয়া কাঁপিতেছিল ॥১১॥

জজ্বাদেশে সেই মস্তকটা লাগিয়া যাওয়ায় মহোদরমুনি তীৰ্থে বা পুণ্য
 আয়তনে গমন করিতে সমর্থ হন নাই ॥১২॥

আমরা শুনিয়াছি—পরে অনবরত পুঁজ নির্গত হইতে থাকায় বেদনার্ত
 হইয়াও মহামুনি মহোদর পৃথিবীর সমস্ত তীৰ্থেই গমন করিয়াছিলেন ॥১৩॥

ক্রমে মহাতপা মহোদর সমস্ত নদী ও সমুদ্রে গমন করিয়া, নিৰ্ম্মলচিত্ত ঋষি-
 গণের নিকটে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন ॥১৪॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মহোদর সমস্ত তীৰ্থে স্নান করিয়াও সে মোক্ষসমস্তক হইতে
 মুক্তি পাইলেন না ; তৎপরে তিনি মুনিদের নিকট সত্য কথা শুনিলেন ॥১৫॥

(১৫) আপ্পুত্য সৰ্ব্বতীৰ্থেষু...বল নি । (১৬) সরস্বত্যাং তীৰ্ধবরং...পি ।

স তু গচ্ছা ততস্তত্র তীর্থমোশনসং দ্বিজঃ ।
 তত ঔশনসে তীর্থে তশ্চোপস্পৃশতস্তদা ।
 তচ্ছিরশ্চরণং মুক্তা পপাতাস্তর্জলে তদা ॥১৭॥
 বিমুক্তস্তেন শিরসা পরং স্নখমবাপ হ ।
 স চাপ্যস্তর্জলে মুক্তা জগামাদর্শনং বিভো ॥১৮॥
 ততঃ স বিশিরা রাজন্ । পূতাত্মা বীতকল্মষঃ ।
 আজগামাশ্রমং শ্রীতঃ কৃতকৃত্যো মহোদরঃ ॥১৯॥
 সৌহৃদ গচ্ছাশ্রমং পুণ্যং বিপ্রমুক্তো মহাতপাঃ ।
 কথয়ামাস তৎ সর্বমুঘীণাং ভাবিতান্নানাম্ ॥২০॥
 তে শ্ৰদ্ধা বচনং তস্য ততস্তীর্থস্য মানদ ।।
 কপালমোচনমিতি নাম চক্রুঃ সমাগতাঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । উপস্পৃশতঃ স্নানং কুর্ততঃ । অস্তর্জলে জলাভ্যন্তরে । বটপাদঃ শ্লোকঃ ॥১৭॥
 বিমুক্ত ইতি । অবাপ, মহোদরঃ । স মুক্তা রাক্ষসমন্তকম্ ॥১৮॥
 তত ইতি । বিগতং শিরো রাক্ষসমন্তকং যন্মাং সঃ । বীতকল্মষস্ত্যক্তপাপঃ ॥১৯॥
 স ইতি । বিপ্রমুক্তো রাক্ষসমন্তকামুক্তঃ । ভাবিতান্নানাম্ তপসা নির্মলচিত্তানাম্ ॥২০॥
 ত ইতি । কপালস্ত রাক্ষসশিরসো মোচনং মুক্তির্ধম্মিন্ তৎ ॥২১॥

‘সরস্বতীনদীর একটি তীর্থ আছে ; তাহা শুক্রাচার্যের কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ, সমস্ত পাপনাশক, সিদ্ধক্ষেত্র ও সর্বতীর্থশ্রেষ্ঠ’ ॥১৬॥

তাহার পর মহোদরমুনি সেই ঔশনসতীর্থে গমন করিলেন ; পরে তিনি যখন ঔশনসতীর্থে স্নান করেন, তখন সেই রাক্ষসমন্তকটা তাঁহার জজ্বাদেশ হইতে জলমধ্যে পতিত হইল ॥১৭॥

রাজা ! মহোদরমুনি সেই মন্তকমুক্ত হইয়া, অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন এবং সেই মন্তকটাও জলমধ্যে পতিত হইয়া অদৃশ্য হইল ॥১৮॥

রাজা ! তদনন্তর সেই মহোদরমুনি মন্তকমুক্ত, পবিত্র, পাপহীন, কৃতকার্য্য ও সন্তুষ্ট হইয়া আপন আশ্রমে আগমন করিলেন ॥১৯॥

পরে সেই মহাতপা মহোদরমুনি মন্তকমুক্ত হইয়া, নিজের পবিত্র আশ্রমে যাইয়া, তত্রত্য নির্মলচিত্ত মুনিগণের নিকট সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন ॥২০॥

সম্মানদাতা রাজা ! তাহার পর সমাগত সেই ঋষিরা মহোদরমুনির কথা শুনিয়া, সেই ঔশনসতীর্থের নাম করিলেন—‘কপালমোচন’ ॥২১॥

(১৭) ততঃ স বিকলো রাজন্ ।...নি ।

স চাপি তীৰ্থপ্রবরং পুনর্গত্বা মহানৃষিঃ ।
 গীত্বা পয়ঃ স্রবিপুলং সিদ্ধিমায়াতদা মুনিঃ ॥২২॥
 তত্র দত্ত্বা বহুন্ দায়ান্ বিপ্রান্ সম্পূজ্য মাধবঃ ।
 জগাম বৃষ্টিপ্রবরো রুষদ্গোরাশ্রমং তদা ॥২৩॥
 যত্র তপ্তং তপো ঘোরমাষ্টিষেণেন ভারত ।।
 ব্রাহ্মণ্যং লব্বাংস্তত্র বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥২৪॥
 সর্বকামসমৃদ্ধং বৈ তত্রাশ্রমপদং মহৎ ।
 মুনিভির্ব্রাহ্মণৈশ্চৈব সেবিতং সর্বদা বিতো । ॥২৫॥
 ততো হলধরঃ শ্রীমান্ ব্রাহ্মণৈঃ পরিবারিতঃ ।
 জগাম যত্র রাজেন্দ্রে ! রুষদৃগুস্তনুমতাজং ॥২৬॥
 রুষদৃগুত্রাহ্মণো বৃদ্ধস্তপোনিত্যশ্চ ভারত ।।
 দেহন্ত্যাসে কৃতমনা বিচিন্ত্য বহুধা তদা ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । তীৰ্থপ্রবরং কপালমোচনমেব । পয়ঃ তজ্জলম্ ॥২২॥
 তত্রৈতি । দীৱন্ত ইতি দায়্য ধনানি । রুষদ্গোমূর্নিবিশেষন্ত ॥২৩॥
 যত্রৈতি । আষ্টিষেণেন তদাখ্যেয় মুনিরা ॥২৪॥
 সৰ্বেতি । সৰ্বৈঃ কামৈরতীষ্টবস্তুভিঃ সমৃদ্ধং সম্পন্নম্ ॥২৫॥
 তত ইতি । শ্রীমান্ শিখাভিলকাদিধার্মিকশোভাবান্ ॥২৬॥

মহর্ষি মহোদর পুনরায় তীর্থশ্রেষ্ঠ কপালমোচনে গমনপূর্বক তাহার প্রচুর জল পান করিয়া, সিদ্ধিলাভ করিলেন ॥২২॥

বৃষ্টিবংশশ্রেষ্ঠ বলরাম সেই কপালমোচনতীর্থে ব্রাহ্মণগণের পূজা ও তাঁহাদিগকে প্রচুর ধন দান করিয়া, তথা হইতে রুষদৃগুমুনির আশ্রমে গমন করিলেন ॥২৩॥

ভরতনন্দন! যেখানে আষ্টিষেণমুনি ভয়ঙ্কর তপস্বী করিয়াছিলেন, সেইখানে মহামুনি বিশ্বামিত্রও ব্রাহ্মণস্ব লাভ করিয়াছিলেন ॥২৪॥

রাজা । সেইস্থানে সমস্ত অভীষ্ট বস্তুতে পরিপূর্ণ বিশাল একটা আশ্রম আছে । মুনিরা ও ব্রাহ্মণেরা সর্বদাই সেই আশ্রমে অবস্থান করেন ॥২৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ । তাহার পর ধার্মিকবেশে পরিশোভিত বলরাম ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, সেই স্থানে গমন করিলেন ; যে স্থানে রুষদৃগুমুনি দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন ॥২৬॥

(২২)...সিদ্ধিমায়া তদা মুনিঃ—গি । (২৩)...রুষদ্বোরাশ্রমং তদা—বঙ্গ বর্জ, ...দত্ত্বা বহুন্ দেয়ান্...উশদ্বোরাশ্রমং তদা—দি ।

ততঃ সৰ্বানুপাদায় তনয়ান্ বৈ মহাতপাঃ ।
 কৃষদগুণব্রবীত তে নরধ্বং মাং পৃথুদকম্ ॥২৮॥
 বিজ্ঞাতীতবয়সং কৃষদগুণং তে তপোধন্যঃ ।
 তং বৈ তীৰ্থমুপানিশ্চ্যঃ সরস্বত্যাস্তপোধনম্ ॥২৯॥
 স তৈঃ পুত্রৈস্তদা ধীমানানীতো বৈ সরস্বতীম্ ।
 পুণ্যং তীৰ্থশতোপেতাং বিপ্রসজ্জৈর্নিবেষিতাম্ ॥৩০॥
 স তত্র বিধিনা রাজন্ ! আপ্নুত্য স্মমহাতপাঃ ।
 জ্ঞাত্বা তীৰ্থগুণাংশ্চৈব প্রাহেদমৃষিসত্তমঃ ।
 স্ত্রীতঃ পুরুষব্যাজ । সৰ্বান্ পুত্রানুপাসতঃ ॥৩১॥
 সরস্বত্যাভ্যন্তরে তীরে মন্ত্যজ্ঞেদাস্তনস্তনুম্ ।
 পৃথুদকে জপ্যপরো ন পুনর্মরণং লভেৎ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

কৃষদগুরিতি । দেহস্ত গ্রাসে ত্যাগে, কৃতমনা আসীদिति শেবঃ ॥২৭॥
 তত ইতি । পৃথুনি বিপুলানি উদকানি যত্র তন্তীৰ্থম্ ॥২৮॥
 বিজ্ঞায়েতি । অতীতং বয়সং আনুৰ্দ্ধত তম্ । তং কৃষদগুণম্ ॥২৯॥
 স ইতি । তীৰ্থশতেন সিদ্ধকেন্দ্রসমূহেন, উপেতাং যুক্তাম্ ॥৩০॥
 স ইতি । আপ্নুত্য অবগাহ । উপাসতঃ স্বং সেবমানাম্ । বট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩১॥
 সরস্বতীতি । পৃথুদকে বহুজলে । জপ্যপর ইষ্টমন্ত্রজপব্যাপৃতঃ । ন পুনর্মরণং লভেৎ
 যুক্তিলাভেন পুনর্জন্মভাবাদिति ভাবঃ ॥৩২॥

ভরতনন্দন । চিরকাল তপস্তানিরত, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কৃষদগুণ ভ্রমকালে বহুবিধ চিন্তা
 করিয়া, দেহত্যাগের ইচ্ছা করিয়াছিলেন ॥২৭॥

ক্রমে মহাতপা কৃষদগুণ সমস্ত পুত্রকে আনয়ন করিয়া, বলিয়াছিলেন যে—
 ‘আমাকে প্রচুর জলসম্পন্ন তীৰ্থে লইয়া চল’ ॥২৮॥

তখন সেই তপস্বী পুত্রেরা পিতা কৃষদগুর আয়ুঃশেষ হইয়াছে জানিয়া, সেই
 তপোধনকে সরস্বতীর তীৰ্থে লইয়া গেলেন ॥২৯॥

সেই পুত্রেরা জ্ঞানী কৃষদগুকে পবিত্র, বহু তীৰ্থযুক্ত ও ব্রাহ্মণগণসেবিত
 সরস্বতীনদীতীরে আনয়ন করিলেন ॥৩০॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা ! সেই মহাতপা ও ঋষিশ্রেষ্ঠ কৃষদগু সরস্বতীনদীতে যজ্ঞ-
 বিধানে স্নান এবং তীর্থের গুণ শ্রবণ করিয়া, সন্তুষ্টচিত্তে শুদ্ধাকাশী পুত্রগণকে
 বলিলেন—॥৩১॥

তত্রাপ্নুত স ধৰ্ম্মাত্মা উপস্পৃশ্ব হলায়ুধঃ ।

দত্বা চৈব বহুন্ দায়ান্ বিপ্রাণাং বিপ্রবৎসলঃ ॥৩৩॥

সসৰ্জ যত্র ভগবান্নৌকান্নৌকপিতামহঃ ।

যত্রাষ্টিষেণঃ কৌরব্য ! ব্রাহ্মণ্যং সংশিতব্রতঃ ।

তপসা মহতা রাজন্ ! প্রাপ্তবানৃষিসত্তমঃ ॥৩৪॥

সিন্ধুদ্বীপশ্চ রাজর্ষির্দেবাগিচ্চ মহাতপাঃ ।

ব্রাহ্মণ্যং লব্ববান্ যত্র বিশ্বামিত্রস্তথা মুনিঃ ॥৩৫॥

মহাতপস্বী ভগবানুগ্রতেজা মহাযশাঃ ।

তত্রাজগাম বলবান্ বলভদ্রঃ প্রতাপবান্ ॥৩৬॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । আপ্নুত দ্বাভ্য । উপস্পৃশ্ব আচম্য । প্রীতোহভূদिति শেষঃ ॥৩৩॥

সসর্জেতি । লোকপিতামহো ব্রহ্মা । সংশিতব্রতো দৃঢ়নিয়মঃ । যট্পাদঃ শ্লোকঃ । রাজা ক্ষত্রিয়শাস্ত্রো বিধিচৈতি রাজর্ষিঃ । ভগবান্ তপঃপ্রভাবেণ মাহাত্ম্যবান্ ॥৩৪—৩৬॥

ভারতভাবদীপঃ

উষিষেতি ॥১—৩১॥ শো মরণম্ তপেণ অক্ষয়ং স্বর্গমাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥৩২—৩৩॥ ব্রাহ্মণং ব্রহ্মসত্ত্বাতো বেদগমূহ ইতি যাবৎ, ততঃ স্বার্থেণ্যত্র । “ব্রাহ্মণং ব্রহ্মসত্ত্বাতে” ইতি মেদিনী ॥৩৪—৬৮॥

ইতি শল্যপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥৩৭॥

‘যে লোক সরস্বতীনদীর উত্তর তীরে প্রচুর জলমধ্যে থাকিয়া, ইষ্টবস্ত্রভূষণে ব্যাপ্ত হইয়া, নিজের দেহ ত্যাগ করে ; তাহার আর জন্ম হয় না এবং পুনরায় মৃত্যুহুঃখ ভোগও করিতে হয় না’ ॥৩২॥

ব্রাহ্মণবৎসল ও ধৰ্ম্মাত্মা বলরাম সেই স্থানে স্নান, আচমন ও ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিয়া প্রীতिलाভ করিলেন ॥৩৩॥

কৌরবনন্দন ! ব্রহ্মা যেখানে থাকিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, দৃঢ়-নিয়মশালী ও ঋষিশ্রেষ্ঠ আষ্টিষেণ যেখানে গুরুতর তপস্তার প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং রাজর্ষি সিন্ধুদ্বীপ, মহাতপা দেবাপি, আর মহাতপস্বী, উগ্রতেজা, মহাযশা, মাহাত্ম্যশালী ও মহামুনি বিশ্বামিত্র যেখানে থাকিয়া, তপস্তার প্রভাবে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন ; বলবান্ ও প্রতাপশালী বলরাম সেইখানে আগমন করিলেন ॥৩৪—৩৬॥

(৩৬) ইতঃ পরম্ ‘...একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ’—পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, ‘...চত্বারিংশো-হধ্যায়ঃ’—নি ।

জনমেজয় উবাচ ।

কথমাষ্টি'ষেণে ভগবান্ বিপুলং তপ্তবাংস্তপঃ ।
 সিদ্ধুদ্বীপঃ কথঞ্চাপি ব্রাহ্মণ্যং লব্ধবাংস্তদা ॥৩৭॥
 দেবাপিচ্চ কথং ব্রহ্মন্ ! বিশ্বামিত্রশ্চ সত্তম ! ।
 তন্মমাচক্ষু ভগবন্ ! পরং কোতুহলং হি মে ॥৩৮॥
 বৈশম্পায়ন উবাচ ।

পুরা কৃতযুগে রাজন্ ! আষ্টি'ষেণো দ্বিজোত্তমঃ ।
 বসন্ গুরুকূলে নিত্যং নিত্যমধ্যয়নে রতঃ ॥৩৯॥
 তস্য রাজন্ ! গুরুকূলে বসতো নিত্যমেব হ ।
 সমাপ্তিং নাগমদ্বিভা নাপি বেদা বিশাংপতে ! ॥৪০॥
 স নির্বিঘ্নস্ততো রাজন্ ! তপস্তপে মহাতপাঃ ।
 ততো বৈ তপস। তেন প্রাপ বেদাননুত্তমান্ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

কথমিতি । ঋষ্টিবেণশ্চ ব্রাহ্মোহপত্যমিতি আষ্টি'ষেণঃ ॥৩৭॥

দেবাপিরিতি । হে সত্তম ! সাধুশ্রেষ্ঠ ! । আচক্ষু ক্রুহি ॥৩৮॥

পুরেতি । দ্বিজোত্তমঃ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠঃ পূর্বং রাজর্ষিরিত্যভিধানাৎ । গুরোঃ কূলে ভবনে,
 রত আসীৎ ॥৩৯॥

তত্তেতি । বিজ্ঞা ব্যাকরণাদীনাম্, বেদাশ্চ সমাপ্তিং নাগমন্ ॥৪০॥

স ইতি । নির্বিঘ্ন আত্মমানিং প্রাপ্তঃ ; তাদৃশবুদ্ধিমেষ্যোরভাবাৎ ॥৪১॥

জনমেজয় বলিলেন—‘মহাঅশালী আষ্টি'ষেণ কি প্রকারে গুরুতর তপস্তা
 করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে সিদ্ধুদ্বীপই বা কি প্রকারে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া-
 ছিলেন ॥৩৭॥

মহাঅশালী সাধুশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ! দেবাপি ও বিশ্বামিত্রই বা কি করিয়া ব্রাহ্মণ
 হইয়াছিলেন, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন । কারণ, উহা শুনিবার জন্য
 আমার গুরুতর কোতুহল জন্মিয়াছে’ ॥৩৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা ! পূর্বকালে সত্যযুগে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ আষ্টি'ষেণ
 সর্বদা গুরুকূলে বাস করিতে থাকিয়া, সর্বদাই অধ্যয়নে ব্যাপ্ত থাকিতেন ॥৩৯॥

নরনাথ ! আষ্টি'ষেণ সর্বদা গুরুগৃহে থাকিয়া, সর্বদা অধ্যয়নে ব্যাপ্ত
 থাকিলেও, তাঁহার বেদাঙ্গবিজ্ঞা বা বেদবিজ্ঞা সমাপ্ত হইল না ॥৪০॥

(৩৭) আষ্টি'ষেণস্তথা ব্রহ্মন্ ! বিপুলং তপ্তবাংস্তপঃ...নি

স বিদ্বান্ বেদধুকৃচ্চ সিদ্ধশ্চাপ্যধিসত্তমঃ ।
 তত্র তীর্থে বরান্ প্রাদাক্ষীনেব স্তমহাতপাঃ ॥৪২॥
 অগ্নিস্তীর্থে মহানগ্না অগ্নপ্রভৃতি মানবঃ ।
 আপ্নুতো বাজিমেষস্ত ফলং প্রাপ্যতি পুঙ্কলম্ ॥৪৩॥
 অগ্নপ্রভৃতি নৈবাত্র ভয়ং ব্যালাস্তবিশ্ৰুতি ।
 অপি চান্নেন যত্নেন ফলং প্রাপ্যতি পুঙ্কলম্ ॥৪৪॥
 এবমুক্ত্বা মহাতেজা জগাম ত্রিদিবং মুনিঃ ।
 এবং সিদ্ধঃ স ভগবানাষ্টিষেণঃ প্রতাপবান্ ॥৪৫॥
 তস্মিন্নেব তদা তীর্থে সিদ্ধুদ্বীপঃ প্রতাপবান্ ।
 দেবাপিচ্চ মহারাজ ! ব্রাহ্মণ্যং প্রাপতুম্ হং ॥৪৬॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । বিদ্বান্ বেদাজ্ঞেযু । প্রাদাক্ষানবমাত্রেভ্যঃ ॥৪২॥
 অগ্নিরিতি । মহানগ্নাঃ সরস্বত্যাঃ । বাজিমেষস্ত অশ্বমেষস্ত ॥৪৩॥
 অগ্নেতি । ব্যালাং হিংস্রজন্তোঃ । যত্নেন সংকার্য্যে, পুঙ্কলং প্রচুরম্ ॥৪৪॥
 এবমিতি । জগাম দেহং বিহার । সিদ্ধতপস্তায়াং কৃতকার্য্য আসীৎ ॥৪৫॥
 তস্মিন্নিতি । প্রতাপবান্ তপঃপ্রভাবশালী । মহৎ সৰ্ব্বাঙ্গপূর্ণতয়া প্রশস্তম্ ॥৪৬॥

রাজা ! তাহাতে তিনি অত্যন্ত আশ্রয়ানি ভোগ করিয়া, মহাতপা হইয়া, গুরুতর তপস্তা করিতে লাগিলেন ; তাহার পর সেই তপস্তার ফলে তিনি সর্বোত্তম বেদ ও বেদাঙ্গবিজ্ঞা লাভ করিলেন ॥৪১॥

সেই রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ আষ্টিষেণ মহাতপা হইয়া ক্রমে বেদাঙ্গবিজ্ঞা, বেদবিজ্ঞা ও সিদ্ধিলাভ করিয়া, সেই তীর্থে সমস্ত মানুষের উদ্দেশে তিনটি বর দান করিলেন—॥৪২॥

‘মানুষ আজ হইতে মহানদী সরস্বতীর এই তীর্থে স্নান করিয়া, অশ্বমেষযজ্ঞের শ্রায় প্রচুর ফল লাভ করিবে ॥৪৩॥

অগ্ন হইতে এখানে মানুষের পক্ষে কোন হিংস্র জন্তুর ভয় হইবে না এবং মানুষ এখানে অন্ন চেষ্টা করিয়াও সংকার্য্যের প্রচুর ফল লাভ করিবে’ ॥৪৪॥

এইরূপ বলিয়া মহাতেজা আষ্টিষেণমুনি দেহ ত্যাগ করিয়া, স্বর্গে গমন করিয়া-ছিলেন ; তপঃপ্রভাব ও মাহাত্ম্যশালী আষ্টিষেণ তপস্তার প্রভাবে এইরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন ॥৪৫॥

(৪৪) ...অপি চান্নেন কালেন...নি ।

তথা চ কৌশিকস্তাত ! তপোনিত্যো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 তপসা বৈ হৃতপ্তেন ব্রাহ্মণত্বমবাগ্ধবান্ ॥৪৭॥
 গাধিনাম মহানাসীৎ ক্ষত্রিয়ঃ প্রথিতো ভুবি ।
 তস্ত পুত্রোহভবদ্রাজন্ ! বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্ ॥৪৮॥
 স রাজা কৌশিকস্তাত ! মহাযোগ্যভবৎ কিল ।
 স পুত্রমভিষিচ্যাত বিশ্বামিত্রং মহাতপাঃ ॥৪৯॥
 দেহন্তাসে মনশ্চক্রে তমুচুঃ প্রণতাঃ প্রজাঃ ।
 ন গম্ভব্যং মহাপ্রাজ্ঞ ! ত্রাহি চান্মান্ মহাভয়াৎ ॥৫০॥
 এবমুক্তঃ প্রভূবাচ ততো গাধিঃ প্রজাস্ততঃ ।
 বিশ্বস্ত জগতো গোপ্তা ভবিষ্যতি হৃতো মম ॥৫১॥
 ইত্যুক্ত্বা তু ততো গাধিঃ বিশ্বামিত্রং নিবেশ্য চ ।
 জগাম ত্রিদিবং রাজন্ ! বিশ্বামিত্রোহভবমৃপঃ ।
 ন স শক্নোতি পৃথিবীং যজ্ঞবানপি রক্ষিতুম্ ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

তথেষি । কৌশিকো বিশ্বামিত্রঃ, তপো নিত্যং সার্বকালিকং যন্ত সঃ ॥৪৭॥
 গাধিরিতি । বিশ্বস্ত মিত্রঃ বিশ্বামিত্রঃ, “হৃতপ্ত দীৰ্ঘতা” ইতি দীৰ্ঘত্বং পুংস্বং রূঢ়েঃ ॥৪৮॥
 স ইতি । কৌশিকঃ কুশিকপুত্রঃ । দেহন্ত ত্রাসে ত্যাগে ॥৪৯—৫০॥
 এবমিতি । বিশ্বস্ত সৰ্বস্ত । গোপ্তা রক্ষিতা ॥৫১॥

মহারাজ ! তৎকালে সেই তীর্থে সিন্ধুদ্বীপ এবং দেবাগিও তপস্তার প্রভাবে
 সৰ্ব্বদ্বাদসম্পন্ন ব্রাহ্মণস্ব লাভ করিয়াছিলেন ॥৪৬॥

বৎস ! আর জিতেন্দ্রিয় এবং সর্বদা তপস্তায় ব্যাপ্ত ব্রাহ্মণও সম্যকরূপে
 অনুষ্ঠিত তপস্তার বলে ব্রাহ্মণস্ব লাভ করিয়াছিলেন ॥৪৭॥

রাজা ! গাধিনামে জগৎপ্রসিদ্ধ এক মহাক্ষত্রিয় ছিলেন ; প্রতাপশালী
 বিশ্বামিত্র তাঁহারই পুত্র ছিলেন ॥৪৮॥

বৎস ! কুশিকনন্দন সেই গাধিরাজা মহাযোগী হইয়াছিলেন ; ক্রমে মহাতপা
 সেই গাধিরাজা পুত্র বিশ্বামিত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, দেহ ত্যাগ করিবার
 ইচ্ছা করিলেন ; তখন প্রজারা অবনত হইয়া তাঁহাকে বলিল—‘মহাপ্রাজ্ঞ রাজা !
 আপনি মর্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না, আমাদিগকে দম্যতস্করপ্রভৃতির
 মহাভয় হইতে রক্ষা করিতে থাকুন’ ॥৪৯—৫০॥

প্রজারা এইরূপ বলিলে, গাধি সেই প্রজাগণকে বলিলেন—‘আমার পুত্র সমগ্র
 জগতের রক্ষক হইবে’ ॥৫১॥

ততঃ শুশ্রাব রাজা স রাক্ষসেভ্যো মহাভয়ম্ ।
 নির্যযৌ নগরাজাপি চতুরঙ্গবলাদ্বিতঃ ॥৫৩॥
 স গহ্বা দূরমধ্যানং বশিষ্ঠাশ্রমমভ্যয়াৎ ।
 তস্ম তে সৈনিকা রাজন্ ! চক্ৰস্তুজ্ঞানয়ান্ বহুন্ ॥৫৪॥
 ততস্ত্ব ভগবান্ বিপ্রো বশিষ্ঠাশ্রমমভ্যয়াৎ ।
 দদৃশেহ্থ ততঃ সৰ্বং ভজ্যমানং মহাবলম্ ॥৫৫॥
 তস্ম ক্রুদ্ধো মহারাজ ! বশিষ্ঠো যুনিসত্তমঃ ।
 সৃজস্ব শবরান্ ঘোরনিতি স্বাং গামুবাচ হ ॥৫৬॥
 তথোক্তগ সাসৃজদ্ধেমুঃ পুরুষান্ ঘোরদর্শনান্ ।
 তে চ তদ্বলমাসাশ্চ বভঞ্জুঃ সৰ্বতোদিশম্ ॥৫৭॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । নিবেশ্ত রাজ্যে সংস্থাপ্য । ন শক্নোতি স রাক্ষসোপদ্রবাতিরেকাৎ ।
 ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৫২॥

তত ইতি । চব্বারি হস্ত্যশ্বরথপদাতিরূপাণি অঙ্গানি যস্ত তেন তাদৃশেন বলেন সৈন্তেন
 অদ্বিতঃ ॥৫৩॥

স ইতি । অনয়ান্ বনভঙ্গাদিরূপান্ অত্যাচারান্ ॥৫৪॥

তত ইতি । বশিষ্ঠাশ্রমমিতি বিসর্গলোপেহপি সন্ধিরার্থঃ ॥৫৫॥

তস্মেতি । শবরান্ দুৰ্দ্ধৰ্ম্মল্লেছবিশেষান্ । গাং কামথেহুম্ ॥৫৬॥

রাজা ! এই কথা বলিয়া গাধি বিশ্বামিত্রকে রাজ্য স্থাপন করিয়া স্বর্গে চলিয়া
 গেলেন এবং বিশ্বামিত্র রাজা হইলেন । কিন্তু তিনি যত্ন করিয়াও রাজ্য রক্ষা
 করিতে পারিয়া উঠিলেন না ॥৫২॥

ক্রমে বিশ্বামিত্র শুনিলেন—রাজ্যমধ্যে রাক্ষসের গুরুতর উপদ্রব চলিতেছে ।
 তাহার পর তিনি চতুরঙ্গসৈন্য লইয়া রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন ॥৫৩॥

রাজা ! বিশ্বামিত্র দূরপথ অতিক্রম করিয়া, ক্রমে বশিষ্ঠের আশ্রমে যাইয়া
 উপনীত হইলেন ; কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়াই তাঁহার সৈন্তেরা বহুতর অত্যাচার
 করিতে লাগিল ॥৫৪॥

তদনন্তর মহাশ্রমশালী ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ আশ্রমে আগমন করিলেন এবং
 দেখিলেন—বিশ্বামিত্রের সৈন্তেরা নিজের বিশাল ভগ্নোপবন ভগ্ন করিতেছে ॥৫৫॥

মহারাজ ! তাহার পর বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়া, নিজের কাম-
 থেমুকে বলিলেন—‘ভদ্রে । তুমি ভীষণ শবরসৈন্যই সৃষ্টি কর’ ॥৫৬॥

(৫৫)·· প্রদ্রষ্টাশ্ব ততঃ সৰ্বং··পি । (৫৬)··সৃজস্ব শবরান্ ঘোরান্··পি ।

তচ্ছৃঙ্গা বিক্রান্তং সৈন্যং বিশ্বামিত্রস্ত গাধিজঃ ।
 তপঃ পরং মন্যমানস্তপস্যেব মনো দধে ॥৫৮॥
 সৌহৃদ্যস্তীর্থবরে রাজন্ । সরস্বত্যাঃ সমাহিতঃ ।
 নিয়মৈশ্চোপবাসৈশ্চ ক্লষয়ন্ দেহমাস্থনঃ ॥৫৯॥
 জলাহারো বায়ুভক্ষ্যঃ পর্ণাহারশ্চ সৌভবৎ ।
 তথা স্থণ্ডিলশায়ী চ যে চাত্রে নিয়মাঃ পৃথক্ ॥৬০॥
 অসকৃতস্ত দেবাস্ত ব্রতবিঘ্নং প্রচক্রিরে ।
 ন চাস্ত নিয়মাদবুদ্ধিরপযাতি কদাচন ॥৬১॥
 ততঃ পরেণ যত্নেন তপ্ত্বা বহুবিধং তপঃ ।
 তেজসা ভাস্করাকারো গাধিজঃ সমপশ্যত ॥৬২॥

ভারতকৌমুদী

তথ্যেতি । তদ্বলং বিশ্বামিত্রসৈন্যম্ । বভুর্জরামর্দয়ামাস্তুঃ ॥৫৭॥
 তদ্বিত্তি । বিক্রান্তং ভয়েন পলায়িতম্ । পরং সর্বোৎকৃষ্টং বলম্ ॥৫৮॥
 স ইতি । সমাহিতঃ সমাধিমানাসীৎ । নিয়মৈর্মজ্জপাদিভিঃ ॥৫৯॥
 জলেতি । অস্ত্রে নিয়মাঃ কৃচ্ছ্রাচ্ছ্রায়াদয়ঃ, তদমুষ্ঠায়ী চেতি শেষঃ ॥৬০॥
 অসকৃদ্বিত্তি । ব্রতবিঘ্নং প্রচক্রিরে, স্বপ্নপদাধিকারভয়াদিত্তি ভাবঃ ॥৬১॥
 তত ইতি । পরেণ সমধিকেন, তপ্ত্বা কৃৎস্না । সমপশ্যত অববৎ ॥৬২॥

বশিষ্ঠ সেইরূপ বলিলে, কামধেনু বহুতর ভীষণমূর্ত্তি মামুষ্য সৃষ্টি করিল ; তখনই তাহার সৰ্ব্ব দিকে যাইয়া, বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণকে মর্দন করিতে থাকিল ॥৫৭॥

ক্রমে গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র আপন সৈন্যগণের পলায়ন বৃত্তান্ত শুনিয়া, তপস্তাকেই সর্বোৎকৃষ্ট মনে করিয়া, তপস্তা করিবারই ইচ্ছা করিলেন ॥৫৮॥

রাজা । পরে বিশ্বামিত্র সেই প্রধানতীর্থে থাকিয়া, ব্রত ও উপবাসপ্রভৃতি নিয়মদ্বারা দেহকে ক্লষ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন ॥৫৯॥

বিশ্বামিত্র কোন দিন জল, কোন দিন বায়ু এবং কোন দিন বৃক্ষের পর্ণমাত্র আহার করিয়া থাকিতেন, স্থণ্ডিলে শয়ন করিতেন ; আর তপস্তার অন্ত্যস্ত যে সকল নিয়ম আছে, তাহাও পালন করিতেন ॥৬০॥

দেবতার। বহু বার বিশ্বামিত্রের ব্রতবিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু কখনই তাহার বুদ্ধি ব্রতনিয়ম হইতে বিচ্যুত হয় নাই ॥৬১॥

তাহার পর বিশ্বামিত্র পরমযত্নসহকারে নানাবিধ তপস্তা করিয়া, তেজে নূর্য্যের তুল্য হইয়া পড়িলেন ॥৬২॥

তপসা তু তথা যুক্তং বিশ্বামিত্ৰং পিতামহঃ ।

অমন্তত মহাতেজা বরদোহদর্শয়ন্তদা ॥৬৩॥

স তু বস্ত্রে বরং রাজন্ ! শ্যামহং ব্রাহ্মণস্থিতি ।

তথ্যেতি চাত্ৰবীৰ্হুক্ষা সৰ্বলোকপিতামহঃ ॥৬৪॥

স লব্ধ্বা তপসোগ্ৰেণ ব্রাহ্মণস্বং মহাযশাঃ ।

বিচচাৰ মহীং কৃৎস্নাং কৃতকামঃ সুরোপমঃ ॥৬৫॥

তস্মিংস্তীৰ্থবরে রামঃ প্রদায় বিবিধং বহু ।

পয়স্বিনীস্তথা ধেমুৰ্হানানি শয়নানি চ ॥৬৬॥

অথ বস্ত্ৰাণ্যলঙ্কারং ভক্ষ্যং পেয়ঞ্চ শোভনম্ ।

অদদান্মুদিতো রাজন্ ! পূজয়িত্বা দ্বিজোত্তমান্ ॥৬৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তপসেতি । পিতামহো ব্রহ্মা । অদর্শয়দাত্তানমিতি শেষঃ ॥৬৩॥

স ইতি । সৰ্বেষামেব লোকানাং পিতামহঃ পিতুরপি জনকস্বাং ॥৬৪॥

স ইতি । উগ্ৰেণ ভীষণেন । কৃতকামঃ সম্পাদিতসর্বাভীষ্টঃ ॥৬৫॥

তস্মিন্নিতি । বহু ধনম্ । পয়স্বিনীহৃৎকবতীঃ । যানানি রথাদীনি । শয়নানি শয্যাঃ ।
মুদিত আনন্দিতচিত্তঃ ॥৬৬—৬৭॥

তখন মহাতেজা ও বরদাতা ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে প্রকৃত তপস্বী বলিয়া মনে
করিলেন এবং তাঁহার নিকট আসিয়া আত্মদর্শন করাইলেন ॥৬৩॥

রাজা ! তখন বিশ্বামিত্র বর চাহিলেন—‘আমি যেন ব্রাহ্মণ হই’ এবং
সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন—‘তাহাই হও’ ॥৬৪॥

মহাযশা বিশ্বামিত্র নিজের ভয়ঙ্কর তপস্যার প্রভাবে সেই বর লাভ করিয়া
এবং কৃতকার্য ও দেবতার তুল্য হইয়া, সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণ করিতে
লাগিলেন ॥৬৫॥

রাজা ! তদনন্তর বলরাম সেই শ্রেষ্ঠতীৰ্থে ব্রাহ্মণগণের সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক
আনন্দিতচিত্তে তাঁহাদিগকে নানাবিধ ধন, হৃৎকবতী ধেমু, যান ও শয্যা দান করিয়া,
বস্ত্র, অলঙ্কার এবং উত্তম খাদ্য ও পেয় দান করিলেন ॥৬৬—৬৭॥

(৬৩)·· বরদো বরমন্ত তৎ—পি বজ বর্জ । (৬৬)·· দ্বা চ বিবিধং বহু··পি । (৬৭)
·অদদান্মুদিতো রাজন্ ।··পি ।

যযৌ রাজন্ ! ততো রামো বকস্তাশ্রমমস্তিকাং ।

যত্র তেপে তপস্তীত্রং দালভ্যো বক ইতি শ্রুতং ॥৬৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি

গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানেন

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—:~:—

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

-:~:~:-

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ব্রহ্মঘোষৈরবাকীর্ণং জগাম যদ্বনন্দনঃ ।

যত্র দালভ্যো বকো রাজন্ ! আশ্রমস্থো মহাতপাঃ ॥১॥

জুহাব ধৃতরাষ্ট্রেণ রাষ্ট্রে বৈচিত্রবীৰ্য্যিণঃ ।

তপসা ঘোররূপেণ কৰ্ষয়ন্ দেহমাত্মনঃ ।

ক্রোধেন মহতাবিষ্টো ধৰ্ম্মাত্মা বৈ প্রতাপবান্ ॥২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

যযাবিতি । বকস্ত তদাখ্যস্ত যুনেঃ । দালভ্যো দলভপুত্রঃ ॥৬৮॥

ইতি মহামহোপাখ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-

টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্বণি গদাযুদ্ধে সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:~:-

ব্রহ্মেতি । ব্রহ্মঘোষৈর্বেদধ্বনিভিঃ, অবাকীর্ণং ব্যাপ্তম্ আশ্রমমিতি শেবঃ । রাষ্ট্রে

ভারতভাবদীপঃ

ব্রহ্মেতি । ব্রহ্মঘোনেব্রাহ্মণ্যোৎপাদকাস্তীৰ্ণদবাকীর্ণং নাম দালভ্যসেবিতং তীর্থং জগাম ॥১॥ তত্ৰাবাকীর্ণমাহ—জুহাবেত্যাদিনা । অবাকীৰ্ণস্তে নীচৈরবপাত্যন্তে শত্রুবোহগ্নিনিহিত্যবাকীর্ণমিত্যর্থঃ । বৈচিত্রবীৰ্য্যিণঃ বিচিত্রবীৰ্য্য এব বৈচিত্রবীৰ্য্যঃ স পিতৃঘোনাত্যস্ত তত্ৰৈ-

রাজা । তাহার পর বলরাম নিকটবর্তী বকযুনির আশ্রমে গমন করিলেন ।
যেখানে দলভ্যযুনির পুত্র বক ভয়ঙ্কর তপস্থা করিয়াছিলেন ॥৬৮॥

—:~:~:-

* ‘...চম্বারিংশমোহধ্যায়ঃ...’ পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, ‘...একচম্বারিংশোহধ্যায়ঃ...’ নি ।

(১) ব্রহ্মঘোনিভিরাকীর্ণং...পঞ্চর্থং হুমহাতপাঃ—নি ।

পুৱা হি নৈমিষীয়াণাং সত্ৰে দ্বাদশবাৰ্ষিকে ।

বৃন্তে বিশ্বজিতোহস্তে বৈ পাঞ্চালান্বযয়োহগমন্ ॥৩॥

তত্ৰেখরমযাচস্ত দক্ষিণাৰ্ধং মনীষিণঃ ।

বলাস্থিতান্ বৎসতরান্নিৰ্ব্যাধীনেকবিংশতিম্ ॥৪॥

তানব্রবীষকো দালভ্যো বিভজ্জধ্বং পশুনिति ।

পশুনেতানহং ত্যক্তু। ভিক্ষিয়ে রাজসত্তমম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

রাজ্যং নাশয়িতুমিতি তাৎপৰ্য্যম্ । বিচিত্রবীৰ্য্য এব বৈচিত্রবীৰ্য্যঃ প্রজ্ঞাদিত্বাৎ স্বার্থে অণ্, জনকতয়া সোহস্তাস্তীতি বিচিত্রবীৰ্য্য তত্ত্ব বিচিত্রবীৰ্য্যপুত্রেণৈত্যর্থঃ । বট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১—২॥

ক্ৰোধং প্রতি কারণমাহ শ্লোকভাভেন পুরেতি । সত্ৰে যজ্ঞে । বৃন্তে সমাপ্তে, বিশ্বজিতস্তদাখ্যস্ত যজ্ঞস্ত ॥৩॥

তত্ৰেতি । ঈষরং পাঞ্চালরাজম্ । মনীষিণো জ্ঞানিন ঋষয়ঃ ॥৪॥

তানিতি । পশূন্ লব্ধান্ বৎসতরান্ । রাজসত্তমম্ ॥৫॥

ভারতভাবদীপঃ

বেত্যর্থঃ ॥২॥ প্রতাপবান্ রাষ্ট্রং জুহাবেতি সধকঃ । সত্ৰে বৃন্তে নিবৃন্তে সতীত্বাস্তরেন সধকঃ । পাঞ্চালান্ বিশ্বজিতো যজ্ঞস্তাস্তে অগমন্ পাঞ্চালরাজানং যয়ুরিত্যর্থঃ, ঈষরং পাঞ্চালরাজম্ ॥৩—৪॥ এতান্ পাঞ্চালরাজদন্তান্ ঋষং তত্র ভাগং ন গৃহীতবানিত্যর্থঃ

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা ! ক্রমে বলরাম বেদধ্বনিতে পরিপূর্ণ বকমুনির আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ; মহাতপা, ধৰ্ম্মাত্মা ও প্রতাপশালী দলভপুত্র বকমুনি যে আশ্রমে থাকিয়া, মহাক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীষণ তপস্তায় দেহ কুশ করতঃ বিচিত্রবীৰ্য্যের পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্ত হোম করিয়া ছিলেন ॥১—২॥

পূৰ্ব্বকালে নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণের দ্বাদশবর্ষব্যাপী যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে এবং বিশ্বজিৎ যজ্ঞের পরে বহু ঋষি দক্ষিণাভ্রব্য সংগ্রহ করিবার জন্ত পাঞ্চালদেশে গমন করিলেন ॥৩॥

সে দেশে যাইয়া সেই ঋষিরা দক্ষিণার জন্ত পাঞ্চালরাজের নিকটে একশটী সবল ও নীরোগ গোবৎস প্রার্থনা করিলেন ॥৪॥

সেই পশুগুলি প্রাপ্ত হইলে, দলভপুত্র বকমুনি অস্ত্র মুনিগণকে বলিলেন— ‘আপনারা এই পশুগুলিকে ভাগ করিয়া গ্রহণ করুন ; আমি এ পশুগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া, অস্ত্র শ্রেষ্ঠ রাজার নিকট অপর পশু ভিক্ষা করিব’ ॥৫॥

এবমুক্তা ততো রাজন্ ! ঋষীন্ সৰ্বান্ প্রতাপবান্ ।
 জগাম ধৃতরাষ্ট্রশ্চ ভবনং ব্রাহ্মণোত্তমঃ ॥৬॥
 স সমীপগতো ভূহা ধৃতরাষ্ট্রং জনেশ্বরম্ ।
 অযাচত পশূন্ দালভ্যঃ স চৈনং রুষিতোহব্রবীৎ ॥৭॥
 যদৃচ্ছয়া যতান্ দৃষ্ট্৷ গান্ধদা নৃপসত্তমঃ ।
 এতান্ পশূন্ নয় ক্ষিপ্রং ব্রহ্মবক্কো ! যদীচ্ছসি ॥৮॥
 ঋষিস্তথ বচঃ শ্রুত্বা চিন্তয়ামাস ধৰ্ম্মবিৎ ।
 অহো বত ! নৃশংসং বৈ বাক্যমুক্তঞ্চ সংসদি ॥৯॥
 চিন্তয়িত্বা মুহূৰ্ত্তস্ত রোষাবিক্টো দ্বিজোত্তমঃ ।
 মতিঞ্চক্রে বিনাশায় ধৃতরাষ্ট্রশ্চ ভূপতেঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । জগাম পশুভিক্ষার্থম্ । ব্রাহ্মণোত্তমো বকঃ ॥৬॥
 স ইতি । দালভ্যো দলভপুত্রো বকঃ । রুষিতঃ ক্রুদ্ধঃ ॥৭॥
 যদৃচ্ছয়েতি । যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া, দৃষ্ট্৷ জ্ঞাত্বা জন্মাক্ষযাৎ । হে ব্রহ্মবক্কো ! নিকট-
 ব্রাহ্মণ ! ॥৮॥
 ঋষিরিতি । নৃশংসমতিনিষ্ঠরম্ । উক্তং ধৃতরাষ্ট্রেণ ॥৯॥
 চিন্তেতি । মুহূৰ্ত্তং কিয়ৎকালম্ । দ্বিজোত্তমো বকমুনিঃ ॥১০॥

রাজা ! প্রতাপশালী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বক সমস্ত ঋষিকে এইরূপ বলিয়া, রাজা
 ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে গমন করিলেন ॥৬॥

বকমুনি নিকটে যাইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পশু প্রার্থনা করিলেন ; তখন
 ধৃতরাষ্ট্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন ॥৭॥

রাজশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র তখন ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে কতকগুলি গরু মরিয়াছে জানিয়া
 বলিলেন—‘ব্রাহ্মণাধম ! তুমি যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই গরুগুলি সম্বর
 গ্রহণ কর’ ॥৮॥

তাহার পর ধৰ্ম্মজ্ঞ বকমুনি ধৃতরাষ্ট্রের সেই কথা শুনিয়া চিন্তা করিলেন—
 ‘হায় ! রাজাটা সভার মধ্যে আমাকে অতি নিষ্ঠুর বাক্য বলিল’ ॥৯॥

সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বকমুনি কিছুকাল চিন্তা করিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের
 বিনাশের জন্ত বুদ্ধি স্থির করিলেন ॥১০॥

(৬) যদৃচ্ছয়া যত্না দৃষ্ট্৷...নি । (৯) ঋষিস্তথ বকঃ ক্রুদ্ধঃ...নি, বাক্যমুক্তোহব্রি...
 বজ বর্জ নি । (১০) চিন্তয়িত্বা মুহূৰ্ত্তেন...নি ।

স তুংকৃত্য মৃতানাং বৈ মাংসানি মুনিসত্তমঃ ।
 জুহাব ধৃতরাষ্ট্রশ্চ রাষ্ট্রং নরপতেঃ পুরা ।
 অবকীর্ণে সরস্বত্যান্তীর্থে প্রজ্জ্বালা পাবকম্ ॥১১॥
 বকো দালভ্যো মহারাজ ! নিয়মং পরমাস্থিতঃ ।
 স তৈরেব জুহাবাশ্চ রাষ্ট্রং মাংসৈর্মহাতপাঃ ॥১২॥
 তস্মিন্ধ্বংস্ত বিধিবৎ সত্রে সংপ্রবৃত্তে হৃদারুণে ।
 অক্ষীয়ত ততো রাষ্ট্রং ধৃতরাষ্ট্রশ্চ পার্ধিব ! ॥১৩॥
 ততঃ প্রক্ষীয়মাণং তদ্রাষ্ট্রং তস্মৈ মহীপতেঃ ।
 ছিद्यমানং যথানন্তং বনং পরশুনা বিভো ! ।
 বভূবাপদগতং তচ্চ ব্যাপকীর্ণমচেতনম্ ॥১৪॥
 দৃষ্ট্বা তথাবকীর্ণস্ত রাষ্ট্রং স মনুজাধিপঃ ।
 বভূব দুৰ্ম্মনা রাজন্ ! চিন্তয়ামাস চ প্রভুঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । উৎকৃত্য ছিদ্ধা, মৃতানাং পশুনাং । রাষ্ট্রং বিনাশয়িতুমিতি শেষঃ ।
 বট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥

বক ইতি । নিয়মমূপবাগাদিত্রতম্ । রাষ্ট্রং ধৃতরাষ্ট্ররাজ্যং নাশয়িতুম্ ॥১২॥

তস্মিন্নিতি । সত্রে যজ্ঞে, হৃদারুণে ক্রয়োদেস্তববাদিতি ভাবঃ ॥১৩॥

তত ইতি । ব্যাপকীর্ণমুৎপাতব্যাপ্তম্ । বট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৪॥

ক্রমে মুনিশ্রেষ্ঠ বক আশ্রমে যাইয়া বনাকীর্ণ সরস্বতীনদীর তীরে অগ্নি
 প্রজ্জ্বলিত করিয়া, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য বিনাশের জন্ত মৃত পশুর মাংস ছেদন-
 পূর্বক তাহাদ্বারা হোম করিতে লাগিলেন ॥১১॥

মহারাজ ! দল্ভপুত্র, মহাতপা বকমুনি কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিয়া,
 ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য বিনাশের জন্ত সেই মৃত পশুর মাংসদ্বারাই বহুদিন যাবৎ হোম
 করিলেন ॥১২॥

রাজা ! তাহার পর অতিদারুণ সেই যজ্ঞ যথাবিধানে চলিতে লাগিলে,
 ক্রমশঃ ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য ক্ষয় পাইতে লাগিল ॥১৩॥

রাজা ! ক্রমে পরশুদ্বারা ছিद्यমান অসীম বন যেমন বিপদাপন্ন হয়, সেইরূপ
 ধৃতরাষ্ট্রের বিশাল রাজ্য উৎপাতগ্রস্ত ও অচেতনের স্থায় হইয়া বিপদাপন্ন হইতে
 থাকিল ॥১৪॥

(১২) স তৈরেব জুহাবামৌ...নি । (১৪) বভূবাপদগতং তস্মৈ...পি । (১৫) দৃষ্ট্বা
 তথাবসংকীর্ণং...পি ।

মোক্ষার্থমকরোদ্যত্বং ব্রাহ্মণৈঃ সহিতঃ পুরা ।

ন চ শ্রেয়োহধ্যগচ্ছৎ স ক্ষীয়তে রাষ্ট্রমেব চ ॥১৬॥

যদা স পার্থিবঃ থিম্মন্তে চ বিপ্রাস্তদানবং ।।

যদা চাপি ন শক্নোতি রাষ্ট্রং মোক্ষয়িতুং নৃপঃ ॥১৭॥

অথ বৈ প্রান্নিকাংস্তত্র পপ্রচ্ছ জনমেজয় ! ।

ততো বৈ প্রান্নিকাঃ প্রাহুঃ পশুবিপ্রকৃতস্ত্বয়া ॥১৮॥

মাংসৈরভিজুহোতীতি তব রাষ্ট্রং মূনির্বকঃ ।

তেন তে হুয়মানস্ত রাষ্ট্রস্থাস্ত ক্ষয়ো মহান্ ॥১৯॥ (বিশেষকম্)

তস্মৈতত্তপসঃ কৰ্ম্ম যেন তে হনয়ো মহান্ ।

অপাং কুঞ্জে সরস্বত্যাস্তং প্রসাদয় পার্থিব ! ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

দৃষ্টেতি । অবকীর্ণং বিপদাপন্নম্, রাষ্ট্রং নিজরাজ্যম্ ॥১৫॥

মোক্ষেতি । মোক্ষার্থং তদ্বিপদো মুক্ত্যর্থম্ । শ্রেয়ো মঙ্গলম্, অধ্যগচ্ছৎ প্রাপ্নোৎ ॥১৬॥

যদেতি । বিপ্রাশ্চ থিন্নাঃ । প্রান্নিকান্ দৈবজ্ঞান্ । পশুবিপ্রকৃতঃ গোপ্রার্থনাবিষয়ে প্রতারিতঃ । রাষ্ট্রং বিনাশয়িতুমিতি শেষঃ ॥১৭—১৯॥

তত্তেতি । কৰ্ম্ম ফলম্, অনয়ো বকং প্রত্যাত্যাচারঃ । অপাং কুঞ্জে জলসন্নিহিত-লতাস্তাবৃতস্থানে ॥২০॥

রাজা ! প্রভাবশালী ধৃতরাষ্ট্র নিজের রাজ্য সেইভাবে ক্ষয় পাইতেছে দেখিয়া, দুঃখিত হইলেন এবং চিন্তা করিলেন ॥১৫॥

তাহার পর রাজা ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া, সেই বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্ত চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু কোন সুবিধা পাইলেন না ; রাজ্য ক্ষয় পাইতেই লাগিল ॥১৬॥

নিম্পাপ জনমেজয় ! সেই রাজা ও ব্রাহ্মণেরা যখন বিষন্ন হইলেন এবং যখন বিপদ হইতে রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না ; তখন রাজা দৈবজ্ঞগণের নিকট রাজ্য ক্ষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । পরে দৈবজ্ঞেরা বলিলেন—‘রাজা ! বকমুনি আপনার নিকট পশু প্রার্থনা করিলে, আপনি নিন্দাসহকারে তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছিলেন ; তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, আপনার রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্ত মাংসদ্বারা হোম করিতেছেন । তাহাতেই আপনার রাজ্যের গুরুতর ক্ষয় হইতেছে ॥১৭—১৯॥

(১৭)....ক্ষিম্মন্তে—পি বজ বর্ধ বা । (১৮) অথ বিপ্রাদিকাংস্তত্র...নি । (২০)....যেন তেহন্ত লয়ো মহান্...নি ।

সরস্বতীং ততো গত্বা স রাজা বকমব্রবীৎ ।
 নিপত্য শিরসা ভূমৌ প্রাঞ্জলির্ভরতর্ষভ ! ।
 প্রসাদয়ে ত্বাং ভগবন্ ! অপরাধং ক্ষমস্ব মে ॥২১॥
 মম দীনস্য লুপ্তস্য মোখ্যেণ হতচেতসঃ ।
 ত্বং গতিল্পুং মে নাথঃ প্রসাদং কর্তুর্মহিসি ॥২২॥
 তং তথা বিলপন্তস্ত শোকোপহতচেতসম্ ।
 দৃষ্ট্বা তস্য কৃপা জজ্ঞে রাষ্ট্রং তচ্চ ব্যমোচয়ৎ ॥২৩॥
 ঋষিঃ প্রসন্নস্তস্মাভূৎ সংরন্তঞ্চ বিহায় সঃ ।
 মোক্ষার্থং তস্য রাষ্ট্রস্য জুহাব পুনরাহুতিম্ ॥২৪॥
 মোক্ষয়িত্বা ততো রাষ্ট্রং প্রতিগৃহ্য পশূন বহুন্ ।
 হৃষ্টাত্মা নৈমিষারণ্যং জগাম পুনরেব চ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

সরস্বতীমিতি । অপরাধং ভবৎপশুপ্রার্থনাকালে নিন্দাপ্রতারণাকৃতম্ । ঘটপাদঃ ॥২১॥
 মমেতি । দীনস্ত কাতরস্ত, লুপ্তস্ত পশুশ্চ । নাথো রক্ষকঃ ॥২২॥
 তমিতি । তস্য বকমুনেঃ । ব্যমোচয়ৎ ক্ষয়ৎ ॥২৩॥
 ঋষিরিতি । সংরন্তং ক্রোধম্ । মোক্ষার্থং বিপদো মুক্ত্যর্থম্ ॥২৪॥
 মোক্ষেতি । প্রতিগৃহ্য রাজ্যো ধৃতরাষ্ট্রাৎ । হৃষ্টাত্মা বকঃ ॥২৫॥

রাজা ! যেহেতু আপনি গুরুতর অত্যাচার করিয়াছেন, সেই হেতুই বকমুনির
 তপস্যার ফলস্বরূপ এই রাজ্য ক্ষয় হইতেছে । রাজা ! সেই বকমুনি সম্প্রতি
 সরস্বতীনদীর জলের নিকটে একটা কুঞ্জে অবস্থান করিতেছেন ; আপনি যাইয়া
 তাঁহাকে প্রসন্ন করুন' ॥২০॥

ভারতশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর ধৃতরাষ্ট্র সরস্বতীনদীর তীরে যাইয়া, ভূতলে মস্তক
 অবনত করিয়া, কৃতাজলি হইয়া, বকমুনিকে বলিলেন—‘ভগবন্ ! আমি আপনাকে
 প্রসন্ন করিতেছি, আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন ॥২১॥

মহর্ষি ! আমি দীন, লুপ্তস্বভাব, মুখ ও কর্তব্যজ্ঞানহীন ; সুতরাং আপনি
 আমার গতি এবং আপনিই আমার রক্ষক । অতএব আপনি আমার প্রতি
 অনুগ্রহ করুন' ॥২২॥

রাজা ধৃতরাষ্ট্র শোকাবলচিত্তে সেইরূপ বিলাপ করিতেছেন দেখিয়া, বকমুনির
 দয়া জন্মিল এবং তিনি ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যকে বিপদ হইতে মুক্ত করিলেন ॥২৩॥

বকমুনি ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া, ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং বিপদ
 হইতে তাঁহার রাজ্যের মুক্তির জন্য পুনরায় আহুতি দিতে লাগিলেন ॥২৪॥

ধৃতরাষ্ট্রোহপি ধৰ্ম্মাত্মা স্তুতচেতা মহামনাঃ ।
 স্তমেব নগরং রাজা প্রতিপেদে মহর্দ্ধিমং ॥২৬॥
 তত্র তীর্থে মহারাজ ! বৃহস্পতিরুদারধীঃ ।
 অশ্বরাণামভাবায় ভবায় চ দিবৌকসাম্ ॥২৭॥
 মাংসৈরভিজুহাবেষ্টিমক্ষীয়ন্ত ততোহস্রাঃ ।
 দৈবতৈরপি সংভগ্না জিতকাশিভিরাহবে ॥২৮॥ (যুগ্মকম্)
 তত্রাপি বিধিবদ্ভা ব্রাহ্মণেভ্যো মহাযশাঃ ।
 বাজিনঃ কুঞ্জরাংশ্চৈব রথাংশ্চাশ্বতরীযুতান্ ॥২৯॥
 রত্নানি চ মহার্হাণি ধনং ধান্যঞ্চ পুঙ্কলম্ ।
 যযৌ তীর্থং মহাবাহুর্হাযাতং পৃথিবীপতে ! ॥৩০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ধৃততি । প্রতিপেদে অগাম । মহর্দ্ধিমং মহাসমৃদ্ধিসম্পদম্ ॥২৬॥
 তত্রৈতি । উদারধীম্ হাবুন্ধিঃ । অভাবায় ধ্বংসায়, ভবায় মঙ্গলায় । অভিজুহাব
 হোমেন সম্পাদয়ামাস । ইষ্টিং যাগম্ । সংভগ্নাঃ পরাজিতাঃ । জিতকাশিভির্বিজয়-
 শোভিভিঃ ॥২৭—২৮॥
 তত্রৈতি । মহাযশা রামঃ । পুঙ্কলং প্রচুরম্ । যাযাতং যযাতিনাশিষ্টিতপূর্বম্ ॥২৯—৩০॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৫—৭॥ বদুচ্ছয়েতি গাঃ বলীবর্দান্ ধেনুশ্চ ॥৮—২৬॥ তত্র তীর্থে ইতি শক্রনাশকামৈ-
 স্তত্র হোমঅপাদিকং কৰ্ত্তব্যমিত্যাখ্যানতাৎপর্যম্ ॥২৭—৩৭॥
 ইতি শল্যপর্কণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥৩৮॥

ক্রমে বকমুনি ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যকে মুক্ত করিয়া এবং তাঁহার নিকট হইতে
 বহুতর পশু প্রতিগ্রহ করিয়া, হৃষ্টচিত্তে পুনরায় নৈমিষারণ্যে গমন করিলেন ॥২৫॥

ওদিকে মহামনা এবং ধৰ্ম্মাত্মা রাজা ধৃতরাষ্ট্রও স্তুতচিত্ত হইয়া, মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন
 আপন রাজধানীতে গমন করিলেন ॥২৬॥

মহারাজ ! মহাবুদ্ধি বৃহস্পতি সেই তীর্থে থাকিয়া, অশ্বরগণের ধ্বংস ও
 দেবগণের মঙ্গলের জন্ত মাংসদ্বারা একটা যজ্ঞের হোম করিয়াছিলেন ; তাহাতে
 অশ্বরগণ ক্ষয় পাইয়াছিল এবং বিজয়শোভী দেবতারাও অশ্বরগণকে যুদ্ধে জয়
 করিয়াছিলেন ॥২৭—২৮॥

রাজা ! মহাযশা ও মহাবাহু বলরাম সেই তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে যথাবিধানে
 (২৬) ...স্বহানেহপি মহামনাঃ পি, ...স্তুতচিত্তং মহামনাঃ ...নি ।

যত্র যজ্ঞে যযাতেস্তু মহারাজ ! সরস্বতী ।
 সর্পিঃ পয়শ্চ স্ত্রীষাং নাহবশ্য মহাম্মনঃ ॥৩১॥
 তত্রৈক্যং পুরুষব্যাক্তো যযাতিঃ পৃথিবীপতিঃ ।
 আক্রামদুর্জং মুদিতো লেভে লোকাংশ্চ পুঙ্কলান্ ॥৩২॥
 পুনস্তত্র চ রাজস্তু যযাতেৰ্যজতঃ প্রভো ! ।
 ঔদার্যং পরমং দৃষ্ট্বা ভক্তিক্ষান্ননি শাশ্বতীম্ ।
 দদৌ কামান্ ব্রাহ্মণেভ্যো যান্ যান্ যো মনসেচ্ছতি ॥৩৩॥
 যো যত্র স্থিত এবাহ আহুতো যজ্ঞসংস্তরে ।
 তস্য তস্য সরিচ্ছ্রুতা গৃহাদিশয়নাদিকম্ ।
 যড়্ৰসং ভোজনকৈব দানং নানাবিধং তথা ॥৩৪॥
 তে মন্যমানা রাজস্তু সম্প্রদানমনুতমম্ ।
 রাজানং তুর্কবুঃ প্রীতা দদুশ্চৈবালীষঃ শুভাঃ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

যত্রৈতি । সর্পিষ্মতম, পয়ো দুগ্ধম্ । স্ত্রীষাং প্রবাহয়ামাস ॥৩১॥
 তত্রৈতি । ইষ্টা যোগং কৃৎবা । আক্রামং অগচ্ছৎ । পুঙ্কলান্ উত্তমান্ ॥৩২॥
 পুনরিতি । ঔদার্যং দাতৃত্বম্ । শাশ্বতীং নিত্যাম্ । যট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩৩॥
 য ইতি । যজ্ঞসংস্তরে বিস্থিতে যজ্ঞে । তথা দদাবিত্যর্থঃ । অয়মপি যট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৪॥

হস্তী, অশ্ব, অশ্বযুক্ত রথ, মহামূল্য রত্ন এবং প্রচুর ধন ও ধাতু দান করিয়া, যযাতি-
 তীর্থে গমন করিলেন ॥২৯—৩০॥

মহারাজ ! যে তীর্থে নহ্মনন্দন যযাতির যজ্ঞে সরস্বতী স্রুত ও ছন্ধের স্রোত
 প্রবাহিত করিয়াছিল ॥৩১॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা যযাতি সেই স্থানে যজ্ঞ করিয়া, আনন্দিতচিত্তে উর্দ্ধদিকে
 উঠিয়াছিলেন এবং উত্তম স্বর্গে সকল লাভ করিয়াছিলেন ॥৩২॥

রাজা ! সেই স্থানে যজ্ঞকারী রাজা যযাতির বিপুল দানশক্তি এবং নিজেদের
 প্রতি চিরস্থায়িনী ভক্তি দেখিয়া, যে যে ব্রাহ্মণ যে যে বস্তু লাভ করিবার
 ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; যযাতিরাজা সেই সেই ব্রাহ্মণকে সেই সেই বস্তুই
 দিয়াছিলেন ॥৩৩॥

সেই বিরাট যজ্ঞে যে যে লোক আহূত হইয়া আসিয়া যেখানে যেখানে
 অবস্থান করিতেছিল ; সরস্বতীনদী সেইখানে সেইখানে নিয়া তাহাদের সকলকেই
 গৃহ ও শয্যাপ্রভৃতি এবং সুস্বাদু খাদ্য ও নানাবিধ দ্রব্য দান করিয়াছিল ॥৩৪॥

(৩৩)·· ঔদার্যং পরমং কৃৎবা·· পি নি ।

তত্র দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ শ্রীতা যজ্ঞস্য সম্পদা ।

বিস্মিতা মানুযাশ্চাসন্ দৃষ্ট্বা তাং যজ্ঞসম্পদম্ ॥৩৬॥

ততস্তালকেতুম'হাধর্ম্যকেতুম'হাস্মা কৃতাস্মা মহাদাননিত্যঃ ।

বশিষ্ঠাপবাহং মহাভীমবেগং ধৃতাস্মা জিতাস্মা সমভ্যাজগাম ॥৩৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি

গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানেন

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

— — :*: — —

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । অমৃতমং সর্বশ্রেষ্ঠং ন বিজ্ঞতে উত্তমং যশ্চাস্তদিতি সমাসাৎ ॥৩৫॥

তত্রোতি । শ্রীতা বিস্মিতাশ্চ তাদৃশস্তাদৃষ্টপূর্ব্বাদিতি ভাবঃ ॥৩৬॥

তত ইতি । মহান্ ধর্ম্মঃ কেতুধর্ম্ম ইব যস্ত সঃ, মহাস্মা উদারচিত্তঃ, কৃতাস্মা গুরুপদেশ-
লাভাদিনা শিক্ষিতচিত্তঃ, মহাদানং নিত্যং যস্ত সঃ । ধৃতাস্মা তীর্থভ্রমণে কৃতযত্নঃ, জিতাস্মা
জিতেন্দ্রিয়শ্চ তালস্তালবৃক্ষাকারং চিরং কেতোঁ ধ্বজে যস্ত সঃ, বলরামঃ । মহান্ ভীমশ্চ
বেগো যস্ত তম, বশিষ্ঠো যুনিঃ অপোহতে তরঙ্গবেগেন তীরং নীযতে স্ম অনেনেনি
বশিষ্ঠাপবাহঃ সরস্বত্যা এব তীর্থপ্রদেশবিশেষস্তম্, সমভ্যাজগাম । বশিষ্ঠস্ত তীরপ্রাপণবার্তা
ত্ব বনপর্ব্বণি দ্রষ্টব্য । ভূজঙ্গপ্রয়াতং বৃন্তম্ ॥৩৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত

টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥

সেই সকল লোক যযাতিরাজার দানকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া, সন্তুষ্ট হইয়া,
তাহার প্রশংসা ও শুভাশীর্ব্বাদ করিয়াছিল ॥৩৫॥

তখন দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ যযাতিরাজার যজ্ঞসমৃদ্ধি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন
এবং মনুষ্যেরা সেই যজ্ঞসমৃদ্ধি দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল ॥৩৬॥

তাহার পর বিশাল ধর্ম্মধ্বজ, উদারহৃদয়, শিক্ষিতচিত্ত, সর্ব্বদা মহাদানে ব্যাপৃত,
তীর্থপর্য্যটনে যত্নশীল ও জিতেন্দ্রিয় বলরাম, গুরুতর ও ভীষণ বেগশালী বশিষ্ঠতীথে
গমন করিলেন ॥৩৭॥

— — :*: — —

* একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ...’ পি বল বর্দ্ধ বা সো, ‘...ষিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ...’ নি ।

উনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

—:•••:—

জনমেজয় উবাচ ।

বশিষ্ঠস্তাপবাহোহসৌ ভীমবেগঃ কথং নু সঃ ।

কিমৰ্শঞ্চ সরিচ্ছ্রুতা তম্বুধিঃ প্রত্যবাহয়ৎ ॥১॥

কথমস্ত্যভবদ্বৈরং কারণং কিঞ্চ তৎ প্রভো ! ।

শংস পৃষ্ঠো মহাপ্রাজ্ঞ ! ন হি তৃপ্যামি কথ্যতাম্ ॥২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

বিশ্বামিত্রস্ত চৈবর্ষের্বশিষ্ঠস্ত চ ভারত ! ।

ভৃশং বৈরমভূদ্রোজন ! তপঃস্পর্ধাকৃতং মহৎ ॥৩॥

আশ্রমো বৈ বশিষ্ঠস্ত স্থাগুতীর্থেহভবম্বহান্ ।

পূর্বতঃ পার্শ্বতস্ত্বাসৌদ্বিশ্বামিত্রস্ত ধীমতঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

বশিষ্ঠন্তেতি । অপোহতে অনেনেত্যপবাহঃ, ভীমবেগঃ সরস্বতীস্রোতসঃ । সরিচ্ছ্রুতা সরস্বতী ॥১॥

কথমিতি । বৈরং বিশ্বামিত্রেণ সহ, পূর্বং সামান্ততঃ শ্রবণাৎ প্রমোহয়মূপপত্ততে ॥২॥

বিশেষেতি । তপঃস্পর্ধাকৃতং তপঃপ্রাধান্তস্পর্ধানিবন্ধনম্ ॥৩॥

আশ্রম ইতি । পূর্বতঃ পার্শ্বত ইত্যুভয়ত্রাপি সপ্তমাস্ত্যং তস্ ॥৪॥

জনমেজয় বলিলেন—‘সরস্বতীনদীর সেই ভয়ঙ্কর বেগ কি প্রকারে বশিষ্ঠকে বহন করিয়াছিল ? এবং কি জন্তই বা নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী স্রোতদ্বারা সেই ঋষিকে বহন করাইয়াছিল ? ॥১॥

মহাপ্রাজ্ঞ মহর্ষি ! বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্ঠের কি প্রকার শত্রুতা হইয়াছিল এবং তাহার কারণই বা কি ছিল ? আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি বলুন । আমার তৃপ্তি হইতেছে না ; অতএব বলুন’ ॥২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতনন্দন রাজা ! বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ঋষির পরস্পর তপঃস্পর্ধানিবন্ধন গুরুতর শত্রুতা জন্মিয়াছিল ॥৩॥

(১) বশিষ্ঠাপবাহো ব্রহ্মন ! বৈ...নি । (৩)...পরস্পরবন্ধন...মহৎ...পি ।

যত্র স্থাণুমহারাঙ্গ ! তপ্তবান্ হুমহত্তপঃ ।
 যত্রোশ্ম কৰ্ম তদ্বোহরং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥৫॥
 যত্রৈক্। ভগবান্ স্থাণুঃ পূজয়িত্বা সরস্বতীম্ ।
 স্থাপয়ামাস ততীৰ্ধং স্থাণুতীৰ্ধমিতি প্রভো ! ॥৬॥
 তত্র তীৰ্ধে সুরাঃ স্কন্দমভ্যষিক্ণু নরাদিপ ! ।
 সৈনাপত্যেন মহতা সুরারিবিবিবর্হণম্ ॥৭॥ (বিশেষকম)
 তস্মিন্ সারস্বতে তীৰ্ধে বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ।
 বশিষ্ঠঞ্চানয়ামাস তপসোগ্রাণ তচ্ছৃণু ॥৮॥
 বিশ্বামিত্রবশিষ্ঠৌ তাবহন্তহনি ভারত ! ।
 স্পর্ধাং তপঃকৃতাং তীভ্রাং চক্রতুস্তৌ তপোধনৌ ॥৯॥
 তত্রাপ্যধিকসন্তপ্তৌ বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ।
 দৃষ্ট্। তেজো বশিষ্ঠশ্চ চিন্তামভিজগাম হ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

স্থাণুতীৰ্ধমিতি নাম কথমিত্যাহ যত্রৈতি । স্থাণুঃ শিবঃ । ইষ্ট্। যাগঃ কৃতা ।
 স্থাপয়ামাস প্রবর্তয়ামাস । স্কন্দং কার্ত্তিকেশ্বরম্ । সুরারিবিবিবর্হণম্ সুরহস্তারম্ ॥৫—৭॥
 তস্মিন্মিতি । আনয়ামাস আনিয়ায় ॥৮॥
 বিধেতি । স্পর্ধাং স্বস্বপ্রাধাত্তপ্রবর্তনাগ্রহম্ ॥৯॥
 তত্রৈতি । অধিকসন্তপ্তৌ বশিষ্ঠভেজসা । চিন্তাং বশিষ্ঠধর্কীকরণবিষয়াম্ ॥১০॥

স্থাণুতীৰ্ধে বশিষ্ঠের বিশাল আশ্রম ছিল এবং তাহার পূর্বপার্শ্বে আশ্রম ছিল—জ্ঞানী বিশ্বামিত্রের ॥৪॥

মহারাজ ! মহাদেব যেখানে থাকিয়া গুরুতর তপস্তা করিয়াছিলেন এবং জ্ঞানীরা যেখানে মহাদেবের গুরুতর ভীষণ কার্য্যের উল্লেখ করিয়া থাকেন, আর মহাদেব যেখানে যজ্ঞ ও সরস্বতীনদীর অর্চনা করিয়া, স্থাণুতীৰ্ধনামে একটা বিখ্যাত তীৰ্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন ; নরনাথ ! সেই তীৰ্ধে দেবভারা অসুরহস্তা কার্ত্তিকে নিজেদের প্রধান সেনাপতিরূপে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ॥৫—৭॥

রাজা ! সরস্বতীনদীর সেই তীৰ্ধে মহামুনি বিশ্বামিত্র ভীষণ তপস্তার প্রভাবে বশিষ্ঠকে আনয়ন করিয়াছিলেন ॥৮॥

ভরতনন্দন ! তপোধন বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র প্রত্যহই আপন আপন তপস্তা-বিষয়ে তীব্র স্পর্ধা করিতেন ॥৯॥

তন্ত বুদ্ধিরিৎ হানীত্বধ্বনিত্যন্ত ভারত ।।
 ইয়ং সরস্বতী তুৰ্ণং নংসবীপং ত্ৰুপোধনম্ ॥১১॥
 আনয়িত্বতি বেগেন বশিষ্ঠং তপতাং বরম্ ।
 ইহাগতং দ্বিজশ্ৰেষ্ঠং হনিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥১২॥ (মুগ্ধকম)
 এবং নিশ্চিত্য তপবান্ বিশ্বামিত্ৰো মহামুনিঃ ।
 সন্মার সরিতাং শ্ৰেষ্ঠাং ক্ৰোধসংরক্তলোচনঃ ॥১৩॥
 সা ধাতা মূনিনা তেন ব্যাকুলত্বং জগাম হ ।
 গত্বা চৈনং মহাবীৰ্য্যং মহাকোপক ভাবিনী ॥১৪॥
 তত এনং বেপমানা বিবৰ্ণা প্রাঞ্জলিস্তম্বা ।
 উপতস্থে মূনিবরং বিশ্বামিত্ৰং সরস্বতী ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তত্তেতি । ধ্বনিত্যত্তেতি সোমুৰ্ঠনোক্তিত্বম্বহত্যাচিন্তনাং । আনয়িত্বতি নং-
 প্রভাবাদেবানয়তি । দ্বিজশ্ৰেষ্ঠং বশিষ্ঠম্ ॥১১—১২॥
 এবমিতি । সরিতাং শ্ৰেষ্ঠাং সরস্বতীম্ ॥১৩॥
 সেতি । ভাবিনী তদাদেশসম্পাদনাভিপ্রায়বতী হিতেতি শেষঃ ॥১৪॥
 তত ইতি । বেপমানা তয়েন কম্পমানা । উপতস্থে উপগতা ॥১৫॥

ক্রমে মহামুনি বিশ্বামিত্ৰ বশিষ্ঠের ভেজ দেখিয়া এবং তাহাতে গুরুতর সন্তপ্ত
 হইয়া, চিন্তাবিষ্ট হইলেন ॥১০॥

ভরতনন্দন! পরে সৰ্ব্বদা ধৰ্ম্মনিষ্ঠ বিশ্বামিত্ৰের এইরূপ বুদ্ধি হইল যে,
 এই সরস্বতীনদী আপন বেগে লোকশ্ৰেষ্ঠ তপস্বী বশিষ্ঠকে আমার নিকটে আনয়ন
 করিবে । ঐ ব্রাহ্মণশ্ৰেষ্ঠ এখানে আসিলে, আমি উহাকে বধ করিতে পারিব,
 এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥১১—১২॥

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, মহামুনি বিশ্বামিত্ৰ ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া,
 নদীশ্ৰেষ্ঠা সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন ॥১৩॥

বিশ্বামিত্ৰ স্মরণ করিলে, সরস্বতীনদী চঞ্চল হইল এবং মহাবল ও মহাকোপ-
 সম্পন্ন বিশ্বামিত্ৰের নিকটে যাইয়া, তাঁহার অভিশ্রুত বিষয় সম্পাদন করিবার
 ইচ্ছা করিল ॥১৪॥

তাহার পর সরস্বতী কাঁপিতে থাকিয়া কৃতাজলি ও বিবৰ্ণা হইয়া, মূনিশ্ৰেষ্ঠ
 বিশ্বামিত্ৰের নিকট উপস্থিত হইল ॥১৫॥

(১৪)...জজে চৈনং মহাবীৰ্য্যং...বদ নর্ক । (১৫) তত এনং বিবৰ্ণা...বদ নর্ক

হতবীর্য যথা নারী সাভবদুঃখিতা ভূশম্ ।
 ক্রুহি কিং করবাণীতি প্রোবাচ মুনিমতমম্ ॥১৬॥
 তাম্বাচ মুনিঃ ক্রুদ্ধো বশিষ্ঠঃ শীত্ৰমানয় ।
 যাবদেনং নিহন্যাত্য তচ্ছত্ৰা ব্যধিতা নদী ॥১৭॥
 সাজ্জলিস্ত ততঃ কৃষ্ণা পুণ্ডরীকনিভেক্ষণা ।
 প্রাকম্পত ভূশং ভীতা বায়ুনেবাহতা লতা ॥১৮॥
 তথারূপাস্ত তং দৃষ্ট্বা মুনিরাহ মহানদীম্ ।
 অবিচারং বশিষ্ঠস্তুমানয়স্বাস্তিকং মম ॥১৯॥
 সা তস্য বচনং শ্রুত্বা জ্ঞাত্বা পাপং চিকীর্ষিতম্ ।
 বশিষ্ঠস্য প্রভাবঞ্চ জানন্ত্যপ্রতিমং ভূবি ॥২০॥
 সাভিগম্য বশিষ্ঠং তমিমমৰ্ধমচোদয়ৎ ।
 যদুস্তা সরিতাং শ্রেষ্ঠা বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা ॥২১॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

হতেতি । হতো বীরো রক্ষকঃ শুরো যথাঃ সা ॥১৬॥
 ভামিতি । মুনির্বিষামিত্রঃ । ব্যধিতা অভবদिति শেষঃ, নদী সরস্বতী ॥১৭॥
 সেতি । পুণ্ডরীকনিভেক্ষণা শ্বেতপদ্মতুল্যনয়না । হতা তাড়িতা ॥১৮॥
 তথেন্ধি । ন বিস্ততে বিচারঃ কর্তব্যাকর্তব্যচিন্তা বস্তু কৰ্ম্মণি তদ্বৎ তথা ॥১৯॥
 সেতি । চিকীর্ষিতং কৰ্ত্তৃমিষ্টম্ । জানন্তী জানন্তী । অচোদয়ৎ অশ্রাবয়ৎ । সরিতাং
 শ্রেষ্ঠা সরস্বতী ॥২০—২১॥

তৎপরে হতনাথ্য নারীর শ্রায় সরস্বতী অত্যন্ত দুঃখিতা হইল এবং মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে বলিল—‘আমি কি করিব বলুন’ ॥১৬॥

ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র সরস্বতীনদীকে বলিলেন—‘বশিষ্ঠকে সত্বর আনয়ন কর, আমি উহাকে আজ বধ করিব’ । তাহা শুনিয়া সরস্বতী ব্যথিত হইল ॥১৭॥

পরে শ্বেতপদ্মতুল্যনয়না সরস্বতী অত্যন্ত ভীত হইয়া, অঞ্জলি বন্ধন করিয়া, বাহুতাড়িত লতার শ্রায় কাঁপিতে লাগিল ॥১৮॥

সরস্বতীকে সেইরূপ দেখিয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন—‘তুমি নির্বিচারে সেই বশিষ্ঠকে আমার নিকট আনয়ন কর’ ॥১৯॥

বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়া এবং তিনি পাপের কার্য্য করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন ইহা জানিয়া, আবার জগতে বশিষ্ঠেরও প্রভাব অতুলনীয় ইহা স্বরণ করিতে থাকিয়া,

উভয়োঃ শাপয়োৰ্ভীতা বেপমানা পুনঃ পুনঃ ।
 চিন্তয়িত্বা মহাশাপমুখিবিত্রাসিতা ভৃশম্ ॥২২॥
 তাং কৃশাঞ্চ বিবর্ণাঞ্চ দৃষ্ট্বা চিন্তাসমম্বিতাম্ ।
 উবাচ রাজন্ । ধৰ্ম্মাত্মা বশিষ্ঠো দ্বিপদাং বরঃ ॥২৩॥
 পাহাত্মানং সরিচ্ছেঠে ! বহ মাং শীঘ্রগামিনী ।
 বিশ্বামিত্রঃ শপেদ্ধি ত্বাং মা কৃথাস্ত্বং বিচারণাম্ ॥২৪॥
 তস্ম তদ্বচনং শ্রুত্বা কৃপাশীলস্ত স্য সরিৎ ।
 চিন্তয়ামাস কৌরব্য ! কিং কৃশা স্তকৃতং ভবেৎ ॥২৫॥
 তস্তাশ্চিন্তা সমুৎপন্না বশিষ্ঠো ময্যতীব হি ।
 কৃতবান্ হি দয়াং নিত্যং তস্ম কার্য্যং হিতং ময়া ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

উভয়োরিতি । বেপমানা কম্পমানা । ঋষিবিত্রাসিতা অভবদिति শেষঃ ॥২২॥
 তামিতি । কৃশাঞ্চ বিবর্ণাঞ্চ শাপভয়েনেতি ভাবঃ । দ্বিপদাং মনুষ্যাণাম্ ॥২৩॥
 পাহীতি । পাহি রক্ষ । শপেৎ তদাদেশারকণে ॥২৪॥
 তস্তেতি । কৃপাশীলস্ত অনিষ্টাচরণপ্রবৃত্তাত্মাং প্রত্যপি কৃপাপ্রকাশাদिति ভাবঃ ॥২৫॥
 তস্তা ইতি । অতীব হি দয়াং কৃতবান্ ঈদৃগুপদেশাৎ । কার্য্যং কৰ্ত্তব্যম্ ॥২৬॥

সরস্বতীনদী বশিষ্ঠের নিকটে যাইয়া, তাঁহাকে এই বিষয় শুনাইল—জ্ঞানী বিশ্বামিত্র
 যাহা বলিয়াছিলেন ॥২০—২১॥

ক্রমে সরস্বতী ছই জনেরই অভিসম্পাতে ভীত হইয়া, বার বার কাঁপিতে
 থাকিয়া, মহাশাপের প্রভাব স্মরণ করিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইল ॥২২॥

রাজা । ধৰ্ম্মাত্মা ও মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সরস্বতীকে কৃশা, বিবর্ণা ও চিন্তাকুলা
 দেখিয়া বলিলেন—॥২৩॥

‘নদীশ্রেষ্ঠে ! তুমি আত্মরক্ষা কর, আমাকে সত্বর বহন কর, না হইলে,
 বিশ্বামিত্র তোমার প্রতি অভিসম্পাত করিবেন ; সুতরাং এ বিষয়ে তুমি কোন
 বিচার করিও না’ ॥২৪॥

কৌরবনন্দন । বশিষ্ঠের সেই কথা শুনিয়া, সরস্বতী চিন্তা করিল—‘কি করিয়া
 এই দয়াশীল মুনির পক্ষে ভাল কার্য্য করা যাইতে পারে’ ॥২৫॥

তখন সরস্বতীর এইরূপ চিন্তা জন্মিল—‘বশিষ্ঠ আমার প্রতি গুরুতর
 দয়া করিয়াছেন ; অতএব সর্বদাই উহার হিতকার্য্য করা আমার কৰ্ত্তব্য’ ॥২৬॥

অথ কূলে স্বকে রাজন্ ! জপস্তম্বিসত্তমম্ ।
 জুহ্বানং কৌশিকং প্রেক্ষ্য সরস্বত্যভ্যচিস্তয়ৎ ॥২৭॥
 ইদমন্তরমিত্যেব ততঃ সা সরিতাং বরা ।
 কূলাপহারমকরোং স্তেন বেগেন সা সরিৎ ॥২৮॥
 তেন কূলাপহারেণ মৈত্রাবরুণিরৌহত ।
 উহ্মানঃ স তুষ্ঠাব তদা রাজন্ ! সরস্বতীম্ ॥২৯॥
 পিতামহস্য সরসঃ প্রবৃন্তাসি সরস্বতি । ।
 ব্যাণ্ডকেদং জগৎ সৰ্বং তবৈবাস্তোভিরন্তমৈঃ ॥৩০॥
 স্বমেবাকাশগা দেবি । মেঘেষু স্তজসে পয়ঃ ।
 সৰ্বাশ্চাপস্তমেবেতি স্বতো বয়মধীমহি ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি । কূলে ভীয়ে, জুহ্বানং হোমং কুর্কন্তম্ ॥২৭॥
 ইদমিতি । অন্তরমবসরঃ, কূলাপহারং ভঞ্জন তীরাপহরণম্ ॥২৮॥
 তেনেতি । মৈত্রাবরুণির্বশিষ্ঠঃ, ঐহত উহতে স্ব ॥২৯॥
 পিতেতি । পিতামহস্য ব্রহ্মণঃ, সরসো মানসাখ্যাজ্জলাশরাং, প্রবৃন্তা উৎপন্ন ॥৩০॥
 স্বমিতি । উৎসৃজসে দদাসি, পয়ো জলম্ । আপো জলম্, অধীমহি জীবাম ইতি
 শ্রদামঃ ॥৩১॥

রাজা ! তাহার পর ঋষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র নিজের ভীয়ে বসিয়া জপ ও হোম
 করিতেছেন দেখিয়া, সরস্বতী চিন্তা করিল—॥২৭॥

‘ইহাই অবসর’। তদনন্তর সেই নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী আপন বেগে তীর ভাঙ্গিয়া
 অপহরণ করিল ॥২৮॥

রাজা ! সরস্বতীনদী তীর ভগ্ন করিয়া বশিষ্ঠকে বহনপূর্বক লইয়া চলিল,
 তখন বশিষ্ঠ চলিতে থাকিয়া সরস্বতীর স্তব করিতে থাকিলেন ॥২৯॥

‘সরস্বতি ! তুমি ব্রহ্মার মানসসরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়াছ এবং তোমারই
 উৎকৃষ্ট জলে সমগ্র জগৎ ব্যাণ্ড হইয়াছে ॥৩০॥

দেবি । তুমিই আকাশে যাইয়া মেঘে জল দিয়া থাক, তুমিই সমস্ত জল এবং
 তোমা হইতেই আমরা জীবন ধারণ করিয়া থাকি, ইহা মনে করি ॥৩১॥

(২৮) ইদমন্তরমিত্যেব... নি । (৩০) প্রবৃন্তাসি সরস্বতী...বহ বর্ক, ...পিতামহস্য
 শরণং... লি । (৩১)...মেঘেষু স্তজসে পয়ঃ । যথা বয়মধীমহি—নি ।

পুষ্টিহ্য তিস্তথা কীৰ্ত্তিঃ সিদ্ধিবুদ্ধিরুমা তথা ।

স্বমেব বাণী স্বাহা স্বং তবায়তমিদং জগৎ ।

স্বমেব সৰ্ব্বভূতেষু বসনীহ চতুৰ্বিধা ॥৩২॥

এবং সরস্বতী রাজন্ । স্তূয়মানা মহর্ষিণা ।

বেগেনোবাহ তং বিপ্রং বিশ্বামিত্রাশ্রমং প্রতি ।

অবেদয়ত চাতীক্সং বিশ্বামিত্রায় তং মুনিম্ ॥৩৩॥

তমানীতং সরস্বত্যা দৃষ্ট্বা কোপসমম্বিতঃ ।

অথানৈষৎ প্রহরণং বশিষ্ঠাস্তকরং তদা ॥৩৪॥

তন্তু ক্রুদ্ধমভিপ্রেক্ষ্য ব্রহ্মবধ্যাভয়ান্নদী ।

অপোবাহ বশিষ্ঠন্তু প্রাচীং দিশমতস্ত্রিতা ।

উভয়োঃ কুব্জী বাক্যং বক্ষয়িত্বা তু গাধিজম্ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

পুষ্টিরिति । সৰ্ব্বভূতেষু সৰ্ব্বপ্রাণীষু, চতুৰ্বিধা রস-মূত্র-বৰ্ম্ম-অশ্রু-রূপেণ জরা-জাওজ-
শ্বেদ-জোতিষ্ক-প্রাণীষু পরিণতত্বাদिति ভাবঃ । বটংগাদোহং শ্লোকঃ ॥৩২॥

এবমिति । অতীক্সং পুনঃ পুনঃ, তদাদেশপালনদৃষ্টব্রজাপনার্থমिति ভাবঃ । বটপাদঃ ॥৩৩॥

তম্নিতি । অনৈষৎ মার্গিতবান্ বিশ্বামিত্রঃ, প্রহরণমন্ত্রম্ ॥৩৪॥

তম্নিতি । ব্রহ্মবধ্যাভয়াৎ তন্তাং ব্রহ্মহত্যায়ামান্ননোহপি সাহায্যকারিতত্ত্বা মহাপাতক-
ভয়াৎ । অপোবাহ অপনিনায়, অতস্ত্রিতা অনলসা । গাধিজং বিশ্বামিত্রম্ । বটপাদঃ ॥৩৫॥

তুমিই—পুষ্টি, হ্যতি, কীৰ্ত্তি, সিদ্ধি, বুদ্ধি, উমা, বাণী ও স্বাহা এবং এই জগৎ
তোমারই অধীন, আর এই জগতে সৰ্ব্বপ্রাণীতে তুমিই রস, মূত্র, বৰ্ম্ম ও অশ্রু—
এই চারিপ্রকারে বাস করিয়া থাক' ॥৩২॥

রাজা ! মহর্ষি বশিষ্ঠ এইভাবে স্তব করিতে লাগিলে, সরস্বতী আপন বেগে
সেই ব্রাহ্মণকে বিশ্বামিত্রের আশ্রমের নিকটে লইয়া গেল এবং সেই বশিষ্ঠের
কথা বার বার বিশ্বামিত্রকে জানাইল ॥৩৩॥

সরস্বতী বশিষ্ঠকে আনিয়াছে দেখিয়া বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, তখনই বশিষ্ঠ-
বিশাশক কোন অস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥৩৪॥

তখন সরস্বতী বিশ্বামিত্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপের ভয়ে সতর্ক হইয়া,
বশিষ্ঠকে পূর্বদিকে বহন করিয়া লইয়া গেল । ইহাতে সরস্বতীর বশিষ্ঠ ও
বিশ্বামিত্রের আদেশ পালন করা হইল এবং বিশ্বামিত্রকেও বঞ্চনা করা হইল ॥৩৫॥

ততোহপবাহিতং দৃষ্ট্বা বশিষ্ঠম্বিসতমম্ ।
 অত্রবীজ্বথ সংক্ৰুদ্ধো বিশ্বামিত্রো হুমৰ্ষণঃ ॥৩৬॥
 যস্মান্মাং স্বং সরিচ্ছুর্তে । বঞ্চয়িত্বা পুনর্গতা ।
 শোণিতং বহ কল্যাণি । রাক্ষসানাঞ্চ সম্মতম্ ॥৩৭॥
 ততঃ সরস্বতী শপ্তা বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা ।
 অবহচ্ছোণিতোন্মিঞ্জং তোয়ং সংবৎসরং তদা ॥৩৮॥
 অধৰ্ষয়ন্ত দেবাশ্চ গন্ধৰ্ব্বাঙ্গরসন্তথা ।
 সরস্বতীং তথা দৃষ্ট্বা বভূবুর্ভৃশদুঃখিতাঃ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । অপবাহিতং স্রোতসা অপনীতম্ । অমৰ্ষণঃ কোপনঃ ॥৩৬॥
 বন্দাদিতি । শোণিতং কবিরম্, সম্মতমভিপ্রেতম্ ॥৩৭॥
 তত ইতি । সংবৎসরং যাবৎ, তথৈব শাপাবধেরিত্যভিপ্ৰায়ঃ ॥৩৮॥
 অবেতি । তথা তাদৃশীম্, শোণিতোন্মিঞ্জং তোয়ং বহন্তীমিত্যর্থঃ ॥৩৯॥

ভারতভাবদীপঃ

বশিষ্ঠেতি । অপোহতে তীরে প্রাপ্ততেহনেমেত্যপবাহন্তীর্থবিশেষঃ ॥১॥ কথ্যতি
 ক্বয়ি কথরতি সতি ॥২—৩০॥ বয়ম্ ঋষয়ঃ স্তোত্রধীমহি বেদান্, কদাচিদনাবৃষ্ট্যা মৃতেষু ঋষিষু
 সস্ত্রদ্যারোহেদে সতীতি ভাবঃ ॥৩১—৩৬॥ রক্ষোগ্রামণিসম্মতমিত্যত্র হুস্বস্বমার্ষম্ ॥৩৭—৪০॥
 ইতি শল্যপর্কণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে উনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥৩৯॥

তাহার পর ঋষিগণে বশিষ্ঠকে অপনীত দেখিয়া, কোপনস্বভাব বিশ্বামিত্র
 বলিলেন—॥৩৬॥

‘কল্যাণি নদীশ্চৈষ্ঠে । যখন তুমি আমাকে বঞ্চনা করিয়া পুনরায় গমন করিলে,
 তখন তুমি রাক্ষসগণের অভিমত রক্ত বহন কর’ ॥৩৭॥

জ্ঞানী বিশ্বামিত্র সেইরূপ অভিসম্পাত করিলে, সরস্বতী সেই দিন হইতে
 এক বৎসরপর্যন্ত রক্তমিঞ্জিত জল বহন করিয়াছিল ॥৩৮॥

তাহার পর ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধৰ্ব্বগণ অঙ্গরাগণ—সরস্বতীকে সেইরূপ
 দেখিতে থাকিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হইতে লাগিলেন ॥৩৯॥

এবং বশিষ্ঠাপবাহো লোকে খ্যাতো জনাধিপ । ।

আগচ্ছচ্চ পুনর্মার্গং স্বমেব সরিতাং বরা ॥৪০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপৰ্ব্বণি

গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে

উনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

—:•••:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স। শপ্ত। তেন ক্রুদ্ধেন বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা ।

তস্মিংস্তীর্থবরে শুভ্রে শোণিতং সমুপাবহৎ ॥১॥

অথাজগ্মুস্ততো রাজন্ ! রাক্ষসান্তত্র ভারত ! ।

তত্র তে শোণিতং সর্কে পিবন্তঃ স্তব্ধমাসতে ॥২॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । বশিষ্ঠঃ অপোহুতে অপনীয়তে অন্মিরিতি বশিষ্ঠাপবাহঃ ॥৪০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-

টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপৰ্ব্বণি গদাযুদ্ধে উনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:•••:—

সেতি । তস্মিন্ বশিষ্ঠাপবাহাখ্যে, শুভ্রে শুভ্রজলতয়া শুভ্রবর্ণে ॥১॥

অথেতি । স্তব্ধং যথা ত্রাস্তথা, আসতে অবতিষ্ঠন্তে অ ॥২॥

নরনাথ ! এইরূপে সেই তীর্থ জগতে ‘বশিষ্ঠাপবাহ’ নামে বিখ্যাত হইয়া-
ছিল ; তাহার পর নদীত্রেষ্ঠা সরস্বতী পুনরায় নিজের গম্ভব্য পথেই আসিতে
থাকিল ॥৪০॥

—:•••:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সেই জানী বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত করিলে,
সরস্বতীনদী শুভ্রজলসম্পন্ন তীর্থত্রেষ্ঠ সেই বশিষ্ঠাপবাহে রক্ত বহন করিতে
লাগিল ॥১॥

* ‘...বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ’ পি বল বর্দ্ধ বা সো, ‘...ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ’ নি ।

তৃপ্তাশ্চ স্তুপং তেন স্থখিতা বিগতজ্বরঃ ।
 নৃত্যস্তৃপ্ত হসন্তৃপ্ত যথা স্বর্গজিতস্তথা ॥৩৭॥
 কস্তচিৎকথ কালস্ত ঋষয়ঃ স্ততপোধনাঃ ।
 তীর্থযাত্রাং সমাজগ্মুঃ সরস্বত্যাং মহীপতে ॥৪৪॥
 তেষু সর্বেষু তীর্থেষু স্বাপ্নুত্য মুনিপুঙ্গবাঃ ।
 প্রাপ্য শ্রীতিং পরাঞ্চাপি তপোলুকা বিশারদাঃ ॥৫৫॥
 প্রযযুহি ততো রাজন্ ! যেন তীর্থমশ্বগ্‌বহম্ ।
 অথাগম্য মহাভাগান্ততীর্থং দারুণং তদা ॥৬৬॥
 দৃষ্ট্বা তোয়ং সরস্বত্যাং শোণিতেন পরিপ্লুতম্ ।
 পীয়মানঞ্চ রক্ষোভির্বহুভিন্‌ পসতম ॥৭৭॥
 তান্ দৃষ্ট্বা রাক্ষসান্ রাজন্ ! মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ।
 পরিব্রাণে সরস্বত্যাং পরং যত্নং প্রচক্রিরে ॥৮৮॥ (কলাপকম্)

ভারতকৌমুদী

তৃপ্তা ইতি । বিগতজ্বরাস্তিরোহিতক্ষুধাসম্ভাপাঃ । স্বর্গজিতঃ স্বর্গবিজয়িনঃ ॥৩৭॥
 কস্তচিদিতি । কস্তচিৎ কালস্ত অতিক্রমে সতীতি শেষঃ ॥৪৪॥
 তেষু ইতি । স্বাপ্নুত্য স্বাপ্না । যেন যত্নেত্যর্থঃ, অশ্বগ্‌বহং শোণিতবাহি । পরিপ্লুতং
 ব্যাপ্তম্ । সংশিতব্রতা দৃঢ়তপোনিয়মাঃ, পরিব্রাণে রক্তবহনাং রক্ষায়াম্ ॥৫৫—৮৮॥

ভরতনন্দন রাজা ! তাহার পর রাক্ষসেরা সেস্থানে আগমন করিল এবং
 তাহারা সকলে রক্ত পান করিতে থাকিয়া, সুখে অবস্থান করিতে লাগিল ॥২৥

ক্রমে রাক্ষসেরা সেই রক্তপানে অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়া এবং সম্ভাপবিহীন ও
 সুখী হইয়া, স্বর্গবিজয়ীদের স্থায় হস্ত ও নৃত্য করিতে থাকিল ॥৩৥

রাজা ! তদনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, তপোধন ঋষিরা তীর্থযাত্রা-
 ব্যপদেশে সরস্বতীনদীতে আগমন করিলেন ॥৪৥

রাজশ্রেষ্ঠ রাজা ! তপস্কার্থী, সর্বশাস্ত্রবিশারদ ও দৃঢ়নিয়মশালী সেই মুনি-
 শ্রেষ্ঠেরা সেই সকল তীর্থে অবগাহন করিয়া, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া—যেস্থানে
 সরস্বতীনদী রক্ত বহন করিতেছিল, ক্রমে সেইস্থানে গমন করিলেন । সেই
 মহাত্মারা সেই দারুণ তীর্থে আসিয়া, সরস্বতীর জল রক্তসংযুক্ত এবং রাক্ষসেরা
 তাহা পান করিতেছে ইহা দেখিয়া, সেই দৃষ্টবিনা হইতে সরস্বতীকে রক্ষা করিবার
 জন্য গুরুতর চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥৫—৮॥

(৫) ...স্বাপ্নুত্য মুনিপুঙ্গবাঃ—নি ।

তে তু সৰ্বে মহাভাগাঃ সমাগম্য মহাব্রতাঃ ।
 আহুয় সরিতাং শ্ৰেষ্ঠামিদং বচনমব্রুবন্ ॥৯॥
 কারণং ক্রহি কল্যাণি ! কিমৰ্থং তে হৃদো জয়ম্ ।
 এবমাকুলতাং যাতঃ শ্ৰদ্ধাধ্যাসামহে বয়ম্ ॥১০॥
 ততঃ সা সৰ্ব্বমাচক্ট যথাবৃত্তং প্রবেপতী ।
 দুঃখিতামথ তাং দৃষ্ট্ৱা উচুস্তে বৈ তপোধনাঃ ॥১১॥
 কারণং শ্ৰুতমস্মাভিঃ শাপশ্চৈব শ্ৰুতোহনঘে । ।
 করিষ্যামো বয়ং যত্নং সৰ্বং এব তপোধনাঃ ॥১২॥
 এবমুক্ত্ৱা সরিছেষ্ঠামুচুস্তেহথ পরম্পরম্ ।
 বিমোচয়ামহে সৰ্বে শাপাদেতাং সরস্বতীম্ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । মহাব্রতা দৃঢ়তপোনিয়মাঃ । সরিছেষ্ঠাং সরস্বতীম্ ॥৯॥
 কারণমিতি । আকুলতাং শোণিতব্যাপ্ততাম্ । অধ্যাসামহে অবতিষ্ঠামহে ॥১০॥
 তত ইতি । আচষ্ট অবদং, বৃত্তং জাতম্, প্রবেপতী অভীবকম্পমানা ॥১১॥
 কারণমিতি । যত্নং তবৈতদুঃখমোচন ইতি শেবঃ ॥১২॥
 এবমিতি । বিমোচয়ামহে তপঃপ্রভাবেদেবোত ভাবঃ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

সা শশ্বেতি ॥১—২॥ অধ্যাপ্তামহে অধ্যবসায়ং করিষ্যামহে ॥১০—৪৫॥

ইতি শ্লোপৰ্কণি নৈলকণ্ঠিয়ে ভারতভাবদীপে চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥৪০॥

দৃঢ়তপোনিয়মশালী সেই মহাত্মারা নদীশ্ৰেষ্ঠা সরস্বতীর নিকটে আসিয়া
 তাহাকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন—॥৯॥

‘কল্যাণি ! তোমার এই হৃদটা এইরূপ রক্তাক্ত হইল কেন ? ইহার কারণ
 বল ; আমরা উহা শুনিয়া এইস্থানে অবস্থান করিব’ ॥১০॥

তাহার পর সরস্বতী কাঁপিতে থাকিয়া, সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল । পরে সরস্বতীকে
 দুঃখিত দেখিয়া সেই তপস্বীরা বলিলেন—॥১১॥

‘নিম্পাপে ! কারণ শুনিলাম এবং অভিসম্পাতও শুনিতে পাইলাম । এখন
 আমরা তপস্বীরা সকলেই এই বিপদ হইতে তোমাকে মুক্ত করিবার জন্য বিশেষ
 চেষ্টা করিব’ ॥১২॥

তাহারা নদীশ্ৰেষ্ঠা সরস্বতীকে এইরূপ বলিয়া, পরস্পর বলিলেন—‘আমরা

(১০) ...এবমব্রাহ্মতাং যাতঃ... নি ।

তে সূৰ্বে ব্রাহ্মণা রাজন্ ! তপোভিনিয়মৈস্তথা ।
 উপবাসৈশ্চ বিবিধৈর্ধর্মৈঃ কষ্টব্রতৈস্তথা ॥১৪॥
 আরাধ্য পশুভর্তারং মহাদেবং জগৎপতিম্ ।
 অমোক্ষয়ন্ত তাং দেবীং সরিছেষ্ঠাং সরস্বতীম্ ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)
 তেষাস্তু সা প্রভাবেণ প্রকৃতিস্বা সরস্বতী ।
 প্রসন্নসলিলা জজ্ঞে যথাপূৰ্ব্বং তথৈব হ ।
 বিমুক্তা চ সরিছেষ্ঠা বিবৰ্ভে সা যথা পুরা ॥১৬॥
 দৃষ্ট্বা তোয়ং সরস্বত্যা মুনিভিস্তৈস্তথাকৃতম্ ।
 তানৈব শরণং জগ্মু রাক্ষসাঃ ক্ষুধিতাস্তদা ॥১৭॥
 বদ্ধাঞ্জলিং ততো রাজন্ ! রাক্ষসাঃ ক্ষুধ্যাদিতাঃ ।
 উচুস্তান্ বৈ মুনীন সৰ্ব্বান্ কৃপায়ুক্তান্ পুনঃ পুনঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । যমৈব্রহ্মচর্যাভিঃ । অমোক্ষয়ন্ত শোণিতবহনাং ॥১৪—১৫॥
 তেষামিতি । প্রকৃতিস্বা স্বভাবস্থিতা । প্রসন্নসলিলা নিৰ্ম্মলজলা । ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৬॥
 দৃষ্টেতি । শরণং জগ্মুঃ ক্ষুধানিবারণার্থমিতি ভাবঃ ॥১৭॥
 বদ্ধেতি । কৃপায়ুক্তান্, অতএব ক্ষুধানিবারণার্থং কৃপাং করিষ্যন্তীত্যশয়ঃ ॥১৮॥

সকলে এই নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীকে বিশ্বামিত্রের অভিসম্পাত হইতে মুক্ত করিব' ॥১৩॥

রাজা ! সেই ব্রাহ্মণেরা তপস্বী, শাস্ত্রীয়নিয়ম, ইন্দ্রিয়দমন, নানাবিধ উপবাস, ব্রহ্মচর্য ও কষ্টকর ব্রতদ্বারা পশুপতি ও জগৎপতি মহাদেবের আরাধনা করিয়া, সেই নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীকে রক্ত বহন হইতে মুক্ত করিলেন ॥১৪—১৫॥

সেই মুনিগণের প্রভাবে নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীর জল পূর্বের ত্রায় নিৰ্ম্মল হইল ; তখন নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী বিশ্বামিত্রের শাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, পূর্বের ত্রায় শোভা পাইতে লাগিল ॥১৬॥

তখন মুনিগণের প্রভাবে সরস্বতী সেইরূপ হইয়াছে দেখিয়া, রাক্ষসেরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় সেই মুনিগণেরই স্মরণাপন্ন হইল ॥১৭॥

রাজা ! তাহার পর সেই ক্ষুধার্ত রাক্ষসেরা কৃতাজলি হইয়া দয়ালু সেই সকল মুনিকে বলিল— ॥১৮॥

(১৫)....মোক্ষয়ামাস্তাং দেবীং...পি নি । (১৮) কৃতাজলিং...পি ।

বয়ং হি ক্ষুধিতাশ্চৈব ধৰ্ম্মাদীনাস্চ শাস্বতাং ।

ন চ নঃ কামকারোহয়ং যদ্বয়ং পাপকারিণঃ ॥১৯॥

যুগ্মাক্ষাপ্রসাদেন দুষ্কৃতেন চ কৰ্ম্মণা ।

যৎ পাপং বৰ্দ্ধতেহস্ম্যাকং ততঃ শ্মো ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥২০॥

যোষিতাশ্চৈব পাপেন যোনিদোষকৃতেন চ ।

এবং হি বৈশ্বশূদ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং তথৈব চ ।

যে ব্রাহ্মণান্ প্রদ্বিষন্তি তে ভবন্তীহ রাক্ষসাঃ ॥২১॥

আচার্য্যমুদ্বিজ্ঞৈব গুরুং বৃদ্ধজনং তথা ।

প্রাণিনো যেহবমন্যন্তে তে ভবন্তীহ রাক্ষসাঃ ॥২২॥

তৎ কুরুধ্বমিহাস্ম্যাকং তারণং দ্বিজসত্তমাঃ ! ।

শক্তাঃ ভবন্তঃ সৰ্বেষাং লোকানামপি তারণে ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

বয়মিতি । শাস্বতাং সনাতনাং । কামকারঃ স্বেচ্ছাচারঃ ॥১৯॥

যুগ্মাকমিতি । দুষ্কৃতেন দুষ্টরূপেণ বিহিতেন । ব্রাহ্মণশ্চ তে রাক্ষসাস্চেতি ব্রহ্ম-
রাক্ষসাঃ ॥২০॥

যোষিতামিতি । ক্ষত্রিয়াদীনাং কিং পাপমিত্যাহ য ইতি । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥

আচার্য্যমিতি । আচার্য্যমুপনৈতারম্, গুরুং পিতৃাদিকম্ । প্রাণিনোহত্র মানুষাঃ ॥২২॥

তদिति । তারণং রাক্ষসভাবাহুৎকারম্ । শক্তাস্তপঃপ্রভাবাং ॥২৩॥

‘আমরা ক্ষুধার্ত্ত এবং সনাতন ধৰ্ম্ম হইতে বিচ্যুত ; তা’র পর, আমরা যে পাপ-
কার্য্য করিয়া থাকি, তাহা আমাদের স্বেচ্ছাচার নহে ॥১৯॥

আপনাদের প্রসন্নতা না থাকায় এবং সৰ্ব্বদাই দুষ্কার্য্য করিতে থাকায় যেহেতু
পাপ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, সেই জন্তই আমরা ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছি ॥২০॥

ব্যভিচারপাপে নারীগণ এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব ও শূদ্রের মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণের
বিদ্বেষ করে, তাহারা সেই পাপে—এই জগতে রাক্ষস হইয়া জন্মগ্রহণ করে ॥২১॥

যাহারা আচার্য্য, পুরোহিত, গুরু ও বৃদ্ধ লোকের অবজ্ঞা করে, তাহারাও এই
জগতে রাক্ষস হইয়া উৎপন্ন হয় ॥২২॥

অতএব ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ ! আপনারা আমাদিগকে উদ্ধার করুন ; কারণ,
আপনারা তপস্তার প্রভাবে ত্রিভুবনকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ হন’ ॥২৩॥

তেষাস্ত্র মুনয়ঃ শ্রদ্ধা ভুক্তবুস্তাং মহানদীম্ ।
 মোক্ষার্থং রক্ষসাং তেষামুচুঃ প্রয়তমানসাঃ ॥২৪॥
 ক্ষুতং কীটাবপন্নঞ্চ যচ্চোচ্ছিষ্টাশ্বিতং ভবেৎ ।
 সকেশমবধূতঞ্চ রুদিতোপহতঞ্চ যৎ ।
 শ্বভিঃ সংসৃষ্টমন্নঞ্চ ভাগোহসৌ রক্ষসামিহ ॥২৫॥
 তস্মাজ্জাত্বা সদা বিদ্বানেতান্ যত্নাদ্বিবর্জয়েৎ ।
 রাক্ষসান্নমসৌ ভুঙ্তে যো ভুঙ্তে হ্রস্বমীদৃশম্ ॥২৬॥
 শোধয়িত্বা ততস্তীর্থমুদয়ন্তে তপোধনাঃ ।
 মোক্ষার্থং রাক্ষসানাঞ্চ নদীং তাং প্রত্যচোদয়ন্ ॥২৭॥
 মহর্ষীণাং মতং জ্ঞাত্বা ততঃ সা সরিতাং বরা ।
 অরুণামানয়ামাস স্বাং তনুং পুরুষর্ষত ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি । তেষাং বচনমিতি শেষঃ । প্রয়তমানসাঃ কামাদিশুচিভাঃ ॥২৪॥
 ক্ষুতমিতি । ক্ষুতং ক্ষুতদূষিতম্, কীটাবপন্নং কীটপতনেনোপহতম্, উচ্ছিষ্টাশ্বিতং
 ভুক্তাবশেষযুক্তম্ । অবধূতং নিষ্পেষণাদিনা বিকৃতীকৃতম্, রুদিতোপহতং রোদনকালীনাশ-
 পতনদূষিতম্ । শ্বভিঃ কুকুরৈঃ, সংসৃষ্টং স্পৃষ্টম্ । যট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৫॥
 তস্মাদিতি । জ্ঞাত্বা উক্তবিধদোষদুঃখং ন বেতি পরীক্ষ্য, এতান্ ভাগান্ ॥২৬॥
 শোধেতি । শোধয়িত্বা শোধিতমিষ্ট্রীভাবান্মোচয়িত্বা । প্রত্যচোদয়ন্ রাক্ষসানাং
 মোচনায়াদিশন্ ॥২৭॥

মহর্ষীণামিতি । আনয়ামাস আনিয়া, স্বাং স্বকীয়ামেব, তনুং মূর্ত্তিম্ ॥২৮॥

সংযতচিত্ত মুনিরা সেই রাক্ষসগণের উক্তি শুনিয়া, তাহাদের মুক্তির জন্ত
 মহানদী সরস্বতীর স্তব করিলেন এবং বলিলেন—॥২৪॥

‘ক্ষুতভূষ্ট (যে অন্নের উপরে হেঁচি দেওয়া হয়, সেই অন্ন), কীটপতনদূষিত,
 উচ্ছিষ্ট, কেশযুক্ত, নিষ্পেষিত, অশ্রুদূষিত এবং কুকুর স্পৃষ্ট—এই সকল অন্ন রাক্ষস-
 গণের ভাগ (খাও) ॥২৫॥

অতএব বুদ্ধিমান্ লোক পরীক্ষা করিয়া যত্নপূর্ব্বক এই সকল অন্ন পরিত্যাগ
 করিবেন । কারণ, যে লোক এইরূপ অন্ন ভোজন করে, সে লোক রাক্ষসান্নই
 ভোজন করে’ ॥২৬॥

সেই তপস্বী ঋষিরা সেই তীর্থটিকে রক্ত যুক্ত করিয়া, রাক্ষসগণের মুক্তির
 জন্ত সরস্বতীনদীকে আদেশ করিলেন ॥২৭॥

(২৪) তেষাস্ত্র বচনং শ্রদ্ধা...নি । (২৫) এতিঃ সংসৃষ্টমন্নঞ্চ—বজ্র বর্জ ।

তস্মাৎ তে রাক্ষসাঃ স্নাত্বা তনুস্ত্যক্ত্বা দিবং গতাঃ ।

অরুণায়াং মহারাজ ! ব্রহ্মবধ্যাপহা হি সা ॥২৯॥

এতমর্থমভিজ্ঞায় দেবরাজঃ শতক্রতুঃ ।

তস্মিংস্তীর্থবরে স্নাত্বা বিমুক্তঃ পাপুনা কিল ॥৩০॥

জনমেজয় উবাচ ।

কিমর্থং ভগবান্ শক্নো ব্রহ্মবধ্যামবাগুবান্ ।

কথমস্মিংশ্চ তীর্থে বৈ আপ্নুত্যা কল্মষোহভবৎ ॥৩১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

গৃণুস্বৈতচ্চুপাখ্যানং যথারত্নং জনেশ্বর ! ।

যথা বিভেদ সময়ং নমুচের্বাসবঃ পুরা ॥৩২॥

নমুচির্বাসবাহ্বীতঃ সূর্য্যারশ্মিং সমাবিশৎ ।

তেনৈন্দ্রঃ সখ্যমকরোৎ সময়ক্ষেদমব্রবীৎ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

তস্মামিতি । হি যস্মাৎ, সা অরুণা ব্রহ্মবধ্যাপহা ব্রহ্মহত্যাপাপনাশিনী ॥২৯॥

এতমিতি । এতমর্থম্ অরুণায়াং স্নানং ব্রহ্মহত্যাপাপপর্য্যন্তনাশকম্ ॥৩০॥

কিমিতি । ব্রহ্মবধ্যাং ব্রহ্মহত্যাপাপম্ । আপ্নুত্যা স্নাত্বা, অকল্মষো নিষ্পাপঃ ॥৩১॥

শ্রুতি । বিভেদ বভঞ্জ, সময়ং শপথম্, নমুচের্দানবস্ত ॥৩২॥

পুরুষশ্ৰেষ্ঠ ! তাহার পর সবস্বতীনদী সেই মহর্ষিগণের অভিপ্রায় বুঝিয়া, নিজের মূর্ত্তি অরুণাকে আনয়ন করিল ॥২৮॥

মহারাজ ! পরে সেই রাক্ষসেরা সেই অরুণাতে স্নান ও দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিল ; কারণ, সেই অরুণা স্নানকারীর ব্রহ্মহত্যার পাপ পর্য্যন্ত নাশ করিয়া থাকে ॥২৯॥

এই বিষয় জানিয়া দেবরাজ ইন্দ্র সেই প্রধানতীর্থ অরুণাতে স্নান করিয়া, পাপমুক্ত হইয়াছিলেন ॥৩০॥

জনমেজয় বলিলেন—‘ভগবান্ ইন্দ্র কি জন্ম ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং কি প্রকারেই বা তিনি অরুণাতে স্নান করিয়া নিষ্পাপ হইয়াছিলেন’ ॥৩১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—নরনাথ ! আপনি এই উপাখ্যান যথাযথভাবে শ্রবণ করুন ; পূর্ব্বকালে ইন্দ্র নমুচির নিকটে কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিলেন ॥৩২॥

(৩৩)...সূর্য্যারশ্মীন সমাবিশৎ পি ।

ন চার্দ্ৰেণ ন শুক্লেণ ন রাত্রৌ নাপি চাহনি ।
 বধিষ্ঠাম্যম্বরশ্ৰেষ্ঠ । সখে ! সত্যেন তে শপে ॥৩৪॥
 এবং স সময়ং কৃত্বা দৃষ্ট্বা নীহারমীশ্বরঃ ।
 চিচ্ছেদাস্ত্র শিরো রাজন্ । অপাং ফেনেন বাসবঃ ॥৩৫॥
 তচ্ছিরো নমুচেচ্ছিষ্ণং পৃষ্ঠতঃ শক্রমম্বয়াৎ ।
 ভো মিত্রহন্ ! পাপেতি ব্রহ্মাণং শক্রমস্তিকাৎ ॥৩৬॥
 এবং স শিরসা তেন চোত্তমানঃ পুনঃ পুনঃ ।
 পিতামহায় সমুপ্ত এতমর্থং ন্যবেদয়ৎ ॥৩৭॥
 তমব্রবীল্লোকগুরুররুণায়াং যথাবিধি ।
 ইচ্ছোপাস্পৃশ দেবেন্দ্র ! তীর্থে পাপভয়াপহে ॥৩৮॥

ভারতকোমুদী

নমুচিরিতি । তেন নমুচিনা সহ । সময়ং শপথম্ । ক্লীবত্বমর্থম্ ॥৩৩॥
 নেতি । আর্দ্ৰেণ শুক্লেণ চ শস্ত্রেণেতি শেষঃ । শপে শপথং করোমি ॥৩৪॥
 এবমিতি । নীহারং নীহারাস্তর্গতং নমুচিম্, ঈশ্বর অগ্নিমানৈশ্বৰ্য্যবান্ । অতএব অপাং
 ফেনেন ছেদনসম্ভব ইতি ভাবঃ । অপাং জলস্ত ॥৩৫॥
 তদ্বিতি । মিত্রং মাং হন্তীতি মিত্রহা তৎসংবাদনম্ । তদেব পাপমিতি ভাবঃ ॥৩৬॥
 এবমিতি । চোত্তমানো ভৎস্তমানঃ । পিতামহায় ব্রহ্মণে ॥৩৭॥

নমুচি ইন্দ্র হইতে ভীত হইয়া, সূর্য্যের কিরণमध्ये প্রবেশ করিল ; ইন্দ্র তাহার
 সহিত সখি স্বাপন করিলেন এবং এই শপথ করিলেন—॥৩৩॥

‘সখে অম্বরশ্ৰেষ্ঠ ! আমি সত্য শপথ করিতেছি যে, দিনে বা রাত্রিতে আর্দ্ৰ
 বা শুক্ক অস্ত্রদ্বারা তোমাকে বধ করিব না’ ॥৩৪॥

রাজা ! দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ শপথ করিয়া, কোন সময় নীহারাস্তর্গত
 নমুচিকে দেখিয়া, জলের ফেনদ্বারা সেই নমুচির মস্তক ছেদন করিলেন ॥৩৫॥

নমুচির সেই ছিন্ন মস্তক—‘ওরে মিত্রহত্যাকারী পাপাত্মা !’ এইরূপ বলিতে
 থাকিয়া, ইন্দ্রের পিছনে নিকটে নিকটে চলিতে থাকিল ॥৩৬॥

এইভাবে সেই নমুচির মস্তকটা বার বার ভিরস্কার করিতে থাকিয়া, পিছনে
 পিছনে চলিতে থাকিলে, ইন্দ্র সমুপ্ত হইয়া যাইয়া ব্রহ্মার নিকটে এই বিষয়
 জানাইলেন ॥৩৭॥

(৩৬)....ভো ভো মিত্রহ ! পাপেতি....নি । (৩৮) ইতঃ পরং লোকত্রয়মধিকং পি
 বজ বর্জ্জ । তে চ যথা—

এবা পুণ্যজলা শক্র । কৃত্তা যুনিভিরেব চ । নিগুঢ়মহাগমনবিহাসীং পূর্কমেব হু ॥১॥

ইতু্যক্তঃ স সরস্বত্যাঃ কুঞ্জে বৈ জনমেজয় ! ।

ইষ্টা যথাবদ্বলভিদরুণায়ামুপাস্পৃশৎ ॥৩৯॥

স মুক্তঃ পাপানা তেন ব্রহ্মবধ্যাকৃতেন চ ।

জগাম সংহৃষ্টমনাস্ত্রিদিবং ত্রিদিবেশ্বরঃ ॥৪০॥

শিরস্তচ্চাপি নমুচেস্তত্রৈবাপ্নুত্য ভারত ! ।

লোকান্ কামদুঘান্ প্রাপ্তুমক্ষ্যান্ রাজসতম ! ॥৪১॥

তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য বলো মহাত্মা দত্ত্বা চ দানানি পৃথগ্বিধানি ।

অবাপ্য ধর্মং পরমার্য্যকর্ম্মা জগাম সৌমশ্চ মহৎ স্তুতীর্থম্ ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । লোকগুরুব্রহ্মা । ইষ্টা যাগং কৃষা, উপস্পৃশ স্নাহি ॥৩৮॥

ইতীতি । কুঞ্জে লতাভ্যাবৃতস্থানে । বলভিদিষ্টঃ, উপাস্পৃশৎ স্নাতবান্ ॥৩৯॥

স ইতি । ব্রহ্মবধ্যাকৃতেন ব্রহ্মহত্যাতুল্যমিত্রহত্যাকৃতেন ॥৪০॥

শির ইতি । আপ্নুত্য অবগাহ । কামদুঘান্ অভীষ্টদাতৃন ॥৪১॥

তত্রৈতি । উপস্পৃশ্য স্নাত্বা, বলো রামঃ । পরমমুত্তমম্ আৰ্য্যকর্ম্ম সজ্জনকার্য্যং যন্ত সঃ ॥৪২॥

তখন ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বলিলেন—‘দেবরাজ ! তুমি পাপভয়নাশক অরুণাভীর্থে যাইয়া যথাবিধানে যজ্ঞ করিয়া তাহাতে স্নান কর’ ॥৩৮॥

রাজা জনমেজয় ! ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে, ইন্দ্র সরস্বতীনদীর কুঞ্জে যথাবিধানে যজ্ঞ করিয়া অরুণাতে স্নান করিলেন ॥৩৯॥

তখন স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপের তুল্য মিত্রহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, স্বর্গলোকে গমন করিলেন ॥৪০॥

ভরতনন্দন রাজশ্রেষ্ঠ ! নমুচির সেই মন্তকটীও অরুণাতে স্নান করিয়া, অক্ষয় ও অভীষ্টদাতা স্বর্গলোকে গমন করিল ॥৪১॥

মহাত্মা এবং অত্যন্তসৎকর্মাশ্রিত বলরামও সেই অরুণাভীর্থে স্নান ও নানাবিধ দান করিয়া, ধর্ম্মলাভে সন্তুষ্ট হইয়া, চল্লের মহাতীর্থে গমন করিলেন ॥৪২॥

ততোহভ্যেত্যারুণাং দেবীং প্লাবয়ামাস বারিণা । সরস্বত্যারুণায়াচ পুণ্যোহয়ং সঙ্গমো মহান্ ॥২॥

ইহ স্বং যজ দেবেশ ! দদ দানান্ত্রনেকশঃ । অত্রাপ্নুত্য স্নঘোরাঙ্কং পাতকাধিপ্ৰমোক্ষসে ॥৩॥

(৩৯) অত্র মহান্ পাঠভেদোবর্ত্ততে—বজ বর্ধ । (৪১) ইতঃ পরং ‘বৈশম্পায়ন উবাচ’ পি বজ বর্ধ ।

যত্রায়জদ্রোজসূয়েন সোমঃ সাক্ষাৎ পুরা বিধিবৎ পার্থিবেন্দ্র ! ।
 অত্রির্ধামান্ বিপ্রমুখ্যো বভূব হোতা যস্মিন্ ক্রতুমুখ্যো মহাত্মা ॥৪৩॥
 যন্তান্তেহভূৎ স্তমহদানবানাং দৈতেয়ানাং রাক্ষসানাঞ্চ দেবৈঃ ।
 যস্মিন্ যুদ্ধং তারকাখ্যং স্ততীত্রং যত্র স্কন্দস্তারকং বৈ জ্ঞান ॥৪৪॥
 সৈন্যপত্যং লব্ধবান্ দেবতানাং মহাসেনো যত্র দৈত্যাস্তকর্তা ।
 সাক্ষাচ্চাপি শুবসং কার্ত্তিকেয়ঃ সদা কুমারো যত্র স প্লক্ষরাজঃ ॥৪৫॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্কণি
 গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানেন

চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

— — ❀ — —

ভারতকৌমুদী

যজ্রেতি । সোমশব্দঃ । ক্রতুমুখ্যে যজ্ঞশ্রেষ্ঠে তস্মিন্ রাজহস্রে ॥৪৩॥
 যজ্রেতি । দেবৈঃ সাক্ষম্ । তারকাখ্যং তারকাস্থয়স্ত প্রধানবাদিতি ভাবঃ ॥৪৪॥
 সৈনেতি । সৈন্যপত্যং সেনাপতিত্বম্, মহতী সেনা যত্র সঃ । প্লক্ষরাজো মহা-
 পর্কটীবৃক্ষঃ ॥৪৫॥
 ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাণ্য-শ্রীহরিদাসসিকাপ্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
 টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্কণি গদাযুদ্ধে চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥

— — ❀ — —

রাজশ্রেষ্ঠ ! পূর্বকালে স্বয়ং চল্ল যে তীর্থে থাকিয়া যথাবিধানে রাজস্বয়যজ্ঞ
 করিয়াছিলেন এবং যে মহাযজ্ঞে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ অত্রি হোতা হইয়াছিলেন ॥৪৩॥

যে যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, দেবগণের সহিত দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণের তারক-
 নামক ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ হইয়াছিল এবং যে যুদ্ধে কার্ত্তিক তারকাস্থরকে বধ করিয়া-
 ছিলেন ॥৪৪॥

যে যুদ্ধে মহাসেন ও দৈত্যহস্তা কার্ত্তিক দেবগণের সেনাপতিপদ লাভ করিয়া-
 ছিলেন এবং যে তীর্থে তিনি স্বয়ং বাস করেন, আর যে তীর্থে একটি বিশাল পর্কটী
 বৃক্ষ রহিয়াছে ॥৪৫॥

— — ❀ — —

(৪৫) ...সনৎকুমারো যত্র সত্রমিষাজ—পি ।

* ‘...ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ’ পি বঙ্গ বদ্ধ বা .শো, ‘...চতুঃচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ’ নি ।

একচত্রারিংশোহধ্যায়ঃ ।

—:•••:—

জনমেজয় উবাচ ।

সরস্বত্যাঃ প্রভাবোহয়মুক্তান্তে দ্বিজসত্তম ! ।

কুমারস্তাভিষেকস্ত ব্রহ্মন্ ! ব্যাখ্যাভুমহঁসি ॥১॥

যস্মিন্ কালে চ দেশে চ যথা চ বদতাং বর ! ।

যৈশ্চাভিষিক্তো ভগবান্ বিধিনা যেন চ প্রভুঃ ॥২॥

স্কন্দো যথা চ দৈত্যানামকরোং কদনং মহৎ ।

তথা মে সৰ্ব্বমাচক্ষু পরং কৌতূহলং হি মে ॥৩॥ (যুগ্মকম্)

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

কুরুবংশস্ত সদৃশং কৌতূহলমিদং তব ।

হর্ষমুৎপাদয়ত্যেব বচো মে জনমেজয় ! ॥৪॥

হস্ত তে কথয়িষ্যামি শৃণানস্ত জনাধিপ ! ।

অভিষেকং কুমারস্ত প্রভাবঞ্চ মহাত্মনঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

পূর্বাধ্যায়ের “সেনাপত্যং লব্ধবান্” ইত্যাক্তেত্তদভিষেকাদিকং পৃচ্ছতি সরস্বত্যা ইতি ।
অস্ত বৃত্তান্তস্ত বনপৰ্শ্বগুক্তাবপি বক্তৃশ্রোতৃভেদাৎ পুনরুক্তৌ ন দোষঃ । কাদাচিৎক-
ন্তদ্বিরোধস্ত কল্মাশ্বরীমত্বাদীকারাৎ সমাধেয়ঃ । তে স্বয়ং । কুমারস্ত কাৰ্ত্তিকেষু ॥১॥

যস্মিন্নিতি । ভগবান্ মাহাত্ম্যবান্, প্রভুঃ প্রভাবশালী কাৰ্ত্তিকেষু । স্কন্দঃ কাৰ্ত্তিকেষু,
মহৎ কদনং মহামারীম্ ॥২—৩॥

হুঁবিতি । কুরুবংশো হি ধৰ্ম্মাখ্যানশ্রবণে চিরমেব কৌতুকীত্যাশয়ঃ ॥৪॥

জনমেজয় বলিলেন—‘দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ! আপনি সরস্বতীর এই প্রভাব
বলিলেন, এখন কাৰ্ত্তিকের অভিষেকবৃত্তান্ত বলুন ॥১॥

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ ! যে দেশে যে কালে যে প্রকারে যে বিধানে যাঁহার মাহাত্ম্য ও
প্রভাবশালী কাৰ্ত্তিককে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং কাৰ্ত্তিক যে ভাবে অশ্রুগণের
মহামারী ঘটাইয়াছিলেন, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকট বলুন । কারণ, উহা
শ্রবণে আমার গুরুতর কৌতূহল জন্মিয়াছে’ ॥২—৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা জনমেজয় ! আপনার এই কৌতূহল কুরুবংশের
উপযুক্তই বটে ; আমার বাক্য অবশ্যই আপনার আনন্দ উৎপাদন করিবে ॥৪॥

তেজো মাহেশ্বরং স্কন্দময়ৌ প্রপতিতং পুরা ।
 তং সর্বভক্ষো ভগবান্‌শকদধুমক্ষয়ম্ ॥৬॥
 তেন সীদতি তেজস্বী দীপ্তিমান্‌ হব্যবাহনঃ ।
 ন চৈনং ধারয়ামাস ব্রহ্মণে উক্তবান্‌ প্রভুঃ ॥৭॥
 স গঙ্গামুপসঙ্গম্য নিয়োগাদব্রহ্মণঃ প্রভুঃ ।
 গৰ্ভমাহিতবান্‌ দিব্যং ভাস্করোপমতেজসম্ ॥৮॥
 অথ গঙ্গাপি তং গৰ্ভমসহস্তুী বিধারণে ।
 উৎসসর্জ্জ গিরৌ রম্যে হিমবত্যমরাচ্ছিতে ॥৯॥
 স তত্র বরুধে লোকানাবৃত্য জ্বলনাজ্বজঃ ।
 দদৃশুর্জ্বলনাকারং তং গৰ্ভমথ কৃত্তিকাঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

হস্তেতি । হস্তেতি হর্ষে, প্রধানতঃ শৃংখলিতব সমীপে ॥৫॥
 তেজ ইতি । তেজো রেতঃ, ধরং পতিতম্ । অক্ষয়দেব দধুঃ নাশকদিত্যাশয়ঃ ॥৬॥
 তেনেতি । তেন পতিতেন তেজসা, সীদতি ক্লিষ্টতি, হব্যবাহন অগ্নিঃ ॥৭॥
 স ইতি । নিয়োগাদাদেশাৎ । গৰ্ভং গৰ্ভজনকং তেজঃ ॥৮॥
 অথেতি । অসহস্তুী অশক্লুবতী । উৎসসর্জ্জ নিষ্ক্রেপ ॥৯॥
 স ইতি । আবৃত্য ব্যাপ্য । জ্বলনাকারং বহিসদৃশম্ ॥১০॥

নরনাথ । আপনি শ্রবণ করিতেছেন, আমিও আনন্দের সহিতই আপনার নিকটে কাস্তিকের অভিষেক ও প্রভাববৃদ্ধান্ত বলিব ॥৫॥

পূর্বকালে মহাদেবের বীৰ্য্য অগ্নিমধ্যে পতিত হইয়াছিল ; কিন্তু ভগবান্‌ অগ্নি সর্বভক্ষ হইলেও, সে অক্ষয় বীৰ্য্য দধু করিতে সমর্থ হন নাই ॥৬॥

অগ্নি দীপ্তিশালী, তেজস্বী এবং শক্তিসম্পন্ন হইয়াও সেই তেজে ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন, এমন কি তাহা ধারণ করিতেই সমর্থ হইলেন না ; তাহার পর তিনি তাহা ব্রহ্মার নিকট বলিলেন ॥৭॥

পরে ব্রহ্মার আদেশে অগ্নি গঙ্গার নিকটে যাইয়া, সূর্য্যের জ্বালা উজ্জ্বল সেই তেজ গঙ্গামধ্যে নিষ্ক্রেপ করিলেন ॥৮॥

তদনন্তর গঙ্গাও সেই তেজ ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া, দেবসেবিত মনোহর হিমালয়পর্ব্বতে তাহা নিষ্ক্রেপ করিলেন ॥৯॥

অগ্নিসম্মুত সেই তেজ আপন তেজে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া বৃদ্ধি পাইতে

শরন্তুশ্চে মহাত্মানমনলাভজমীশ্বরম্ ।

মমায়মিতি তাঃ সৰ্ব্বাঃ পুত্রার্থিতোহভিচক্রমুঃ ॥১১॥

তাঙ্গাং বিদিত্বা ভাবং তং মাতৃগাং ভগবান্ প্রভুঃ ।

প্রস্নুতানাং পয়ঃ ষড়্ভির্বাদনৈরপিবত্তদা ॥১২॥

তং প্রভাবং সমালক্ষ্য তস্য বালস্য কৃত্তিকাঃ ।

পরং বিশ্বয়মাপন্ন্য দেব্যো দিব্যবপুর্ধরাঃ ॥১৩॥

যত্রোৎসৃষ্টঃ স ভগবান্ গঙ্গায়াং গিরিমূর্ধনি ।

স শৈলঃ কাঞ্চনঃ সৰ্ব্বঃ সংবভৌ কুরুনন্দন ! ॥১৪॥

বর্দ্ধতা চৈব গর্ভেণ পৃথিবী তেন রঞ্জিতা ।

অতশ্চ সৰ্ব্বৈ সংব্রুতা গিরয়ঃ কাঞ্চনাকরাঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

শরেতি । শরন্তুশ্চে তদাখ্যাতৃণসমুহমূলে, অনলাভজং বহুপুত্রম্, দৈশ্বর্য শক্তিশালিনম্ ।

সৰ্ব্বাঃ ষড়্ভেব, অভিচক্রমুঃ অভিজগ্মুঃ ॥১১॥

তাঙ্গামিতি । প্রস্নুতানাং কুরুদুহন্তনীনাং কৃত্তিকানাম্, পয়ো দুগ্ধম্ ॥১২॥

তমিতি । তং ষণ্মুখাবির্ভাবকম্ । দিব্যবপুর্ধরাঃ অনুরদেহধারিণ্যঃ ॥১৩॥

যত্রোতি । কাঞ্চনঃ স্বর্ণময়ঃ সন্, কার্ত্তিকৈরুৎস্রিতৈব প্রভাবাদিতি ভাবঃ ॥১৪॥

লাগিল ; তাহার পর ছয় জন কৃত্তিকা অগ্নির গ্রায় উজ্জ্বল সেই তেজ দর্শন করিলেন ॥১০॥

ক্রমে পুত্রার্থিনী সেই সকল কৃত্তিকা শক্তিশালী ও মহাত্মা সেই অগ্নির পুত্রটিকে দেখিয়া ‘এটি আমার’ এই কথা বলিতে থাকিয়া, তাঁহার নিকটে গমন করিলেন ॥১১॥ .

এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেরই স্তন হইতে দুগ্ধ নির্গত হইতে লাগিল, তখন মহাত্ম্য ও প্রভাবশালী সেই বালকটী কৃত্তিকাগণের অভিপ্রায় বুঝিয়া, ছয়খানি মুখ বাহির করিয়া প্রত্যেকেরই দুগ্ধ পান করিতে লাগিলেন ॥১২॥

সেই বালকটির সেই প্রভাব দেখিয়া দিব্যশরীরধারিণী কৃত্তিকাদেবীরা অত্যন্ত বিশ্বয়াপন্ন হইলেন ॥১৩॥

কৌরবনন্দন । কৃত্তিকারা যে পর্বতের উপরে গঙ্গার নিকটে মহাত্ম্যশালী কার্ত্তিকে রাখিয়া গিয়াছিলেন ; সেই পর্বত স্বর্ণময় হইয়া বিশেষ শোভা পাইয়াছিল ॥১৪॥

(১১) পুত্রার্থিতোহভিচক্রমুঃ—নি । (১৪) যত্রোৎসৃষ্টঃ গর্তঃ স...সংবভৌ বেকুবত্তদা—বা নি । (১৫)...গিরয়ঃ কাঞ্চনাকরাঃ—বা সো.নি ।

কুমারঃ স্তমহাবীৰ্য্যঃ কাৰ্ত্তিকেয় ইতি স্মৃতঃ ।
 গাঙ্গেয়ঃ পূৰ্ব্বমভবম্মহাযোগবলান্বিতঃ ॥১৬॥
 শমেন তপসা চৈব বীৰ্য্যেণ চ সমন্বিতঃ ।
 বরুধেহীব রাজেন্দ্র ! চন্দ্রবৎ প্রিয়দৰ্শনঃ ॥১৭॥
 স তস্মিন্ কাঞ্চনে দিব্যে শরস্তম্বে শ্ৰিয়া বৃতঃ ।
 স্তূয়মানঃ সদা শেতে গন্ধবৈৰ্মুনিভিস্তথা ॥১৮॥
 তথৈনমম্বনৃত্যন্ত দেবকন্যাঃ সহস্রশঃ ।
 দিব্যবাদিত্রনৃত্যজ্ঞাঃ স্তবন্ত্যচ্চারুদৰ্শনাঃ ॥১৯॥
 অহ্মাস্তে চ নদী দেবং গঙ্গা বৈ সরিতাং বরা ।
 দধার পৃথিবী চৈনং বিভ্রতী রূপমুত্তমম্ ॥২০॥
 জাতকৰ্ম্মাদিকান্তস্ত ক্রিয়াশ্চক্রে বৃহস্পতিঃ ।
 বেদশ্চৈনং ক্রতুমূর্ত্তিরূপতস্মৈ কৃতাজ্জলিঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

বর্দ্ধতেতি । বর্দ্ধতা বর্দ্ধমানেন, গর্ভেণ বালকেন । কাঞ্চনাকরাঃ স্বর্ণধনিময়াঃ ॥১৫॥
 কুমার ইতি । কাৰ্ত্তিকেয়ঃ কৃন্তিকানাং পুত্রত্বাৎ । গাঙ্গেয়োহপি গঙ্গাপুত্রত্বাদেব ॥১৬॥
 শমেনেতি । শমেন অন্তরিক্ষিয়দমনেন ॥১৭॥
 স ইতি । কাঞ্চনে স্বর্ণময়ে, শ্ৰিয়া দেহকান্ত্যা ॥১৮॥
 তথেতি । অমূল্যকৃত্য ॥১৯॥

সেই বালকটী ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকিয়া তত্রত্য ভূমি রঞ্জিত করিতে লাগিল, সেই জগুই সমস্ত পর্বত স্বর্ণের আকর হইয়া গেল ॥১৫॥

অত্যন্ত বলবান্ ও বিশেষ যোগপ্রভাবশালী সেই বালকটার প্রথম নাম হইয়াছিল—‘গাঙ্গেয়’, তৎপরে নাম হইয়াছিল—‘কাৰ্ত্তিকেয়’ ॥১৬॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! শমশুণ, তপস্যা ও দৈহিকবলসম্পন্ন এবং চন্দ্রের আয় প্রিয়দর্শন সেই কাৰ্ত্তিক, ক্রমে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন ॥১৭॥

পরমসৌন্দর্য্যশালী কাৰ্ত্তিক সেই মনোহর স্বর্ণময় শরবনে সর্বদা অবস্থান করিতেন এবং তৎকালে গন্ধর্ব্বগণ ও মুনিগণ আসিয়া তাঁহার স্তব করিতেন ॥১৮॥

সেইরূপই চারুদর্শনা এবং স্বর্গীয় নৃত্যবাত্তবিৎ সহস্র সহস্র দেবকন্যা আসিয়া কাৰ্ত্তিকের সম্মুখে স্তব করিতে থাকিয়া নৃত্য করিতেন ॥১৯॥

নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গা কাৰ্ত্তিকের সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হইত এবং পৃথিবী সুন্দর রূপ ধারণ করিয়া কাৰ্ত্তিককে ধারণ করিতেন ॥২০॥

(২১) জাতকৰ্ম্মাদিকান্ত্র—পি বজ বর্দ্ধ লো ।

ধনুর্বেদশ্চতুস্পাদঃ শস্ত্রগ্রামঃ সমংগ্রহঃ ।

তত্রৈনং সমুপাতিষ্ঠৎ সাক্ষাদ্বাণী চ কেবলা ॥২২॥

স দদর্শ মহাবীর্যো দেবদেবমুপাতিম্ ।

শৈলপুত্র্য স হাসীনং ভূতসংঘশতৈর্বৃতম্ ॥২৩॥

নিকায়্য ভূতসংঘানাং পরমাদ্ভুতদর্শনাঃ ।

বিকৃতা বিকৃতাকারা বিকৃতাভরণধ্বজাঃ ॥২৪॥

ব্যাঘ্রসিংহক্ষবদনা বিড়ালমকরাননাঃ ।

বৃষদংশমুখাশ্চাত্তো গজোষ্ট্রবদনাসুখা ।

উলুকবদনাঃ কেচিদগৃধ্রগোমায়ুদর্শনাঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

অসিদ্ধি । অহ লক্ষীকৃত্য আস্তে তিষ্ঠতি অ, দেবং কার্ত্তিকৈয়ম্ ॥২০॥

জাতেতি । বেদঃ ক্রতুর্ষজ্জশ্চ মূর্ত্তিমূর্ত্তিমান্ সন্, উপত্যসে উপাসাক্ষে ॥২১॥

ধনুরিতি । নিৰ্ম্মাণ-পরীক্ষা-প্রয়োগোপসংহাররূপাশ্চত্রারঃ পাদা যন্ত্ৰ সং, সংগৃহ্যন্তে
যে তে সংগ্রহা মদ্যাস্তেঃ সহেতি সং । কেবলা মুখ্যা ॥২২॥

স ইতি । শৈলপুত্র্য পার্শ্বত্যা ॥২৩॥

নিকায়্য ইতি । নিকায়্যঃ সমূহাঃ । বিকৃতা বিকৃতস্বভাবাঃ ॥২৪॥

ব্যাঘ্রেতি । ঋক্ষো ভল্লুকঃ । বৃষদংশোহপি বিড়ালবিশেষঃ । উলুকঃ পেচকঃ, গৃধ্রঃ
পক্ষিবিশেষঃ, গোমায়ুঃ শৃগালঃ । যটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৫॥

বৃহস্পতি কার্ত্তিকের জাতকর্মা দি সংস্কারকার্য্যগুলি করিয়াছিলেন এবং বেদ
ও যজ্ঞ সকল মূর্ত্তিমান্ হইয়া কৃতাজলিপুটে কার্ত্তিকের উপাসনা করিয়াছিল ॥২১॥

চতুস্পাদ্ ধনুর্বেদ, মন্ত্ৰের সহিত অস্ত্রসমূহ এবং সরস্বতী মূর্ত্তিমতী হইয়া
কার্ত্তিকের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥২২॥

ক্রমে কার্ত্তিক দর্শন করিলেন—দেবদেব মহাদেব পার্শ্বতীর সহিত উপবেশন
করিয়া রহিয়াছেন এবং দলে দলে ভূতগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান
করিতেছে ॥২৩॥

সেই ভূতগুলির দর্শন অত্যন্ত অদ্ভুত, স্বভাব বিকৃত, আকার অগ্ন প্রকার
এবং অলঙ্কার ও ধ্বজ অগ্ন রূপ ছিল ॥২৪॥

কতকগুলি ভূতের মুখ—ব্যাঘ্র, সিংহ ও ভল্লুকের আয়, অপর কতকগুলির
বদন—বিড়াল ও মকরের তুল্য, অগ্ন কতকগুলির আনন—বনবিড়ালের সমান, আর

ক্রৌঞ্চপারাবতনিভৈর্বদনৈ রাক্ষবৈরপি ।
 শ্বাবিচ্ছল্যকগোধানামজৈড়কগবাং তথা ।
 সদৃশানি বপুষ্যন্তে তত্র তত্র ব্যধারয়ন্ ॥২৬॥
 কেচিচ্ছৈলান্দুপ্রথ্যাশ্চক্রোদ্ধতগদাযুধাঃ ।
 কেচিদঙ্গনপুঞ্জাভাঃ কেচিচ্ছেতাচলপ্রভাঃ ॥২৭॥
 সপ্ত মাতৃগণাশ্চৈব সমাজগ্নুর্বিশাংপতে ! ।
 সাধ্যা বিশ্বেহথ মরুতো বসবঃ পিতরস্তথা ।
 রুদ্রাদিত্যাস্তথা সিদ্ধা ভুজগা দানবাঃ খগাঃ ॥২৮॥
 ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ সপুত্রঃ সহ বিষ্ণুনা ।
 শক্রস্তথাভয়াদ্ভ্রষ্টুং কুমারবরমচ্যুতম্ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

ক্রৌঞ্চৈতি । রাক্ষবৈ রক্ষুগবদনসদৃশৈঃ । শ্বাবিদাদয়ঃ পশুবিশেষাঃ । বট্পাদঃ ॥২৬॥
 কেচিদিতি । শৈলান্দুপ্রথ্যাঃ পর্বতমেঘভূল্যনীলবর্ণাঃ, চক্রাণি চ উদ্ধতগদাশ্চ আয়ুধানি
 যেষাং তে । আসন্নিত্তি শেষঃ ॥২৭॥
 সপ্তৈতি । ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী, বারাহী, নারসিংহী, কোমারী, ঐন্দ্রী চেতি
 সপ্ত মাতরঃ । মরুতো বায়বঃ । বট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৮॥
 ব্রহ্মৈতি । পুত্রৈর্দক্ষাদিভিঃ সহৈতি সপুত্রঃ । অচ্যুতঃ বীরব্রতাদভ্রষ্টম্ ॥২৯॥

কতকগুলির মুখ—হস্তী ও উষ্ট্রের মুখের সদৃশ, অশ্বগুলির মুখ—পেচকের মত
 ছিল, কতকগুলি ভূতের আকৃতি—শকুন ও শৃগালের তুল্য দেখা যাইতেছিল ॥২৫॥

কতকগুলি ভূতের মুখ ছিল—কৌচবক, কপোত ও রক্ষুগের তুল্য, কতকগুলি
 ভূত শেজারু, বনকুকুর, গোসাপ, ছাগল, মেঘ ও গরুর আয় শরীর ধারণ
 করিতেছিল ॥২৬॥

কতকগুলি ভূত পর্বত ও মেঘের আয় নীলবর্ণ, কতকগুলি চক্র ও উত্তোলিত
 গদাধারী, কতকগুলি কজ্জলরাশির আয় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং কতকগুলি কৈলাস-
 পর্বতের আয় শুভ্রবর্ণ ছিল ॥২৭॥

নরনাথ ! সপ্ত মাতৃগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বেদেবগণ, মরুদগণ, বসুগণ, পিতৃগণ,
 রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, সিদ্ধগণ, নাগগণ, দানবগণ ও পক্ষিগণ আগমন করিলেন ॥২৮॥

দক্ষপ্রভৃতি পুত্রগণের সহিত মাহাত্ম্যশালী স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং ইন্দ্র—
 সমস্ত বীরলক্ষণসম্পন্ন কার্তিককে দর্শন করিবার জন্ত আগমন করিলেন ॥২৯॥

নারদপ্রমুখাশ্চাপি দেবগন্ধর্বসন্তমাঃ ।
 দেবর্ষয়শ্চ সিদ্ধাশ্চ বৃহস্পতিপুরোগমাঃ ॥৩০॥
 পিতরো জগতঃ শ্রেষ্ঠা দেবানামপি দেবতাঃ ।
 তেহপি তত্র সমাজগুরূযামা ধামাশ্চ সর্ব্বশঃ ॥৩১॥ (যুগ্মকম্)
 স তু বালোহপি বলবান্ মহাযোগবলাস্থিতঃ ।
 অভ্যাজগাম দেবেশং শূলহস্তং পিনাকিনম্ ॥৩২॥
 তমাত্রজন্তুমালক্য শিবস্ত্রাসীন্মনোগতম্ ।
 যুগপচ্ছেলপুত্র্যাশ্চ গঙ্গায়াঃ পাবকস্ত চ ॥৩৩॥
 কং নু পূর্ব্বময়ং বালো গৌরবাদভূতৈশ্চ্যতি ।
 অপি মামিতি সর্ব্বেষাং তেষামাসীন্মনোগতম্ ॥৩৪॥
 তেষামেতদভিপ্রায়ং চতুর্গামুপলক্য সং ।
 যুগপদুযোগমান্বায় সসর্জ্জ বিবিধান্তনুঃ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

নারদেতি । নারদপ্রমুখা দেবর্ষয় ইতি সৰ্ব্বকঃ । যামা ধামাশ্চ দেবগণবিশেষাঃ ॥৩০—৩১॥
 স ইতি । পিনাকিনং মহাদেবম্ ॥৩২॥
 তমিতি । আলক্য অবলোক্য, মনোগতং তর্কণম্ । পাবকস্ত বহুঃ ॥৩৩॥
 কমিতি । গৌরবাৎ জনননিবন্ধনগুরুত্বসম্পর্কান্ ॥৩৪॥
 তেষামিতি । যোগং যোগজমৈশ্বর্য্যম্ । সসর্জ্জ চকার ॥৩৫॥

নারদপ্রভৃতি দেবর্ষিগণ, দেবতা ও গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠগণ, সিদ্ধগণ, জগতের শ্রেষ্ঠ ও দেবগণেরও দেবতা পিতৃগণ এবং সমস্ত যামগণ ও ধামগণ, বৃহস্পতিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সেইস্থানে আগমন করিলেন ॥৩০—৩১॥

বালক হইলেও মহাবলশালী ও যোগপ্রভাবসম্পন্ন কার্ত্তিক, শূলধারী মহাদেবের দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥৩২॥

তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া একদাষ্ট মহাদেব, পার্শ্বতী, গঙ্গা ও অগ্নির মনে এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইল—॥৩৩॥

এই বালক গৌরববশতঃ প্রথমে ‘কাঁহার নিকট আসিবে?’ ‘আমার নিকট আসিবে কি?’ এইরূপ তাঁহাদের চারিজনেরই মনে মনে প্রশ্ন উৎপন্ন হইল ॥৩৪॥

তাঁহাদের চারিজনেরই এইরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়া, যোগবল অবলম্বন করিয়া, কার্ত্তিক একদাই নিজের চারিটা মূর্ত্তি সৃষ্টি করিলেন ॥৩৫॥

ততোহ্ভবচ্চতুর্মূর্তিঃ কণেন ভগবান্ প্রভুঃ ।
 তস্ত্র শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠতঃ ॥৩৬॥
 এবং কৃষ্ণা স্বমাস্থানং চতুর্দ্ধা ভগবান্ প্রভুঃ ।
 যতো ব্রহ্মস্তুতঃ স্বন্দঃ জগামাস্তুতদর্শনঃ ॥৩৭॥
 বিশাখস্ত যযৌ দেবীং ততো গিরিবরাস্ত্রজাম্ ।
 শাখো যযৌ স ভগবান্ দিব্যমূর্তির্বিভাবশ্চম্ ।
 নৈগমেয়োহ্গমদগঙ্গাং কুমারঃ পাবকপ্রভঃ ॥৩৮॥
 সর্বৈ ভাস্বরদেহান্তে চত্বারঃ সমরূপিণঃ ।
 তান্ সমভ্যয়ুরব্যগ্রাস্তদম্বুতমিবাভবৎ ॥৩৯॥
 হাহাকারো মহানানীদেবদানবরক্ষসাম্ ।
 তদ্দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যমম্বুতং লোমহর্ষণম্ ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । অপরমূর্ত্তিত্রয়নামাত্ৰাহ শাখ ইত্যাদি । অভবদिति শেষঃ ॥৩৬॥
 এবমিতি । স্বরাং ব্রহ্মরতনো জাততয়া স্বন্দঃ । অম্বুতদর্শনঃ অতিশুদ্ধরহস্যং ॥৩৭॥
 বিশাখ ইতি । বিশিষ্টা শাখা শিবাংশো যস্মিন্ সঃ । শাখা পাবকাংশোহস্ত্রাজীতি
 শাখঃ । অৰ্ণবাদিহাদং । নিগমস্ত্রয়ং তদেষ্ট ইতি নৈগমেয়ঃ । ঘটপাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৮॥
 সর্ব ইতি । ভাস্বরদেহান্তেজসোজ্জলমূর্ত্তয়ঃ । তান্ শিবাদীন, অব্যগ্রাঃ হুস্থিরাঃ ॥৩৯॥
 হাহেতি । হাহাকারঃ তেন স্বন্দেন স্বস্বাধিকারহরণশঙ্কাবশাদিতি ভাবঃ ॥৪০॥

তদনন্তর মহাত্ম্য ও প্রভাবশালী কার্ত্তিক চারিটি মূর্ত্তি ধারণ করিলে—শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় তাঁহার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল ॥৩৬॥

মহাত্ম্য ও প্রভাবশালী কার্ত্তিক এইভাবে চারিটি মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া স্বন্দরূপে—যেখানে মহাদেব ছিলেন, সেইখানে গমন করিলেন ॥৩৭॥

তাহার পর বিশাখ পার্শ্বতীদেবীর প্রতি, মহাত্ম্যশালী ও সুন্দরমূর্ত্তি শাখ অগ্নির দিকে এবং অগ্নির স্থায় উজ্জল কুমার নৈগমেয় গঙ্গার প্রতি গমন করিলেন ॥৩৮॥

উজ্জলমূর্ত্তি ও সমানরূপধারী সেই চারিটি বালকই অবিচলিতভাবে তাঁহাদের প্রতি গমন করিল ; তাহা যেন অম্বুত বলিয়া বোধ হইল ॥৩৯॥

সেই আশ্চর্য্য, অভূতপূর্ব ও লোমহর্ষণ ঘটনা দেখিয়া দেব, দানব ও গন্ধর্ব-গণের মধ্যে বিশাল হাহাকার হইতে লাগিল ॥৪০॥

(৩৭) এবং স কৃষ্ণা স্বমাস্থানং...বঙ্গ বর্ধ বা সো নি । (৩৮) অত্র পুস্তকভেদ এব পাঠভেদঃ । (৩৯) সর্বৈ ভাস্বরদেহান্তে—পি নি বা সো ।

ততো রুদ্রশ্চ দেবী চ পাবকশ্চ পিতামহম্ ।
 গঙ্গয়া সহিতাঃ সৰ্বে প্রণিপেতুৰ্জগৎপতিম্ ॥৪১॥
 প্রণিপত্য ততস্তে তু বিধিবজ্রোজপূজব ! ।
 ইদমুচুৰ্বচো রাজন্ ! কার্তিকেয়প্রিয়েঙ্গয়া ॥৪২॥
 অশ্ব বালশ্চ ভগবন্ ! আধিপত্যং যথেষ্পিতম্ ।
 অশ্বংপ্রিয়ার্থং দেবেশ ! সদৃশং দাতুমর্হসি ॥৪৩॥
 ততঃ স ভগবান্ ধীমান্ সৰ্বলোকপিতামহঃ ।
 মনসা চিন্তয়ামাস কিময়ং লভতামিতি ॥৪৪॥
 ঐশ্বৰ্য্যাণি হি সৰ্বাণি দেবগন্ধৰ্বরক্ষসাম্ ।
 ভূতযক্ষবিহঙ্গানাং পন্নগানাঞ্চ সৰ্বশঃ ॥৪৫॥
 পূৰ্বমেবাদিদেশাসৌ নিকায়েষু মহাস্থনাম্ ।
 সমর্থঞ্চ তমৈশ্বৰ্য্যো মহামতিরমণ্যত ॥৪৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । দেবী পার্ৱতী, পাবকো বহিঃ, পিতামহঃ ব্রহ্মাণম্ ॥৪১॥
 প্রণীতি । প্রিয়েঙ্গয়া স্ত্রীতিজনককার্য্যকরণেচ্ছয়া ॥৪২॥
 অত্ৰেতি । আধিপত্যং যত্র কত্ৰাপি লোভনীয়বিষয়ত্ৰ । সদৃশং যোগ্যম্ ॥৪৩॥
 তত ইতি । সৰ্ৱেষামেব লোকানাং দক্ষমরীচ্যাदीনাং পুত্রাণাং পুত্ররূপতয়া পিতামহো
 ব্রহ্মা । অয়ং বালকঃ ॥৪৪॥
 ঐশ্বৰ্য্যাণীতি । ঐশ্বৰ্য্যাণি আধিপত্যানি । নিকায়েষু পদার্থসমূহেষু । মহামতি-
 ব্রহ্মা ॥৪৫—৪৬॥

তাহার পর মহাদেব, পার্ৱতী ও অগ্নিদেব গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া যাইয়া,
 জগৎপতি ব্রহ্মার নিকটে প্রণিপাত করিলেন ॥৪১॥

রাজশ্রেষ্ঠ রাজা ! তৎপরে তাঁহারা ব্রহ্মার নিকটে প্রণিপাত করিয়া, কার্তিকের
 স্ত্রীতিবিধান করিবার ইচ্ছায় এই কথা বলিলেন—॥৪২॥

‘ভগবন্ দেবেশ্বর ! আপনি আমাদের স্ত্রীতিবিধান করিবার জন্ত এই
 বালকটীর উপযুক্ত যে কোন লোভনীয় বিষয়ের আধিপত্য দান করুন’ ॥৪৩॥

তাহার পর মহাস্থানশালী, জ্ঞানী ও সৰ্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা মনে মনে চিন্তা
 করিলেন যে, ‘এ বালকটী কি আধিপত্য লাভ করিবে’ ॥৪৪॥

মহামতি ব্রহ্মা জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের উপরে দেবতা, গন্ধৰ্ব, রাক্ষস, যক্ষ,
 ভূত, নাগ ও পক্ষিগণের আধিপত্য পূৰ্বেই নির্দেশ করিয়াছিলেন, অথচ চৈৱসেই
 (৪৬) সৰ্বমেবাদিদেশাসৌ কৌরৱেয় ! মহাস্থানঃ—নি ।

ততো মুহূৰ্ত্তং স ধ্যাৎৱা দেবানাং শ্রেয়সি স্থিতঃ
 সৈন্যপত্যং দদৌ তস্মৈ সৰ্বভূতেষু ভারত । ৪৭॥
 সৰ্বদেবনিকায়ানাং যে রাজানঃ পরিশ্রুতাঃ ।
 তান্ সৰ্বান্ ব্যাদিদেশাস্তৈ সৰ্বভূতপিতামহঃ ৪৮॥
 ততঃ কুমারমাদায় দেবা ব্রহ্মপুরোগমাঃ ।
 অভিষেকার্থমাজগ্মুঃ শৈলেন্দ্রং সহিতাস্ততঃ ৪৯॥
 পুণ্যাং হৈমবতীং দেবীং সরিচ্ছ্রুতাং সরস্বতীম্ ।
 সমস্তপঞ্চকে যা বৈ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ৫০॥
 তত্র তীরে সরস্বত্যাঃ পুণ্যে সৰ্বগুণাশ্রিতে ।
 নিষেহুর্দেবগন্ধৰ্বাঃ সৰ্বে সম্পূৰ্ণমানসাঃ ৫১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি
 গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে
 একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ৫০ ॥ *

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । সৈন্যপত্যং সেনাপতিত্বং, তস্মৈ কাৰ্ত্তিকেরায় । ভূতান্তর দেবাঃ ৪৭॥
 সৰ্কেতি । ব্যাদিদেপ অধীনতায়াং স্বাক্ষর ৪৮॥
 তত ইতি । কুমারং কাৰ্ত্তিকেরম্ । শৈলেন্দ্রং হিমালয়ম্ ৪৯॥
 পুণ্যামিতি । হৈমবতীং হিমবত উপনাম, আজগ্মুরিত্যমুভূতিঃ ৫০॥

বালকটাকে যে কোন বিষয়ের আধিপত্য করিতে সমর্থ বলিয়া মনে
 করিলেন ৪৫—৪৬॥

ভরতনন্দন ! ভদনস্তর দেবগণের মঙ্গলসম্পাদনে নিরত ব্রহ্মা কিয়ৎকাল
 চিন্তা করিয়া, কাৰ্ত্তিককে সমস্ত দেবতার সেনাপতিপদ দান করিলেন ৪৭॥

এবং তিনি সমস্ত দেবতাসমূহের মধ্যে যাহারা রাজা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন,
 তাঁহাদিগকে যুদ্ধে কাৰ্ত্তিকের অধীনে থাকিতে আদেশ করিলেন ৪৮॥

ভদনস্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ সন্মিলিত হইয়া, কাৰ্ত্তিককে লইয়া, তাঁহাকে সেনাপতি-
 পদে অভিষিক্ত করিবার জন্য হিমালয়পর্বতে আগমন করিলেন ৪৯॥

ক্রমে তাহারা হিমালয়োৎপন্ন, পবিত্রা, প্রভাবশালিনী ও নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীর
 তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; যে সরস্বতী সমস্তপঞ্চকে ত্রিভুবনবিখ্যাত
 হইয়াছে ৫০॥

* ‘...চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ’ পি বদ বর্জ বা লো, ‘...পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ’ নি ।

দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততোহভিষেকসম্ভারান্ সর্বান সংভূত্যা শাস্ত্রতঃ ।

বৃহস্পতিঃ সমিদ্ধেহ্যৌ জুহাবাঘ্নি যথাবিধি ॥১॥

ততো হিমবতা দন্তে মণিশ্রবরশোভিতে ।

দিব্যরত্নাচিতে পুণ্যে নিষগ্নং পরমাসনে ॥২॥

সর্বমঙ্গলসম্ভারৈর্বিধিমন্ত্রপূরঙ্কৃতম্ ।

আভিষেচনিকং দ্রব্যং গৃহীত্বা দেবতাগণাঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

ভবতি । নিষগ্নঃ অবতস্থিरे ॥১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাসীশতট্টাচার্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্কণি গদাযুদ্ধে একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥১॥

তত ইতি । অভিষেকস্ত সম্ভারান্ দ্রব্যান্, সংভূত্যা আনীয় । অগ্নিং সংস্থাপ্যতি
শেষঃ, তস্মিন্ সমিদ্ধে প্রজ্জলিতে অগ্নৌ জুহাব ॥১॥

অথ শগুদশতিঃ শ্লোকৈঃ কুলকেন দেবাদীনামাগমনমাহ তত ইতি । দিব্যরত্নৈঃ
আচিতে ব্যাগ্ণে, নিষগ্নমুপবিষ্টং কার্ত্তিকেশ্বরং প্রতীতি শেষঃ । সর্বমঙ্গলসম্ভারৈর্মালিক-

ভারতভাবদীপঃ

সরস্বত্যা ইতি ॥১—২৪॥ বিভালব্রবদংশৌ মার্জ্জারজাতিভেদৌ তৎসমূহাননৌ
॥২৫—৩৫॥ তত্ব ব্রহ্মত্ব, পৃষ্ঠতঃ পশ্চাৎ, শাখবিশাখনৈগমেয়াঃ আসন্, তে ক্রন্দেন সহ
চত্বারঃ ॥৩৬—৩৯॥ অকৃতমদৃষ্টপূর্বম্ ॥৪০—৫১॥

ইতি শল্যপর্কণি নৈলকম্ভি্রে ভারতভাবদীপে একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥৪১॥

সর্বগুণাশ্রিত ও পবিত্র সেই সরস্বতীনদীর তীরে পূর্ণমনোরথ দেবগণ ও
পর্ষদগণ অবস্থান করিলেন ॥৫১॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর বৃহস্পতি শাস্ত্র অনুসারে সমস্ত অভিষেক-
ক্রম্য আমন্ত্রণপূর্বক যথানিধানে অগ্নি স্থাপন করিয়া, সেই প্রজ্জলিত অগ্নিতে হোম
করিলেন ॥১॥

নরনাথ রাজা । তৎপরে হিমালয়প্রদেশ, উত্তম মণি ও দিব্যরত্নশোভিত,

ইন্দ্রবিষ্ণু মহাবীৰ্য্যো সূর্য্যচন্দ্রমসৌ তথা ।
 ধাতা চৈব বিধাতা চ তথা চৈবানিলানলৌ ॥৪॥
 পুষা ভগেনার্য্যমৃণা চ অংশেন চ বিবস্বতা ।
 রুদ্রশ্চ সহিতো ধীমান্ মিত্রেণ বরুণেন চ ॥৫॥
 রুদ্রৈর্বহুভিরাদিত্যৈরশ্বিত্যাক বৃতঃ প্রভুঃ ।
 বিশ্বদেবৈর্মরুত্বিষ্ণুচ সাধ্যৈশ্চ পিতৃভিঃ সহ ॥৬॥
 গন্ধর্বৈরঙ্গরোভিষ্ণুচ যক্ষরাক্ষসপন্নগৈঃ ।
 দেবর্ষিভিরসংখ্যেয়ৈস্তথা ব্রহ্মর্ষিভির্বরৈঃ ॥৭॥
 বৈখানসৈর্বালখিলৈর্বাযুহ্যাহারৈর্মরীচিচৈপৈঃ ।
 ভৃগুভিঃচাক্ষিরোভিষ্ণুচ যতিভিষ্ণুচ মহাত্মভিঃ ॥৮॥
 সর্বেবিদ্যাধরৈঃ পুণ্যৈর্যোগসিদ্ধৈস্তথা বৃতঃ ।
 পিতামহঃ পুলস্ত্যশ্চ পুলহশ্চ মহাতপাঃ ॥৯॥
 অঙ্গিরাঃ কশ্যপোহত্ৰিষ্ণুচ মরীচিভৃগুরেব চ ।
 ক্রতুর্হরঃ প্রচেতাশ্চ মনুদক্ষস্তথৈব চ ॥১০॥
 ঋতবশ্চ গ্রহাশ্চৈব জ্যোতীর্ষি চ বিশাংপতে ।।
 মূর্ত্তিমত্যাশ্চ সরিতো বেদাশ্চৈব সনাতনাঃ ॥১১॥

ভারতকোমুদী

ঈশ্বরিবাদিভিঃ সহ । অনিলো বায়ুঃ, অনলো বহ্নিঃ । পূবদয়ঃ স্বর্ঘ্যমুত্তিভেদাঃ । অশ্বিত্যাম্
 অশ্বিনীকুমারভ্যাম্ । বরৈঃ ব্রহ্মৈঃ । বৈখানসৈর্বনবাসিভিঃ । বালখিলৈরতিকুজাকাটৈ-
 রুনিবিশেষৈঃ, মরীচিচৈপৈঃ স্বর্ঘ্যকিরণাদিপান্নিভিঃ । ভৃগুভিঃচাক্ষিরোভিষ্ণুচ তত্ত্ববংশীভৈঃ ।

উৎকৃষ্ট আসনে কার্ত্তিক উপবেশন করিলে—মহাবল ইন্দ্র ও বিষ্ণু এবং সূর্য্য,
 চন্দ্র, ধাতা, বিধাতা, বায়ু, অগ্নি, আর পুষা, ভগ, অর্য্যমা, অংশ, বিবস্বান, মিত্র,
 বরুণের সহিত একাদশ রুদ্র, অষ্টবহু, দ্বাদশ আদিত্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিশ্ব-
 দেবগণ, মরুদগণ, সাধ্যগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্বগণ, অঙ্গরাগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ,
 পন্নগগণ, অসংখ্য দেবর্ষি ও প্রধান প্রধান ব্রহ্মর্ষি, বনবাসী, বালখিলা, বায়ুভোজী
 ও স্বর্ঘ্যকিরণপায়ী মুনিগণ, ভৃগু ও অঙ্গিরার বংশজাত ঋষিগণ, মহাত্মা ব্রহ্মচারি-
 গণ, সমস্ত বিজ্ঞাধর ও যোগসিদ্ধগণে পরিবেষ্টিত প্রভু ব্রহ্মা, পুলস্ত্য, পুলহ, মহাতপা
 অঙ্গিরা, কশ্যপ, অত্রি, মরীচি, ভৃগু, ক্রতু, হর, প্রচেতা, মনু, দক্ষ, ঋতুগণ, গ্রহগণ,

(৪) ইন্দ্রবিষ্ণু...বা নি । (১)...দেবর্ষিভিরসংখ্যেয়ৈস্তথা ব্রহ্মর্ষিভিঃ...বা নি ।
 (১৩)...ক্রতুর্হরিঃ—বা নি ।

সমুদ্রাশ্চ হ্রদাশ্চৈব তীর্থানি বিবিধানি চ ।
 পৃথিবী ত্র্যোদিশৈশ্চৈব পাদপাশ্চ জনাধিপ ! ॥১২॥
 অদিতিদেবমাতা চ হ্রীঃ শ্রীঃ স্বাহা সরস্বতী ।
 উমা শচী সিনীবালী তথা চানুমতিঃ কুহুঃ ॥১৩॥
 রাক্ষা চ ভূষণা চৈব পত্ন্যাশ্চাত্মা দিবৌকসাম্ ।
 হিমবাংশৈশ্চৈব বিক্ষ্যশ্চ মেরুশ্চানেকশৃঙ্গবান্ ॥১৪॥
 ঐরাবতঃ সানুচরঃ কলাঃ কাষ্ঠান্ততৈব চ ।
 মাসার্কমাসা ঋতবন্তথা রাত্র্যহনী নৃপ ! ॥১৫॥
 উচ্চৈশ্ৰবা হযশ্ৰেষ্ঠা নাগরাজশ্চ বাসুকিঃ ।
 অরুণো গরুড়শ্চৈব বৃক্ষাশ্চৌষধিভিঃ সহ ॥১৬॥
 ধর্মশ্চ ভগবান্ দেবঃ সমাজগুহি সঙ্গতাঃ ।
 কালো যমশ্চ মৃত্যুশ্চ যমস্তানুচরাশ্চ যে ॥১৭॥
 বহুলত্বাচ্চ নোক্তা যে বিবিধা দেবতাগণাঃ ।
 তে কুমারাভিষেকার্থং সমাজগুস্ততস্ততঃ ॥১৮॥ (কুলকম্)

ভারতবর্ষে

পিতামহো ব্রহ্মা । হরঃ শিবঃ । জ্যোতীংষি নক্ষত্রাণি । জ্যোঃ স্বর্গাধিদেবতা । সিনীবালী
 কিঞ্চিদুর্দশীযুক্তা অমাবত্যা, কুহুঃ কিঞ্চিৎপ্রতিপদযুক্তা অমাবত্যা । রাক্ষা পূর্ণিমা,
 দিবৌকসাং দেবানাম্ । অষ্টাদশনিমেষপরিমিতকালঃ কাষ্ঠাঃ, তত্রিংশৎপরিমিতাঃ কালঃ
 কলাঃ । ওষধিভিলতভিঃ । সঙ্গতাঃ সম্মিলিতাঃ, এতদভিমানিত্বো দেবতা ইত্যর্থঃ ।
 ততস্ততঃ স্থানাৎ ॥২—১৮॥

নক্ষত্রগণ, মূর্ত্তিমতীনদী সকল, মূর্ত্তিমান্ ও সনাতন বেদসমস্ত, সমুদ্রগণ, হ্রদসমূহ,
 নানাবিধ তীর্থ, পৃথিবী, স্বর্গ, দিক্‌সকল, বৃক্ষগণ, দেবমাতা অদিতি, লজ্জা, লক্ষ্মী,
 স্বাহা, সরস্বতী, উমা, শচী, সিনীবালী, অনুমতি, কুহু, পূর্ণিমা, ভূষণা, অত্মাত্ম
 দেবপত্নী, হিমালয়, বিক্ষ্য ও অনেকশৃঙ্গশালী মেরুপর্ব্বত, অনুচরবর্গের সহিত
 ঐরাবত, কলা, কাষ্ঠা, মাস, অর্কমাস, ঋতু, রাত্রি, দিন, অশ্বশ্ৰেষ্ঠ উচ্চৈশ্ৰবা,
 নাগরাজ বাসুকি, অরুণ, গরুড়, লতাগণের সহিত বৃক্ষগণ এবং ভগবান্ ধর্মদেব,
 আর কাল, যম, মৃত্যু, যমের অনুচরগণ এবং বহুতর বলিয়া যে নানাবিধ দেবগণের
 কথা বলিলাম না, তাঁহারা সর্ব্ববিধ মাজলিক দ্রব্যের সহিত নানাবিধ মস্ত্রে
 অভিমন্ত্রিত অভিষেকের দ্রব্য সকল লইয়া, কার্ত্তিকের অভিষেকের জন্ত নানাস্থান
 হইতে মিলিত হইয়া আগমন করিলেন ॥২—১৮॥

(১৩)....ততৈবানুমতিঃ কুহুঃ—বা নি । (১৪) রাক্ষা চ ভূষণা চৈব—বঙ্গ বা নি ।

জগৃহস্তু তদা রাজন্ । সৰ্ব এব দিবৌকসঃ ।
 অভিষেচনিকং ভাণ্ডং মঙ্গলানি চ সৰ্ব্বশঃ ॥১৯॥
 দিব্যসম্ভারসংযুক্তৈঃ কলসৈঃ কাঞ্চনৈর্নৃপ । ।
 সারস্বতীভিঃ পুণ্যাভিরম্ভিস্তাভিরলঙ্কতম্ ॥২০॥
 অভ্যষিঞ্চন্ কুমারং বৈ সংপ্রহৃষ্টা দিবৌকসঃ ।
 সৈন্যপত্যে মহাস্থানমম্বরগাং ভয়ঙ্করম্ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)
 পুরা যথা মহারাজ ! বরুণং বৈ জলেশ্বরম্ ।
 তথাভ্যষিঞ্চদ্ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 কশ্যপশ্চ মহাতেজা যে চাশ্চে লোককীর্তিতাঃ ॥২২॥
 তস্মৈ ব্রহ্মা দদৌ শ্রীতো বলিনো বাতরংহসঃ ।
 কামবীৰ্য্যধরান্ সিদ্ধান্ মহাপারিষদান্ প্রভুঃ ॥২৩॥
 নন্দিসেনং লোহিতাক্ষং ঘণ্টাকর্ণঞ্চ সম্মতম্ ।
 চতুৰ্ধমশ্বানুচরং থ্যাতং কুমুদমালিনম্ ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

জগৃহরিতি । ভাণ্ডং দ্রব্যম্, মঙ্গলানি দধিদূর্বাদীনী মাজলিকদ্রব্যানি ॥১৯॥
 দিব্যোতি । অস্তির্জলৈঃ । অলঙ্কৃতং কুমারমিতি সধ্বকঃ ॥২০—২১॥
 পুরেতি । লোকে কীর্তিতা বিখ্যাতা ঋষয়ঃ । যট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২২॥
 তন্মা ইতি । বাতরংহসো বায়ুতুল্যবেগবান্ । সম্মতং লোকপ্রিয়ম্ ॥২৩—২৪॥

রাজা ! তখন দেবতার সকলেই অভিষেকের দ্রব্য ও মাজলিক দ্রব্য সকল গ্রহণ করিলেন ॥১৯॥

রাজা ! দেবতার অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, নানাদ্রব্যসংযুক্ত স্বর্ণময় কলসপূর্ণ সেই পবিত্র সরস্বতীর জলদ্বারা নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও অম্বরগণের ভয়ঙ্কর মহাস্থা কার্তিককে দেবসেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন ॥২০—২১॥

মহারাজ ! পরে ভগবান্ লোকপিতামহ ব্রহ্মা, কশ্যপপ্রজাপতি এবং জগদ্বিখ্যাত অশ্বাত্তা ঋষিরা, পূর্বকালে বরুণকে যেমন জলাধিপতিপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তেমন কার্তিককে দেবসেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন ॥২২॥

তদনন্তর প্রভাবশালী ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া, বলবান্, বায়ুর তুল্য বেগশালী, ইচ্ছানুসারে শক্তিদারী ও যোগসিদ্ধ মহাপারিষদগণকে এবং নন্দিসেন, লোহিতাক্ষ,

(২০) অত্র নানাবিধাঃ পাঠভেদা দৃশ্যন্তে । (২২) যে চাশ্চে নানুকীর্তিতাঃ—পি বদ বর্জ বা ।

ততঃ স্বাগ্ৰ্হাবেগং মহাপারিষদং প্রভুঃ ।
 মায়াশতধরং কামং কামবীৰ্য্যবলান্বিতম্ ।
 দদৌ ক্ষন্দায় রাজেশ্বর ! সুরারিবিনিবর্হণম্ ॥২৫॥
 স হি দেবাসুরে যুদ্ধে দৈত্যানাং ভীমকর্ষণাম্ ।
 জঘান দোর্ভ্যাং সংক্রুদ্ধঃ প্রযুতানি চতুর্দশ ॥২৬॥
 তথা দেবা দহুস্তস্মৈ সেনাং নৈঋতসঙ্কুলাম্ ।
 দেবশক্রক্ষয়করীমজয্যাং বিষ্ণুরূপিণীম্ ॥২৭॥
 জয়শব্দং তথা চক্রুর্দেবাঃ সর্বে সवासবাঃ ।
 গন্ধর্বা যক্ষরক্ষাংসি মুনয়ঃ পিতরস্তথা ॥২৮॥
 ততঃ প্রাদাদমুচরৌ যমঃ কালোপমাবুভৌ ।
 উন্মাথঞ্চ প্রমাথঞ্চ মহাবীৰ্য্যো মহাহ্যতী ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । স্বাগ্ৰ্হাঃ শিবঃ । কামো বীরাভীষ্টম্ । বট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৫॥
 স ইতি । দেবাসুরে দেবাসুরকূতে । দোর্ভ্যাং বাহভ্যাম্, প্রযুতানি নিযুতানি ॥২৬॥
 তথ্যেতি । নৈঋতসঙ্কুলাং রাক্ষসপূর্ণাম্ । অজয্যাং জেতুমশক্যাম্ ॥২৭॥
 অয়েতি । বাসবেন ইজ্ঞেয়ং সহেতি সवासবাঃ ॥২৮॥
 তত ইতি । কালোপমৌ যমতুল্যাবেব । মহাহ্যতী মহাতেজসো ॥২৯॥

ঘণ্টাকর্ণ আর বিখ্যাত ও লোকপ্রিয় কুমুদমালীকে কার্তিকের অনুচররূপে দান করিলেন ॥২৩—২৪॥

রাজশ্রেষ্ঠ । তাহার পর মহাদেব মহাবেগশালী, নানাবিধ মায়াধারী, ইচ্ছানুসারে শক্তিকারী, বীরগণের অভীষ্ট ও অসুরনাশক কতকগুলি শ্রেষ্ঠপারিষদ কার্তিককে অর্পণ করিলেন ॥২৫॥

কার্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া এই সমস্ত পারিষদের সাহায্যে এবং বাহুবলে দেবাসুরযুদ্ধে ভীষণকর্মকারী চতুর্দশ নিযুত দৈত্য সংহার করিয়াছিলেন ॥২৬॥

সেইরূপই দেবতার কার্তিককে শক্রনাশক, রাক্ষসপূর্ণ, বিষ্ণুরূপী ও অজ্ঞেয় সৈন্ত দান করিলেন ॥২৭॥

তদনন্তর ইজ্ঞের সহিত দেবগণ, গন্ধর্বগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, মুনীগণ ও পিতৃগণ কার্তিকের জয়ধ্বনি করিলেন ॥২৮॥

তদনন্তর যম নিজেরই তুল্য মহাবল ও মহাবীৰ্য্য উন্মাথ ও প্রমাথনামক দুইজন অনুচরকে কার্তিকের অনুচররূপে অর্পণ করিলেন ॥২৯॥

সূভ্রাজ্ঞে ভাস্বরশ্চৈব যৌ তৌ সূর্য্যানুযায়িনৌ ।
 তৌ সূর্য্যঃ কার্ত্তিকৈয়ায় দদৌ প্রীতঃ প্রতাপবান্ ॥৩০॥
 কৈলাসশৃঙ্গসঙ্কাশৌ শ্বেতমাল্যানুলেপনৌ ।
 সোমোহপ্যনুচরৌ প্রাদান্মণিং স্তম্ভনিমেব চ ॥৩১॥
 জ্বালাজিহ্বং তথা জ্যোতিরিত্তজ্জায় হতাশনঃ ।
 দদাবনুচরৌ শুরৌ পরসৈন্তপ্রমাথিনৌ ॥৩২॥
 পরিঘঞ্চ বটকৈব ভীমঞ্চ স্তম্ভাবলম্ ।
 দহতিং দহনকৈব প্রচণ্ডৌ বীর্য্যসম্মতো ।
 অংশোহপ্যনুচরান্ পঞ্চ দদৌ স্কন্দায় ধীমতে ॥৩৩॥
 উৎক্রোশং পঞ্চককৈব বজ্রদণ্ডধরাবুভৌ ।
 দদাবনলপুত্রায় বাসবঃ পরবীরহা ।
 তৌ হি শক্রমহেন্দ্রস্ত জয়ভূঃ সমরে বহুন্ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

সূভ্রাজ ইতি । সূভ্রাজ্ঞো ভাস্বরশ্চ নাম, অনুযায়িনৌ অনুচরৌ ॥৩০॥
 কৈলাসেতি । কৈলাসশৃঙ্গসঙ্কাশৌ শুভ্রৌ । প্রাদাৎ কার্ত্তিকৈয়ায়েত্যনুবর্ত্ততে ॥৩১॥
 জ্বালেতি । জ্বালাজিহ্বং জ্যোতিষ্চ নাম, তিত্তজ্জায় কার্ত্তিকৈয়ায় ॥৩২॥
 পরিঘমিতি । পরিঘং বটং ভীমং দহতিং দহনঞ্চ নাম । অংশো দেবঃ । বটপাদঃ ॥৩৩॥
 উৎক্রোশমিতি । বজ্রধর উৎক্রোশঃ পঞ্চকশ্চ দণ্ডধরঃ । অয়মপি বটপাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৪॥

সূভ্রাজ ও ভাস্বরনামে সূর্য্যের যে দুইজন অনুচর ছিল, প্রতাপশালী সূর্য্য
 সন্তুষ্ট হইয়া কার্ত্তিককে সেই দুইজন অনুচর দান করিলেন ॥৩০॥

চন্দ্র ও কৈলাসপর্ব্বতের শৃঙ্গের তুল্য গুহ্রবর্ণ এবং শ্বেতবর্ণ মাল্য ও শ্বেতবর্ণ
 অনুলেপনধারী মণি ও স্তম্ভনিমক দুইটা অনুচরকে সমর্পণ করিলেন ॥৩১॥

অগ্নিদেব আপন পুত্র কার্ত্তিককে বীর ও শক্রসৈন্যবিজয়ী জ্বালাজিহ্ব ও
 জ্যোতিঃনামক দুইজন অনুচর দান করিলেন ॥৩২॥

অংশদেবও মহাবল পরিঘ, বট, ভীম এবং অত্যন্ত কোপন ও বলবান্
 দহতি ও দহন—এই পাঁচজন অনুচরকে কার্ত্তিকের পারিষদরূপে সমর্পণ
 করিলেন ॥৩৩॥

বিপক্ষবীরহস্তা ইন্দ্র বজ্রধারী উৎক্রোশ ও দণ্ডধারী পঞ্চক, এই দুইজন
 অনুচর কার্ত্তিককে দান করিলেন । তাঁহারা দুইজন পূর্বে ইন্দ্রের বহু শত্রু বিনাশ
 করিয়াছিলেন ॥৩৪॥

চক্রঞ্চ বিক্রমকৈব সংক্রমঞ্চ মহাবলম্ ।
 স্কন্দায় জ্বীনমুচরান্ দদৌ বিষ্ণুমহাযশাঃ ॥৩৫॥
 বর্ধনং নন্দনকৈব সর্ববিজ্ঞাবিশারদৌ ।
 স্কন্দায় দদতুঃ শ্রীতাবশ্বিনৌ ভরতবর্ষতঃ ॥৩৬॥
 কুন্দঞ্চ কুসুমকৈব কুমুদঞ্চ মহাযশাঃ ।
 ডম্বরাদৃশ্বরৌ চৈব দদৌ ধাতা মহাত্মনে ॥৩৭॥
 চক্রানুচক্রৌ বলিনৌ মেঘচক্রৌ বলোৎকটৌ ।
 দদৌ ত্বষ্টা মহামায়ৌ স্কন্দায়ানুচরায়ুভৌ ॥৩৮॥
 শুব্রতং সত্যসন্ধঞ্চ দদৌ মিত্রৌ মহাত্মনে ।
 কুমারায় মহাত্মানৌ তপোবিজ্ঞাধরৌ প্রভুঃ ।
 সুদর্শনীয়ৌ বরদৌ ত্রিষু লোকেষু বিজ্ঞপ্তৌ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

চক্রমিতি । চক্রং বিক্রমং সংক্রমঞ্চ নাম ॥৩৫॥

বর্ধনমিতি । বর্ধনং নন্দনঞ্চ নাম । অশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ ॥৩৬॥

কুন্দমিতি । কুন্দাদীনৃ পঞ্চ । ধাতা নাম দেবঃ, মহাত্মনে স্কন্দায় ॥৩৭॥

চক্রেতি । চক্রানুচক্রৌ নাম, মেঘাবিচ চক্রে বয়োভৌ । ত্বষ্টা দেবঃ ॥৩৮॥

শুব্রতমিতি । শুব্রতং সত্যসন্ধঞ্চ নাম । মিত্রৌ দেবঃ । বটপাদোহয়ঃ স্নোহকঃ ॥৩৯॥

মহাযশা বিষ্ণু কার্ত্তিককে মহাবল চক্র, বিক্রম ও সংক্রমনামক তিনজন
 অনুচর অর্পণ করিলেন ॥৩৫॥

ভরতশ্রেষ্ঠ । অশ্বিনীকুমারেরা সন্তুষ্ট হইয়া, সর্ববিজ্ঞাবিশারদ বর্ধন ও নন্দন-
 নামক দুইজন অনুচরকে কার্ত্তিকের পারিষদ করিয়া দিলেন ॥৩৬॥

মহাযশা ধাতা মহাত্মা কার্ত্তিককে কুন্দ, কুসুম, কুমুদ, ডম্বর ও আড়ম্বর-
 নামক পাঁচজন অনুচর দান করিলেন ॥৩৭॥

ত্বষ্টাপ্রজাপতি কার্ত্তিককে বলবান, বলমত্ত, মেঘের স্থায় চক্রধারী ও মহামারাবী
 চক্র ও অনুচক্রনামক দুইজন অনুচর অর্পণ করিলেন ॥৩৮॥

প্রভাবশালী মিত্রদেব মহাত্মা কার্ত্তিককে মহাত্মা, তপস্বী, বিদ্বান, সুদৃশ্যমূর্ত্তি,
 বরদাতা এবং ত্রিভুবনবিখ্যাত শুব্রত ও সত্যসন্ধনামক দুইটি অনুচর দান
 করিলেন ॥৩৯॥

(৩৫) চক্রং বিক্রমকৈব...নি । (৩৬)...অশ্বিনৌ ভিবজাং বরৌ—নি ।

(৩৮) বজাশ্ববক্রৌ...নি ।

সুপ্রভঞ্চ মহাত্মানং শুভকর্মাণমেব চ ।
 কার্ত্তিকৈয়ায় সংপ্রাদাষিধাতা লোকবিশ্রুতো ॥৪০॥
 পাণিত্রকং কালিকঞ্চ মহামায়াবিনাবুভো ।
 পূষা চ পার্শ্বদৌ প্রাদাৎ কার্ত্তিকৈয়ায় ভারত ॥৪১॥
 বলঞ্চাতিবলঞ্চৈব মহাবক্ত্রে মহাবলৌ ।
 প্রদদৌ কার্ত্তিকৈয়ায় বায়ুর্ভরতসত্তম ॥৪২॥
 ঘসঞ্চাতিঘসঞ্চৈব তিমিবক্ত্রে মহাবলৌ ।
 প্রদদৌ কার্ত্তিকৈয়ায় বরুণঃ সত্যসঙ্গরঃ ॥৪৩॥
 সুবর্চসং মহাত্মানং তথৈবাপ্যতিবর্চসম্ ।
 হিমবান্ প্রদদৌ রাজন্ । হতাশনহুতায় বৈ ॥৪৪॥
 কাঞ্চনঞ্চ মহাত্মানং মেঘমালিনমেব চ ।
 দদাবনুচরৌ মেরুরগ্নিপুত্রায় ভারত ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

সুপ্রভমিতি । সুপ্রভং শুভকর্মাণঞ্চ নাম । বিধাতা দেববিশেষঃ ॥৪০॥
 পাণিতি । পাণিত্রকং কালিকঞ্চ নাম । পূষা দেবভেদঃ ॥৪১॥
 বলমিতি । বলমতিবলঞ্চ নাম, মহতী বিশালে বক্ত্রে যয়োভৌ ॥৪২॥
 ঘসমিতি । ঘসমতিঘসঞ্চ নাম, তিমৈর্জলজ্জ্বলবিশেষত বক্ত্রে ইব বক্ত্রে যয়োভৌ ॥৪৩॥
 সুবর্চসমিতি । সুবর্চসমতিবর্চসঞ্চ নাম । হতাশনহুতায় কার্ত্তিকৈয়ায় ॥৪৪॥
 কাঞ্চনমিতি । কাঞ্চনং মেঘমালিনঞ্চ নাম । অগ্নিপুত্রায় কন্যায় ॥৪৫॥

বিধাতা জগদ্বিখ্যাত সুপ্রভ ও শুভকর্মানামে দুইজন অমুচরকে কার্ত্তিকের পারিষদরূপে নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন ॥৪০॥

ভরতনন্দন । দেববিশেষ পূষা মহামায়াবী পাণিত্রক ও কালিকনামক স্বকীয় পারিষদ দুইজনকে কার্ত্তিকের অমুচর করিয়া দিলেন ॥৪১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ । বায়ু বিশালমুখ ও মহাবলশালী বল ও অতিবলনামে দুইজন অমুচরকে কার্ত্তিকহস্তে সমর্পণ করিলেন ॥৪২॥

সত্যপ্রতিজ্ঞ বরুণদেব তিমির গায় মুখযুক্ত ও মহাবলশালী ঘস ও অতিঘস-নামে অমুচর দুইজনকে কার্ত্তিকের পারিষদরূপে প্রদান করিলেন ॥৪৩॥

রাজা । হিমালয় অগ্নিপুত্র কার্ত্তিককে সুবর্চা ও অতিবর্চানামে দুইজন পারিষদ দান করিলেন ॥৪৪॥

স্থিরধাতিস্থিরকৈব মেরুৱেবাপরো দদৌ ।
 মহাত্মনেহ্মিপুত্রায় মহাবলপরাক্রমো ॥৪৬॥
 উচ্ছিতকাগ্নিশৃঙ্গঞ্চ মহাপাষণঘোষিনো ।
 প্রদদাবগ্নিপুত্রায় বিদ্য্যঃ পারিষদাবুভৌ ॥৪৭॥
 সংগ্রহং বিগ্রহকৈব সমুদ্রোহপি গদাধরৌ ।
 প্রদদাবগ্নিপুত্রায় মহাপারিষদাবুভৌ ॥৪৮॥
 উন্মাদং পুষ্পদন্তঞ্চ শঙ্কুকর্ণং তথৈব চ ।
 প্রদদাবগ্নিপুত্রায় পার্শ্বভী শুভদর্শনা ॥৪৯॥
 জয়ং মহাজয়কৈব নাগৌ জ্বলনসূনবে ।
 প্রদদৌ পুরুষব্যাত্ৰ ! বাসুকিঃ পদ্মগেশ্বরঃ ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

স্থিরমিতি । স্থিরমতিস্থিরঞ্চ নাম । অগ্নিপুত্রায় কার্ত্তিকেশ্বায় ॥৪৬॥
 উচ্ছিতমিতি । উচ্ছিতমগ্নিশৃঙ্গঞ্চ নাম, মহাত্মো চ তৌ পাষণঘোষিনৌ চেতি তৌ ॥৪৭॥
 সংগ্রহমিতি । সংগ্রহং বিগ্রহঞ্চ নাম । মহাপারিষদৌ প্রধানসহায়ৌ ॥৪৮॥
 উন্মাদমিতি । উন্মাদং পুষ্পদন্তং শঙ্কুকর্ণঞ্চ নাম ত্রীনমুচরান্ ॥৪৯॥
 জয়মিতি । জয়ং মহাজয়ঞ্চ নাম । জ্বলনসূনবে অগ্নিপুত্রায় কার্ত্তিকেশ্বায় ॥৫০॥

ভরতনন্দন ! সুমেরুপর্বত মহাত্মা কাঞ্চন ও মেঘমালীকে কার্ত্তিকের অমুচর-
 রূপে নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন ॥৪৫॥

সুমেরুপর্বতই মহাবল ও পরাক্রমশালী স্থির ও অতিস্থিরনামক অপর
 দুইজন অমুচরকে কার্ত্তিকের পারিষদরূপে সমর্পণ করিলেন ॥৪৬॥

বিদ্যাপর্বত পাষণদ্বারা মহাযুদ্ধকারী উচ্ছিত ও অগ্নিশৃঙ্গনামক নিজের দুইজন
 পারিষদ কার্ত্তিককে দান করিলেন ॥৪৭॥

সমুদ্রও গদাধারী বিগ্রহ ও সংগ্রহনামক নিজের দুইজন মহাপারিষদকে
 কার্ত্তিকের অমুচররূপে নির্দিষ্ট করিলেন ॥৪৮॥

শুভদর্শনা পার্শ্বভী অগ্নিপুত্র কার্ত্তিককে উন্মাদ, পুষ্পদন্ত ও শঙ্কুকর্ণনামক
 তিনজন অমুচর দান করিলেন ॥৪৯॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ ! নাগরাজ বাসুকি অগ্নিনন্দন কার্ত্তিককে জয় ও মহাজয়নামক
 দুইটা নাগ সমর্পণ করিলেন ॥৫০॥

(৪৬)...মহাত্মা চাগ্নিপুত্রায়...পি, মহাত্মা অগ্নিপুত্রায়—নি। (৪৭) মহাপা-
 ণঘোষিনৌ—পি। (৫০)...গদা জ্বলনসূনবে...নি।

এবং সাধ্যাশ্চ রুদ্রাশ্চ বসবঃ পিতরন্তুথা ।

সাগরাঃ সরিতশ্চৈব গিরয়শ্চ মহাবলাঃ ॥৫১॥

দদুঃ সেনাগণাধ্যক্ষান্ শূলপাট্ঠিশধারিণঃ ।

দিব্যপ্রহরণোপেতান্ নানাবেশবিভূষিতান্ ॥৫২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । সরিতো নদঃ । দিব্যপ্রহরণোপেতান্ স্বর্গীয়াস্ত্রসম্পন্নান্ ॥৫১—৫২॥

এইভাবে সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণ, পিতৃগণ, সমুদ্রগণ, নদীগণ ও মহাবল পর্বতগণ শূল ও পাট্ঠিশধারী এবং অস্ত্রাস্ত্র স্বর্গীয় অস্ত্রসম্পন্ন, নানাবেশে বিভূষিত সেনানায়কদিগকে সমর্পণ করিলেন ॥৫১—৫২॥

(৫২) ইতঃ পরং ত্রিষষ্টিশ্লোকাঃ, অধ্যায়সমাপ্তিঃ ; ত্রিচত্বারিংশৎ শ্লোকান্চ অধিকাঃ

বজ্র বর্ধক বা সো নি । তে চ যথা—

শৃণু নামানি চাপ্যেয্যং যেহন্তে স্বন্দন্ত সৈনিকাঃ । বিবিধাযুদ্ধসম্পন্নাস্ত্রোভরণবর্ষিণঃ ॥১॥

শঙ্কুর্গোঁড়নিকুন্তশ্চ পন্নঃ কুমুদ এব চ । অনন্তো দ্বাদশভূজন্তুথা কৃষ্ণোপকৃষ্ণকোঁ ॥২॥

স্রাগপ্রবাঃ কপিস্বকঃ কাঞ্চনাকো জলধ্বমঃ । অক্ষঃ সন্তর্জুনো রাজন্ । কুনদীকন্তমোহস্তকুণ্ড ॥৩॥

একাকো দ্বাদশাক্ষশ্চ তথৈবৈকজটঃ প্রভুঃ । সহস্রবাহুবিকটো ব্যাভ্রাক্ষঃ ক্ষিতিকম্পনঃ ॥৪॥

পুণ্যনামা সুনামা চ স্রবজ্জুঃ প্রিয়দর্শনঃ । পরিশ্রুতঃ কোকনদঃ প্রিয়মাল্যাম্বুলেপনঃ ॥৫॥

অজোদরো গজশিরাঃ স্বকাক্ষঃ শতলোচনঃ । জালাজিহবঃ করালাক্ষঃ শিতকেশো জটী হরিঃ ॥

পরিশ্রুতঃ কোকনদঃ কৃষ্ণকেশো জটীধরঃ । চতুর্দংষ্ট্রোহষ্টজিহ্বশ্চ মেঘনাদঃ পৃথুশ্রবাঃ ॥৭॥

বিদ্যুতাকো ধম্বর্জজ্যেষ্ঠা জাঠরো মাক্রতাশনঃ । উদরাকো রথাক্ষশ্চ বজ্রনাভো বজ্রপ্রভঃ ॥৮॥

সমুদ্রবেগো রাজেন্দ্র । শৈলকম্পী তথৈব চ । বৃষমেঘপ্রবাহশ্চ তথা নন্দোপনন্দকোঁ ॥৯॥

ধৃত্রঃ শ্বেতঃ কলিঙ্গশ্চ সিদ্ধার্থো বরদন্তুথা । প্রিয়কশ্চৈব নন্দশ্চ গোনন্দশ্চ প্রতাপবান্ ॥১০॥

আনন্দশ্চ প্রমোদশ্চ স্বস্তিকো ধ্রুবকন্তুথা । ক্ষেমবাহঃ স্রবাহশ্চ সিদ্ধপত্রশ্চ ভারত ॥১১॥

গোত্রজঃ কনকাপীড়ো মহাপারিষদেবধরঃ । গায়নো হৃগনশ্চৈব বাণঃ খড়্গশ্চ বীৰ্য্যবান্ ॥১২॥

বৈতালী গতিতালী চ তথা কথকবাতিকোঁ । হংসজঃ পদ্মিদ্ধাজঃ সমুদ্রোদ্গাদনশ্চ হ ॥১৩॥

রণোৎকটঃ প্রহাসশ্চ শ্বেতসিদ্ধশ্চ নন্দকঃ । কালকঠঃ প্রভাসশ্চ তথা কৃষ্ণাঙ্ককোহপরঃ ॥১৪॥

কালকক্ষঃ শিতশ্চৈব ভূতলোদগ্ননন্তুথা । যজ্ঞবাহঃ প্রবাহশ্চ দেবযাজী চ সোমপঃ ॥১৫॥

মজ্জানশ্চ মহাতেজাঃ ক্রথক্রাথোঁ চ ভারত । তুহরশ্চ তুহারশ্চ চিত্রদেবশ্চ বীৰ্য্যবান্ ॥১৬॥

মধুরঃ স্রুপ্রসাদশ্চ কিরীটী চ মহাবলঃ । বৎসলো মধুবর্ণশ্চ কলসোদর এব চ ॥১৭॥

ধর্ম্মদো মন্থকরঃ স্ত্রীবজ্জুশ্চ বীৰ্য্যবান্ । শ্বেতবজ্জুঃ স্রবজ্জুশ্চ চাক্রবজ্জুশ্চ পাণ্ডুরঃ ॥১৮॥

দণ্ডবাহঃ স্রবাহশ্চ রজঃ কোকিলকন্তুথা । অচলঃ কনকাক্ষশ্চ বালানামপি যঃ প্রভুঃ ॥১৯॥

সকারবঃ কোকনদো গৃধ্রপত্রশ্চ অধ্বকঃ । লোহাজবজ্যেষ্ঠা জবনঃ কুম্ভবজ্জুশ্চ কুম্ভকঃ ॥২০॥

স্বর্ণজীবশ্চ কৃষ্ণোজা হংসবজ্জুশ্চ চন্দ্রভঃ । পাণিকুর্জুশ্চ শঙ্খকঃ পঞ্চবজ্জুশ্চ শিককঃ ।

চাববজ্জুশ্চ অধ্বকঃ ধ্রুববজ্জুশ্চ কৃষ্ণকঃ ॥২১॥

যোগবৃত্তা মহান্নানঃ সততং ব্ৰাহ্মণপ্রিয়াঃ । পৈতামহা মহান্নানো মহাপাৰিষদাশ্চ হ ॥২২॥
 যৌবনহাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ বাল্যশ্চ জনমেজয় । সহস্রশঃ পাৰিষদাঃ কুমাৰমবতস্থিৰে ॥২৩॥
 বৰৈত্ৰুনানাবিধৈৰ্ধে তু শৃণু তান্ জনমেজয় । কুৰ্মকুটবজ্ৰাশ্চ দীৰ্ঘবজ্ৰাশ্চ ভাৱত ॥২৪॥
 ঋগ্গামায়মুখাশ্চৈব শশোলুকমুখান্তথা । খরোষ্ট্ৰবদনাশ্চান্তে বরাহবদনান্তথা ॥২৫॥
 মম্ব্ষমেঘবজ্ৰাশ্চ শৃগালবদনান্তথা । ভীমা মকরবজ্ৰাশ্চ শিশুমারমুখান্তথা ॥২৬॥
 মাজ্জারশবজ্ৰাশ্চ দীৰ্ঘবজ্ৰাশ্চ ভাৱত । নকুলোলুকবজ্ৰাশ্চ কাকবজ্ৰান্তথাপরে ॥২৭॥
 আখুৰ্ভুকবজ্ৰাশ্চ ময়ূরবদনান্তথা । মন্ত্ৰমেঘাননাশ্চান্তে অজাবিমহিবাননাঃ ॥২৮॥
 ঋকশাৰ্দূলবজ্ৰাশ্চ দ্বীপিসিংহাননান্তথা । ভীমা গজাননাশ্চৈব তথা নক্ৰমুখাশ্চ যে ॥২৯॥
 গৰুড়াননাঃ কঙ্কমুখা বৃককাকমুখান্তথা । গোখরোষ্ট্ৰমুখাশ্চান্তে বৃশদংশমুখান্তথা ॥৩০॥
 মহাজঠরপাদাকান্তারকাস্চ ভাৱত । পাৰাবতমুখাশ্চান্তে তথা বৃষমুখাঃ পরে ॥৩১॥
 কোকিলাভাননাশ্চান্তে শ্ৰেনতিস্তিরিকাননাঃ । কুকলাসমুখাশ্চৈব বিরজোহ্ষরধাৰিণঃ ॥৩২॥
 ব্যালবজ্ৰাঃ শূলমুখাশ্চণ্ডবজ্ৰাঃ শুভাননাঃ । আশীবিষাশ্চীৰধরা গোনাগাবদনান্তথা ॥৩৩॥
 স্থলোদরাঃ কৃশাঙ্গাশ্চ স্থলাঙ্গাশ্চ কৃশোদরাঃ । হৃষগ্ৰীবা মহাকৰ্ণা নানাব্যালবিভূষিতাঃ ॥৩৪॥
 গজেন্দ্রচৰ্ম্মবসনান্তথা কৃষ্ণাজিনাধরাঃ । স্বক্ৰেমুখা মহাৰাজ ! তথাপুদয়তোমুখাঃ ॥৩৫॥
 পৃষ্ঠেমুখা হম্বমুখান্তথা জম্বামুখা অপি । পার্শ্বাননাশ্চ বহবো নানাদেশমুখান্তথা ॥৩৬॥
 তথা কীটপতঙ্গানাং সদৃশাত্মা গণেশ্বরাঃ । নানাব্যালমুখাশ্চান্তে বহবাহশিরোধরাঃ ॥৩৭॥
 নানাবৃকভূজাঃ কেচিৎ কটিনীৰ্ধান্তথা পরে । ভূজকাতোগবদনা নানাগুণনিবাসিনাঃ ॥৩৮॥
 চীৰসংবৃতগাত্ৰাশ্চ নানাকনকবাসসঃ । নানাবেশধরাশ্চান্তে নানামাল্যমুলেপনাঃ ॥৩৯॥
 নানাবজ্জধরাশ্চৈব চৰ্ম্মবাসস এব চ । উষ্ণীষিণো মুকুটিনঃ কণ্ঠগ্ৰীবাঃ স্তবৰ্গসঃ ॥৪০॥
 কিরীটিনঃ পঞ্চশিখান্তথা কাকনমূৰ্দ্ধজাঃ । ত্ৰিশিখা দ্বিশিখাশ্চৈব তথা সপ্তশিখাঃ পরে ॥৪১॥
 শিখিণ্ডিনো মুকুটিনো মুণ্ডাশ্চ জটিলান্তথা । চিত্ৰমালাধরাঃ কেচিৎ কেচিদ্ভোমাননান্তথা ॥৪২॥
 বিগ্ৰহৈকরসি নিত্যমজ্জয়াঃ স্তৱসন্তমৈঃ । দিব্যানানাস্বরবরাঃ সততং বিগ্ৰহপ্রিয়াঃ ॥৪৩॥
 কৃষ্ণা নিশ্চাসংবজ্ৰাশ্চ দীৰ্ঘপৃষ্ঠান্তনুদরাঃ । স্থূলপৃষ্ঠাঃ হৃষপৃষ্ঠাঃ প্রলম্বোদরমেহনাঃ ॥৪৪॥
 মহাভূজা হৃষভূজা হৃষগাত্ৰাশ্চ বামনাঃ । কুজাশ্চ হৃষজম্বাশ্চ হস্তিকৰ্ণশিরোধরাঃ ॥৪৫॥
 হস্তিনাঙ্গাঃ কুৰ্মনাঙ্গা বৃকনাঙ্গান্তথাপরে । দীৰ্ঘৌলী দীৰ্ঘজম্বাশ্চ বিকরালা হৃধোমুখাঃ ॥৪৬॥
 মহাদংষ্ট্ৰা হৃষদংষ্ট্ৰাশ্চতুর্দংষ্ট্ৰাণ্ডথাপরে । বানরেজ্জনিতাশ্চান্তে ভীমা ৰাজন্ ॥ সহস্রশঃ ॥৪৭॥
 স্তবিত্তজ্ঞশরীরাশ্চ দীপ্তিমন্তঃ স্থলকৃতাঃ । পিঙ্গাকাঃ শঙ্কুকৰ্ণাশ্চ নক্ৰনাসাশ্চ ভাৱত ॥৪৮॥
 পৃথুদংষ্ট্ৰা মহাদংষ্ট্ৰা স্থলোষ্ঠা হরিমূৰ্দ্ধজাঃ । নানাপাদোষ্ঠদংষ্ট্ৰাশ্চ নানাহস্তশিরোধরাঃ ॥৪৯॥
 নানাচৰ্ম্মভিরাচ্ছরা নানাভাষাশ্চ ভাৱত । কুশলা দেশভাষাস্থ অন্নভোহন্তোত্তমীধরাঃ ॥৫০॥
 হৃষ্টাঃ পৰিপতন্তি ঋ মহাপাৰিষদান্তথা । দীৰ্ঘগ্ৰীবাঃ দীৰ্ঘনখা দীৰ্ঘপাদশিরোভূজাঃ ॥৫১॥
 পিঙ্গাকা নীলকণ্ঠাশ্চ লম্বকৰ্ণাশ্চ ভাৱত । বৃকোদরনিভাশ্চৈব কেচিদগ্ননসগ্ৰিভাঃ ॥৫২॥
 ষেতাকা লোহিতগ্ৰীবাঃ পিঙ্গাকাশ্চ তথাপরে । কাম্বাষা বহবো ৰাজংশ্চিত্ৰবৰ্ণাশ্চ ভাৱত ॥৫৩॥
 চামরাপীড়কনিভাঃ ষেতলোহিতৰাজয়ঃ । নানাবৰ্ণাঃ স্তবৰ্ণাশ্চ ময়ূরসদৃশপ্রভাঃ ॥৫৪॥
 পুনঃ প্রহরণান্তেবাং কীৰ্ত্ত্যমানানি মে শৃণু । শেঠৈঃ কৃতঃ পাৰিষদৈরাযুধানাং পৰিগ্ৰহঃ ॥৫৫॥

পাশোক্তকরাঃ কোচং ব্যাদিতাত্তাঃ খরাননাঃ । পৃষ্ঠাক্কা নীলকণ্ঠাশ্চ তথা পরিঘবাহবঃ ॥৫৬॥
শতরীচক্রহস্তাশ্চ তথা মূলপাণয়ঃ । অসিহুদগরহস্তাশ্চ দণ্ডহস্তাশ্চ ভারত ! ॥৫৭॥
শূলসিহস্তাশ্চ তথা মহাকায় মহাবলাঃ । গদাভূষণিহস্তাশ্চ তথা তোমরপাণয়ঃ ॥৫৮॥
আয়ুধৈববিবিধৈর্ধৌরৈর্মহাদ্রানো মহাজবাঃ । মহাবলা মহাবেগা মহাপারিষদান্তথা ॥৫৯॥
অভিষেকং কুমারতঃ দৃষ্ট্ৱা কঠা রণপ্রিয়াঃ । ঘণ্টাজালপিন্ধাক্সা ননৃতুস্তে মহোজসঃ ॥৬০॥
এতে চান্তে চ বহবে মহাপারিষদা নৃপ ! । উপতনুমহাদ্রানং কাস্তিকেষং যশস্বিনম্ ॥৬১॥
দিব্যাশ্চাপ্যাস্তরীক্সাশ্চ পাণিবাস্তানিলোপমাঃ । ব্যাদিষ্টা দৈবতৈঃ শূরাঃ স্নন্যস্তাশ্চচরাভবন্ ॥৬২॥
তাদৃশানাং সহস্রাণি প্রযুতান্তর্কদানি চ । অভিষেকুং মহাদ্রানং পরিবার্যোপভস্থিরে ॥৬৩॥
ইতি মহাভারতে শল্যপর্কণি গদাযুদ্ধে স্নন্যভিষেকে পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥৪৫॥

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শুশ্ৰু মাভৃগণান্ রাজান্ । কুমারাসুচরানিমান্ । কীর্ত্যমানায়স্রা বীর ! সপত্নগণস্বদনান্ ॥১॥
যশস্বিনীনাং মাভৃগাং শুশ্ৰু নামানি ভারত । যাতিব্যাপ্তাস্ত্রয়ো লোকাঃ কল্যাণীভিষ্চরাচরাঃ ॥২॥
প্রভাবতী বিশালাক্ষী পালিতা গোনসী তথা । শ্রীমতী বহলা চৈব তথৈব বহুপুত্রিকা ॥৩॥
অঙ্গুজাতা চ গোপালী বৃহদধালিকা তথা । অন্নাবতী মালতিকা ধ্রুবরত্না ভয়ঙ্করী ॥৪॥
বহুদামা হুদামা চ বিশোকা নন্দিনী তথা । একচূড়া মহাচূড়া চক্রনেমিস্চ ভারত ! ॥৫॥
উদ্ভেন্দ্রী অয়ংসেনা কমলাক্ষ্য শোভনা । শক্রঞ্জয়া তথা চৈব ক্রোধনা শলভী খরী ॥৬॥
মাগধী শুভবক্ত্রা চ তীর্থসেনিস্চ ভারত ! । গীতপ্রিয়া চ কল্যাণী রুদ্ররোমামিতাশনা ॥৭॥
মেঘবনা ভোগবতী সূত্রক কনকাবতী । অলাতাক্ষী বীর্ঘবতী বিদ্যুজ্জিহ্বা চ ভারত ! ॥৮॥
পদ্মাবতী স্ননকত্রা কন্দরা বহুবোজনা । সন্তানিকা চ কোরব্য ! কমলা চ মহাবলা ॥৯॥
হুদামা বহুদামা চ সূত্রতা চ যশস্বিনী । নৃত্যপ্রিয়া চ রাজেন্দ্র ! শতোলুখলমেখলা ॥১০॥
শতঘণ্টা শতানন্দা ভগনন্দা চ ভাবিনী । বপুস্বতী চন্দ্রশীতা ভক্তকালী চ ভারত ! ॥১১॥
ঋক্সাধিকা নিফুটিকা বামা চন্দ্রবাসিনী । স্ননকলা স্তম্ভিতী বুদ্ধিকামা অয়প্রিয়া ॥১২॥
ধনদা সূত্রসাদা চ ভবদা চ অনেখরী । এড়ী ভেড়ী গমেড়ী চ বেতালজননী তথা ॥১৩॥
কতুতিঃ কালিকা চৈব দেবমিত্রা চ ভারত ! । বসুন্তীঃ কেতকী চৈব চিত্রসেনা তথাচলা ॥১৪॥
কুক্ষুটিকা শখলিকা তথা শকুনিকা নৃপ ! । কুণ্ডারিকা কোকিলিকা কুন্তিকাশ্চ শতোদরী ॥১৫॥
উৎকরাধিনী অলোকা চ মহাবেগাশ্চ কঙ্কণা । মনোজবা কণ্টকিনী প্রমদা পুতনা তথা ॥১৬॥
কেশবদ্রী জটীধামা কোশনাথ তড়িৎপ্রভা । মন্দোদরী চ মৃত্তী চ কোটরা মেঘবাহিনী ॥১৭॥
হুভগা লঘিনী লঘা বহুচূড়া বিকচিনী । উর্ধ্ববেগীধরা চৈব শিলাকী লোহমেখলা ॥১৮॥
পৃথুবক্ত্রা মধুলিকা মধুকুন্ডা তথৈব চ । যকালিকা মংকুনিকা অরাসুর্জর্জরাননা ॥১৯॥
ধ্যাতা দহদহা চৈব তথা ধমধমা নৃপ ! । খণ্ডখণ্ডা চ রাজেন্দ্র ! পূষণা মণিকুটিকা ॥২০॥
অমোঘা চৈব কোরব্য ! তথা লঘপরোধরা । বেণুবীণাধরা চৈব শিলাকী লোহমেখলা ॥২১॥
শশোলুকমুখী কক্সা ধবজল্যা মহাজবা । শিত্তমারমুখী বেতা লোহিতাকী বিভীষণা ॥২২॥

ততঃ শত্ৰুজয়মদমন্ত্ৰগবান্ পাকশাসনঃ ।

শুহায় রাজশার্দূল । বিনাশায় অশ্রুধিবাম্ ॥৫৩॥

মহাশ্বনাং মহাঘণ্টাং দ্রোতমানাং সিতপ্রভাম্ ।

তরুণাদিত্যবর্ণাঞ্চ পত্নীকাং ভরতৰ্ষভ ! ॥৫৪॥

দর্দৌ পশুপতিস্তন্থৈ সর্বভূতমহাচমুং ।

উগ্রাং নানাগ্রহরণাং তপোবীৰ্য্যবলাশ্রিতাম্ ॥৫৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । পাকশাসন ইন্দ্রঃ । শুহায় কার্ত্তিকেরায় ॥৫৩॥

রাজশ্রেষ্ঠ । তাহার পর ভগবান্ ইন্দ্র অশ্রুগগকে বিনাশ করিবার জন্য কার্ত্তিককে শক্তিনামক একটী অস্ত্র দান করিলেন ॥৫৩॥

জটালিকা কামচরী দীর্ঘজিহ্বা বলোৎকটী । কালেহিকা বামনিকা মুকুটা চৈব ভারত ! ॥২৩॥

গৌহিতাকী মহাকায় হরিপিণ্ডা চ ভূমিপ ! । একত্বচা স্বকুস্মা কৃষ্ণকর্ণী চ ভারত ! ॥২৪॥

সুবকর্ণী চতুর্কর্ণী কর্ণপ্রাবরণা তথা । চতুঃপথনিকেতা চ গোকর্ণী মহিষাননা ॥২৫॥

ধরকর্ণী মহাকর্ণী ভেরীশ্বনমহাশ্বনা । শঙ্খকুন্তপ্রবাস্টেব ভগদা চ মহাবলা ॥২৬॥

গণা চ হৃগণা চৈব তথা ভীতাত্ত কামদা । চতুঃপথরতা চৈব ভূতিতীর্থাগ্গোচরা ॥২৭॥

পদ্মদা বিস্তলা চৈব স্বধদা চ মহাঘণাঃ । পয়োদা গোমহিষদা স্ববিশালা চ ভারত ! ॥২৮॥

প্রতিষ্ঠা স্প্রতিষ্ঠা চ রোচমানা স্বরোচনা । নৌকর্ণী মুখকর্ণী চ বিশিরা মছিনী তথা ।

একচন্দ্রা মেঘরবা মেঘমালা বিরোচনা ॥২৯॥

এতাস্তাশ্চাভ্য বহবো মাতরো ভরতৰ্ষভ ! । কার্ত্তিকেরায়ানুযায়িত্বো নানারূপাঃ সহস্রশঃ ॥৩০॥

দীর্ঘনখো দীর্ঘদন্ত্যো দীর্ঘতুণ্ড্যশ্চ ভারত ! । সরলা মধুরাস্টেব যৌবনস্থাঃ স্বলঙ্কতাঃ ॥৩১॥

মাহাশ্বোন চ সংযুক্তাঃ কামরূপধরাস্তথা । নির্মাংসগাত্ৰাঃ শ্বেতাশ্চ তথা কাঞ্চনসন্নিভাঃ ॥৩২॥

কৃষ্ণমেঘনিভাস্তাশ্চাশ্চ ধূস্রাশ্চ ভরতৰ্ষভ ! । অরুণাভা মহাভাগা দীর্ঘকেশ্চ সিতাধরাঃ ॥৩৩॥

উর্দ্ধবেণীধরাষ্টেব পিঙ্গাক্যো লম্বমেখলাঃ । লম্বোদর্যো লম্বকর্ণাস্তথা লম্বপয়োধরাঃ ॥৩৪॥

তাম্রাক্যস্তাত্রবর্ণাশ্চ হর্যাক্যশ্চ তথাপরাঃ । বরদাঃ কামচারিণ্যো নিত্যং প্রমুদিতাস্তথা ॥৩৫॥

যাম্যা রৌদ্রাস্তথা সৌম্যাঃ কৌবের্যোহথ মহাবলাঃ ।

বাক্যোহথ চ মাহেন্দ্র্যাস্তথায়েযাঃ পরস্তপ ! ॥৩৬॥

বায়ব্যাশ্চ কৌমার্যো ব্রাহ্মশ্চ ভরতৰ্ষভ ! । বৈষ্ণব্যশ্চ তথা সৌর্যো বারাহশ্চ মহাবলাঃ ॥৩৭॥

ক্লপেপান্সরসাং তুল্যা মনোহার্যো মনোরমাঃ । পরপুটোপমা বাক্যে তথাক্ষা ধনদোপমাঃ ॥৩৮॥

শক্রবীর্যোপমা যুদ্ধে দীপ্ত্যা বহ্নিসমান্তথা । শক্রণাং বিগ্রহে নিত্যং ভয়দাস্তা ভবন্ত্যত ॥৩৯॥

কামরূপধরাষ্টেব জবে বায়ুসমান্তথা । অচিন্ত্যবলবীৰ্য্যশ্চ তথাচিন্ত্যপরাক্রমাঃ ॥৪০॥

বৃক্ষচক্ষরবাসিত্তশ্চতুঃপথনিকেতনাঃ । শুহাশ্বশানবাসিত্তঃ শৈলপ্রস্রবণালম্বাঃ ॥৪১॥

নানাভরণধারিণ্যো নানামাল্যধরাস্তথা । নানাবিচিত্রবেশাশ্চ নানাভাবাস্তথৈব চ ॥৪২॥

এতে চান্তে চ মাতৃপাং গণাঃ শক্রভয়করাঃ । অহুঃশ্রু মহাশ্বানাং ত্রিদশৈশ্চ সম্মতে ॥৪৩॥

অজ্ঞেয়াং স্বপুণৈর্ভুজ্ঞাং নান্না সেনাং ধনঞ্জয়াম্ ।

রুদ্রতুল্যাবলৈশ্চপ্তাং যোধানামমুতৈজ্জিভিঃ ।

ন সা বিজ্ঞানতি রণাং কদাচিদ্ধিনিবর্ত্তিভূম্ ॥৫৬॥ (বিশেষকম্)

বিষ্ণুদর্দৌ বৈজয়ন্তীং মালাং বলবিবর্দ্ধিনীম্ ।

উমা দর্দৌ বিরজসৌ বাসসী সূর্য্যসম্মিতে ॥৫৭॥

গঙ্গা কমণ্ডলুং দিব্যমমুতোস্তবমুত্তমম্ ।

দর্দৌ প্রীত্যা কুমারায় দণ্ডৈশ্চৈব বৃহস্পতিঃ ।

গরুড়ো দয়িতং পুত্রং মমূরং চিত্রবর্হিণম্ ॥৫৮॥

অরুণস্তাত্রচূড়ঞ্চ প্রদর্দৌ চরণায়ুধম্ ।

নাগস্ত বরুণো রাজা বলবীর্য্যসমম্বিতম্ ॥৫৯॥

ভারতকৌমুদী

মহেতি । সিতপ্রভাং শুভ্রবর্ণাম্ । গর্বেষু ভূতেষু প্রাণিষু মধ্যে মহাচমুং প্রশস্তসেনাম্ ।

স্বপুণৈঃ প্রভুভক্তাদিসৈগুপ্তপুণৈঃ । গুপ্তাং রক্ষিতাম্ । ষট্-পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৫৪—৫৬॥

বিষ্ণুরিতি । বিগতানি রজাংসি ধূলয়ো যাভ্যাং তে নুপরিষ্কৃতে ॥৫৭॥

গঙ্গেতি । অমৃতমিব স্বজলমুত্তবতি নির্ধাতি যমাদিত্যমুতোস্তবস্তম্ । ষট্-পাদঃ ॥৫৮॥

অরুণ ইতি । অরুণো গরুড়াগ্রজঃ, তাত্রচূড়ং কুকুটম্ । নাগং গজম্ ॥৫৯॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! মহাদেব কার্ত্তিককে একটা উৎকৃষ্ট শব্দ, নবোদিত সূর্য্যের জ্বায় অরুণবর্ণ একটা পতাকা এবং ধনঞ্জয়ানামে উত্তম সেনা দান করিলেন । সেই শব্দটা বিশাল শব্দ করিত, চন্দ্রের জ্বায় প্রকাশ পাইত ও শুভ্রবর্ণ ছিল এবং সেই সেনাটা সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই মহাসেনা বলিয়া পরিচিত, নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রযুক্ত, ভীষণ, তপোবল ও দৈহিকবলসমম্বিত, অজ্ঞেয় ও সৈন্যগণের সমস্ত গুণযুক্ত ছিল, আর রুদ্রের তুল্য বলবান্ ত্রিংশৎসহস্র যোদ্ধা তাহাকে রক্ষা করিত ; বিশেষতঃ সেই সেনা কখনও রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে জানিত না ॥৫৪—৫৬॥

বিষ্ণু কার্ত্তিককে বলবৃদ্ধিকারিণী বৈজয়ন্তী নাম্নী একটা মালা দান করিলেন এবং *পার্ব্বতীদেবী তাহাকে পরিষ্কৃত ও সূর্য্যের জ্বায় উজ্জ্বল ছুইখানি বস্ত্র প্রদান করিলেন ॥৫৭॥

গঙ্গা কার্ত্তিককে জলপূর্ণ একটা উত্তম কমণ্ডলু, বৃহস্পতি একটা দণ্ড এবং গরুড় প্রীতিসহকারে আপন প্রিয়পুত্র বিচিত্রপুঙ্খ একটা মমূর দান করিলেন ॥৫৮॥

গরুড়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা অরুণ কার্ত্তিককে একটা চরণায়ুধ কুকুট দান করিলেন

(৫৭) সূর্য্যসম্মিতে—পি, ...রবিসম্মিতে—নি।

(৫৯) ...ছাগস্ত বরুণো রাজা...নি।

কৃষ্ণাজিনং ততো ব্রহ্মা ব্রহ্মণ্যায় দদৌ প্রভুঃ ।
 সমরেষু জয়কৈব প্রদদৌ লোকভাবনঃ ॥৬০॥
 সৈনাপত্যমুপ্রাপ্য ক্ষন্দো দেবগণস্ত হ ।
 শুশুভে জ্বলিতোহর্চিস্থান্ দ্বিতীয় ইব পাবকঃ ॥৬১॥
 ততঃ পারিষদৈশ্চৈব মাতৃভিচ্চ সমন্বিতঃ ।
 যযৌ দৈত্যবিনাশায় হ্লাদয়ন্ সুরপুঙ্গবান্ ॥৬২॥
 সা সেনা নৈঋতী তীমা সঘণ্টোচ্ছিতকেতনা ।
 সতেরীশশ্চমুরজা সামুধা সপতাকিনী ।
 শারদী দ্বোরিবাভাতি জ্যোতির্ভিরিব শোভিতা ॥৬৩॥
 ততো দেবনিকায়ান্তে নানাভূতগণাস্তথা ।
 বাদয়ামাস্বরব্যগ্রা ভেরীঃ শঙ্খাংশ্চ পুঞ্চলান্ ॥৬৪॥

ভারতকৌমুদী

কৃষ্ণেতি । ব্রহ্মণ্যায় বেদসাধবে বেদরক্ষার্থিনে কার্ত্তিকেশ্বায় ॥৬০॥
 সৈনেতি । সৈনাপত্যং সেনাপতিপদম্ । অর্চিস্থান্ শিখাবান্ ॥৬১॥
 তত ইতি । যযৌ কার্ত্তিকেশ্ব ইত্যর্থঃ । সুরপুঙ্গবান্ দেবশ্রেষ্ঠান্ ॥৬২॥
 সেতি । নৈঋতী রাক্ষসবৎ ক্রুরা, ঘণ্টয়া উচ্ছিতকেতনেন উজ্জ্বলিতধ্বজেন চ সহেতি
 সা । শারদী শরৎকালীনা, ভোগগনম্, জ্যোতির্ভির্নকত্রৈঃ । ঘণ্টাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৬৩॥

এবং জলাধিপতি বরুণ তাঁহাকে একটা বলপরাক্রমশালী হস্তী সমর্পণ করিলেন ॥৫৯॥

প্রভাবশালী ও জগৎসৃষ্টিকারী ব্রহ্মা বেদরক্ষার্থী কার্ত্তিককে একখানি কৃষ্ণসার-চর্ম ও যুদ্ধে জয় দান করিলেন ॥৬০॥

কার্ত্তিক দেবগণের সেনাপতি পদ লাভ করিয়া, প্রজ্জলিতশিখাশালী দ্বিতীয় অগ্নির স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৬১॥

তাহার পর কার্ত্তিক দেবশ্রেষ্ঠগণকে আনন্দিত করিতে থাকিয়া, পারিষদগণ ও মাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া দৈত্যবিনাশের জন্ত প্রস্থান করিলেন ॥৬২॥

তৎকালে রাক্ষসের স্থায় কঠিন ও ভীষণ সেই সৈন্য ঘণ্টা, উজ্জ্বলিত ধ্বজ, ভেরী, শঙ্খ, মুদঙ্গ, অস্ত্র ও পতাকা লইয়া, নক্ষত্রশোভিত শরৎকালের আকাশের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল ॥৬৩॥

পটহান্ বর্ষাংশৈব ক্রকচান্ গোবিষাণিকান্ ।
 আড়ম্বরান্ গোমুখাংশ্চ ডিণ্ডিমাংশ্চ মহাশ্বনান্ ॥৬৫॥ (যুগ্মকম)
 তুষ্টবৃন্তে কুমারস্ত সর্বে দেবাঃ সবাঃ ।
 জগুঃ দেবগন্ধর্বা ননুতুচ্চাপ্সরোগণাঃ ॥৬৬॥
 ততঃ প্রীতো মহাসেনস্ত্রিদশেভ্যো বরং দদৌ ।
 রিপূন্ হস্তান্মি সমরে যে বো বধচিকীর্ষবঃ ॥৬৭॥
 প্রতিগৃহ্য বরং দেবাস্তস্মাদ্বিবুধসতমাং ।
 প্রীতান্মানো মহাত্মানো মেনিরে নিহতান্ রিপূন্ ॥৬৮॥
 সর্বেষাং ভূতসজ্জানাং হর্ষান্নাদঃ সমুৎথিতঃ ।
 অপূরয়ত লোকাংস্ত্রীন্ বরে দন্তে মহাত্মনা ॥৬৯॥
 স নির্যযৌ মহাসেনো মহত্যা সেনয়া বৃতঃ ।
 বধায় যুধি দৈত্যানাং রক্ষার্থঞ্চ দিবৌকসাম্ ॥৭০॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । দেবানাং নিকায় গণাঃ । বর্ষাদীনি বাস্তানি ॥৬৪—৬৫॥

তুষ্টবৃন্তিতি । বাসবেন ইন্দ্রেণ সহেতি তে ॥৬৬॥

তত ইতি । মহাসেনঃ কার্ত্তিকেশ্বরঃ । কোহসৌ বর ইত্যাহ রিপুনীতি ॥৬৭॥

প্রীতীতি । বিবুধসত্তমাদেবশ্রেষ্ঠাং কার্ত্তিকেশ্বরাং ॥৬৮॥

সর্বেষামিতি । ভূতসজ্জানাং তত্ত্বতাপ্রাণিগণানাম্ । মহাত্মনা কার্ত্তিকেশ্বরেন ॥৬৯॥

তদনন্তর সেই দেবগণ ও নানাবিধ ভূতগণ অবিচলিত থাকিয়া, ভেরী, প্রচুর শব্দ, পটহ, বর্ষা, ক্রকচ, গোবিষাণ, আড়ম্বর, গোমুখ এবং মহাশব্দকারী ডিণ্ডিম বাজাইতে লাগিলেন ॥৬৪—৬৫॥

পরে ইন্দ্রের সহিত দেবতারা কার্ত্তিকের স্তব করিতে লাগিলেন ; গন্ধর্বেয়া গান করিতে থাকিল এবং অঙ্গরারা নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল ॥৬৬॥

তৎপরে কার্ত্তিক সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণকে বর দান করিলেন যে—‘বাহারা আপনাদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করে, আমি আপনাদের সেই শত্রুগণকে বিনাশ করিব’ ॥৬৭॥

তখন মহাত্মা দেবতারা সেই দেবশ্রেষ্ঠ কার্ত্তিকের নিকট হইতে সেই বর গ্রহণ করিয়া, আনন্দিত হইয়া শত্রুগণকে নিহত বলিয়াই মনে করিত লাগিলেন ॥৬৮॥

এবং মহাত্মা কার্ত্তিক সেই বর দান করিলে, তত্ত্বত-প্রাণিগণের আনন্দোন্মিত কোলাহল ত্রিভুবন পরিপূর্ণ করিল ॥৬৯॥

ব্যবসায়ো জয়ো ধর্ম্যঃ সিদ্ধির্লক্ষীধ্বঁতিঃ স্মৃতিঃ ।
 মহাসেনস্ত লৈছানামগ্রে জগ্মূর্নরাধিপ ! ॥৭১॥
 স তয়া ভীময়া দেবঃ শূলমুদগরহস্তয়া ।
 জলিতালাতধারিণ্যা চিত্রোভরণবর্ম্ময়া ॥৭২॥
 গদামুঘলনারাচশক্তিতোমরহস্তয়া ।
 দৃপ্তসিংহনিদাশ্চ বিনষ্ট প্রমথো গুহঃ ॥৭৩॥ (যুগ্মকম্)
 তং দৃষ্ট্বা সর্বদৈতেয়া রাক্ষসা দানবাস্তথা ।
 ব্যত্রেবস্ত দিশঃ সর্বা ভয়োদ্বিগ্নাঃ সমস্ততঃ ॥৭৪॥
 অভ্যত্রেবস্ত দেবাস্তান্ বিবিধামুধপাণয়ঃ ।
 দৃষ্ট্বা চ স ততঃ ক্রুদ্ধঃ ক্রন্দন্তেজোবলান্বিতঃ ॥৭৫॥
 শক্ত্যস্ত্রং ভগবান্ ভীমং পুনঃ পুনরবাস্তজৎ ।
 অদধচ্চাত্মনস্তেজে হবিষেদ্ধ ইবানলঃ ॥৭৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

স ইতি । মহাসেনঃ কার্ত্তিকেশ্বরঃ । দিবৌকসাং দেবানাম্ ॥৭০॥
 ব্যবেতি । ব্যবসায় উত্তমঃ । ব্যবসায়াদীনাং যথাসম্ভবমধিদেবভেদার্থঃ ॥৭১॥
 স ইতি । জলিতানি অলাতানি দণ্ডবিশেষান্ ধারণতীতি তয়া । গুহঃ স্বন্দঃ ॥৭২—৭৩॥
 ভবিতি । ব্যত্রেবস্ত পলায়ন্ত । ভয়েনোদ্বিগ্না অস্থিরাঃ ॥৭৪॥
 অভীতি । অভ্যত্রেবস্ত অভ্যধাবন্ । হবিষা স্বতেন, ইচ্ছো জলিতঃ ॥৭৫—৭৬॥

কার্ত্তিক বিশালসৈন্তে পবিবেষ্টিত হইয়া, যুদ্ধে দৈত্যগণের বধ এবং দেবগণের রক্ষার জন্ত নির্গত হইলেন ॥৭০॥

নরনাথ ! তৎকালে উত্তম, জয়, ধর্ম, সিদ্ধি, লক্ষ্মী, ধৃতি ও স্মৃতি কার্ত্তিক-সৈন্তের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন ॥৭১॥

ক্রমে কার্ত্তিক শূল, মুদগর, জলৎকাষ্ঠ, গদা, মুঘল, নাবাচ, শক্তি ও তোমর-সম্বিত, বিচিত্র বর্ম ও আভরণধারী এবং দর্পিত সিংহের আয় গর্জনকারী সেই ভীষণসৈন্তের সহিত মিলিত হইয়া, সিংহনাদ করিয়া করিয়া গমন করিতে থাকিলেন ॥৭২—৭৩॥

তাহাকে দেখিয়া দৈত্য, দানব ও রাক্ষসেরা সকলে ভয়ে অস্থির হইয়া সকল দিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥৭৪॥

তখন নানাবিধ অস্ত্রধারী দেবতারা তাহাদের প্রতি ধাবিত হইলেন ; ইহা

অভ্যস্তমানে শক্ত্যস্ত্রে স্বপ্নেনামিততেজসা ।
 উদ্ধাঙ্কাল মহারাজ ! পপাত বহুধাতলে ॥৭৭॥
 সংহ্রাদস্তুচ্চ তথা নির্ধাতাচ্চাপতন্ কিতৌ ।
 যথাস্তকালসময়ে হৃদোরাঃ স্যাস্তথা নৃপ । ॥৭৮॥
 ক্ৰিপ্তা হ্যেকা যদা শক্তিঃ হৃদোরানলসূক্ষ্মনা ।
 ততঃ কোট্যো বিনিষ্পেভুঃ শক্তীনাং তরতর্ধত ! ॥৭৯॥
 ততঃ প্রীতো মহাসেনো জঘান ভগবান্ প্রভুঃ ।
 দৈত্যেস্ত্রং তারকং নাম মহাবলপরাক্রমম্ ।
 বৃতং দৈত্যাযুতৈর্বীরৈর্বলিতিদর্শভিনৃপ । ॥৮০॥
 মহিষধাকৃতিঃ পঠৈরবৃতং সংখ্যে নিজগ্নিবান্ ।
 ত্রিপাদকাযুতশতৈর্জঘান দশভিবৃতম্ ॥৮১॥

ভারতকৌমুদী

অভীতি । অভ্যস্তমানে পুনঃ পুনর্নিক্ষিপ্যামানে । উদ্ধাঙ্কালো শিখা ॥৭৭॥
 সংহ্রাদেতি । সংহ্রাদয়ন্তো ভুবং কম্পয়তঃ, নির্ধাতা বাতাহতবাতপাতাঃ ॥৭৮॥
 ক্ৰিপ্তেতি । অনলসূক্ষ্মনা অগ্নিপুত্রোহ স্বপ্নেন । কোট্যো দেবপ্রভাবাং ॥৭৯॥
 তত ইতি । মহাসেনঃ কার্ত্তিকেশ্বরঃ । প্রভুর্যোগবলপ্রভাবশালী । ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৮০॥
 মহিষমিতি । মহিষং ত্রিপাদকাযুতবিশেষো । পঠৈরিত্যি বহুধাত্রপয়ম্ ॥৮১॥

দেখিয়া তেজ ও বলসম্পন্ন ভগবান্ কার্ত্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ শক্তি-অস্ত্র বার বার
 নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং স্রুতনিক্ষেপে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির আয় নিজের তেজ
 ধারণ করিলেন ॥৭৫—৭৬॥

মহারাজ ! অমিততেজা কার্ত্তিক বার বার শক্তি নিক্ষেপ করিতে লাগিলে,
 ভূতলে উদ্ধার আয় তাহার শিখা পতিত হইতে লাগিল ॥৭৭॥

রাজা ! প্রলয়কালে যেমন হয়, তেমন তৎকালে মহাভীষণ নির্ধাত সকল ভূমি
 কম্পিত করিতে থাকিয়া, ভূতলে পতিত হইতে থাকিল ॥৭৮॥

তরতর্ধত ! কার্ত্তিক যখন যখন এক একবার শক্তি নিক্ষেপ করিতে
 লাগিলেন, তখন তখনই তাহা কোটা কোটা হইয়া যাইয়া অনুরমধ্যে পতিত হইতে
 লাগিল ॥৭৯॥

রাজা ! তাহার পর মাহাত্ম্য ও প্রভাবশালী কার্ত্তিক স্রষ্টাচিন্তে বলবান্ ও বীর
 লক্ষ অনুরে পরিবেষ্টিত এবং মহাবলপরাক্রমশালী দৈত্যরাজ তারকাসুরকে বধ
 করিলেন ॥৮০॥

হৃদোদরং নিখৰ্বেশ্চ বৃত্তং দশভিরীশ্বরঃ ।
 জঘানামুচরৈঃ সার্কং বিবিধায়ুধপাণিভিঃ ॥৮২॥
 তত্রাকুর্বন্ত বিপুলং নাদং বধ্যৎসু শক্রযু ।
 কুমারামুচরা রাজন্ ! পূরয়ন্তো দিশো দশ ।
 ননুতুশ্চ ববল্লুশ্চ জহন্তুশ্চ মুদাঘ্রিতাঃ ॥৮৩॥
 শত্ৰুজন্তুশ্চ তু রাজেন্দ্র ! ততোহর্চ্চিভিঃ সমস্ততঃ ।
 দন্ধাঃ সহস্রশো দৈত্য্য নাদৈঃ স্কন্দস্ত চাপরে ॥৮৪॥
 ত্রৈলোক্যং ত্রাসিতং সর্বং জন্তুমাণাভিরেব চ ।
 দন্ধু মহাচ্চিষোহর্চ্চিভিঃ সেনানাদৈর্হতাঃ পরে ॥৮৫॥
 পতাকয়াবধূতাশ্চ হতাঃ কেচিৎ সুরদ্বিষঃ ।
 কেচিদঘণ্টারবজ্রস্তা নিষেদুর্বজ্রধাতলে ।
 কেচিৎ প্রহরগৈশ্চিহ্না বিনিপেতুর্গতায়ুষঃ ॥৮৬॥

ভারতকৌমুদী

হৃদেতি । ঈশ্বর অগ্নিমানৈশ্বর্যবান্ স্কন্দঃ ; অতএবেদৃশাম্বববধসম্ভবঃ ॥৮২॥
 তত্রোতি । বধ্যৎসু বধ্যমানেষু । কুমারস্ত কার্ত্তিকেশ্বরামুচরাঃ । ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৮৩॥
 শক্তীতি । অর্চ্চিভির্জালাভিঃ । নাদৈর্দন্ধা বিনাশিতাঃ ॥৮৪॥
 ত্রৈলোক্যমিতি । জন্তুমাণাভিনির্গচ্ছন্তীতিঃ । মহাচ্চিষো শক্তেঃ ॥৮৫॥
 পতাকযেতি । অবধূতাস্তাভিতাঃ । নিষেদুর্নপবিবিশুঃ । ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৮৬॥

এবং তিনি বহু অশুবে পরিবেষ্টিত মহিষাসুর ও ত্রিপাদাসুরকে নিহত করিলেন ॥৮১॥

আর ঐশ্বর্যশালী কার্ত্তিক নানাবিধ অস্ত্রধারী অমুচরগণের সহিত হৃদোদর-নামক অশুরকে সংহার করিলেন ॥৮২॥

রাজা ! কার্ত্তিক সেইভাবে শত্রুগণকে বধ করিতে লাগিলে, তাঁহার অমুচরের আনন্দিত হইয়া বিশাল কোলাহল, নৃত্য, উল্লসন ও হাস্য করিতে লাগিল ॥৮৩॥

রাজজ্যেষ্ঠ ! ক্রমে কার্ত্তিকের শত্ৰুজন্তুর অগ্নিতে সহস্র সহস্র দৈত্য দন্ধ হইতে লাগিল এবং তাঁহার সিংহনাদে অপর অনেক দৈত্য নিহত হইল ॥৮৪॥

মহাশিখাশালী শত্ৰুজন্তুর অগ্নিশিখা দৈত্যগণকে দন্ধ করিয়া, সমগ্র ত্রিভুবনের ত্রাস উৎপাদন করিল এবং সৈন্যগণের সিংহনাদে বহু দৈত্য বিনষ্ট হইল ॥৮৫॥

কতকগুলি অশুর পতাকার প্রহারে নিহত হইল ; কতকগুলি ঘণ্টাধ্বনিতে ভীত হইয়া ভূতলে বসিয়া পড়িল এবং কতকগুলি অস্ত্রে ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥৮৬॥

এবং অশ্রুদ্বিষোহনেকান্ বলবানাততায়িনঃ ।

জঘান সমরে বীরঃ কার্ত্তিকেয়ো মহাবলঃ ॥৮৭॥

বাণো নামাধ দৈতেয়ো বলেঃ পুত্রো মহাবলঃ ।

ক্রৌঞ্চপর্বতমাশ্রিত্য দেবসজ্জানবাধত ॥৮৮॥

তমভয়াগ্নাহাসেনঃ অশ্রুশক্রমুদারধীঃ ।

স কার্ত্তিকেয়স্ত ভয়াৎ ক্রৌঞ্চঃ শরণমীষিবান্ ॥৮৯॥

ততঃ ক্রৌঞ্চঃ মহামন্যুঃ ক্রৌঞ্চনাদিনিাদিতম্ ।

শক্ত্যা বিভেদ ভগবান্ কার্ত্তিকেয়োহগ্নিদত্তয়া ॥৯০॥

স শালঙ্করশবলং ত্রস্তবানরবারণম্ ।

প্রোড়্ভীনোদ্ভ্রাস্তবিহগং বিনিষ্পতিতপন্নগম্ ॥৯১॥

গোলাঙ্গুলক্ষ সৈজ্জৈশ্চ দ্রবস্তিরমুনাদিতম্ ।

কুরঙ্গশতনির্ঘোষনিাদিতবনাস্তরম্ ॥৯২॥

বিনিষ্পতন্তিঃ শরভৈঃ সিংহৈশ্চ সহসা ক্রুতৈঃ ।

শোচ্যামপি দশাং প্রাপ্তো ররাট্জৈব স পর্বতঃ ॥৯৩॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । অশ্রুদ্বিষঃ অশ্রুদ্বিষঃ, আততায়িনঃ শত্রুপাণীন ॥৮৭॥

বাণ ইতি । দৈতেয়ো দিতিবংশজাতঃ । অবাধত স্তপীড়য়ৎ ॥৮৮॥

তমিতি । মহাসেনঃ কার্ত্তিকেয়ঃ । ঈষিবান্ প্রাপ্তবান্ ॥৮৯॥

তত ইতি । মহামন্যুরতীব ক্রুদ্ধঃ স্বলঃ । ক্রৌঞ্চা বকবিশেষাঃ ॥৯০॥

স ইতি । শালানং বৃক্ষাণং স্বলৈঃ প্রকাণ্ডদৈশৈঃ শবলং বিচিহ্নম্ । ত্রস্তাতীতা বানরা

এইভাবে দৈহিক ও মানসিক মহাশক্তিশালী বীর কার্ত্তিক যুদ্ধে অস্ত্রধারী
বহুতর অশ্রু বিনাশ করিলেন ॥৮৭॥

তাহার পর বলির পুত্র মহাবল বাণ ক্রৌঞ্চপর্বত আশ্রয় করিয়া, দেবগণকে
শীড়ন করিতে লাগিল ॥৮৮॥

সেই সময় মহাবুদ্ধি কার্ত্তিক সেই দেবশত্রু বাণের দিকে ধাবিত হইলেন ;
তখন বাণ কার্ত্তিকের ভয়ে ক্রৌঞ্চপর্বতের ভিতরে যাইয়া আশ্রয় লইল ॥৮৯॥

তাহার পর মহাশক্তিশালী কার্ত্তিক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, অগ্নিদত্ত শক্তিদ্বারা
বকপক্ষীর রবে মুখরিত ক্রৌঞ্চপর্বতটাকে বিদারণ করিলেন ॥৯০॥

তখন শালবৃক্ষের শাখা-প্রশাখার শোভা প্রকাশ পাইতেছিল ; বানরগণ

বিদ্যাধরা সমুৎপেতুস্তস্য শৃঙ্গনিবাসিনঃ ।
 কিম্বরাশ্চ সমুদ্বিগ্নাঃ শক্তিপাতরবোদ্ধতাঃ ॥৯৪॥
 ততো দৈত্য্যো বিনিম্পেতুঃ শতশোহ্থ সহস্রশঃ ।
 প্রদীপ্তাং পর্বতশ্রেষ্ঠাষ্টিচিহ্নাতরণস্রজঃ ।
 তাম্বিজস্মুরতিক্রম্য কুমারানুচরা যুধে ॥৯৫॥
 স চৈব ভগবান্ ক্রুদ্ধো দৈত্যৈশ্চ স্ততং তদা ।
 সহানুজং জঘানাশু বৃত্রং দেবপতির্যথা ॥৯৬॥

ভারতকৌমুদী

যারগা গজাশ্চ যস্মিন্ কস্মিণি তদ্যথা তথা । প্রোড়ডীনা উদ্ভাস্তা ব্যস্তাশ্চ বিহগাঃ পক্ষিণো
 যস্মিন্ কস্মিণি তদ্যথা তথা । বিনিম্পতিতাঃ পরগা যস্মিন্ কস্মিণি তদ্যথা তথা ।
 গোলাঙ্গুলানাং কৃষ্ণবানরাণাম্ ঋক্ষাণাং ভল্লুকানাঞ্চ সজ্জৈঃ, জবন্তিঃ পলায়মানৈঃ । কুরঙ্গ-
 শতশ্চ যুগসমূহশ্চ নির্ঘোষৈবরার্তনাদৈর্নিনাদিতানি বনাস্তরাণি বনমধ্যদেশা যস্মিন্ কস্মিণি
 তদ্যথা তথা । বিনিম্পতন্তির্নির্গচ্ছন্তিঃ, শরভৈর্ভীষণজঙ্ঘবিধৈঃ । ক্রুতৈঃ পলায়িতৈঃ ।
 শামবস্থাম্ । ররাঞ্জৈব স শোভয়া ॥৯১—৯৩॥

বিদ্যেতি । তস্ত ক্রৌঞ্চপর্বতস্ত । শক্তিপাতরবেণ উদ্ধতা উৎখলিতাঃ ॥৯৪॥

তত ইতি । প্রদীপ্তাং শক্ত্যন্ত্রশিখরা প্রজ্বলিতাং । অতিক্রম্য কুমারমেব ।
 বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৯৫॥

স ইতি । দৈত্যৈশ্চ ভারকশ্চ । বৃত্রং বৃত্রাসুরম্ ॥৯৬॥

ও হস্তিগণ বিত্রস্ত হইয়াছিল, পক্ষিগণ ব্যস্ত হইয়া উড়িতেছিল, সর্পগণ নির্গত
 হইতেছিল; কৃষ্ণবানর ও ভল্লুকগণ আর্তনাদ করিতে থাকিয়া পলায়ন করিতেছিল,
 হরিণগণের আর্তনাদে বনমধ্য সকল মুখরিত হইতেছিল, শরভগণ নির্গত হইতে-
 ছিল এবং সিংহগণ পলায়ন করিতেছিল; তাহাতে শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও
 ক্রৌঞ্চপর্বত আপন শোভায় শোভাই পাইতে লাগিল ॥৯১—৯৩॥

ক্রৌঞ্চপর্বতের শৃঙ্গনিবাসী বিদ্যাধর ও কিম্বরেরা কার্তিকের শক্তিপতনের
 শব্দে বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া আকাশে উত্থিত হইতে লাগিল ॥৯৪॥

তাহার পর বিচিত্র অলঙ্কার ও মালাধারী শত শত ও সহস্র সহস্র দৈত্য
 প্রজ্বলিত ক্রৌঞ্চপর্বত হইতে নির্গত হইতে লাগিল; তখন কার্তিকের অনুচরেরা
 তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়া, সেই দৈত্যগণকে বিনাশ করিতে
 থাকিল ॥৯৫॥

পূর্বকালে ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ মাহাত্ম্যশালী
 কার্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া, অনুজগণের সহিত তারকাসুরের পুত্রকে বধ করিলেন ॥৯৬॥

বিভেদ শক্ত্যা ক্রৌঞ্চক পাবকিঃ পরবীরহা ।
 বহুধা চৈকধা চৈব কৃষ্ণান্নানং মহাবলঃ ॥৯৭॥
 শক্তিঃ ক্ষিপ্তা রণে তস্মৈ পাণিমেতি পুনঃ পুনঃ ।
 এবং প্রভাবো ভগবাংস্ততো ভূয়শ্চ পাবকিঃ ॥৯৮॥
 শৌর্য্যাক্ষিগুণযোগেন তেজসা যশসা শ্রিয়া ।
 ক্রৌঞ্চস্তেন বিনির্ভিমো দৈত্যশ্চ শতশো হতাঃ ॥৯৯॥ (যুগ্মকম্)
 ততঃ স ভগবান্ দেবো নিহত্য বিবুধদ্বিষঃ ।
 সভাজ্যমানো বিবুধৈঃ পরং হর্ষমবাপ হ ॥১০০॥
 ভিন্নে ক্রৌঞ্চো গিরিবরে চণ্ডপুত্রে চ পাতিতে ।
 ততো হুন্মুভয়ো রাজন্ ! নেহুঃ শঙ্খাশ্চ ভারত ॥১০১॥
 যুমুচুর্দেবযোষাশ্চ পুষ্পবর্ষমনুত্তমম্ ।
 যোগীনাামীশ্বরং দেবং শতশোহুধঃ সহস্রশঃ ॥১০২॥

ভারতকৌমুদী

বিভেদেতি । পাবকিরগ্নিপুত্রঃ স্বলঃ । আস্থানং স্বশরীরম্ ॥৯৭॥
 শক্তিরিতি । এবাবীদৃশঃ প্রভাবো যন্ত সঃ । শৌর্য্যাক্ষিবীরষসম্পৎ ॥৯৮—৯৯॥
 তত ইতি । বিবুধদ্বিষঃ অনুরান্ । সভাজ্যমানঃ অভিনন্দ্যমানঃ ॥১০০॥
 ভিন্ন ইতি । ভিন্নে বিদীর্ণে, চণ্ডপুত্রে ভারকে ॥১০১॥
 যুমুচুরিতি । ন বিজ্ঞতে উত্তমং যশাস্তং । ঈশ্বরং শ্রেষ্ঠং কার্ত্তিকেষং প্রতি ॥১০২॥

ক্রমে মহাবল ও বিপক্ষবীরহস্তা কার্ত্তিক আপনাকে একরূপে ও বহুরূপে
 বিভক্ত করিয়া, শক্তিদ্বারা ক্রৌঞ্চপর্বতকে বিদীর্ণ করিলেন ॥৯৭॥

কার্ত্তিক যুদ্ধে বার বার শক্তি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং বার বারই তাহা
 তাঁহার হস্তে আসিয়াছিল ; কারণ, ভগবান্ কার্ত্তিকের এইরূপই প্রভাব ছিল ।
 তখনস্তর পুনরায় শৌর্য্যসমৃদ্ধি, শিক্ষাগুণ, তেজ, যশ ও বীরশোভান্বিত কার্ত্তিক
 ক্রৌঞ্চপর্বত বিদারণ করিলেন এবং শত শত দৈত্য সংহার করিলেন ॥৯৮—৯৯॥

ভগবান্ কার্ত্তিক এইভাবে অমুরগণকে বধ করিলে, দেবগণ তাঁহার অভিনন্দন
 করিতে লাগিলেন । তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥১০০॥

ভরতনন্দন রাজা ! পর্বতশ্রেষ্ঠ ক্রৌঞ্চ বিদীর্ণ এবং তারকাসুর নিহত হইলে,
 দেবগণের হুন্মুভিধনি ও শঙ্খধনি হইতে লাগিল ॥১০১॥

শত শত ও সহস্র সহস্র দেবরমণী আসিয়া, যোগিশ্রেষ্ঠ কার্ত্তিকের উপরে
 অত্যুত্তম পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥১০২॥

দিব্যং গন্ধমুণাদায় ববৌ পুণ্যশ্চ মারুতঃ ।
 গন্ধৰ্ব্বাস্তক্টুবুশ্চৈনং যদ্বানশ্চ মহর্ষয়ঃ ॥১০৩॥
 কেচিদ্দেনং ব্যবতস্তি পিতামহস্বতং প্রভুম্ ।
 সনৎকুমারং সৰ্ব্বেষাং ব্রহ্মাণোনিং তন্নগ্ৰজম্ ॥১০৪॥
 কেচিগ্নহেত্বরং স্ততং কেচিৎ পুত্রং বিভাবসোঃ ।
 উমায়্যাঃ কৃতিকানাক্ষ গঙ্গায়্যাশ্চ বদন্ত্যত ॥১০৫॥
 একথা চ দ্বিধা চৈব চতুর্ধ্বা চ মহাবলম্ ।
 যোগিনামীশ্বরং দেবং শতশোহধ সহস্রশঃ ॥১০৬॥ (যুগ্মকম্)
 এতন্তে কথিতং রাজন্ ! কার্ত্তিকেয়াভিষেচনম্ ।
 শৃণু চৈব সরস্বত্যাস্তীর্ধবর্ষ্যস্ত পুণ্যতাম্ ॥১০৭॥

ভারতকৌমুদী

দিব্যমিতি । যজ্ঞানো বিধিনা কৃতযজ্ঞাঃ, “যজ্ঞা তু বিধিনেষ্টবান্” ইত্যমরঃ ॥১০৩॥
 কেচিদিতি । ব্যবতস্তি সম্ভাবয়স্তি স্ব । পিতামহস্বতং ব্রহ্মণঃ পুত্রম্ । ব্রহ্ম তপ এব
 যোনিঃ কারণং যন্ত তম্, অগ্রজং মরীচ্যাদিভ্যঃ পূর্ষং জাতম্, সনৎকুমারং তদাখ্যম্ ॥১০৪॥
 কেচিদিতি । বিভাবসোরগ্নেঃ । দেবং স্বন্দম্ ॥১০৫—১০৬॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—১৮॥ আভিষেচনিকং ভাণ্ডম্ অভিষেকোপকরণম্ ॥১৯॥ সরস্বতীভি-
 র্দ্ধকবতীভিন্দীভিঃ, তাভিরেব বা সপ্তভিঃ ॥২০—১০৩॥ তনৈব মৃদিতকবায়াম্ তমসম্পারং
 দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারস্তং স্বন্দ ইত্যচক্ষত ইতি ছান্দোগ্যে শ্রুতং স্বন্দস্ত পূর্ষপরিগ্রহ-
 মাহ—কেচিদিতি ॥১০৪—১১৪॥

ইতি শল্যপৰ্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে ষিচছারিংশোহধ্যায়ঃ ॥৪২॥

পবিত্র বায়ু দিব্য গন্ধ লইয়া বহিতে লাগিল এবং গন্ধৰ্বেশ্বর ও যান্ত্রিক
 মহর্ষিরা কার্ত্তিকের স্তব করিতে লাগিলেন ॥১০৩॥

কতকগুলি লোক মনে করিল—‘ইনি (কার্ত্তিক) ব্রহ্মার পুত্র, তপোবলে উৎপন্ন,
 মরীচিপ্রভৃতির অগ্রজ ও প্রভাবশালী সনৎকুমার’ ॥১০৪॥

কতকগুলি লোক বলিল—‘ইনি শিবের পুত্র’; অনেকে কহিল—‘ইনি, অগ্নির
 পুত্র’; আবার কেহ কেহ বলিল—‘পার্বতীর পুত্র’; অশ্বেরা বলিল—‘কৃত্তিকাদের
 পুত্র’; অপরেরা কহিল—‘গঙ্গার পুত্র’; আবার শত শত ও সহস্র সহস্র লোক
 যোগীশ্বর কার্ত্তিককে লক্ষ্য করিয়া, ‘একমূর্ত্তি’ ‘দ্বিমূর্ত্তি’ ও ‘চতুর্মূর্ত্তি’ বলিয়া প্রকাশ
 করিল ॥১০৫—১০৬॥

(১০৪) কেচিদ্দেনং ব্যবতস্তি...পি ।

বভূব তীর্থপ্রবরং হতেষু স্মরণক্রমু ।

কুমারেন মহারাজ ! ত্রিপিষ্টপন্নিবাণরমু ॥১০৮॥

ঐশ্বর্য্যাণি চ তত্রস্থে দদাবীশঃ পৃথক্ পৃথক্ ।

তদা নৈশ্ব'তমুখ্যেভ্যস্ত্রৈলোক্যং পাবকাস্ত্রজঃ ॥১০৯॥

এবং স ভগবাংস্তগ্নিস্তীর্থে দৈত্যকুলাস্তকঃ ।

অভিষিক্তো মহারাজ ! দেবসেনাপতিঃ স্মরৈঃ ॥১১০॥

তৈজসং নাম ততীর্থং যত্র পূর্ব্বমপাংপতিঃ ।

অভিষিক্তঃ স্মরণগৈর্বরুণো ভরতর্ষভ ! ॥১১১॥

তগ্নিস্তীর্থবরে স্নাত্বা স্বন্দক্কাভ্যর্চ্য লাজলী ।

ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ রুস্বং বাসাংস্তাভরণানি চ ॥১১২॥

ভারতকৌমুদী

কুমারকথামুপসংহরতি এতদिति । পুণ্যতাং পুণ্যজনকতাম্ ॥১০৭॥

বভূবেতি । তীর্থপ্রবরং কুমারান্তিবেকস্থানমিতি শেবঃ ॥১০৮॥

ঐশ্বর্য্যাণিতি । নৈশ্ব'তমুখ্যেভ্যো নৈশ্ব'তাদিদিগ্‌পালশ্রেষ্ঠেভ্যঃ ॥১০৯॥

এবমিতি । তন্নি স্মরণত্যাগীকরণে । অভিষিক্তঃ সেনাপত্যে ॥১১০॥

তৈজসমিতি । অপাংপতির্জলেশ্বরঃ ॥১১১॥

ভমিরিতি । লাজলী বলদেবঃ । রুস্বং সুবর্ণম্ ॥১১২॥

রাজা ! আমি আপনার নিকট এই কার্তিকের অতিবেকবৃদ্ধান্ত বলিলাম । এখন আপনি তীর্থশ্রেষ্ঠ সরস্বতীর পুণ্যজনকতার বিষয় শ্রবণ করুন ॥১০৭॥

মহারাজ ! কার্তিক অস্মরণগকে বিনাশ করিলে, কার্তিকের সেই অতিবেক-স্থানটা দ্বিতীয় স্বর্গের স্থায় হইয়া পড়িল ॥১০৮॥

যোগপ্রভাবশালী কার্তিক তখন সেই স্থানে থাকিয়া নৈশ্ব'তপ্রভৃতি দিক্‌পালগণকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জিজ্ঞাবনের আধিপত্য ও সম্পৎ দান করিলেন ॥১০৯॥

মহারাজ ! এইভাবে দেবতারা সেই সরস্বতীনদীর তীরে মাহাত্ম্যশালী ও দৈত্যকুলহস্তা কার্তিকে দেবসেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ॥১১০॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! পূর্ব্বকালে দেবতারা যেখানে বরুণকে জলাধিপতিরূপে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ; সেই তীর্থের নাম হইয়াছিল—‘তৈজস’ ॥১১১॥

বলরাম সেই শ্রেষ্ঠতীর্থে স্নান ও কার্তিকের পূজা করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণ, বস্ত্র ও অলঙ্কার দান করিলেন ॥১১২॥

(১০৯)---দদৌ নৈশ্ব'তমুখ্যেভ্যঃ...মি । (১১১) তৈজসং নাম ততীর্থং...মি ।

উষিত্বা রজনীং তত্র যাদবঃ পরবীরহা ।

পূজ্য তীর্থবরং তচ্চ স্পৃষ্ট্বা তোয়ঞ্চ লাক্ষনী ।

হৃষ্টঃ শ্রীভমনাশ্চৈব হৃতবশ্মাধবোত্তমঃ ॥১১৩॥

এতন্তে সৰ্ব্বমাখ্যাং যশ্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।

যথাভিষিক্তো ভগবান্ স্কন্দো দেবৈঃ সমাগতৈঃ ॥১১৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপৰ্ব্বণি

গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে

ত্রিচছারিংশোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—:••:—

ত্রিচছারিংশোহধ্যায়ঃ ।

—:•••:—

জনমেজয় উবাচ ।

অত্যানুতমিদং ব্রহ্মণ ! শ্রুতবানস্মি তত্ত্বতঃ ।

অভিষেকং কুমারস্য বিস্তরেণ যথাবিধি ॥১॥

ভারতকৌমুদী

উষিত্বিতি । পূজ্য পূজ্যিবা । মাধবোত্তমো মধুবংশশ্রেষ্ঠঃ । বট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১১৩॥

এতদিতি । আখ্যাং প্রকর্ষণোক্তম্ ॥১১৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপৰ্ব্বণি গদাযুদ্ধে ত্রিচছারিংশোহধ্যায়ঃ ॥১॥

বিপক্ষবীরহস্তা ও মধুবংশশ্রেষ্ঠ বলরাম সেই তীর্থে একরাত্রি বাস, সেই শ্রেষ্ঠ-
তীর্থের পূজা ও তাহার জল স্পর্শ করিয়া, হৃষ্ট ও সন্তুষ্টচিত্ত হইলেন ॥১১৩॥

মহারাজ ! আপনি আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ
দেবতার আসিয়া যেভাবে কার্তিককে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ; তাহা এই
আপনার নিকট সমস্ত বলিলাম ॥১১৪॥

—:••:—

জনমেজয় বলিলেন—‘ব্রাহ্মণ ! আমি আপনার নিকট যথার্থরূপে, যথা-
বিধানে ও বিস্তরক্রমে অত্যন্ত চর্চ্য এই কার্তিকের অভিষেকবৃত্তান্ত শুনিলাম ॥১॥

(১১৩)...মাধবঃ পরবীরহা—বল বর্জ মি । * ‘...বট্চছারিংশোহধ্যায়ঃ’ পি বল
বর্জ বা লো, ‘...গপ্তছারিংশোহধ্যায়ঃ’ মি ।

যচ্ছত্বা পুতমাঙ্গানং বিজানামি তপোধন ।।
 প্রহস্টানি চ রোমাণি প্রসন্নঞ্চ মনো মম ॥২॥
 অভিষেকং কুমারস্য দৈত্যানাঞ্চ বধং তথা ।
 শ্রদ্ধা মে পরমা শ্রীতির্ভূয়ঃ কৌতূহলং হি মে ॥৩॥
 অপাংপতিঃ কথং হুগ্নিমভিষিক্তঃ পুরা হুইরেঃ ।
 তস্মৈ ক্রুহি মহাপ্রাজ্ঞ ! কুশলো হুসি সত্তম ॥৪॥
 বৈশম্পায়ন উবাচ ।
 শৃণু রাজন্ ! ইদং চিত্রং পূর্বকল্পে যথাতথম্ ।
 আদৌ কৃতযুগে রাজন্ ! বর্তমানে যথাবিধি ।
 বরুণং দেবতাঃ সর্বাঃ সমেত্যোদমথাক্রবন্ ॥৫॥
 যথাস্মান্ হুররাট্ শক্রো ভয়েভ্যঃ পাতি সর্বদা ।
 তথা ত্বমপি সর্বাঙ্গাং সরিতাং বৈ পতির্ভব ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

অতীতি । ইদমিতি ক্লীবস্বমার্থম্ । তস্মতো যাথার্থ্যেন ॥১॥
 যদিতি । প্রহস্টানি উদগতানি, আশ্চর্য্যাবেশাং ॥২॥
 অতীতি । ভূয়ঃ পুনরপি, কৌতূহলং জাতমিতি শেষঃ ॥৩॥
 অপামিতি । অপাংপতির্জলেস্থয়ো বরুণঃ । কুশল উক্তো নিপুণঃ ॥৪॥
 শ্রুতি । চিত্রমাশ্চর্য্যমুপাখ্যানম্ । কৃতযুগে সত্যযুগে । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৫॥
 যথেন্তি । পাতি রক্ষতি । সরিতাং জলাশয়ানাং, পতী রক্ষকঃ ॥৬॥

তপোধন ! আমি যাহা শুনিয়া আত্মাকে পবিত্র বলিয়া মনে করিতেছি এবং আমার রোমহর্ষ জগ্নিয়াছে, মনও প্রসন্ন হইয়াছে ॥২॥

কার্ত্তিকের অভিষেক ও দৈত্যগণের বধ শুনিয়া, আমার অত্যন্ত আনন্দ জগ্নিয়াছে ; কিন্তু আবার অশ্রু বিষয়ে কৌতুকও হইয়াছে ॥৩॥

সাধুশ্রেষ্ট মহাপ্রাজ্ঞ ! পূর্বকালে দেবতারা এই তীর্থে কি প্রকারে বরুণকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন । কেন না, আপনি উপাখ্যান বলিতে বড়ই নিপুণ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা । পূর্বকল্পে যথাযথভাবে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, আপনি তাহা শ্রবণ করুন । রাজা । পূর্বকালে যথাবিধানে সত্যযুগ চলিতে লাগিলে, দেবতারা সকলে বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া, এই কথা বলিলেন—৥৫॥

‘দেবরাজ ইন্দ্র যেমন সর্বদা আমাদিগকে রক্ষা করেন, তেমন আপনিও সমস্ত জলাশয় রক্ষা করুন ॥৬॥

বাসন্ত তে সদা দেব ! সাগরে মকরালয়ে ।
 সমুদ্রোহয়ং তব বশো ভবিষ্যতি নদীপতিঃ ॥৭॥
 সোমেন সার্কঞ্চ তব হানিবৃদ্ধী ভবিষ্যতঃ ।
 এবমস্থিতি তান্ দেবান্ বরুণো বাক্যমব্রবীৎ ॥৮॥
 সমাগম্য ততঃ সৰ্বে বরুণং সাগরালয়ম্ ।
 অপাংপতিং প্রচক্রুর্হি বিধিদৃষ্টেন কৰ্ম্মণা ॥৯॥
 অভিষিচ্য ততো দেবা বরুণং যাদসাং পতিম্ ।
 জগ্মুঃ স্থান্যেব স্থানানি পূজয়িত্বা জলেশ্বরম্ ॥১০॥
 অভিষিক্তস্ততো দেবৈর্বরুণোহপি মহাযশাঃ ।
 সরিতঃ সাগরাংশৈচব নদাংশ্চাপি সরাংশি চ ।
 পালয়ামাস বিধিনা যথা দেবান্ শতক্রতুঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

বাস ইতি । মকরাণাং জলজন্তু বিশেষাণামালয়ে আশ্রয়ে ॥৭॥
 সোমেনেতি । হানিবৃদ্ধী কৃষ্ণশুক্লয়োঃ পক্ষয়োঃ ॥৮॥
 সমাগমেতি । সৰ্বে দেবাঃ । অপাংপতিং জলাধীশ্বরম্ ॥৯॥
 অতীতি । যাদসাং জলজন্তুনাং, জলপতিত্বেন তৎস্থানামপি পতিস্বসম্ভবাৎ ॥১০॥
 অতীতি । বিধিনা দৃষ্টনিগ্রহশিষ্টাঙ্গগ্রহাদিনা নিয়মেন । ষট্-পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥

দেব ! আপনার বাসও মকরালয় সমুদ্রে সৰ্ব্বদা নির্দিষ্ট থাকিবে এবং
 সরিৎপতি সমুদ্রও সৰ্ব্বদাই আপনার বশীভূত থাকিবেন ॥৭॥

চন্দ্রের সহিতই আপনার ক্ষয় ও বৃদ্ধি হইবে' । 'ইহাই হউক' এই কথা বলিয়া
 সেই দেবগণকে বলিলেন ॥৮॥

তাহার পর দেবতারা সকলে মিলিত হইয়া, শাস্ত্রদৃষ্ট বিধান অনুসারে বরুণকে
 সমুদ্রবাসী জলাধিপতি করিলেন ॥৯॥

তদনন্তর দেবতারা জলজন্তুর অধিপতি বরুণকে অভিষিক্ত করিয়া এবং তাঁহাকে
 সম্মান দেখাইয়া, আপন আপন স্থানে চলিয়া গেলেন ॥১০॥

তৎপরে অভিষিক্ত হইয়া মহাযশা বরুণও—ইন্দ্র যেমন দেবগণকে পালন
 করেন, সেইরূপ সমুদ্র, নদ, নদী ও জলাশয়গুলিকে যথানিয়মে পালন করিতে
 লাগিলেন ॥১১॥

ততস্তজ্ঞাপ্যুপস্পৃশ্য দধ্বা চ বিবিধং বহু ।
 অগ্নিতীর্থে মহাপ্রাজ্ঞো জগামাথ প্রলম্বহা ।
 নক্টো ন দৃশ্যতে যত্র শমীগর্ভে হৃতাশনঃ ॥১২॥
 লোকালোকবিনাশে চ প্রাহুর্ভূতে তদানঘ ।।
 উপতস্থুঃ স্মরা যত্র সর্বলোকপিতামহম্ ॥১৩॥
 অগ্নিঃ প্রনক্টো ভগবান্ কারণঞ্চ ন বিদ্যাহে ।
 সর্বভূতক্ষয়ো মা ভুৎ সম্পাদয় বিভোহনলম্ ॥১৪॥

জনমেজয় উবাচ ।

কিমর্থং ভগবানগ্নিঃ প্রনক্টো লোকভাবনঃ ।
 বিজ্ঞাতশ্চ কথং দেবৈস্তদ্ব্যমাচক্ষু তত্ত্বতঃ ॥১৫॥
 বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ভূগোঃ শাপাভূ শং তীতো জাতবেদাঃ প্রতাপবান্ ।
 শমীগর্ভমথাসাণ্ড ননাশ ভগবাংস্ততঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । উপস্পৃশ্য দধ্বা । বহু ধনম্ । প্রলম্বহা প্রলম্বাস্থরহস্তা বলদেবঃ । নক্টো
 লুকায়িতঃ । শমীগর্ভে শমীলতাভ্যন্তরে । অয়মপি ঘটপাদঃ শ্লোকঃ ॥১২॥

লোকেতি । লোকানামালোকস্ত দৃষ্টেবিনাশে অগ্ন্যভাবাৎ ক্ষয়ে, প্রাহুর্ভূতে জাতি
 গতি ॥১৩॥

অগ্নিরিতি । কারণং তৎপ্রনাশস্ত । সম্পাদয় আবিষ্কর ॥১৪॥

তাহার পর মহাপ্রাজ্ঞ বলরাম সেই তীর্থেও স্নান ও নানাবিধ ধন দান করিয়া,
 অগ্নিতীর্থে গমন করিলেন ; যে তীর্থে অগ্নি শমীলতার ভিতরে লুকায়িত হইয়া
 রহিয়াছিলেন ॥১২॥

নিষ্পাপ রাজা । অগ্নি লুকায়িত থাকার সময়ে লোকের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত
 হইলে, দেবতারা যাইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন (এবং বলিলেন—) ॥১৩॥

‘প্রভু ! ভগবান্ অগ্নি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন ; তাহার কারণ আমরা
 জানি না । সর্বভূতের ক্ষয় যেন না হয় ; সেই জন্ত আপনি অগ্নিকে আবিষ্কার
 করুন’ ॥১৪॥

জনমেজয় বলিলেন—‘মহর্ষি ! জগতের মঙ্গলকারী অগ্নি লুকায়িত হইয়া-
 ছিলেন কেন ? দেবতারাই বা তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিলেন ? তাহা
 আপনি আমার নিকট যথার্থরূপে বলুন’ ॥১৫॥

(১৪)....সর্বভূতক্ষয়ো রাজন্ ।...নি ।

প্রমত্তে তু তদা বহ্নৌ দেবাঃ সৰ্বে সৰ্বাসবাঃ ।

অশ্বৈবস্তু তদা নক্টং জ্বলনং ভৃশদুঃখিতাঃ ॥১৭॥

ততোহগ্নিতীৰ্ধমাসাদ্য শমীগৰ্ভস্থমেব হি ।

দদৃশুর্জ্বলনং তত্র বসমানং যথাবিধি ॥১৮॥

দেবাঃ সৰ্বে নরব্যাত্ত্র ! বৃহস্পতিপুরোগমাঃ ।

জ্বলনং তং সমাসাদ্য প্রীতাহভুবন্ সৰ্বাসবাঃ ॥১৯॥

পুনর্যধাগতং জগ্নুঃ সৰ্বভক্ষ্যশ্চ সৌভবৎ ।

ভৃগোঃ শাপান্মহীপাল ! যদুস্তং ব্রহ্মবাদিনা ॥২০॥

তত্রাপ্যাপ্নুত্য মতিমান্ ব্রহ্মযোনিং জগাম হ ।

সসৰ্জ ভগবান্ যত্র সৰ্বলোকপিতামহঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । প্রনষ্টো লুকারিতোহভূৎ, লোকভাবনো অগ্নয়জলকারকঃ ॥১৫॥

ভৃগোরিতি । জাতবেদা অগ্নিঃ । ননাশ অদৃশ্যে । বভূব ॥১৬॥

প্রোতি । বাসবেন ইন্দ্রেণ সহিতি তে । নষ্টমদৃশ্যং জাতম্, জলনমগ্নিম্ ॥১৭॥

তত ইতি । দদৃশুর্দেবাঃ, বসমানং তিষ্ঠন্তম্ ॥১৮॥

দেবা ইতি । বৃহস্পতিঃ পুরোগমঃ অগ্রবর্তী ঘেষাং তে । প্রীতাহভুবন্রিতি বিসর্গ-
লোপেহপি সন্ধিরার্থঃ ॥১৯॥

পুনর্রিতি । জগ্নুর্দেবাঃ । সঃ অগ্নিঃ । ব্রহ্মবাদিনা ভৃগুণা ॥২০॥

তত্রোতি । আপ্নুত্য স্নাত্বা, মতিমানগ্নিঃ । ব্রহ্মযোনিং প্রথমং বেদবক্তারং ব্রহ্মাণম্ ॥২১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—প্রতাপ ও মাহাত্ম্যশালী আগ্নে ভৃগুর শাপে অত্যন্ত
ভীত হইয়া, শমীলতার ভিতরে যাইয়া অদৃশ্য হইয়াছিলেন ॥১৬॥

অগ্নি অদৃশ্য হইয়া রহিলে, ইন্দ্রের সহিত দেবতারা সকলে বিশেষ দুঃখিত
হইয়া, অগ্নির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

তাহার পর দেবতারা অগ্নিতীর্থে যাইয়া, শমীলতার ভিতরে অবস্থিত
অগ্নিদেবকে যথাযথভাবে দেখিতে পাইলেন ॥১৮॥

নরেন্দ্রেষ্ঠ ! ইন্দ্রের সহিত দেবতারা সকলে বৃহস্পতিকে অগ্রবর্তী করিয়া
যাইয়া, অগ্নিকে পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন ॥১৯॥

রাজা ! দেবতারা সকলে যথাস্থানে চলিয়া গেলেন । ওদিকে বেদবক্তা
ভৃগু যাহা বলিয়াছিলেন, সেই শাপ অনুসারে অগ্নি ও সর্বভোজী হইলেন ॥২০॥

সুমতি অগ্নি সেই তীর্থে স্নান করিয়া, ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন ।
সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা যে স্থানে সেই তীর্থ সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥২১॥

তত্রাপ্নুত্য ততো ব্রহ্মা সহ দেবৈঃ প্রভুঃ পুরা
 সসর্জ তীর্থানি তথা দেবতানাং যথাবিধি ॥২২॥
 তত্র স্নাত্বা চ দত্ত্বা চ বহুনি বিবিধানি চ ।
 কৌবেরং প্রযযৌ তীর্থং যত্র তপ্ত্বা মহতপঃ ।
 ধনাধিপত্যং সংপ্রাপ্তৌ রাজন্ । ঐলবিলঃ প্রভুঃ ॥২৩॥
 তত্রস্বমেব তং রাজন্ ! ধনানি নিধয়ন্তথা ।
 উপতস্থূর্নরশ্চেষ্ট ! ততীর্থং লাক্ষ্মী ততঃ ॥২৪॥
 গত্ত্বা স্নাত্বা চ বিধিবদব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দদৌ ।
 দদৃশে তত্র তৎ স্থানং কৌবেরে কাননোত্তমে ॥২৫॥ (যুগ্মকম্)
 পুরা যত্র তপস্তপ্ত্বং বিপুলং স্তমহাস্থনা ।
 যক্ষরাজ্ঞা কুবেরেণ বরা লক্ষাশ্চ পুঙ্কলাঃ ॥২৬॥

ভারতকৌয়দী

তত্রৈতি । আপ্নুত্য অবগাহ । সসর্জ নির্মিমায় ॥২২॥
 তত্রৈতি । বহুনি ধনানি । ঐলবিলঃ কুবেরঃ । যট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৩॥
 তত্রস্বমিতি । উপতস্থূরুপজগ্মুঃ, দেবপ্রভাবাং । লাক্ষ্মী বলদেবঃ । দদৃশে
 দদর্শ ॥২৪—২৫॥

পুরৈতি । যক্ষরাজ্ঞেতি অদন্তস্বাভাব আর্ষঃ । পুঙ্কলাঃ প্রচুরাঃ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

অত্যন্তুতমিতি ১—২২॥ ঐলবিলঃ কুবেরঃ ২৩—৩১॥

ইতি শল্যপর্বণি নৈলকণ্ঠিয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিচছারিংশোহধ্যায়ঃ ॥৪৩॥

তৎপরে প্রভাবশালী ব্রহ্মা সেই স্থানে স্নান করিয়া, দেবতাদের সহিত মিলিত
 হইয়া, দেবতাদের জগু যথাবিধানে বহু তীর্থ সৃষ্টি করিলেন ॥২২॥

রাজা ! বলরাম সেই তীর্থে স্নান ও নানাবিধ ধন দান করিয়া, কৌবের-
 তীর্থে গমন করিলেন । কুবের যেখানে গুরুতর তপস্বী করিয়া, প্রভাবান্বিত
 হইয়া, ধনাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন ॥২৩॥

নরশ্চেষ্ট রাজা ! কুবের যখন সেইস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন
 নানাবিধ ধন এবং বহুতর নিধি আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল ।
 তাহার পর বলরাম সেই তীর্থে যাইয়া যথাবিধানে স্নান করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে ধন
 দান করিলেন এবং কুবেরের উত্তমবনमध्ये সেই স্থান দেখিলেন ॥২৪—২৫॥

ধনাধিপত্যং সখ্যঞ্চ রুদ্রেণামিততেজসা ।

স্বরত্বং লোকপালত্বং পুত্রঞ্চ নলকুবরম্ ॥২৭॥

যত্র লেভে মহাবাহো ! ধনাধিপতিরঞ্জসা ।

অভিষিক্তশ্চ তত্রৈব সমাগম্য মরুদগণৈঃ ॥২৮॥

বাহনকাস্ত্য তদন্তং হংসযুক্তং মনোজবম্ ।

বিমানং পুষ্পকং দিব্যং নৈঋতৈশ্বর্য্যমেব চ ॥২৯॥ (বিশেষকম্)

তত্রাপ্নুত্য বলো রাজন্ ! দত্ত্বা দায়াংশ্চ পুঙ্কলান্ ।

জগাম স্বরিতো রামস্তুীৰ্থং শ্বেতাম্বুলেপনঃ ॥৩০॥

নিষেবিতং সর্বসম্বৈর্নান্না বদরপাচনম্ ।

নানৰ্ত্তুকফলোপেতং সদাপুষ্পফলং শুভম্ ॥৩১॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপৰ্ব্বণি

গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থষাত্রায়াং সারস্বতোপাধ্যানে

ত্রিচছারিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

ধনেতি । রুদ্রেণ সহ । নলকুবরং নাম । অঙ্গণা ঋটতি । মরুতাং দেবানাং গণৈঃ ।

মনস ইব জবো বেগো যত্র তৎ । নৈঋতানাং রাক্ষসানাম্ ঐশ্বর্য্যমাধিপত্যম্ ॥২৭—২৯॥

তত্রৈতি । দীর্ঘত্ব ইতি দায়া ধনানি তান্, পুঙ্কলান্ প্রচুরান্ । সর্বসম্বৈঃ সকল-
প্রাপিভিঃ । নানা বহুনামৃতানাং ফলৈরুপেতম্ ॥৩০—৩১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপৰ্ব্বণি গদাযুদ্ধে ত্রিচছারিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥

পূৰ্ব্বকালে যে স্থানে মহাত্মা যক্ষরাজ কুবের গুরুতর তপস্তা করিয়া প্রচুর বর
লাভ করিয়াছিলেন ॥২৬॥

মহাবাহু জনমেজয় ! ধনাধিপতি কুবের যে স্থানে থাকিয়া ধনাধিপত্য,
অমিততেজা রুদ্রের সহিত সখিৎ, দেবত্ব, লোকপালত্ব ও নলকুবরনামক পুত্র
স্বর সখ্য লাভ করিয়াছিলেন ; দেবতারা সেইস্থানে আসিয়া কুবেরকে যক্ষরাজ-
পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন আর মনের ছায় বেগগামী, হংসযুক্ত ও দিব্য পুষ্পক-
বিমান বাহনরূপে দান করিয়াছিলেন এবং রাক্ষসগণের আধিপত্য সমর্পণ করিয়া-
ছিলেন ॥২৭—২৯॥

(৩১)....নানৰ্ত্তুকবনোপেতং...পি বদ নি ।

* ‘...সপ্তচছারিংশোহধ্যায়ঃ’ পি বদ বৰ্দ্ধ বা সো, ‘...অষ্টচছারিংশোহধ্যায়ঃ’ পি ।

চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততস্তীৰ্ধবরং রামো যযৌ বদরপাচনম্ ।

তপস্বিসিদ্ধচরিতং যত্র কন্যা ধৃতব্রতা ॥১॥

ভরদ্বাজস্ত দুহিতা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি ।

ঋবাবতী নাম বিভো ! কুমারী ব্রহ্মচারিণী ॥২॥ (যুগ্মকম্)

তপশ্চচার সাত্যুগ্রং নিয়মৈর্বহুভিৰ্ব্রতা ।

ভৰ্ত্তা মে দেবরাজঃ শ্রাদ্ধিতি নিশ্চিত্য ভাবিনী ॥৩॥

সমাস্তস্তা ব্যতিক্রান্তা বহ্বাঃ কুরুকুলোদ্ধহ ! ।

চরন্ত্য। নিয়মাংস্তাংস্তান্ শ্রীভিস্তীভ্রান্ স্ফুশ্চরান্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

ভূত ইতি । বদরং ফলং পাচ্যতে বস্বিন্ ভ২ । হে বিভো ! রাজন্ ! ॥১—২॥

তপ ইতি । নিয়মৈরুপবাগাদিভিঃ । ব্রতা সৎকৃতা । ভাবিনী দেবরাজাহুৰাগিণী ॥৩॥

সমা ইতি । সমা বৎসরাঃ, ব্যতিক্রান্তা অতীতাঃ ॥৪॥

রাজা । যেতানুলেপনধারী বলরাম সেই তীর্থে স্নান ও প্রচুর ধন দান করিয়া,
স্বরাশ্রিত হইয়া, সৰ্ব্বপ্রাণিসেবিত, সমস্ত ঋতুর ফলযুক্ত এবং সৰ্ব্বদা পুষ্পফলাশ্রিত
'বদরপাচন'নামক মঙ্গলময় তীর্থে গমন করিলেন ॥৩০—৩১॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা ! তাহার পর বলরাম তপস্বিগণ ও সিদ্ধগণ-
সেবিত 'বদরপাচন'নামক প্রধানতীর্থে গমন করিলেন । যে তীর্থে রূপে জগতে
অদুলনীয়া, ব্রতপরায়ণা ও ব্রহ্মচারিণী, ভরদ্বাজমুনির কন্যা ঋবাবতী বাস
করিতেন ॥১—২॥

ইহ্নের প্রতি অমুরস্তা সেই ঋবাবতী—'দেবরাজ আমার পতি হউন' এইরূপ
কাষনা করিয়া, বহুবিধ নিয়মপালনে ব্যাপৃত থাকিয়া, ভীষণ তপস্তা করিতে-
ছিলেন ॥৩॥

কুরুকুলশ্রেষ্ঠ । ঋবাবতী শ্রীলোকের পক্ষে হৃদয় সেই সেই ভীষণ নিয়ম
পালন করিতে থাকা অবস্থায় বহু বৎসর অতীত হইয়াছিল ॥৪॥

ঋবাবতী দাব...বদ নি । এবং সৰ্ব্বত্র । (৩)...নিশ্চিত্য ভাবিনী—নি ।

তস্মাস্ত তেন বৃন্তেন তপসা চ বিশাংপতে । ।
 তক্ত্যা চ ভগবান্ শ্রীতঃ পরয়া পাকশাসনঃ ॥৫॥
 আজগামাশ্রমং তস্মাদ্বিদশাধিপতিঃ প্রভুঃ ।
 আস্থায় রূপং বিপ্রার্বেবশিষ্ঠস্য মহাস্থানঃ ॥৬॥
 'সা তং দৃষ্টোত্তপসং বশিষ্ঠং তপতাং বরম্ ।
 আচারৈর্মুনিভির্দিক্টৈঃ পূজয়ামাস ভারত । ॥৭॥
 উবাচ নিয়মজ্ঞা চ কল্যাণী সা প্রিয়ংবদা ।
 ভগবন্ ! মুনিশার্দূল ! কিমাজ্ঞাপয়সি প্রভো ! ॥৮॥
 সর্বমদ্য যথাশক্তি তব দাস্ত্যামি হুত্রত । ।
 শক্রভক্ত্যা চ তে পাণিং ন দাস্ত্যামি কথঞ্চন ॥৯॥
 ত্রৈতৈশ্চ নিয়মৈশ্চৈব তপসা চ তপোধন । ।
 শক্রস্তোষয়িতব্যো বৈ ময়া ত্রিভুবনেশ্বরঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

তত্ত্বা ইতি । বৃন্তেন ব্যবহারেণ । পাকশাসন ইন্দ্রঃ ॥৫॥
 আজগামেতি । ত্রিদশাধিপতির্দেবরাজঃ । আস্থায় অবলম্ব্য ॥৬॥
 সেতি । উগ্রং ভীষণং তপো যন্ত তম্ । দিক্টৈরুপদিক্টৈঃ ॥৭॥
 উবাচেতি । নিয়মজ্ঞা আশ্রমজনব্যবহারবিৎ ॥৮॥
 সর্বমিতি । সর্বমাপ্রমগৃহাদিকম্ । শক্রভক্ত্যা ইন্দ্রাহুরাগেণ হেতুনা ॥৯॥

নরনাথ ! ভগবান্ ইন্দ্র ক্রমে তাঁহার ব্যবহার, তপস্তা ও পরম ভক্তি দেখিয়া,
 সন্তুষ্ট হইলেন ॥৫॥

তাঁহার পর প্রভাবশালী দেবরাজ ইন্দ্র মহাত্মা ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের রূপ ধারণ
 করিয়া, সেই ঋষাবতীর আশ্রমে আগমন করিলেন ॥৬॥

ভরতনন্দন ! তখন ঋষাবতী ভীষণ তপস্তাকারী ও তপস্বিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে
 দেখিয়া, মুনিগণোপদিক্ট নিয়মে তাঁহার পূজা করিলেন ॥৭॥

পরে সেই প্রিয়ভাষিনী ও নিয়মজ্ঞা কল্যাণী ঋষাবতী বলিলেন—‘ভগবন্ !
 প্রভু ! মুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনি আমার প্রতি কি আদেশ করেন ? ॥৮॥

তপোধন ! আমি আজ শক্তি অনুসারে আমার সমস্ত বস্তুই আপনাকে দিতে
 পারিব ; কিন্তু ইন্দ্রের প্রতি অনুরাগবশতঃ আপনাকে আমার পাণি দিতে পারিব
 না । (আপনি আমার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না) ॥৯॥

তপোধন ! আমি ব্রত, নিয়ম ও তপস্তাধারা ত্রিভুবনাধিপতি ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট
 করিব’ ॥১০॥

ইত্যুক্তো ভগবান্ দেবঃ স্ময়ন্মিব নিরীক্ষ্য তাম্ ।
 উবাচ নিয়মং জ্ঞাত্বা সাস্ত্রয়ন্মিব ভারত ! ॥১১॥
 উগ্রং তপশ্চরসি বৈ বিদিতা মেহসি স্তত্রতে ।।
 যদর্থময়মারম্ভস্তব কল্যাণি ! হৃদগতঃ ॥১২॥
 তচ্চ সর্বং যথাভূতং ভবিষ্যতি বরাননে ।।
 তপসা লভ্যতে সর্বং সর্বং তপসি তিষ্ঠতি ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)-
 যানি স্থানানি দিব্যানি বিবুধানাং শুভাননে ।।
 তপসা তানি প্রাপ্য্যণি তপোমূলং মহৎ স্তথম্ ॥১৪॥
 ইহ কৃত্বা তপো ঘোরং দেহং সংশ্রস্ত মানবাঃ ।
 দেবস্বং যাস্তি কল্যাণি ! শৃণু চৈদং বচো মম ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

ব্রতৈরিতি । ব্রতৈঃ কচ্ছ্রাঙ্গায়ণাদিভিঃ । নিয়মৈর্জপাদিভিঃ ॥১০॥
 ইতীতি । স্ময়ন্ স্ময়মান ঈষৎসন্ । সাস্ত্রয়ন্ আশাসয়ন্ ॥১১॥
 উগ্রমিতি । হৃদগতঃ অভিপ্রেতঃ । যথাভূতং যথাযথম্ ॥১২—১৩॥
 যানীতি । দিব্যানি স্বর্গীয়ানি, বিবুধানাং দেবানাং । তপ এব মূলং কারণং যন্ত
 তৎ ॥১৪॥
 ইহেতি । সংশ্রস্ত সন্ধ্যাক্ষ্য । যাস্তি প্রাপ্নবন্তি ॥১৫॥

ভরতনন্দন । ঋগবাবতী এইরূপ বলিলে, ভগবান্ ইন্দ্র তাঁহার তপস্তার বিষয়
 জ্ঞানিয়া, যেন যত্নহাস্ত করতঃ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এবং তাঁহাকে আশ্বস্ত
 করিতে থাকিয়া বলিলেন—॥১১॥

‘স্তত্রতে ! আমি তোমাকে জ্ঞানিয়াছি । তুমি ভীষণ তপস্তা করিতেছ ।
 কল্যাণি । তুমি যে জন্ত পূর্বে এই কার্য্য আরম্ভ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলে,
 বরাননে । সে সমস্তই তোমার যথাযথভাবে সম্পন্ন হইবে । মানুষ তপস্তা-
 দ্বারাই সমস্ত লাভ করে এবং সমস্ত শুভবিষয়ই তপস্তার উপরে নির্ভর
 করে ॥১২—১৩॥

শুভাননে । দেবগণের স্বর্গলোকে যে সকল স্থান আছে, তপস্তাদ্বারা সে
 সমস্তই পাওয়া যায় এবং তপস্তার ফলে মহানুশ্ৰু হয় ॥১৪॥

কল্যাণি । মানুষ ইহলোকে ভীষণ তপস্তা করিয়া, দেহত্যাগপূর্বক দেবস্ব
 লাভ করে । তুমি আমার এই কথা শুন—॥১৫॥

পঞ্চ চৈতানি শুভগে ! বদরাণি শুভভ্রতে ॥
 পচেতুস্ত্বা তু ভগবান্ জগাম বলসূদনঃ ।
 আমন্ত্য তাস্ত্ব কল্যাণীং ততো জপ্যং জজাপ সং ॥১৬॥
 অবিদূরে ততস্তস্মাদাশ্রমাতীর্থমুত্তমম্ ।
 ইন্দ্রতীর্থেতি বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু মানদ ॥১৭॥
 তস্তা জিজ্ঞাসনার্থং স ভগবান্ পাকশাসনঃ ।
 বদরাণামপচনং চকার বিবুধাধিপঃ ॥১৮॥
 ততঃ প্রতপ্তা সা রাজন্ ! বাগ্‌যতা বিগতক্লমা ।
 তৎপরা শুচিসংবীতা পাবকে সমধিশ্রয়ৎ ॥১৯॥
 অপচদ্রোজশার্দূল ! বদরাণি মহাত্রতা ।
 তস্তাঃ পচন্ত্যাঃ স্মমহান্ কালোহগাৎ পুরুষর্ষভ ! ।
 ন চ স্ম তাত্তপচ্যস্ত দিনঞ্চ ক্ষয়মভ্যাগাৎ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

পঞ্চৈতি । বদরাণি বদবীফলানি । বলসূদন ইন্দ্রঃ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৬॥
 অবিদূব ইতি । অবিদূবে অনধিকদূবে ॥১৭॥
 তস্তা ইতি । তস্তাঃ শ্রবাবত্যাঃ, জিজ্ঞাসনার্থং পবীকার্থম্ । অপচনমপাকযোগ্যতাং
 স্পৃষ্টমিত্যর্থঃ, চকাব স্বপ্রভাবাদেবেতি ভাবঃ ॥১৮॥
 তত ইতি । প্রতপ্তা অগ্নিজালয়া । শুচিনা পবিত্রেণ বস্ত্রেণ সংবীতা আবৃতগাত্রী পাবকে
 চুল্লিগতে বহৌ, সমধিশ্রয়ং তদ্বদবযুক্তাং স্থালীমাবোপয়ৎ । অজাগমাতাব অর্থঃ ॥১৯॥
 ‘শুভগে ! তপোধনে ! তুমি এই পাঁচটা বদবীফল পাক কর ।’ এই কথা
 বলিয়া ভগবান্ ইন্দ্র সেই কল্যাণী শ্রবাবতীর অমুমতি লইয়া, চলিয়া গেলেন ।
 তৎপরে ইষ্টমন্ত্র জপ করিলেন ॥১৬॥
 মানদাতা রাজা । সেই আশ্রম হইতে অনধিক দূরে, ‘ইন্দ্রতীর্থ’নামে ত্রিভুবন-
 বিখ্যাত একটি উত্তম তীর্থ আছে ॥১৭॥
 মহাশ্রমশালী দেবরাজ ইন্দ্র শ্রবাবতীকে পরীক্ষা করিবার জন্য পূর্বদত্ত সেই
 বদবীফলগুলিকে অপাকযোগ্য (অতিদৃঢ়) করিলেন ॥১৮॥
 রাজা ! তাহার পর শ্রবাবতী পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া, অগ্নির তাপে সন্তপ্ত
 হইতে থাকিয়াও বাগ্‌যতা, ক্লাস্তিশূন্য ও মনোযোগিনী থাকিয়া, সেই বদবীফল-
 গুলিকে একটি পাত্রে করিয়া অগ্নিসংযুক্ত চুল্লির (উম্মনের) উপরে তুলিয়া দিয়া
 পাক করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

হতাশনেন দক্ষশ্চ তস্তাঃ কাষ্ঠশ্চ সঞ্চয়ঃ ।
 অকাষ্ঠমগ্নিং সা দৃষ্ট্ৱা স্বশরীরমখাদহৎ ॥২১॥
 পাদৌ প্রক্ষিপ্য সা পূৰ্বং পাবকে চারুদৰ্শনা ।
 দক্ষৌ দক্ষৌ পুনঃ পাদাবুপাবৰ্ত্তয়তানঘা ॥২২॥
 চরণৌ দহমানৌ চ নাচিস্তয়দনিন্দিতা ।
 কুৰ্বাণা ছুরং কৰ্ম্ম মহর্ষিপ্রিয়কাম্যয়া ॥২৩॥
 ন বৈমনশ্চ তস্তাস্থ মুখভেদোহথবাতবৎ ।
 শরীরমগ্নিনাদীপ্য জলমধ্যে যথা স্থিতা ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

অপচরিতি । নাপচ্যন্ত বিক্লিষ্টানি ন ভবন্তি স্ব, ইন্দ্রপ্রভাবাৎ । যট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥২০॥
 হতেতি । অদহৎ বদরপাচনার্থং ॥২১॥
 পাদাবিতি । উপাবৰ্ত্তয়ত অর্থো প্রবেশয়ৎ । অনঘা নিম্পাপা শ্রবাবতী ॥২২॥
 চরণাবিতি । কৰ্ম্ম চরণদাহম, মহর্ষেবিশিষ্ট প্রিয়কাম্যয়া ॥২৩॥
 নেতি । মুখস্ত ভেদো বিকৃতিঃ । আদীপ্য দধ্ৱা ॥২৪॥

রাজশ্রেষ্ঠ পুরুষপ্রধান । মহাব্রতা শ্রবাবতী এই ভাবে সেই বদরীফলগুলিকে
 পাক করিতে লাগিলেন বটে ; কিন্তু তাহাতে তাঁহার অভিদীর্ঘকাল অতীত হইল ;
 তথাপি সে বদরীফলগুলি বিক্লিষ্ট (নরম) হইল না । সে দিনটীও শেষ হইয়া
 আসিল ॥২০॥

শ্রবাবতীর কাষ্ঠরাশি অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া সমস্তই শেষ হইল ; তখন কাষ্ঠশূন্য
 অগ্নি দেখিয়া, শ্রবাবতী নিজের শরীর দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥২১॥

চারুদর্শনা ও নিম্পাপা শ্রবাবতী প্রথমে চরণ দুইখানি অগ্নিমধ্যে প্রবেশ
 করাইয়া দিয়া, ক্রমে একটু একটু দগ্ধ হয়, আর অধিক অধিক প্রবেশ করাইয়া
 দিতে লাগিলেন ॥২২॥

অনিম্ম্যশুন্দরী শ্রবাবতী চরণ দুইখানি দগ্ধ হইতে থাকিলেও, সে বিষয়ে কোন
 চিন্তা করিতে লাগিলেন না ; বরং মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছায়
 সেই ছুর কার্য্য করিতেই থাকিলেন ॥২৩॥

তৎকালে তাঁহার মনের ভাব ফিরিল না, মুখ বিকৃতও হইল না ; অগ্নি দ্বারা
 শরীর দগ্ধ করিয়া করিয়া—জলের মধ্যে যেমন থাকে, তেমন ভাবেই তিনি থাকিতে
 লাগিলেন ॥২৪॥

(২০)...দক্ষৌ কবলপত্রাকী...নি । (২৪) জলমধ্যেব হবিতা—বদ বর্ধ,...জলমধ্যে
 ব্যবহিতা—পি বা ।

তচ্চাশ্চা বচনং নিত্যমবৰ্ত্তকৃদি ভারত ! ।
 সৰ্ব্বথা বদরাণ্যেব পক্তব্যানীতি কন্যকা ॥২৫॥
 সা তন্মনসি কৃষ্ণা বৈ মহর্ষেবচনং শুভা ।
 অপচহদরাণ্যেব ন চাপচ্যন্ত ভারত ! ॥২৬॥ (যুগ্মকম্)
 তস্তাস্ত্ৰ চরণৌ বহ্নির্দদাহ ভগবান্ স্বয়ম্ ।
 ন চ তস্তা মনোদুঃখং স্বল্পমপ্যভবত্তদা ॥২৭॥
 অথ তৎ কৰ্ম দৃষ্ট্য়াশ্চাঃ শ্রীতস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ ।
 ততঃ সন্দর্শয়ামাস কন্যায়ৈ রূপমাস্ত্রনঃ ॥২৮॥
 উবাচ চ সুরশ্ৰেষ্ঠস্তাং কন্যাং স্মদৃঢ়তাম্ ।
 শ্রীতোহস্মি তে শুভে ! ভক্ত্যা তপসা নিয়মেন চ ॥২৯॥
 তস্মাদ্যোহভিমতঃ কামঃ স তে সম্পৎস্রতে শুভে ! ।
 দেহং তাক্ত্বা মহাভাগে ! ত্রিদিবে ময়ি বৎসসি ॥৩০॥

ভারতকোমদী

তদ্বিত্তি । পক্তব্যান্তেবেতি সম্বন্ধঃ । অপচ্যন্ত বিক্লিষ্টান্তভবন্ ॥২৫—২৬॥
 তস্তা ইতি । দুঃখং নাভবৎ তপস্বিতয়া নিতাস্তসহিষ্ণুবাদিত্তি ভাবঃ ॥২৭॥
 অশ্বেতি । অস্তাঃ শ্রবাবত্যাঃ । ত্রিভুবনেশ্বর ইন্দ্রঃ ॥২৮॥
 উবাচেতি । নিয়মেন অপোপবাগাদিনা ॥২৯॥
 তস্মাদিত্তি । কাম্যত ইতি কামঃ কাম্যো বিবরঃ । ত্রিদিবে বর্গে ॥৩০॥

ভরতনন্দন ! মহর্ষি বশিষ্ঠের সেই বাক্য সর্বদাই শ্রবাবতীর হৃদয়ে আগিতে লাগিল, তাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, ‘বদরীফলগুলি পাক করিতেই হইবে।’ ভরতনন্দন ! সেই জন্তই কল্যাণী, কুমারী শ্রবাবতী বশিষ্ঠের বাক্য মনে রাখিয়া, বদরীফলগুলি পাক করিতেই লাগিলেন ; অথচ সেগুলি কিছুতেই বিক্লিষ্ট হইল না ॥২৫—২৬॥

ওদিকে ভগবান্ অগ্নি সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার চরণযুগল দগ্ধ করিলেন ; কিন্তু তাহাতে তাঁহার মনে একটুও দুঃখ হইল না ॥২৭॥

তাহার পর ইন্দ্র শ্রবাবতীর কার্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং পরে নিজের রূপ শ্রবাবতীকে দেখাইলেন ॥২৮॥

উদনস্তর দেবরাজ স্মদৃঢ়তয়া শ্রবাবতীকে বলিলেন—‘কল্যাণি ! তোমার ভক্তি, তপস্তা ও নিয়মপালনের গুণে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥২৯॥

ইদঞ্চ তে তীর্থবরং স্থিরং লোকে ভবিষ্যতি ।
 সৰ্বপাপ্যাপহং হুত্র ! নাম্না বদরপাচনম্ ।
 বিখ্যাতঃ ত্রিষু লোকেষু ব্রহ্মর্ষিভিরভিকুতুম্ ॥৩১॥
 অগ্নিন্ খলু মহাভাগে ! শুভে ! তীর্থবরেহনঘে ! ।
 ত্যক্ত্বা সপ্তর্ষয়ো জগ্মুঃ হিমবন্তমরুন্ধতীম্ ॥৩২॥
 ততশ্চৈব মহাভাগা গচ্ছ। তত্র হুসংশিতাঃ ।
 বৃত্যর্থং ফলমূলানি সমাহর্তুং যযুঃ কিল ॥৩৩॥
 তেষাং বৃত্যর্থিনাং তত্র বসতাং হিমবত্নে ।
 অনাবৃষ্টিরনুপ্রাপ্তা তদা দ্বাদশবার্ষিকী ॥৩৪॥
 তে কৃষ্টা চাশ্রমং তত্র ন্যবসন্ত তপস্বিনঃ ।
 অরুন্ধতাপি কল্যাণী তপোনিত্যভবত্তদা ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

ইদমিতি । স্থিরং চিরস্থায়ি । অভিষ্টভং প্রশস্তম্ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩১॥
 অগ্নিরিতি । অনঘে ! নিষ্পাপে ! । অরুন্ধতীং ত্যক্ত্বা তপস্তার্থং সংস্থাপ্য ॥৩২॥
 তত ইতি । হুসংশিতা দৃঢ়ত্বতাঃ । বৃত্যর্থং ভোজনার্থম্ ॥৩৩॥
 তেষামিতি । অনুপ্রাপ্তা উপস্থিতা, দ্বাদশবার্ষিকী দ্বাদশবর্ষব্যাপিনী ॥৩৪॥
 ত ইতি । তপোনিত্যং সার্বকালিকং যত্তাঃ সা ॥৩৫॥

অতএব, কল্যাণি ! তোমার মনে যে অভিলাষ রহিয়াছে, তাহা সম্পন্ন হইবে । মহাভাগে ! তুমি এই দেহ ত্যাগ করিয়া, স্বর্গে আমার সহিত বাস করিবে ॥৩৬॥

হুত্র ! তোমার এই স্থানটী জগতে তীর্থশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত ও স্থায়ী হইবে, সমস্ত পাপ নাশ করিবে এবং ইহার নাম হইবে—‘বদরপাচন ।’ আর ব্রহ্মর্ষিরা ইহার প্রশংসা করিবেন ॥৩১॥

মহাভাগে ! কল্যাণি ! নিষ্পাপে ! সপ্তর্ষিরা এই মহাতীর্থে অরুন্ধতী-দেবীকে রাখিয়া, হিমালয়ে গিয়াছিলেন ॥৩২॥

তদনন্তর দৃঢ়ত্বতচারী ও মহাত্মা সেই মহর্ষিরা হিমালয়ে যাইয়া, ভোজন করিবার নিমিত্ত ফলমূল আহরণ করিবার জন্ত বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥

ভোজনার্থী সেই ঋষিরা হিমালয়ের বনমধ্যে বাস করিতে থাকিলে, তখন দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি চলিতে লাগিল ॥৩৪॥

অৰুন্ধতীং ততো দৃষ্ট্ৱা তীব্রং নিয়মমাস্থিতাম্ ।
 অথাগমজ্জিনয়নঃ স্পৰ্শীতো বরদস্তথা ॥৩৬॥
 ব্রাহ্মং রূপং ততঃ কৃষ্ট্বা মহাদেবো মহাযশাঃ ।
 তামভ্যেত্যাব্রবীদেবো ভিক্ষামিচ্ছাম্যহং শুভে ! ॥৩৭॥
 প্রভুবাচ ততঃ সা তং ব্রাহ্মণং চারুদৰ্শনা ।
 ক্ষীণোহন্নসঞ্চয়ো বিপ্র ! বদরাণীহ ভক্ষয় ॥৩৮॥
 ততোহব্রবীন্মহাদেবঃ পচস্বৈতানি সূত্রেতে ! ।
 ইতু্যক্তা সাপচতানি ব্রাহ্মণপ্রিয়কাম্যয়া ॥৩৯॥
 অধিশ্রত্য সমিক্ষেহয়ৌ বদরাণি যশস্বিনী ।
 দিব্যা মনোরমাঃ পুণ্যাঃ কথাঃ শুশ্রাব সা তদা ।
 অতীতা সা ত্বনাবৃষ্টির্ঘোরা দ্বাদশবাৰ্ষিকী ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

অৰুন্ধতীমিতি । আস্থিতামাপ্রিতাম্ । জিনয়নো মহাদেবঃ ॥৩৬॥
 ব্রাহ্মমিতি । ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণশ্চেদমিতি ব্রাহ্ম ॥৩৭॥
 প্রতীতি । ক্ষীণোহন্নসঞ্চয়ঃ, ধাত্ত্বান্নংপশ্চেরিতি ভাবঃ ॥৩৮॥
 তত ইতি । এতানি বদরফলানি ॥৩৯॥
 অধীতি । অধিশ্রিত্য পক্ত্বা, সমিক্ষে প্রজলিতে । বটপাদোহন্নং শ্লোকঃ ॥৪০॥

সেই তপস্বীরা সেইস্থানে আশ্রম নির্মাণ করিয়া, বাস করিতে লাগিলেন ;
 এদিকে তৎকালে কল্যাণী অরুন্ধতীও সৰ্বদা তপস্তা করিতে থাকিলেন ॥৩৫॥

তাহার পর অরুন্ধতীদেবীকে তীব্র তপস্তায় নিরত দেখিয়া, বরদাতা মহাদেব
 অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, সেস্থানে আগমন করিলেন ॥৩৬॥

তৎপরে মহাযশা মহাদেব ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া, অরুন্ধতীর নিকটে
 যাইয়া বলিলেন—‘কল্যাণি ! আমি তোমার নিকট অন্ন ভিক্ষা চাই’ ॥৩৭॥

তখন চারুদৰ্শনা অরুন্ধতী সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন—‘ব্রাহ্মণ ! আমাদের
 অন্নসঞ্চয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং আপনি এখানে বদরীফল ভক্ষণ
 করুন’ ॥৩৮॥

তাহার পর মহাদেব বলিলেন—‘সূত্রেতে ! তুমি বদরীফলগুলি পাক কর’ ।
 মহাদেব এইরূপ বলিলে, অরুন্ধতীদেবী সেই বদরীফলগুলি পাক করিতে
 লাগিলেন ॥৩৯॥

যশস্বিনী অরুন্ধতী প্রজলিত অগ্নিতে সেই বদরীফলগুলি পাক করিয়া, তখন

অনন্নন্ত্যাঃ পচন্ত্যাশ্চ শৃংস্ত্যাশ্চ কথাঃ শুভাঃ ।
 দিনোপমঃ স তস্ত্যাশ্চ কালোহীতীতঃ স্নদারুণঃ ॥৪১॥
 ততস্তে মুনয়ঃ প্রাপ্তাঃ ফলাশ্চাদায় পৰ্ব্বতাং ।
 ততঃ স ভগবান্ শ্রীতঃ প্রোবাচারুহীতীং তদা ॥৪২॥
 উপসর্পস্ব ধর্ম্যজে ! যথাপূর্ব্বমিমানুবীন্ ।
 শ্রীতোহস্মি তব ধর্ম্যজে ! তপসা নিয়মেন চ ॥৪৩॥
 ততঃ সন্দর্শয়ামাস স্বং রূপং ভগবান্ হরঃ ।
 শ্রীতোহব্রবীতদা তেভ্যস্তস্ত্যাশ্চ চরিতং মহৎ ॥৪৪॥
 ভবন্তিহিমবৎপৃষ্ঠে যতপঃ সমুপার্জিতম্ ।
 অস্ত্যাশ্চ যতপো বিপ্রা ! ন সমং তন্মতং মম ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

অনন্নন্ত্যা ইতি । অনন্নন্ত্যাঃ শৃংস্ত্যা ইতি নলোপাতাব আর্থঃ । স্নদারুণঃ অতিদীর্ঘঃ ॥৪১॥
 তত ইতি । প্রাপ্তা আগতাঃ । স মহাদেবঃ ॥৪২॥
 উপেতি । উপসর্পস্ব সমীপং গচ্ছ । নিয়মেন উপবাসাদিনা ॥৪৩॥
 তত ইতি । তেভ্য ঋষিভ্যঃ, তস্তা অরুহীত্যাঃ ॥৪৪॥
 ভবন্তিরিতি । ন সমমপরন্ত কতাপি তপসো ন তুল্যম্ ॥৪৫॥

স্বর্গীয়, মনোহর ও পুণ্য কথা শুনিতে লাগিলেন এবং সেই দ্বাদশবর্ষব্যাপী
 অনাবৃষ্টিও নিবৃদ্ধি পাইল ॥৪০॥

অরুহীতীদেবী ভোজন করেন না, বদরীফলগুলি পাক করেন, আর পবিত্র
 ঋষাখ্যান সকল শ্রবণ করেন ; এই অবস্থায় তাঁহার অতিদীর্ঘকাল একটা দিনের
 স্তায় অতীত হইল ॥৪১॥

তাহার পর সেই মুনিরা ফল আহরণ করিয়া, হিমালয়পর্ব্বত হইতে সেই-
 স্থানে আগমন করিলেন । তখন ভগবান্ মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া, অরুহীতীকে
 বলিলেন—॥৪২॥

‘ধর্ম্যজে ! তুমি পূর্ব্বের স্তায় এই ঋষিগণের নিকটে যাও । ধর্ম্যজে ! আমি
 তোমার তপস্তা ও নিয়মপালনের গুণে সন্তুষ্ট হইয়াছি’ ॥৪৩॥

তদনন্তর ভগবান্ মহাদেব নির্জের রূপ দেখাইলেন এবং সন্তুষ্ট হইয়া সেই
 ঋষিদের নিকট অরুহীতীর প্রশস্ত চরিত্রের কথা বলিলেন—॥৪৪॥

‘ব্রাহ্মণগণ ! আপনারা হিমালয়পর্ব্বতের উপরে যে তপস্তা সঞ্চয় করিয়াছেন

অনয়া হি তপস্বিত্যা তপস্তপ্তং হৃদুচ্চরম্ ।
 অনগন্ত্যাঃ পচন্ত্যাশ্চ সমা দ্বাদশ পারিতাঃ ॥৪৬॥
 ততঃ প্রোবাচ ভগবাংস্তামেবারুদ্রতীং পুনঃ ।
 বরং বৃগীষ কল্যাণি ! যতেহভিলষিতং হৃদি ॥৪৭॥
 সাত্ৰবীৎ পৃথুতাত্ৰাকী দেবং সপ্তর্ষিসংসদি ।
 ভগবন্ ! যদি মে প্রীতস্তীৰ্থং শ্রাদ্দিদমুত্তমম্ ।
 সিদ্ধদেবর্ষিদয়িতং নাম্মা বদরপাচনম্ ॥৪৮॥
 তথাস্মিন্ দেবদেবেশ ! ত্রিরাত্ৰমুষিতঃ শুচিঃ ।
 প্রাপ্নুয়াচ্চপবাসেন ফলং দ্বাদশবার্ষিকম্ ॥৪৯॥
 এবমাস্ত্বতি তাং দেবঃ প্রভুত্যাচ তপস্বিনীম্ ।
 সপ্তর্ষিভস্ততো দেবস্ততো নাকং যযৌ তদা ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

অনয়েতি । সমা বৎসরাঃ, পারিতা অতিক্রান্তাঃ ॥৪৬॥
 তত ইতি । ভগবান্ মহাদেবঃ । তে স্বয়া ॥৪৭॥
 সেতি । পৃথুনী বিশালে তাত্রে তাত্ত্ববর্ণে চ অক্ষিণী যভাঃ সা । বট্পাদঃ স্রোকঃ ॥৪৮॥
 তথেষতি । উষিতঃ কৃতবাসঃ । দ্বাদশবার্ষিকং দ্বাদশবর্ষবাসজন্ম ॥৪৯॥
 এবমিতি । দেবো মহাদেবঃ । নাকং স্বর্গম্ ॥৫০॥

এবং এই অরুদ্রতীদেবীর যেরূপ তপস্বী হইয়া গিয়াছে, তাহার তুলনা নাই, ইহাই আমার মত ॥৪৫॥

এই তপস্বিনী অতিদুষ্কর তপস্বী করিয়াছেন ; কারণ, ইনি আহার না করিয়া, অথচ বদরীফলগুলি পাক করিতে থাকিয়া, বারটা বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন ॥৪৬॥

তাহার পর ভগবান্ মহাদেব সেই অরুদ্রতীকেই পুনরায় বলিলেন—‘কল্যাণি ! যাহা তোমার অভীষ্ট, সেই বিষয়ের বর গ্রহণ কর’ ॥৪৭॥

তখন বিশালতাত্ত্বনয়না অরুদ্রতী সেই সপ্তর্ষিগণের সমক্ষে মহাদেবকে বলিলেন—‘ভগবন্ ! আপনি যদি আমার উপরে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, এই স্থানটী সিদ্ধ ও দেবর্ষিগণের প্রিয় উত্তম তীর্থ হউক এবং ইহার নাম হউক—‘বদরপাচন’ ॥৪৮॥

এবং দেবদেব জৈশ্বর । মাহুয এই তীর্থে পবিত্র হইয়া, উপবাস অবলম্বনপূর্বক ত্রিরাত্র বাস করিয়া, দ্বাদশ বৎসর উপবাসের ফল যেন লাভ করে’ ॥৪৯॥

স্বয়ং বিশ্বয়ং জগ্মুস্তাং দৃষ্ট্বা চাপ্যরুদ্রতীম্ ।
 অশ্রাস্তাঞ্চাবিবর্ণাঞ্চ ক্ষুৎপিপাসাসহাং সতীম্ ॥৫১॥
 এবং সিদ্ধিঃ পরা প্রাপ্তা অরুদ্রত্যা বিশুদ্ধয়া ।
 যথা স্বয়া মহাভাগে । মদৰ্থং শংসিতব্রতে ॥৫২॥
 বিশেষো হি স্বয়া ভদ্রে । ব্রতে হুশ্মিন্ সমর্পিতঃ ।
 তথা চেদং দদাম্যগ্ন নিয়মেন হুতোষিতঃ ॥৫৩॥
 বিশেষং তব কল্যাণি । প্রয়চ্ছামি বরং বরে ॥
 অরুদ্রত্যা বরস্তস্তা যো দত্তো বৈ মহাত্মনা ॥৫৪॥

ভারতকৌমুদী

স্বয়ং ইতি । বিশ্বয়ং জগ্মুঃ অসাধারণভূগদর্শনাদিতি ভাবঃ ॥৫১॥
 এবমিতি । মদৰ্থং মম ইচ্ছন্ত প্রাপ্তিনিমিত্তম্ । হে শংসিতব্রতে ! দৃঢ়নিয়মে ॥৫২॥
 বিশেষ ইতি । বিশেষঃ চরণয়োর্দাহেনাধিক্যম্ । সমর্পিতঃ কৃতঃ । নিয়মেন তব ॥৫৩॥
 বিশেষমিতি । বিশেষমধিকম্ । হে বরে! শ্রেষ্ঠে! । মহাত্মনা শিবেন ॥৫৪॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—২১॥ দৃষ্টাবিতি উপাবর্ত্তয়তাগ্রেহগ্রে প্রসারিতবতী ॥২২॥ বতো-
 হনিন্দিতা যোগধর্ম্মেণ নির্দোষা অতো নাচিস্তয়দিত্তি স্বপাদসংবর্দ্ধনক্ষমাপি দাহগীড়াং সেহে
 ইতি দৈর্ঘ্যোক্তিঃ ॥২৩—৫২॥ বিশেষঃ সমর্পিতা বহৌ দেহোহপি ভ্রমঃ পাদয়োঃ
 সমর্পণাদিতি ভাবঃ ॥৫৩—৬৬॥

ইতি শল্যপর্কণি নৈলকণ্ঠিয়ে ভারতভাবদীপে চতুশ্চষারিংশোহধ্যায়ঃ ॥৪৪॥

মহাদেব তপস্বিনী অরুদ্রতীকে বলিলেন—‘এইরূপই হউক’, তাহার পর
 সপ্তর্ষিরা স্তব করিতে লাগিলে, মহাদেব স্বর্গে চলিয়া গেলেন ॥৫০॥

স্বর্ষিরা অশ্রাস্তা, অবিবর্ণা এবং ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্যকারিণী সতী অরুদ্রতীকে
 দেখিয়া বিশ্বয়াপন্ন হইলেন ॥৫১॥

লূঢ়ব্রতে ! মহাভাগে ! শ্রবাবতি ! তুমি যেমন আমার জগ্ন তপস্তা করিয়া
 সিদ্ধিলাভ করিয়াছ, এইরূপ বিশুদ্ধচরিত্রা অরুদ্রতীদেবী তপস্তায় পরম সিদ্ধি
 লাভ করিয়াছিলেন ॥৫২॥

ভদ্রে ! তুমি এই ব্রতে অরুদ্রতী অপেক্ষা অনেক বিশেষ করিয়াছ । তোমার
 নিয়মে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, তোমাকে সেই বিশেষের অমুরূপ কলই দান
 করিতেছি ॥৫৩॥

তপস্বিনীশ্রেষ্ঠে ! কল্যাণি ! মহাত্মা মহাদেব অরুদ্রতীকে যে বর দিয়াছিলেন,
 আমি তোমাকে তদপেক্ষা উত্তম বর দিতেছি ॥৫৪॥

তস্মৈ চাহং প্রভাবেণ তব কল্যাণি ! তেজসা ।
 প্রবক্ষ্যাম্যপরং ভূয়ো বরমত্র যথাবিধি ॥৫৫॥
 যন্তেকাং রজনীং তীৰ্থে বৎসতে স্নসমাহিতাঃ ।
 স স্নাত্বা প্রাপ্যতে লোকান্ দেহত্যাগাৎ স্ফুল্লভম্ ॥৫৬॥
 ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ দেবঃ সহস্রাক্ষঃ প্রতাপবান্ ।
 শ্রবাবতীং ততঃ পুণ্যাং জগাম ত্রিদিবং পুনঃ ॥৫৭॥
 গতে বজ্রধরে রাজন্ ! তত্র বৰ্ষং পপাত হ ।
 পুষ্পাণাং ভরতশ্ৰেষ্ঠ ! দিব্যানাং পুণ্যগন্ধিনাম্ ॥৫৮॥
 দেবদুন্দুভয়শ্চাপি নেদুস্তত্র মহাস্বনাঃ ।
 মারুতশ্চ ববৌ পুণ্যঃ পুণ্যগন্ধো বিশাংপতে ॥৫৯॥
 উৎসৃজ্য তু শুভা দেহং জগামেদ্রস্মৈ ভার্য্যতাম্ ।
 তপসোগ্রৈণ তং লব্ধ্বা তেন রেমে সহ্যচ্যুতা ॥৬০॥

ভারতকৌমুদী

তন্ত্ৰেতি । তস্মৈ শিবদত্তবরস্মৈ । ভূয়ঃ পুনঃ ॥৫৫॥
 তদ্বিশেষমাহ য ইতি । তীৰ্থে অগ্নিন্ । দেহস্ত ত্যাগাৎ ত্যাগাৎ পরম্ ॥৫৬॥
 ইতীতি । সহস্রাক্ষ ইন্দ্রঃ । ত্রিদিবং স্বৰ্গম্ ॥৫৭॥
 গত ইতি । বজ্রধরে ইন্দ্রে, বৰ্ষং বৃষ্টিঃ । দিব্যানাং স্বর্গীয়ানাম্ ॥৫৮॥
 দেবেতি । মারুতো বায়ুঃ, পুণ্যঃ পবিত্রঃ ॥৫৯॥
 উৎসৃজ্যেতি । শুভা শ্রবাবতী । ভার্য্যতামিতি হস্তমার্ষম্ ॥৬০॥

কল্যাণি ! সেই বরের প্রভাবে এবং তোমার তেজে আমি পুনরায় যথা-
 বিধানে অপর বরের বিষয় বলিতেছি—॥৫৫॥

যে লোক স্নান করিয়া, একাগ্রচিত্ত হইয়া, এই তীৰ্থে একরাত্রি বাস করিবে,
 সেই লোক দেহ ত্যাগ করিয়া অতিসুন্দর স্বর্গ লাভ করিবে' ॥৫৬॥

মহাত্ম্য ও প্রতাপশালী ইন্দ্র পুণ্যবতী শ্রবাবতীকে এই কথা বলিয়া, পুনরায়
 স্বর্গলোকে চলিয়া গেলেন ॥৫৭॥

ভরতশ্ৰেষ্ঠ রাজা ! ইন্দ্র চলিয়া গেলে, পবিত্রসৌরভশালী স্বর্গীয় পুষ্পবৃষ্টি
 হইতে লাগিল ॥৫৮॥

নরনাথ ! বিশালশব্দকারী দেবদুন্দুভি সকল বাজিয়া উঠিল এবং পবিত্র-
 গন্ধবাহী পবিত্র বায়ু বহিতে থাকিল ॥৫৯॥

(৬০)....তেন রেমে সহ্যচ্যুত ।...বজ্র নি ।

জনমেজয় উবাচ ।

কা তস্তা ভগবন্মাতা ক সংবৃদ্ধা চ শোভনা ।

শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং বিপ্র ! পরং কোতূহলং হি মে ॥৬১॥

বৈশম্পায়ন, উবাচ ।

ভরদ্বাজস্য বিপ্রার্ধেঃ স্কন্ধং রৈতো মহাস্থনঃ ।

দৃষ্ট্বাপ্সরসমায়াস্তীং স্মৃতাচীং পৃথুলোচনাম্ ॥৬২॥

স তু জগ্রাহ তদ্রেতঃ করেণ জপতাং বরঃ ।

তদাপত্যং পর্ণপুটে তত্র সা স্বভবৎ স্মৃতা ॥৬৩॥

তস্তাস্ত জাতকশ্মাদি কৃষ্টা সর্বং তপোধানঃ ।

নাম চাস্তাঃ স কৃতবান্ ভরদ্বাজো মহামুনিঃ ॥৬৪॥

শ্রবাবতীতি ধন্বান্না দেবধিগণসংসদি ।

স্বৈ চ তামাশ্রমে স্ত্যস্ত জগাম হিমবত্ননম্ ॥৬৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

কেতি । সংবৃদ্ধা সম্যগবুদ্ধিঃ প্রাপ্তা, শোভনা শ্রবাবতী ॥৬১॥

ভরদ্বাজন্তেতি । স্কন্ধং পতিতম, রৈতো বীৰ্য্যম্ । পৃথুলোচনাং বিশালনয়নাম্ ॥৬২॥

স ইতি । সা শ্রবাবতী, অভবৎ যথাকালে ॥৬৩॥

তত্র ইতি । সর্বং সংস্কারকার্য্যম্ । শ্রবো হোমসাধনবিশেষঃ অত্র অস্তীতি শ্রবাবতী
বস্ত্রপ্রত্যয়ে পদ্মাবতীত্যাদিবদীৰ্ঘম্ । স্বৈ স্বকীয়ৈ ॥৬৪—৬৫॥

শুভলক্ষণা ও পুণ্যবতী শ্রবাবতী দেহত্যাগ করিয়া, ভীষণ তপস্যার প্রভাবে
যাইয়া ইস্ত্রের ভার্য্যাৎ লাভ করিলেন এবং তাঁহার সহিত রমণ করিতে
লাগিলেন ॥৬০॥

জনমেজয় বলিলেন—‘মহাশ্মাশালী ব্রাহ্মণ ! সুন্দরী শ্রবাবতীর মাতা কে
ছিলেন ? এবং তিনি কোথায়ই বা বুদ্ধি পাইয়া ছিলেন ? আমি তাহা শুনিতে
ইচ্ছা করি । কেন না, আমার গুরুতর কোতূহল জন্মিয়াছে’ ॥৬১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কোন সময়ে বিশালনয়না স্মৃতাচী নাম্নী অপ্সরাকে
আসিতে দেখিয়া, ব্রহ্মর্ষি ও মহাত্মা ভরদ্বাজের বীৰ্য্যত্বলন হইয়াছিল ॥৬২॥

জপকারিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ প্রথমে হস্তদ্বারা সেই বীৰ্য্য ধারণ করিয়াছিলেন বটে ;
কিন্তু তাহা তথা হইতে কোনও পত্রপুটে পতিত হইয়াছিল, পরে যথাকালে সেই
পত্রপুটেই একটা কণ্ঠা জন্মিয়াছিল ॥৬৩॥

(৬১)…ক সংবৃদ্ধা চ শোভনা…পি । (৬২)…স্কন্ধং তৈজো মহাস্থনঃ…পি । (৬৩)…তত্র
সা সংভবৎ স্মৃতা…নি ।

তত্রাপ্যুপাস্ত্যশ্চ মহামুত্তমো বসুনি দত্ত্বা চ মহাবিজ্ঞেভ্যঃ ।

জগাম তীর্থং হুসমাহিতান্না শক্রস্ত বৃক্ষিপ্রবরন্তদানীম ॥৬৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি

গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানেন

চতুঃচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥০॥ *

:-:~:-

পঞ্চচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ।

:-:~:-

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইন্দ্রতীর্থং ততো গম্বা যদুনাং প্রবরো বলী ।

বিপ্রৈভ্যো ধনরত্নানি দদৌ স্নাত্বা যথাবিধি ॥১॥

ভারতকৌমুদী

ভজেন্দি । উপাস্ত্য শ্রদ্ধা, মহামুত্তমঃ প্রবলপ্রভাবঃ, বসুনি ধনানি । মহাবিজ্ঞেভ্যঃ
শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণেভ্যঃ । হুসমাহিতান্না ধর্মার্জনে একাগ্রচিত্তঃ । শক্রস্ত ইন্দ্রস্ত ॥৬৬॥

ইতি মহাবহোপাখ্যান-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্বণি গদাযুদ্ধে চতুঃচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥০॥

ইন্দ্রেতি । যদুনাং প্রবরো বলরামঃ । যথাবিধি সত্ত্বাদিপূর্বকমিত্যর্থঃ ॥১॥

তপোধন, মহাত্মা ও মহামুনি ভরদ্বাজ সেই কস্তাটীর জাতকর্মাঙ্গ সমস্ত সংস্কার-
কার্য্য করিয়া, মহর্ষিগণের সভায় তাহার নাম রাখিয়াছিলেন—‘ঋগবতী ।’ পরে
ভরদ্বাজ সেই কস্তাটীকে নিজের আশ্রমে রাখিয়া, তপস্তা করিবার জন্ত হিমালয়ের
কোন বনে গিয়াছিলেন ॥৬৪—৬৫॥

মহাপ্রভাবশালী, ধর্মসঙ্কয়ে একাগ্রচিত্ত ও বৃক্ষিবংশশ্রেষ্ঠ বলরাম সেই বদর-
পাচনতীর্থেও স্নান এবং শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিয়া, তখন ইন্দ্রতীর্থে গমন
করিলেন ॥৬৬॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর বলবান্ ও যজুবংশশ্রেষ্ঠ বলরাম ইন্দ্রতীর্থে
স্নাইয়া, যথাবিধানে স্নান করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে ধন ও রত্ন সকল দান করিলেন ॥১॥

তত্র অমররাজোহসাবীজ্রে ক্রতুশতেন চ ।
 বৃহস্পতেশ্চ দেবেশঃ প্রদদৌ বিপুলং ধনম্ ॥২॥
 নিরর্গলান্ সজ্জারুখান্ সর্বান্ বিবিধদক্ষিণান্ ।
 আজহার ক্রতুংস্তত্র যথোক্তান্ বেদপারগৈঃ ॥৩॥
 তান্ ক্রতুন্ ভরতশ্চেষ্ট । শতকৃৎষো মহাদ্রুতিঃ ।
 পুরয়ামাস বিধিবত্ততঃ খ্যাতঃ শতক্রতুঃ ॥৪॥
 তস্ম নান্না চ ততীর্থং শিবং পুণ্যং সনাতনম্ ।
 ইন্দ্রতীর্থমিতি খ্যাতং সর্বপাপপ্রমোচনম্ ॥৫॥
 উপস্পৃশ্য চ তত্রাপি বিধিবন্মৃষলায়ুধঃ ।
 ব্রাহ্মণান্ পূজয়িত্বা চ সদাচ্ছাদনভোজনৈঃ ।
 শুভং তীর্থবরং তস্মাদ্রামতীর্থং জগাম হ ॥৬॥
 যত্র রামো মহাভাগো ভার্গবঃ স্মমহাতপাঃ ।
 অসকৃৎ পৃথিবীং জিত্বা হতকৃত্রিয়পুঙ্গবাম্ ॥৭॥

ভারতকৌমদী

ইন্দ্রতীর্থকারণমাহ তত্রেতি । ঈজে বজনককার । বৃহস্পতেঃ ঋষিগুতুত ॥২॥
 নিরিত্তি । নিরর্গলান্ নির্বাধান্ । জারুখৈস্ত্রিগুণদক্ষিণাভিঃ সহেতি তান্ ॥৩॥
 তানিতি । শতকৃৎষঃ শতবারান্ । শতং ক্রতবো বস্ত স ইতি ব্যুৎপত্তেঃ ॥৪॥
 তত্রেতি । শিবং মঙ্গলময়ম্, সনাতনং চিরস্থায়ী ॥৫॥
 উপেতি । উপস্পৃশ্য স্নাত্বা, মৃষলায়ুধো বলদেবঃ । সদাচ্ছাদনমুত্তমবস্ত্রম্ । বট্পাদঃ ॥৬॥

দেবরাজ ইন্দ্র সেইস্থানে একশত যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার
 পুরোহিত বৃহস্পতিকে সেই সকল যজ্ঞের দক্ষিণারূপে প্রচুর ধন দিয়াছিলেন ॥২॥

দেবরাজ নানাবিধ জব্যের তিন গুণ তিন গুণ দক্ষিণা দিয়া, বেদপারদর্শী
 ব্রাহ্মণগণদ্বারা সেই সমস্ত যজ্ঞই অবাধে সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥৩॥

ভরতশ্চেষ্ট । মহাতেজা ইন্দ্র একশতবার সেইস্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন ;
 এই জগুই তিনি 'শতক্রতু'নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ॥৪॥

তাঁহার নামেই সেই তীর্থটীর নাম হইয়াছিল—'ইন্দ্রতীর্থ' । সেই ইন্দ্রতীর্থ
 মঙ্গলময়, পুণ্যজনক, চিরস্থায়ী এবং সমস্ত পাপনাশক ॥৫॥

বলরাম সেই তীর্থে যথাবিধানে স্নান করিয়া, উত্তম বস্ত্র ও খাদ্যবস্ত্তদ্বারা ব্রাহ্মণ-
 গণের সন্তোষবিধানপূর্ব্বক তথা হইতে তীর্থশ্চেষ্ট রামতীর্থে গমন করিলেন ॥৬॥

(২)...অমররাজো বৈ ঈজে...নি । (৩) নিরর্গলান্ সজ্জারুখান্...পি, নিরর্গলান্
 সজ্জারুখান্ বক্, ...সর্বরুখান্...বক্, অনর্গলান্ সজ্জারুখান্...নি ।

উপাধ্যায়ং পুরস্কৃত্য কশ্যপং মুনিসত্তমম্ ।

অযজ্ঞবাজপেয়েন সৌহৃদ্যমেধশতেন চ ।

প্রদদৌ দক্ষিণাষ্টৈব পৃথিবীং বৈ সমাগরাম্ ॥৮॥ (যুগ্মকম্)

রামো দত্ত্বা ধনং তত্র দ্বিজেন্ত্যো জনমেজয় ! ।

উপস্পৃশ্য যথান্যায়ং পূজয়িত্বা তথা দ্বিজান্ ॥৯॥

দত্ত্বা চ দানং বিবিধং নানারত্নসমম্বিতম্ ।

সগোহাস্তিকদাসীকং সাজাবি গতবান্ বনম্ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)

পুণ্যে তীর্থবরে তত্র দেবত্রক্ষ্মিসেবিতৈঃ ।

মুনীংশ্চৈবাভিবাঢ়্যথ যমুনা তীর্থমাগমৎ ॥১১॥

যত্রানয়ামাস তদা রাজসূয়ং মহীপতে ! ।

পুত্রোহদিতেমহাভাগো বরুণো বৈ সিতপ্রভঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

যত্রেতি । ভার্গবো ভৃগুবংশীয়ঃ । হতাঃ ক্ষত্রিয়পুত্রবা যন্তান্তাম্ । উপাধ্যায়মাচার্য্যাম্ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৭—৮॥

রাম ইতি । এষ রামো বলদেবঃ । উপস্পৃশ্য স্নাত্বা । গোভিঃ হান্তিকেন হস্তিসমূহেন দাসীভিশ্চ সহেতি তৎ । অজৈশ্ছাগৈঃ অবিভিন্নৈর্মেষৈশ্চ সহেতি তৎ ॥৯—১০॥

পুণ্য ইতি । তত্র রামতীর্থাখ্যে । আগমদ্বলরাম ইতি শেষঃ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

ইজ্রতীর্থমিতি ॥১—২॥ জারুখ্যান্ পৃষ্ঠান্ ॥৩—৯॥ সাজাবি আজাভিরবিভিশ্চ সহিতং দানম্ ॥১০—১১॥ অনয়ামাস মুনীনিত্যমুযজ্যতে রাজসূয়ং কৰ্ত্তুমিতি শেষঃ ॥১২—২৪॥

ইতি শল্যপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চচছারিংশোহধ্যায়ঃ ॥৪৫॥

যেখানে মহাত্মা ও অতিমহাতপা ভৃগুবংশীয় পরশুরাম ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণকে বিনাশপূর্ব্বক বহুবার পৃথিবী জয় করিয়া, মুনিশ্রেষ্ঠ কশ্যপকে আচার্য্য রাখিয়া, বাজপেয় ও শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং কশ্যপপ্রজাপতিকে দক্ষিণারূপে সমাগরা পৃথিবী দান করিয়াছিলেন ॥৭—৮॥

রাজা জনমেজয় ! বলরাম সেই রামতীর্থে সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে নানাবিধ ধন, বিবিধরত্ন ও অমৃতাদ্রব্য, গো, হস্তী, দাসী, ছাগল ও মেষ দান এবং সেই তীর্থে স্নান করিয়া বনপথে গমন করিতে লাগিলেন ॥৯—১০॥

দেবতা ও ব্রহ্মবিগণসেবিত সেই পবিত্র রামতীর্থে বলরাম মুনিগণকে অভিবাদন করিয়া, যমুনা তীর্থে আগমন করিলেন ॥১১॥

(৯) ইতঃ পরং দাক্ষিণাত্যপুস্তকে বিবিধা এব পাঠভেদা বিজ্ঞস্তে ।

তত্র নির্জিত্য সংগ্রামে মানুযান্ দেবতাস্তথা ।
 গন্ধৰ্বান্ রাক্ষসাংশ্চৈব বরুণঃ পৃথিবীপতে । ।
 বরং ক্রতুং সমাজহ্রে বরুণঃ পরবীরহা ॥১৩॥
 তস্মিন্ ক্রতুবরে বৃতে সংগ্রামঃ সমজায়ত ।
 দেবানাং দানবানাঞ্চ ত্রৈলোক্যস্য ভয়াবহঃ ॥১৪॥
 রাজসূয়ে ক্রতুশ্রেষ্ঠে নিবৃতে জনমেজয় ! ।
 জায়তে স্মহাঘোরঃ সংগ্রামঃ ক্ষত্রিয়ান্ প্রতি ॥১৫॥
 তত্রাপি লাক্ষ্মী দেব ! ঋষীনভ্যর্চ্য পূজয়া ।
 ইতরেভ্যোহপ্যদাদানমর্থিভ্যঃ কামদো বিভুঃ ॥১৬॥
 বনমালী ততো হৃষ্টঃ স্তুযমানো মহর্ষিভিঃ ।
 তস্মাদাদিত্যতীর্থঞ্চ জগাম কমলেক্ষণঃ ॥১৭॥
 যত্রেফ্ । ভগবান্ জ্যোতির্ভাস্করো রাজসত্তম ! ।
 জ্যোতিষামাধিপত্যঞ্চ প্রভাবঞ্চাপ্যপদ্যত ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

যত্রেতি । আনয়ামাস আনিয়ায় অহুষ্ঠিতবানিত্যর্থঃ । সিতপ্রভঃ শুভ্রবর্ণঃ ॥১২॥
 তত্রেতি । বরং শ্রেষ্ঠম্, ক্রতুং রাজসূয়ম্, সমাজহ্রে অহুষ্ঠিতবান্ । ষট্-পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৩॥
 তস্মিন্নিতি । বৃতে সম্পন্নৈঃ । ভয়মাবহতি জনয়তীতি সঃ ॥১৪॥
 উক্তমর্থঃ সমর্থয়রাহ রাজেতি । নিবৃতে সমাপ্তে ॥১৫॥
 তত্রেতি । লাক্ষ্মী বলরামঃ, হে দেব ! রাজন্ ! । ইতরেভ্যো দরিদ্রাদিভ্যঃ ॥১৬॥
 বনেতি । বনমালী বনমালাধারী বলরামঃ । কমলেক্ষণঃ পদ্মতুল্যানয়নঃ ॥১৭॥
 রাজা ! পূর্বকালে অদিতির পুত্র, শুভ্রবর্ণ ও মহাত্মা বরুণ যেখানে রাজসূয়
 যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥১২॥
 রাজা ! বিপক্ষবীরহস্তা বরুণ যুদ্ধে দেবতা, গন্ধৰ্ব্ব, রাক্ষস ও মনুষ্যগণকে
 জয় করিয়া, উত্তম রাজসূয়যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥১৩॥
 সেই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে, ত্রিভুবনের ভয়জনক দেবাসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল ॥১৪॥
 রাজা জনমেজয় ! যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয় সম্পন্ন করিতে হইলে, ক্ষত্রিয়গণেরও
 ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়া থাকে ॥১৫॥
 রাজা ! প্রার্থীগণের অভীষ্টদাতা ও প্রভাবশালী বলরাম সেইস্থানেও নানাবিধ
 দানে ঋষিগণকে সন্তুষ্ট করিয়া, অপর প্রার্থীগণকেও নানাবিধ ধন দান করিলেন ॥১৬॥
 মহর্ষিরা প্রশংসা করিতে লাগিলে, বনমালাধারী, পদ্মনয়ন, বলরাম হৃষ্টচিত্তে
 সেস্থান হইতে আদিত্যতীর্থে গমন করিলেন ॥১৭॥

তস্তা নতাস্ত তীরে বৈ সৰ্ব্বে দেবাঃ সবাগবাঃ ।

বিশ্বেদেবাঃ সমরুতো গন্ধৰ্ব্বাঙ্গরসশ্চ হ ॥১৯॥

দ্বৈপায়নঃ শুকশ্চৈব কৃষ্ণশ্চ মধুসূদনঃ ।

যক্ষাশ্চ রাক্ষসাস্চৈব পিশাচাশ্চ বিশাংপতে ! ॥২০॥

এতে চাত্তো চ বহবো যোগসিদ্ধাঃ সহস্রশঃ ।

তস্মিন্‌স্তীৰ্ণে সরস্বত্যাঃ শিবে পুণ্যে পরন্তপ ! ॥২১॥ (বিশেষকম্)

তত্র হত্বা পুরা বিষ্ণুরহরৌ মধুকৈটভৌ ।

আপ্নুত্য ভরতশ্রেষ্ঠ ! তীর্থপ্রবর উত্তমে ॥২২॥

দ্বৈপায়নশ্চ ধৰ্ম্মাত্মা তত্রৈবাপ্নুত্য ভারত ! ।

সংপ্রাপ্য পরমং যোগং সিদ্ধিঞ্চ পরমাং গতঃ ॥২৩॥ (বৃথাকম্)

অসিতো দেবলশ্চৈব তস্মিন্নেব মহাতপাঃ ।

পরমং যোগমাস্বায় ঋষির্যোগমবাপ্তবান্ ॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপৰ্ব্বণি

গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানেন

পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

যত্রেতি । জ্যোতিস্তেজোময়ঃ । জ্যোতিষাং গ্রহনক্ষত্রাণাম্ ॥১৮॥

তস্তা ইতি । সমরুতো বায়ুসহিতাঃ । দ্বৈপায়নো ব্যাসঃ । শিবে মঙ্গলময়ে, নান-
দানাদিকং চক্রুরিতি শেষঃ ॥১৯—২১॥

তত্রেতি । আপ্নুত্য স্নাত্বা । সংপ্রাপ্য অত্যন্ত ॥২২—২৩॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! তেজোময় ভগবান্ সূর্য্য যেখানে যজ্ঞ করিয়া, গ্রহনক্ষত্রের
আধিপত্য ও প্রভাব লাভ করিয়াছিলেন ॥১৮॥

শত্রুসম্ভাপকারী নরনাথ ! ইন্দের সহিত সমস্ত দেবতা, বায়ুর সহিত বিশ্বে-
দেবগণ, গন্ধৰ্ব্বগণ, অঙ্গরাগণ, বেদব্যাস, শুক, মধুসূদন নারায়ণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ,
পিশাচগণ—ইহারা এবং অস্ফাশ্চ সহস্র সহস্র যোগসিদ্ধ পুরুষ সেই যমুনার তীরে
এবং পবিত্র ও মঙ্গলময় সরস্বতীর তীরে ও জলে যথাসম্ভব স্নান ও দান
করিয়াছিলেন ॥১৯—২১॥

ভরতনন্দন ! পূৰ্ব্বকালে বিষ্ণু মধু ও কৈটভকে বধ করিয়া এবং মহাত্মা

ষট্‌চক্রারিংশোহধ্যায়ঃ ।

—:•••:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তস্মিন্নেব তু ধৰ্ম্মাত্মা বসতি স্ম তপোধনঃ ।

গার্হস্থ্যং ধৰ্ম্মমাস্থায় হুসিতো দেবলঃ পুরা ॥১॥

ধৰ্ম্মনিত্যঃ শুচির্দাস্তো ন্যস্তদণ্ডো মহাতপাঃ ।

কৰ্ম্মণা মনসা বাচা সমঃ সৰ্বেষু জন্তুযু ॥২॥

অক্ৰোধনো মহারাজ ! তুল্যনিন্দাত্মসংস্কৃতিঃ ।

প্রিয়াপ্রিয়ে তুল্যবৃত্তিৰ্যমবৎ সমদর্শনঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

অসিত ইতি । আহায় আশ্রিত্য, যোগং যোগসিদ্ধিম ॥২৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিক্কাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্কণি গদাযুদ্ধে পঞ্চচক্রারিংশোহধ্যায়ঃ ॥১॥

তস্মিন্নিতি । তস্মিন্ আদিত্যতীর্থে । আহায় অবলম্ব্য ॥১॥

ধৰ্ম্মেতি । দাস্ত ইন্দ্রিয়দমনশীলঃ, তস্তদণ্ড অপরাধিষপি দণ্ডদানবিমুখঃ ॥২॥

অক্ৰোধন ইতি । তুল্যে নিন্দাত্মসংস্কৃতি নিন্দাস্বপ্রশংসে যন্ত সঃ । যমবদ্ধকর্ম্মরাজ ইব ॥৩॥

বেদব্যাস সেই উত্তম তীর্থশ্রেষ্ঠে স্নান করিয়া, যোগাভ্যাসপূর্ব্বক পরম সিদ্ধি লাভ
করিয়াছিলেন ॥২২—২৩॥

মহাতপা অসিতদেবলঋষি সেই তীর্থেই পরমযোগ অবলম্বন করিয়া,
তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ॥২৪॥

—:•••:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পূর্ব্বকালে ধৰ্ম্মাত্মা ও তপোধন অসিতদেবল গৃহস্থধৰ্ম্ম
অবলম্বন করিয়া, সেই আদিত্যতীর্থেই বাস করিতে লাগিলেন ॥১॥

তিনি তৎকালে সর্ব্বদা ধৰ্ম্মানুষ্ঠান করিতেন, পবিত্র থাকিতেন, ইন্দ্রিয়গুলিকে
দমন করিয়া রাখিতেন, কাহারও দণ্ডবিধান করিতেন না, গুরুতর তপস্তা করিতেন
এবং কায়মনোবাক্যে সমস্ত প্রাণীর উপরই সমান ব্যবহার করিতেন ॥২॥

মহারাজ ! তৎকালে তাঁহার ক্রোধ ছিল না, নিন্দা ও প্রশংসা সমান ছিল ;
আর তিনি প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তির সহিত সমান ব্যবহার করিতেন এবং যমের গ্রাম
সর্ব্বত্র সমদর্শী ছিলেন ॥৩॥

কাঞ্চনে লোষ্ট্রভারে চ সমদর্শী মহাতপাঃ ।
 দেবানপূজয়ন্ নিত্যমতিথীং চ দ্বিজৈঃ সহ ।
 ব্রহ্মচর্য্যরতো নিত্যং সদা ধর্ম্মপরাযণঃ ॥৪॥
 ততোহভ্যেত্য মহারাজ ! যোগমাশ্রায় ভিক্ষুকঃ ।
 জৈগীষব্যো মুনির্ধীমাংস্তপস্বিন্তীর্থৈ সমাহিতঃ ॥৫॥
 দেবলশ্রাশ্রমে রাজন্ ! প্রবসন্ স মহাদু্যতিঃ ।
 যোগনিত্যো মহারাজ ! সিদ্ধিং প্রাপ্তো মহাতপাঃ ॥৬॥
 তং তত্র বসমানস্ত জৈগীষব্যং মহামুনিম্ ।
 দেবলো দর্শয়ন্নেব নৈবামুঞ্চত ধর্ম্মতঃ ॥৭॥
 এবং তয়োর্মহারাজ ! দীর্ঘকালোভ্যগাৎ পুরা ।
 জৈগীষব্যং মুনিবরং ন দদর্শাথ দেবলঃ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

কাঞ্চন ইতি । লোষ্ট্রভারে যৎখণ্ডসমূহে । দ্বিজৈর্ব্রাহ্মণৈঃ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৪॥
 তত ইতি । সমাহিতঃ পরমাত্মনি সমাধিমান্ ॥৫॥
 দেবলভেতি । মহাদু্যতিস্তীব্রতপশ্চেজাঃ । যোগ এব নিত্যঃ সর্ব্বকালীনো যন্ত সঃ ॥৬॥
 ভমিতি । দর্শয়ন্ পশুন্, স্বার্থ ইন্ । ধর্ম্মতঃ সংসর্গধর্ম্মলিপ্সায়াঃ ॥৭॥
 এবমিতি । ন দদর্শ কদাচিদিতি শেষঃ ॥৮॥

তিনি স্বর্ণ ও লোষ্ট্রে সমান দৃষ্টি করিতেন, গুরুতর তপশ্রায় নিরত থাকিতেন, ব্রাহ্মণগণের সহিত দেবতা ও অতিথিগণের সর্ব্বদা পূজা করিতেন এবং সমস্ত সময় ব্রহ্মচর্য্যে ও ধর্ম্মে ব্যাপ্ত থাকিতেন ॥৪॥

মহারাজ ! তাহার পর কোন সময়ে ভিক্ষু ও জ্ঞানী জৈগীষব্যমুনি সেই আশ্রমে আসিয়া, যোগাবলম্বন করিয়া, সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন ॥৫॥

রাজা ! মহাতেজা ও মহাতপা জৈগীষব্যমুনি সেই দেবলের আশ্রমে বাস করিতে থাকিয়া, সর্ব্বদা যোগানুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন ॥৬॥

মহামুনি জৈগীষব্য সেই আশ্রমে বাস করিতে লাগিলে, অসিতদেবল সংসঙ্গ-জাত ধর্ম্মলাভের লোভে কখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই ॥৭॥

মহারাজ ! এইভাবে তাঁহাদের দীর্ঘকাল অতীত হইল ; তাহার পর একদা দেবল মুনিশ্রেষ্ঠ জৈগীষব্যকে দেখিতে পাইলেন না ॥৮॥

(৪) কাঞ্চনে লোষ্ট্রভাবে চ—বল, কাঞ্চনে লোষ্ট্রকে চৈব...বা নি । (৭) নৈবামুঞ্চত ধর্ম্মতঃ—পি মি ।

আহারকালে মতিমান্ পরিব্রাড্ জনমেজয় ! ।
 উপাতিষ্ঠত ধর্ম্যজ্ঞো ভৈক্ষ্যকালে স দেবলম্ ॥৯॥
 স দৃষ্ট্ৱা ভিক্ষুরূপেণ প্রাপ্তং তত্র মহামুনিম্ ।
 গৌরবং পরমং চক্রে শ্রীতিঞ্চ বিপুলাং তথা ॥১০॥
 দেবলস্ত যথাশক্তি পূজয়ামাস ভারত ! ।
 ঋষিদৃষ্টেন বিধিনা সমা বহ্নীঃ সমাহিতঃ ॥১১॥
 কদাচিত্তস্ম নৃপতে ! দেবলস্ত মহাত্মনঃ ।
 চিন্তা স্মমহতী জাতা মুনিং দৃষ্ট্ৱা মহাদ্ব্যতিম্ ॥১২॥
 সমাস্ত সমতিক্রান্তা বহ্ন্যাঃ পূজয়তো মম ।
 ন চায়মলসো ভিক্ষুরভ্যভাষত কিঞ্চন ॥১৩॥
 এবং বিগণয়ন্মেব স জগাম মহোদধিম্ ।
 অন্তরীক্ষচরঃ শ্রীমান্ কলসং গৃহ্ দেবলঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

আহারেতি । আহারকালে ভৈক্ষ্যাহরণসময়ে । ভৈক্ষ্যকালে ভোজনসময়ে, স জৈগীষব্যঃ ॥৯॥

স ইতি । স দেবলঃ, প্রাপ্তমাগতম্, মহামুনিং জৈগীষব্যম্ ॥১০॥

দেবল ইতি । ঋষিদৃষ্টেন ঋষিবিধিদৃষ্টেন, সমা বৎসরান্ । সমাহিত একাগ্রচিত্তঃ সন্ ॥১১॥

কদাচিদिति । মুনিং জৈগীষব্যম্, মহাদ্ব্যতিং মহাতপশ্চেষ্মসম্ ॥১২॥

সমা ইতি । সমা বৎসরাঃ । অলস আলাপকর্ম্মবিমুখঃ ॥১৩॥

এবমिति । বিগণয়ন্ বিচিন্তয়ন্, গৃহ্ গৃহীত্বা ॥১৪॥

রাজা জনমেজয় ! বুদ্ধিমান্, ধর্ম্মবিৎ ও পরিব্রাট্ জৈগীষব্যমুনি ঋত্বিজব্য আনয়নের সময়ে এবং ভোজনের সময়ে দেবলের নিকটে উপস্থিত হইতেন ॥৯॥

তখন দেবল ভিক্ষুরূপে উপস্থিত জৈগীষব্যকে দেখিয়া, বিশেষ গৌরব ও পরম আনন্দ প্রকাশ করিতেন ॥১০॥

ভরতনন্দন ! দেবল একাগ্রচিত্ত হইয়া, বহু বৎসর যাবৎ ঋষিযোগ্যবিধানে এইভাবে জৈগীষব্যের সম্মান করিলেন ॥১১॥

রাজা ! কোন সময়ে মহাতেজা জৈগীষব্যকে দেখিয়া মহাত্মা দেবলের এইরূপ গুরুতর চিন্তা জন্মিল—৥১২॥

‘আমি এইরূপ সৎকার করিতেছি, এই অবস্থায় বহু বৎসর অতীত হইল, অথচ এই অলস ভিক্ষু আমার সহিত কোন আলাপই করিতেছেন না’ ॥১৩॥

(১২) -- মুনিং দৃষ্ট্ৱা মহামতিম্—পি ।

গচ্ছম্বেব স ধৰ্ম্মাত্মা সমুদ্রে সরিতাং পতিম্ ।
 জৈগীষব্যং ততোহপশ্যদগতং প্রাগেব ভারত ! ॥১৫॥
 ততঃ সবিস্ময়শ্চিন্তাং জগামাথাসিতঃ প্রভুঃ ।
 কথং ভিক্ষুরয়ং প্রাপ্তঃ সমুদ্রে স্নাত এব চ ॥১৬॥
 ইত্যেবং চিন্তয়ামাস মহর্ষিরসিতস্তদা ।
 স্নাত্বা সমুদ্রে বিধিবৎ শুচির্জপ্যং জজাপ হ ॥১৭॥
 কৃতজপ্যাহ্নিকঃ স্ত্রীমানাশ্রমঞ্চ জগাম হ ।
 কলসং জলপূর্ণং বৈ গৃহীত্বা জনমেজয় ! ॥১৮॥
 ততঃ স প্রবিশম্বেব স্বম্যাশ্রমপদং মুনিঃ ।
 আসীনম্যাশ্রমে তত্র জৈগীষব্যমপশ্যত ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

গচ্ছন্নিত্তি । স দেবলঃ । গতং সমুদ্রমিত্যম্বয়ঃ ॥১৫॥
 তত ইতি । জগাম প্রাপ । অসিতো দেবলঃ, প্রভুত্বপঃপ্রভাবশালী ॥১৬॥
 ইতীতি । অসিতঃ কৃষ্ণবর্ণো দেবলঃ । শুচিঃ পবিত্রঃ সন্, জপ্যমিষ্টমন্ত্রম্ ॥১৭॥
 কৃতেন্তি । কৃতে জপ্যাহ্নিকে জপ্যসঙ্ক্যাবন্দনে যেন সঃ ॥১৮॥
 তত ইতি । আশ্রম এব পদং স্থানং তৎ । আসীনমুপবিষ্টম্ ॥১৯॥

তপস্বিশোভায় শোভিত দেবল এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিয়া, একটা কলস লইয়া, আকাশপথে মহাসমুদ্রে গমন করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

ভরতনন্দন ! ধৰ্ম্মাত্মা দেবল সরিৎপতি সমুদ্রে যাইতে যাইতেই দেখিতে পাইলেন, জৈগীষব্যমুনি পূর্বেই সমুদ্রে উপস্থিত হইয়াছেন ॥১৫॥

তাহার পর প্রভাবশালী দেবল বিস্ময়াপন্ন হইয়া চিন্তা করিলেন—‘এই ভিক্ষু কি করিয়া পূর্বে সমুদ্রে আসিলেন এবং কি প্রকারেই বা প্রথমে স্নান করিলেন’ ॥১৬॥

মহর্ষি দেবল তখন এইরূপ চিন্তা করিলেন এবং পরে তিনি যথাবিধানে সমুদ্রে স্নান করিয়া, পবিত্র হইয়া, ইষ্টমন্ত্র জপ করিলেন ॥১৭॥

জনমেজয় ! তপস্বিশোভায় শোভিত দেবল জপ ও আহ্নিক সমাপ্ত করিয়া, জলপূর্ণ কলস লইয়া পুনরায় আশ্রমে গমন করিলেন ॥১৮॥

তাহার পর দেবলমুনি, আশ্রমে প্রবেশ করিতে থাকিয়াই দেখিতে পাইলেন— জৈগীষব্য সেই আশ্রমে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন ॥১৯॥

(১৬)....জগামাথাসিতপ্রভঃ...পি বঙ্গ । (১৯)....স্বম্যাশ্রমপদং মুনেঃ...পি । (২০)·
 কাঠভূতোহশ্রমপদে...বঙ্গ বর্দ্ধ নি ।

ন ব্যাহরতি চৈবৈনং জৈগীষব্যঃ কথঞ্চন ।

কাঠভূতাশ্রমপদে বসতি স্ম মহাতপাঃ ॥২০॥

তং দৃষ্ট্বা চাপ্লুতং তোয়ে সাগরে সাগরোপমম্ ।

প্রবিষ্টমাত্মমক্ষাপি পূর্বমেব দদর্শ সঃ ॥২১॥

অসিতো দেবলো রাজন্ ! চিন্তয়ামাস বুদ্ধিমান্ ।

দৃষ্ট্বা প্রভাবং তপসো জৈগীষব্যস্য যোগজম্ ॥২২॥

চিন্তয়ামাস রাজেন্দ্র ! তদা স মুনিসত্তমঃ ।

ময়া দৃষ্টঃ সমুদ্রে চ আশ্রমে চ কথং ত্বয়ম্ ॥২৩॥

এবং বিগণয়ন্মেব স মুনিমন্ত্রপারগঃ ।

উৎপপাতাত্মাত্মাদন্তরীক্ষং বিশাংপতে ! ।

জিজ্ঞাসার্থং তদা ভিক্ষোজৈগীষব্যস্য দেবলঃ ॥২৪॥

সৌহৃদরীক্ষচরান্ সিদ্ধান্ সমপশ্যৎ সমাহিতান্ ।

জৈগীষব্যঞ্চ তৈঃ সিদ্ধৈঃ পূজ্যমানমপশ্যত ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । ব্যাহরতি কিঞ্চিদপি ভাষতে । কাঠভূতঃ কাঠ ইব । সন্ধিরার্থঃ ॥২০॥

তমিতি । আপ্লুতং স্নাতম্, সাগরস্তদমিতি সাগরং তস্মিন্, সাগরোপমং মহাস্তম্ ॥২১॥

অসিত ইতি । প্রভাবমণিমাত্ত্বার্থম্ । যোগজং সাষ্টাঙ্গযোগাচ্চ জাতম্ ॥২২॥

চিন্তেতি । স দেবলঃ । আশ্রমে চ বাটিতে্যব বসতীতি শেষঃ, অয়ং জৈগীষব্যঃ ॥২৩॥

এবমিতি । বিগণয়ন্ চিন্তয়ন্ । জিজ্ঞাসার্থং প্রভাবপরীক্ষার্থম্ । ঘটপাদঃ শ্লোকঃ ॥২৪॥

স ইতি । স দেবলঃ । সমাহিতান্ পরমাত্মদ্যানমথান্ । তৈস্তদন্তর্গতৈঃ কৈশ্চিৎ ॥২৫॥

তৎকালে মহাতপা জৈগীষব্য দেবলের সঙ্গে কোন কথাই বলিলেন না ; কেবল কাঠের গায় আশ্রমে বসিয়া রহিলেন ॥২০॥

সমুদ্রের গায় প্রভাবশালী জৈগীষব্য সমুদ্রের জলে স্নান করিয়া, পূর্বেই আসিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহা দেবল দেখিতে পাইলেন ॥২১॥

রাজা ! বুদ্ধিমান্ অসিতদেবল জৈগীষব্যের তপশ্চা ও যোগের প্রভাব দেখিয়া, চিন্তা করিলেন ॥২২॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! তখন মুনিশ্রেষ্ঠ দেবল এইরূপ চিন্তা করিলেন—‘এই আমি উহাকে সমুদ্রে দেখিলাম, এই আবার উনি আশ্রমে আসিয়া কি প্রকারে বসিয়া রহিলেন !’ ॥২৩॥

নরনাথ ! মন্ত্রপারদর্শী দেবল এইরূপ চিন্তা করিয়াই, ভিক্ষু জৈগীষব্যের যোগ ও তপশ্চার প্রভাব পরীক্ষা করিবার জন্ত, সেই আশ্রম হইতে আকাশে উঠিলেন ॥২৪॥

ততোহসিতঃ স্তমঃরকো ব্যবসায়ী দৃঢ়ব্রতঃ ।
 অপশ্চবৈ দিবং যাস্তং জৈগীষব্যং স দেবলঃ ॥২৬॥
 তস্মাচ্চ পিতৃলোকং তং ব্রজস্তং সোহম্বপশ্যত ।
 পিতৃলোকাচ্চ তং যাস্তং যাম্যং লোকমপশ্যত ॥২৭॥
 তস্মাদপি সমুৎপত্য সোমলোকমভিগ্নুতম্ ।
 ব্রজস্তম্বপশ্যৎ স জৈগীষব্যং মহামুনিম্ ।
 লোকান্ সমুৎপতন্তুস্ত শুভানেকান্তযাজিনাম্ ॥২৮॥
 অতোহগ্নিহোত্রিণাং লোকাংস্ততশ্চাপ্যুৎপপাত হ ।
 দর্শক পৌর্ণমাসক যো যজন্তি তপোধনাঃ ॥২৯॥
 তেভ্যঃ সংদদৃশে ধীমান্ লোকেভ্যঃ পশুযাজিনাম্ ।
 ব্রজস্তং লোকমমলমপশ্যদেবপূজিতম্ ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । স্তমঃরক অতীবসোৎসাহঃ, ব্যবসায়ী অধ্যবসায়ী । দিবং স্বর্গম্ ॥২৬॥
 তস্মাদিতি । তস্মাদ্ভ্যালোকাং । স দেবলঃ, যাম্যং যমসম্বন্ধিনম্ ॥২৭॥
 তস্মাদিতি । অভিগ্নুতং তৎপ্রভাবেণ ব্যাপ্তম্ । স দেবলঃ । একান্তযাজিনাং যজ্ঞ-
 পরায়ণানাম্ । ষট্-পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৮॥

অত ইতি । উৎপপাত জৈগীষব্যঃ । যে যজন্তি তেষামপি লোকানিত্যর্থঃ ॥২৯॥

তেভ্য ইতি । সংদদৃশে দেবলো দদর্শ । দেবপূজিতং জৈগীষব্যম্ ॥৩০॥

ক্রমে দেবল দেখিতে পাইলেন—আকাশবন্তী সিদ্ধপুরুষেরা সমাধিস্থ হইয়া
 রহিয়াছেন এবং কতকগুলি সিদ্ধপুরুষ জৈগীষব্যের পূজা করিতেছেন ॥২৫॥

তদনন্তর অসাধারণ উৎসাহী, অধ্যবসায়ী ও দৃঢ়নিয়মশালী দেবল দেখিলেন—
 জৈগীষব্য স্বর্গলোকে যাইতেছেন ॥২৬॥

দেবল পরে দর্শন করিলেন—জৈগীষব্য স্বর্গলোক হইতে পিতৃলোকে
 যাইতেছেন এবং তিনি পিতৃলোক হইতে যমলোকে গমন করিতেছেন ॥২৭॥

তৎপরে দেবল দেখিলেন—মহামুনি জৈগীষব্য সেই যমলোক হইতেও উঠিয়া
 আপন ভেজে ব্যাপ্ত করিয়া, চন্দ্রলোকে গমন করিতেছেন । তৎপরে আবার
 জৈগীষব্য সর্বদা যজ্ঞকারী ব্যক্তিগণের লোকে উঠিতেছেন ॥২৮॥

ক্রমে জৈগীষব্যমুনি সেই যাজিকলোক হইতে অগ্নিহোত্রযাজীদিগের লোকে
 উঠিতেছেন ; আবার তথা হইতে—যাঁহারা দর্শযাগ ও পৌর্ণমাসযাগ করিয়াছিলেন,
 তাঁহাদের লোকে যাইতেছেন ॥২৯॥

(২৮)....সোমলোকমভিগ্নুতম্ ।—নি । (৩০)....তেভ্যঃ স দদৃশে....বজ বর্জ ।

চাতুর্মাসৈবহবিধৈর্ধজন্তে যে তপোধনাঃ ।
 তেবাং স্থানং ততো যাস্তং তথ্যগ্নিস্টোমযাজিনাম্ ॥৩১॥
 অগ্নিস্টুতেন চ তথা যে যজন্তি তপোধনাঃ ।
 তং স্থানমনুসংপ্রাপ্তমম্বপশ্যত দেবলঃ ॥৩২॥
 বাজপেয়ং ক্রতুবরং তথা বহুবর্ণকম্ ।
 আহরন্তি মহাপ্রাজ্ঞাস্তেবাং লোকেষ্বপশ্যত ॥৩৩॥
 যজন্তে রাজসূয়েন পুণ্ডরীকেণ চৈব যে ।
 তেবাং লোকেষ্বপশ্যচ্চ জৈগীষব্যং স দেবলঃ ॥৩৪॥
 অশ্বমেধং ক্রতুবরং নরমেধং তথৈব যে ।
 আহরন্তি নরশ্রেষ্ঠাস্তেবাং লোকেষ্বপশ্যত ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

চাতুরিতি । যাস্তং জৈগীষব্যমপশ্যদেবল ইতি শেষঃ ॥৩১॥
 অগ্নীতি । অগ্নিস্টুতেন তদাখ্যেয় যোগেন । অনুসংপ্রাপ্তং জৈগীষব্যম্ ॥৩২॥
 বাজেতি । বহুনি স্তবর্ণানি দক্ষিণারূপাণি স্তবর্ণানি যত্র তম্ । আহরন্তি অমুতিষ্ঠন্তি ॥৩৩॥
 যজন্ত ইতি । পুণ্ডরীকেণাপি যজ্ঞবিশেষেণ ॥৩৪॥
 অশ্বমেধেতি । অপশ্যত জৈগীষব্যং স দেবল ইত্যম্ববৃন্তিঃ ॥৩৫॥

তৎপরে আবার জৈগীষব্যমুনি সেই সকল লোক হইতে পশুযাজিগণের
 নির্মল লোকে গমন করি, লাগিলেন, ক্রমে দেবতারা তাঁহার পূজা করিতে
 থাকিলেন ॥৩০॥

যে সকল ভপস্বী নানাবিধ চাতুর্মাস্ত্রযাগ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের লোকে
 এবং অগ্নিস্টোমযজ্ঞকারী ব্যক্তিগণের লোকে (জৈগীষব্য) গমন করিতে
 লাগিলেন ॥৩১॥

তাহার পরে দেবল দেখিলেন—যাঁহারা অগ্নিস্টুতযজ্ঞ করিয়া থাকেন, জৈগীষব্য
 তাঁহাদের লোকে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥৩২॥

যে সকল মহাপ্রাজ্ঞ বহুতর স্তবর্ণদক্ষিণায়ুক্ত যজ্ঞশ্রেষ্ঠ বাজপেয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান
 করেন, দেবল জৈগীষব্যকে তাঁহাদের লোকে যাইতে দেখিলেন ॥৩৩॥

যাঁহারা রাজসূয় ও পুণ্ডরীকযজ্ঞ করিয়া থাকেন, দেবল জৈগীষব্যকে তাঁহাদের
 লোকে গমন করিতে দর্শন করিলেন ॥৩৪॥

যে নরশ্রেষ্ঠেরা যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধ ও নরমেধের অনুষ্ঠান করেন, দেবল
 জৈগীষব্যকে তাঁহাদের লোকে যাইতে দেখিলেন ॥৩৫॥

সৰ্বমেধঞ্চ দুশ্ৰাপং তথা সৌত্রামণিঞ্চ যে ।
 তেষাং লোকেষ্পশ্যচ্চ জৈগীষব্যং স দেবলঃ ॥৩৬॥
 দ্বাদশাহৈশ্চ সত্রৈর্থে যজন্তে বিবিধৈর্নৃপ । ।
 তেষাং লোকেষ্পশ্যচ্চ জৈগীষব্যং স দেবলঃ ॥৩৭॥
 মিত্রাবরুণয়োৰ্লোকে চাদিত্যানাং তথৈব চ ।
 সলোকতামনুপ্রাপ্তমপশ্যত ততোহসিতঃ ॥৩৮॥
 রুদ্রাণাঞ্চ বসূনাঞ্চ স্থানং যচ্চ বৃহস্পতেঃ ।
 তানি সৰ্বাণ্যতীতানি সমপশ্যতততোহসিতঃ ॥৩৯॥
 আরুহ চ গবাং লোকং প্রয়াতো ব্রহ্মসত্রিণাম্ ।
 লোকানপশ্যদগচ্ছন্তং জৈগীষব্যং ততোহসিতঃ ॥৪০॥
 ত্রীম্লোঁকানপরান্ বিপ্রমুৎপতন্তং স্বতেজসা ।
 পতিব্রতানাং লোকাংশ্চ ব্রজন্তং মোহন্বপশ্যত ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

সৰ্বেতি । দুশ্ৰাপং দুষ্করম্ । আহরন্তীত্যনুকৰ্ষঃ ॥৩৬॥
 দ্বাদশেতি । সত্রৈর্ধজৈঃ । বিবিধৈর্নিত্যনৈমিত্তিককাম্যাক্রুপৈঃ ॥৩৭॥
 মিত্রেতি । সমানো লোকঃ স্থানং যেবাং তে তথা তেষাং ভাবস্তাম্ ॥৩৮॥
 রুদ্রাণামিতি । অতীতানি জৈগীষব্যেণেতি শেষঃ ॥৩৯॥
 আরুহেতি । ব্রহ্মাণো বিপ্রাশ্চ তে সত্রিণো যাজ্ঞিকাস্চেতি তেষাম্ ॥৪০॥
 ত্রীনিতি । বিপ্রং জৈগীষব্যম্ । পতিব্রতানাং নারীণাম্ ॥৪১॥

যাঁহারা দুষ্কর সৰ্বমেধযজ্ঞ ও সৌত্রামণিযজ্ঞ করিয়া থাকেন, দেবল জৈগীষব্যকে তাঁহাদের লোকে গমন করিতে দর্শন করিলেন ॥৩৬॥

রাজা । যাঁহারা দ্বাদশাহসাধ্য নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, জৈগীষব্য তাঁহাদের লোকে যাইতেছেন, ইহা দেবল দেখিতে পাইলেন ॥৩৭॥

তদনন্তর জৈগীষব্য যথাক্রমে মিত্র, বরুণ ও সূর্যালোকে গমন করিতেছেন, ইহা দেবলমুনি দর্শন করিলেন ॥৩৮॥

পরে রুদ্রগণ, বসুগণ ও বৃহস্পতির যে সকল লোক আছে, জৈগীষব্য ক্রমশঃ সেইগুলিকেও অতিক্রম করিলেন, ইহা দেবল দেখিতে পাইলেন ॥৩৯॥

তৎপরে দেবল দেখিতে পাইলেন—জৈগীষব্যমুনি গোলোকে আরোহণ করিয়া, ত্র্যক্ষণযাজ্ঞিকগণের লোকে গমন করিতেছেন ॥৪০॥

পরে দেবল দর্শন করিলেন—ত্র্যক্ষণ জৈগীষব্য নিজ তেজে পর পর তিনলোকে উঠিতেছেন এবং পতিব্রতালোকে গমন করিতেছেন ॥৪১॥

ততো মুনিবরং ভূয়ো জৈগীষব্যমধাসিতঃ ।

নান্বপশ্যত যোগস্বমন্তুর্হিতমরিন্দম ! ॥৪২॥

সোহচিন্তয়ন্মহাভাগো জৈগীষব্যস্ত দেবলঃ ।

প্রভাবং স্তত্রতত্বঞ্চ সিদ্ধিং যোগস্ত চাতুল্যাম্ ॥৪৩॥

অসিতোহপৃচ্ছত তদা সিদ্ধান্ লোকেষু সত্তমান্ ।

ব্রজতঃ প্রাজ্জলিভূত্বা ধীরস্তান্ ব্রহ্মসত্রিণঃ ॥৪৪॥

জৈগীষব্যং ন পশ্যামি তং শংসধ্বং মহৌজসম্ ।

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পরং কোতুহলং হি মে ॥৪৫॥

সিদ্ধা উচুঃ ।

শৃণু দেবল ! ভূতার্থং শংসতাং নো দৃঢ়ব্রত ! ।

জৈগীষব্যঃ স বৈ লোকং শাস্ততং ব্রহ্মণো গতঃ ॥৪৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । যোগস্বং পূর্ব্ববদযোগপ্রভাবপ্রকাশকম্ ॥৪২॥

স ইতি । প্রভাবং যোগজশক্তিম, স্তত্রতত্বং সমাগহুষ্ঠিতযোগশাজ্ঞনিয়মম্ ॥৪৩॥

অসিত ইতি । ব্রহ্মণো বিপ্রাশ্চেতি তে সত্রিণো যাজ্ঞিকাশ্চেতি তান্ ॥৪৪॥

জৈগীষব্যমিতি । শংসধ্বং কথয়ত । মহৌজসং মহাতপন্তেজস্বম্ ॥৪৫॥

শ্রুতি । ভূতার্থং সত্যবিষয়ম, শংসতাং ক্রবতাম্, নঃ অস্মাকম্ ॥৪৬॥

শক্রদমনকারী রাজা ; তাহার পর দেবল আর মুনিবর জৈগীষব্যকে যোগ-প্রভাব প্রকাশ করিতে দেখিলেন না ; তিনি তখন অন্তর্হিত হইয়াছিলেন ॥৪২॥

তখন মহাত্মা দেবল মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, ‘মহামুনি জৈগীষব্যের প্রভাব, যথানিয়মে ব্রতানুষ্ঠান ও যোগসিদ্ধি অতুলনীয়ই বটে’ ॥৪৩॥

তখন দেবল ধীরস্থির থাকিয়া, কৃতাজ্জলি হইয়া, গমনকারী লোকশ্রেষ্ঠ সিদ্ধ-যাজ্ঞিকব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন— ॥৪৪॥

‘সিদ্ধপুরুষগণ ! আমি ত জৈগীষব্যমুনিকে দেখিতে পাইতেছি না ! আপনারা সেই মহাতেজার বিষয় বলুন, ইহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি । কারণ, আমার অত্যন্ত কৌতুক জন্মিয়াছে’ ॥৪৫॥

সিদ্ধপুরুষেরা বলিলেন—‘দৃঢ়ব্রত দেবল ! আমরা যথার্থ বিষয় বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর—সেই মহর্ষি জৈগীষব্য চিরস্থায়ী ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন’ ॥৪৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স শ্রুত্বা বচনং তেষাং সিদ্ধানাং ব্রহ্মসত্রিণাম্ ।
 অসিতো দেবলস্তুর্গমুৎপপাত পপাত চ ॥৪৭॥
 ততঃ সিদ্ধান্তমুচুহি দেবলং পুনরেব হ ।
 ন দেবল ! গতিস্তত্র তব গমুং তপোধন ! ।
 ব্রহ্মণঃ সদনং বিপ্র ! জৈগীষব্যো যদাপ্তবান্ ॥৪৮॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা সিদ্ধানাং দেবলঃ পুনঃ ।
 আনুপূৰ্বেণ লোকাংস্তান্ সৰ্ব্বানবততার হ ॥৪৯॥
 স্বমাপ্রমপদং পুণ্যমাজগাম পতঙ্গবৎ ।
 প্রবিশম্বেব চাপশ্যজৈগীষব্যং স দেবলঃ ॥৫০॥
 ততো বুদ্ধ্যা ব্যগণয়দেবলো ধর্ম্মযুক্তয়া ।
 দৃষ্ট্বা প্রভাবং তপসো জৈগীষব্যস্ত যোগজম্ ॥৫১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । উৎপপাত ব্রহ্মলোকদর্শনার্গমুচ্চগগনম্, পপাত পূর্কগগনদেশে ॥৪৭॥
 তত ইতি । গতিকপায়ে নাস্তি, তাদৃশযোগাভাবাৎ । সদনং লোকম্ । ষট্‌পাদঃ ॥৪৮॥
 তেষামিতি । আনুপূৰ্বেণ পূর্কক্রমেণ, তান্ পূর্কোদগতান্ ॥৪৯॥
 স্বমিতি । পতঙ্গবৎ পক্ষীব । প্রবিশন্ তদাপ্রমাত্তরে ॥৫০॥
 তত ইতি । ব্যগণয়ৎ সমালোচয়ৎ ॥৫১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন অসিতদেবল সেই সিদ্ধযাজ্ঞিকব্রাহ্মণগণের
 বাক্য শুনিয়া, বেগে উর্দ্ধে উঠিলেন, আবার পূর্কের সেইস্থানে পতিত হইলেন ॥৪৭॥

তাহার পর সেই সিদ্ধপুরুষেরা পুনরায় দেবলকে বলিলেন—‘ব্রাহ্মণ দেবল !
 জৈগীষব্য যে লোকে গমন করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মলোকে তোমার গমন করিবার
 শক্তি নাই’ ॥৪৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দেবল সেই সিদ্ধপুরুষগণের বাক্য শুনিয়া, আনুপূর্বী-
 ক্রমে সেই সেই লোকে অবতরণ করিলেন ॥৪৯॥

ক্রমে দেবল পক্ষীর ত্রায় নিজের আশ্রমে আগমন করিলেন এবং তাহার
 ভিতরে প্রবেশ করিয়াই জৈগীষব্যকে দেখিতে পাইলেন ॥৫০॥

তখন দেবল জৈগীষব্যর তপস্তা ও যোগের প্রভাব দেখিয়া, ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা
 তাহার সমালোচনা করিলেন ॥৫১॥

ততোহব্রবীন্মহাত্মানং জৈগীষব্যং স দেবলঃ ।
 বিনয়াবনতো রাজন্ । উপসর্প্য মহামুনিম্ ।
 মোক্ষধর্মং সমাস্থাতুমিচ্ছেয়ং ভগবন্ । অহম্ ॥৫২॥
 তস্মৈ তদ্বচনং শ্রুত্বা উপদেশং চকার সঃ ।
 বিধিঞ্চ যোগস্ত পরং কার্য্যাকাৰ্য্যঞ্চ শাস্ত্রতঃ ॥৫৩॥
 সন্ন্যাসকৃতবুদ্ধিং তং ততো দৃষ্ট্বা মহাতপাঃ ।
 সর্বাশ্চাস্ত ক্রিয়াশ্চক্রে বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥৫৪॥
 সন্ন্যাসকৃতবুদ্ধিং তং ভূতানি পিতৃভিঃ সহ ।
 ততো দৃষ্ট্বা প্ররুরুহুঃ কোহস্মান্ সংবিভজিষ্যতি ॥৫৫॥
 দেবলস্ত বচঃ শ্রুত্বা ভূতানাং করুণং তথা ।
 দিশো দশ ব্যাহরতাং মোক্ষং ত্যক্তুং মনো দধে ॥৫৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । উপসর্প্য সমীপমুপেত্য । সমাস্থাতুমবলম্বিতুম্ । বট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫২॥
 তন্ত্বেতি । স জৈগীষব্যঃ । পরমুত্তমম্, শাস্ত্রতঃ শাস্ত্রানুসারেণ ॥৫৩॥
 সন্ন্যাসেতি । মহাতপা জৈগীষব্যঃ । অস্ত সন্ন্যাসধর্মস্ত, ক্রিয়া আচার্য্যাকাৰ্য্যণি ॥৫৪॥
 সন্ন্যাসেতি । ভূতানি কাকাদয়ঃ প্রাণিনঃ । সংবিভজিষ্যতি বিভজ্যানং দাস্ততি ॥৫৫॥
 দেবল ইতি । বচো বাক্যমিব রবম্ । ব্যাহরতাং রুবতাম্, মোক্ষং তদুপায়ং
 সন্ন্যাসম্ ॥৫৬॥

রাজা ! তদনন্তর দেবল বিনয়ে অবনত হইয়া, নিকটে যাইয়া, মহামুনি
 জৈগীষব্যকে বলিলেন—‘ভগবন্ ! আমি আপনার নিকট মোক্ষধর্ম শিক্ষা করিতে
 ইচ্ছা করি’ ॥৫২॥

তখন জৈগীষব্য দেবলের সেই কথা শুনিয়া, তাঁহার প্রতি যোগের উত্তম বিধি
 এবং শাস্ত্র অনুসারে কর্তব্য ও অকর্তব্য বিষয় উপদেশ দিলেন ॥৫৩॥

দেবল সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন জানিয়া, মহাতপা জৈগীষব্য
 শাস্ত্রদৃষ্টপ্রণালী অনুসারে দেবলের সন্ন্যাসধর্মের সমস্ত কার্য্য করিলেন ॥৫৪॥

তাহার পর, দেবল সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন দেখিয়া, আশ্রমস্থ
 সমস্ত প্রাণীই এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল যে, ‘এখন ভাগ করিয়া ভাগ
 করিয়া কে আমাদিগকে অন্ন দান করিবে’ ॥৫৫॥

আশ্রমের প্রাণীরা দশ দিকেই করুণ রব করিতে লাগিলে, তাহাদের সেই
 রবের ভাব বুঝিয়া, দেবল আবার সেই সন্ন্যাসধর্ম ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥৫৬॥

(৫৩)....বিধিঃ যোগস্ত পরমং কার্য্যাকাৰ্য্যস্ত....নি । (৫৪) সন্ন্যাসে কৃতবুদ্ধিং তং....নি ।

ততস্ত ফলমূলানি পবিত্রাণি চ ভারত ! ।

পুষ্পাণ্যোষধয়শ্চৈব রোক্ষয়ন্তে সহস্রশঃ ॥৫৭॥

পুনর্নো দেবলঃ ক্ষুদ্রো নুনং ছেৎসৃতি দুর্মতিঃ ।

অভয়ং সর্বভূতেভ্যো যো দত্ত্বা নাববুধ্যতে ॥৫৮॥

ততো ভূয়ো ব্যগণয়ৎ স্ববুদ্ধ্যা মুনিসত্তমঃ ।

মোক্ষে গার্হস্থ্যধর্ম্মে বা কিম্মু শ্রেয়স্করং ভবেৎ ॥৫৯॥

ইতি নিশ্চিত্য মনসা দেবলো রাজসত্তম ! ।

ত্যক্ত্বা গার্হস্থ্যধর্ম্মং স মোক্ষধর্ম্মমরোচয়ৎ ॥৬০॥

এবমাদীনি সঙ্কিন্ত্য দেবলো নিশ্চয়াত্ততঃ ।

প্রাপ্তবান্ পরমাং সিদ্ধিং পরং যোগঞ্চ ভারত ! ॥৬১॥

ততো দেবাঃ সমাগম্য বৃহস্পতিপুরোগমাঃ ।

জৈগীষব্যং তপশ্চাস্ত্য প্রশংসন্তি তপস্বিনঃ ॥৬২॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । ওষধয়ো লতাদৃশঃ, রোক্ষয়ন্তে পুনঃ পুনঃ রুবন্তি স্বেব ॥৫৭॥

পুনরিতি । নঃ অস্বান্ । নাববুধ্যতে ন অরতি ॥৫৮॥

তত ইতি । ব্যগণয়ৎ মনসা ব্যতর্কয়ৎ । মোক্ষে মোক্ষোপযোগিসন্ন্যাসে ॥৫৯॥

ইতীতি । নিশ্চিত্য সন্ন্যাসশ্চৈব শ্রেয়স্করত্বম্, মোক্ষধর্ম্মং সন্ন্যাসম্ ॥৬০॥

এবমিতি । নিশ্চয়াৎ সন্ন্যাসধর্ম্মশ্চৈব শ্রেয়স্করত্বনির্ণয়াৎ । যোগং যোগফলং মোক্ষম্ ॥৬১॥

তত ইতি । তপস্বিনশ্চ সমাগম্য প্রশংসন্তি স্মেতার্থঃ ॥৬২॥

ভরতনন্দন ! তদনন্তর ওদিকে আবার ফল, মূল, পুষ্প ও লতাশ্রুতি সহস্র সহস্র পদার্থ বার বার করুণ রব করিতে লাগিল—॥৫৭॥

‘যে, সমস্ত প্রাণীকে অভয় দান করিয়া, এখন তাহা স্মরণ করিতেছে না, সেই ক্ষুদ্র ও দুর্ম্মতি দেবল, আবারও আমাদিগকে ছেদন করিবে’ ॥৫৮॥

তৎপরে মুনিশ্রেষ্ঠ দেবল মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিলেন যে, ‘সন্ন্যাসধর্ম্ম ও গৃহস্থধর্ম্ম—এই উভয়ের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম আমার মঙ্গলজনক হইবে’ ॥৫৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! দেবল এইরূপে মনে মনে সন্ন্যাসধর্ম্মেরই প্রাধান্য স্থির করিয়া, গৃহস্থধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবারই অভিপ্রায় করিলেন ॥৬০॥

ভরতনন্দন ! দেবল এই সকল বিষয় চিন্তাপূর্ব্বক কর্তব্য নিশ্চয় করিয়া, পরমসিদ্ধি ও যোগের ফল—মুক্তি লাভ করিলেন ॥৬১॥

অথাত্রবীদৃষিবরো দেবান্ বৈ নারদস্তথা ।
 জৈগীষ্যে তপে। নাস্তি বিন্মাপয়তি যোহসিতম্ ॥৬৩॥
 তমেবংবাদিনং ধীরং প্রভ্যুচুস্তে দিবৌকসঃ ।
 মৈবমিত্যেব শংসন্তো জৈগীষব্যং মহামুনিম্ ॥৬৪॥
 নাতঃ পরতরং কিঞ্চিতুল্যমস্তি প্রভাবতঃ ।
 তেজসস্তপসশ্চাস্ত্র যোগস্তা চ মহাত্মনঃ ॥৬৫॥
 এবং প্রভাবো ধৰ্ম্মাত্মা জৈগীষব্যস্তথাসিতঃ ।
 তয়োরিদং স্থানবরং তীর্থঞ্চৈব মহাত্মনোঃ ॥৬৬॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি । তপস্তপোগুণো নাস্তি, তৎপ্রভাবপ্রদর্শননিষেধাদিতি ভাবঃ, বিন্মাপয়তি
 সমুদ্রগতাগতিস্বলোকভ্রমণাদিনা ॥৬৩॥

তমিতি । মৈবং ক্রহীতি শেষঃ, শংসন্তস্তবন্তঃ ॥৬৪॥

নেতি । মহাত্মনো জৈগীষব্যস্ত ॥৬৫॥

এবমিতি । এবমীদৃশঃ প্রভাবো যস্ত সঃ ॥৬৬॥

ভারতভাবদীপঃ

তন্নিবেতি ॥১—৪৫॥ ভূতার্থং যথাত্ত্বার্থম্ ॥৪৬॥ উৎপপাত ব্রহ্মলোকং গন্তুমিতি
 শেষঃ, পপাত চ গগনাৎ ॥৪৭—৫৩॥ সৰ্ব্বাঃ ক্রিয়া উৎসর্গেষ্ঠ্যাদয়ঃ ॥৫৪॥ সন্ন্যাসে কৃত্য
 বুদ্ধির্ধেন তম্ ॥৫৫॥ মোক্ষং সন্ন্যাসং ত্যক্তুং মনো দধে উৎসৃষ্টানামগ্নীনাং পুনরাধানং
 কৰ্ত্তু মৈচ্ছৎ ॥৫৬—৬২॥ জৈগীষব্যে তত্ববিদি তপো নাস্তি পূৰ্ব্বস্ত তপসো দন্ধত্বাৎ ক্রিয়মাণস্ত
 চান্লেবাৎ । তথা চ শ্রুতী ভবতঃ—“তদ্যথৈধীকতুলমগ্নৌ প্রোতং প্রদুয়েতৈবং হান্ত সর্কে
 পাপানঃ প্রদুয়েন্তে তদ্যথা পুঙ্করপলাশে আপো ন স্নিগ্ধ্যস্ত এবমেবামুনি পাপকং কৰ্ম্মং
 নান্নিগ্ধ্যত” ইতি ॥৬৩—৬৫॥ অসিতো দেবলঃ ॥৬৬—৬৭॥

ইতি শ্লোকপৰ্কণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥৪৬॥

তাহার পর তপস্বীরা ও দেবতারা বৃহস্পতিকে অগ্রবর্তী করিয়া আসিয়া,
 জৈগীষব্যের ও তাঁহার তপস্তার প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥৬২॥

তদনন্তর ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ দেবগণকে বলিলেন—‘জৈগীষব্যের তপস্তার কোন
 গুণ হয় নাই । কারণ, যিনি দেবলকে বিন্মিত করিয়াছেন’ ॥৬৩॥

জ্ঞানী নারদ এইরূপ বলিতে লাগিলে, মহর্ষি জৈগীষব্যের প্রশংসাকারী
 দেবতারা নারদকে বলিলেন—‘আপনি এরূপ বলিবেন না ॥৬৪॥

এই মহাত্মা জৈগীষব্যের এই প্রভাব, তপস্তা, তেজ ও যোগশক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ
 বা তুল্য প্রভাবপ্রভৃতি কাহারও নাই’ ॥৬৫॥

ধৰ্ম্মাত্মা জৈগীষব্য ও দেবলের এইরূপ প্রভাব ছিল । সেই মহাত্মাদেরই এই
 উত্তম স্থান ও তীর্থ ॥৬৬॥

তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য ততো মহাত্মা দত্ত্ব চ বিত্তং হলভৃদ্বিজৈভ্যঃ ।

অবাণ্য ধৰ্ম্মং পরমার্থকৰ্ম্ম। জগাম নোমশ্চ মহং স্ততীৰ্থম্ ॥৬৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপৰ্ব্বণি

গদাযুদ্ধে বলদেবতীৰ্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানেন

ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~::~:—

সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

—:~::~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

যত্রেজিবানুড়ুপতী রাজসূয়েন ভারত ! ।

তস্মিংস্তীৰ্থে মহানাসীং সংগ্রামস্তারকাময়ঃ ॥১॥

তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য বলো দত্ত্ব দানানি চাত্মবান্ ।

সারস্বতশ্চ ধৰ্ম্মাত্মা মুনেস্তীৰ্থং জগাম হ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । উপস্পৃশ্য স্নাত্বা । পরমম্ আৰ্য্যকৰ্ম্ম সজ্জনকাৰ্য্যং যশ্চ সঃ ॥৬৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিকাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপৰ্ব্বণি গদাযুদ্ধে ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~::~:—

অথ তত্ত্ব সোমতীৰ্থমিতি নাম কুত ইত্যাহ যত্রৈতি । ইজিবান্ যজতি স্ব, উড়ুপতি-
কৃত্বঃ । তারকশ্চ তদাখ্যস্ত অশ্বরশ্চ আময়ঃ পীড়নং যত্র সঃ ॥১॥

তত্রৈতি । উপস্পৃশ্য স্নাত্বা, বলো রামঃ । আত্মবান্ তীৰ্থভ্রমণে যত্নবান্ ॥২॥

তাহার পর মহাত্মা ও অত্যন্ত সজ্জনকাৰ্য্যকারী বলরাম সেই তীৰ্থেও স্নান এবং
ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিয়া, ধৰ্ম্ম সঞ্চয়পূৰ্ব্বক সোমতীৰ্থে গমন করিলেন ॥৬৭॥

—:~::~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতনন্দন ! চক্ষু যে তীৰ্থে রাজসূয়যজ্ঞ করিয়া-
ছিলেন ; সেই সোমতীৰ্থে তারকাসূরের সহিত দেবগণের মহাযুদ্ধ হইয়াছিল ॥১॥

(৬৭)...পরমার্থকৰ্ম্মা...নি । * ‘...পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ’ পি বঙ্গ বর্ক বা গো, ‘...এক-
পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ’ নি । (১)...যশস্বিন্ বৃন্তে মহানাসীং...পি ।

তত্র দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ঠ্যাং দ্বিজোত্তমান্ ।

বেদানধ্যাপয়ামাস পুরা সারস্বতো মুনিঃ ॥৩॥

জনমেজয় উবাচ ।

কথং দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ঠ্যাং তপোধন ! ।

ঋষীনধ্যাপয়ামাস পুরা সারস্বতো মুনিঃ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

আসীৎ পূৰ্ব্বং মহারাজ ! মুনির্ধীমান্ মহাতপাঃ ।

দধীচিরিতি বিখ্যাতো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৫॥

তস্মাত্তিতপসঃ শক্রে। বিভেতি সততং বিভো ! ।

ন স লোভয়িতুং শক্যঃ ফলৈর্বহুবিধৈরপি ॥৬॥

প্রলোভনার্থং তস্মাৎ প্রাহিণোৎ পাকশাসনঃ ।

দিব্যামম্পরসাং পুণ্যাং দর্শনীয়ামলম্বুষাম্ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । দ্বাদশবার্ষিক্যং দ্বাদশবর্ষব্যাপিষ্ঠাম্ । সারস্বতো নাম ॥৩॥

কথমিতি । কথং কিমর্থমিত্যর্থঃ ॥৪॥

আসীদिति । ব্রহ্মচারী দক্ষোক্তাষ্টবিধমৈথুনত্যাগী, তদ্বচনঞ্চ প্রাপ্তকৃত্য ॥৫॥

তস্তেতি । বিভেতি স্বপদাধিকারশঙ্কাবশাদিতি ভাবঃ ॥৬॥

প্রোতি । দর্শনীয়াং স্তম্বরীম্, অলম্বুষাং নাম ॥৭॥

তীর্থপর্যটনে যজ্ঞবান্ ও ধর্ম্মাত্মা বলরাম সেই তীর্থেও স্নান এবং দান করিয়া,
সারস্বতমুনির তীর্থে গমন করিলেন ॥২॥

পূর্বকালে সেই তীর্থে দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির সময়ে সারস্বতমুনি ব্রাহ্মণগণকে
বেদ পড়াইয়াছিলেন ॥৩॥

জনমেজয় বলিলেন—‘তপোধন ! পূর্বকালে দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির সময়ে
সারস্বতমুনি কি জ্ঞান ব্রাহ্মণগণকে বেদ পড়াইয়াছিলেন’ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! পূর্বের জ্ঞানী, মহাতপা, ব্রহ্মচারী ও
জিতেন্দ্রিয় ‘দধীচি’নামে বিখ্যাত এক মুনি ছিলেন ॥৫॥

রাজা ! ইন্দ্র সর্বদাই সেই দধীচির গুরুতর তপস্যায় ভয় করিতেন ;
বিবিধ ফলদানের প্রলোভন দেখাইয়াও ইন্দ্র তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারিতেন
না ॥৬॥

(৫)...দধীচি ইতি বিখ্যাতঃ—বঙ্গ বর্দ্ধ ।

তস্ম তৰ্পয়তো দেবান্ সরস্বত্যাং মহাঙ্গনঃ ।
 সমীপতো মহারাজ ! সোপাতিষ্ঠত ভাবিনী ॥৮॥
 তাং দিব্যবপুষং দৃষ্ট্বা তস্মর্ষেভাবিতাঙ্গনঃ ।
 রৈতঃ স্কন্নং সরস্বত্যাং তং সা জগ্রাহ নিম্নগা ॥৯॥
 কুক্ষৌ চাপ্যদধকৃচ্চা তদ্রেতঃ পুরুষৰ্ষভ ! ।
 সা দধার চ তং গৰ্ভং পুত্রেহেতোর্মহানদী ॥১০॥
 স্নমুবে চাপি সময়ে পুত্রং সা সরিতাং বরা ।
 জগাম পুত্রমাদায় তস্মিৎ প্রতি চ প্রভো ! ॥১১॥
 ঋষিসংসদি তং দৃষ্ট্বা সা নদী মুনিসত্তমম্ ।
 ততঃ প্রোবাচ রাজেন্দ্র ! দদতী পুত্রমস্ম তম্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

তস্মেতি । দেবান্ ইত্যুপলক্ষণং পিতৃনপি । ভাবিনী কামচেষ্টাবতী ॥৮॥
 তামিতি । ভাবিতাঙ্গনঃ অম্বরক্তচিহ্নস্ত । স্কন্নং পতিতম্, নিম্নগা নদী ॥৯॥
 কুক্ষাবিতি । হৃষ্টা, পুত্রসম্ভাবনয়েতি ভাবঃ ॥১০॥
 স্নমুবে ইতি । সময়ে যথাকালে । তং দধীচিম্ ॥১১॥

তাহার পর ইন্দ্র সেই দধীচির প্রলোভনের জন্ত পবিত্রবেশধারিণী ও স্বর্গবাসিনী
 ‘অলম্বুষা’নাম্নী সুন্দরী একটি অপ্সরাকে প্রেরণ করিলেন ॥৭॥

মহারাজ ! একদা মহাত্মা দধীচি সরস্বতীনদীতে দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ
 করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেই অলম্বুষা যাইয়া, কামচেষ্টা দেখাইতে থাকিয়া,
 দধীচির নিকটে উপস্থিত হইল ॥৮॥

পরমসুন্দরী সেই অলম্বুষাকে দেখিয়া, দধীচির মন কামে আকুল হইয়া পড়িল ;
 তখন তাঁহার বীৰ্য্য পতিত হইল এবং তাহা সরস্বতীনদী গ্রহণ করিল ॥৯॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ ! এবং মহানদী সরস্বতী আনন্দিত হইয়া, সেই বীৰ্য্য উদরে ধারণ
 করিল । বস্তুত সরস্বতী পুত্র প্রসবের জন্তই গৰ্ভরূপে তাহা ধারণ করিয়াছিল ॥১০॥

রাজা ! নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী যথাসময়ে একটি পুত্র প্রসব করিল এবং সেই
 পুত্রটীকে লইয়া, দধীচির নিকটে গেল ॥১১॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! ক্রমে সরস্বতী মুনিগণের সভায় মুনিশ্রেষ্ঠ দধীচিকে দেখিয়া,
 সেই পুত্রটী সমর্পণ করিতে থাকিয়া, দধীচিকে বলিল—৥১২॥

(৮)·· সোপাতিষ্ঠত ভাবিনী—নি । (১০)·· পুত্রেহেতোর্মহাঙ্গনঃ—নি । (১১)·· জগাম
 পুত্রমাদায় সা নদী মুনিসত্তমম্—পি,·· স্নমুবে চাপি সময়ে পুত্রং সারস্বতং বরং··নি
 (১২) ঋষিঃ সংসদি··বজ্জ বর্জ্জ ।

ব্রহ্মর্ষে ! তব পুত্রোহয়ং স্বমৃত্যুয়া ধারিতো ময়া ।
 দৃষ্ট্বা তেহম্পরসং রেতো যৎ স্কমং প্রাগলব্ব্যাম্ ॥১৩॥
 তৎ কুক্ষিণা বৈ ব্রহ্মর্ষে ! স্বমৃত্যুয়া ধৃতবত্যহম্ ।
 ন বিনাশমিদং গচ্ছেদ্বত্তেজ ইতি নিশ্চয়াৎ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)
 প্রতিগৃহীষ্য পুত্রং স্বং ময়া দত্তমনিন্দিতম্ ।
 ইতু্যুক্তঃ প্রতিজ্ঞগ্রাহ প্রীতিকাষাপ পুঙ্কলাম্ ॥১৫॥
 স্বস্বতকাপ্যজিস্রতং মুর্দ্ধি প্রেমুণা দ্বিজোত্তমঃ ।
 পরিষজ্য চিরং কালং তদা ভরতসত্তম ! ॥১৬॥
 সরস্বত্যৈ বরং প্রাদাৎ প্রীয়মাণো মহামুনিঃ ।
 বিশ্বদেবাঃ সপিতরো গন্ধর্বাঃ প্শরসাং গণাঃ ।
 তৃপ্তিং যাস্তন্তি স্তভগে ! তর্প্যমাণাস্তবাস্তসা ॥১৭॥
 ইতু্যুক্ত্৷ স তু তুষ্ঠাব বচোভিবৈ মহানদীম্ ।
 প্রীতঃ পরমহুষ্ঠায়া যথাবৎ শৃণু পাথিব ! ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

ঋষীতি । ঋষিসংসদি ঋষিসভায়াম্ । অস্ত্র দধীচেরস্তিকে ॥১২॥
 ব্রহ্মেতি । স্বরং পতিতম্ । তেজো রেতঃ ॥১৩—১৪॥
 প্রতীতি । ইতু্যুক্তো দধীচিঃ । পুঙ্কলাং প্রচুরাম্ ॥১৫॥
 হেতি । প্রেমুণা স্নেহেন । পরিষজ্য আলিঙ্গ্য ॥১৬॥
 সরস্বত্যা ইতি । তর্প্যমাণা মানবৈরিত্যি শেষঃ । ষট্-পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৭॥

‘ব্রহ্মর্ষি ! আমি আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ আপনার এই পুত্রটিকে উদরে ধারণ করিয়াছি । ব্রহ্মর্ষি ! পূর্বে অমরা অলব্ব্যাকে দেখিয়া আপনার যে বীৰ্য্য স্থলিত হইয়াছিল, সে বীৰ্য্য কখনও বিনষ্ট হইতে পারে না—ইহা নিশ্চয় করিয়া, আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ আমি তাহা উদরে ধারণ করিয়াছিলাম ॥১৩—১৪॥

‘আমি দান করিলাম, আপনি আপনার নিজের এই পুত্রটিকে গ্রহণ করুন ।’ সরস্বতী এইরূপ বলিলে, দধীচি পুত্রটিকে গ্রহণ করিলেন এবং অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥১৫॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তখন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দধীচি স্নেহবশতঃ দীর্ঘকাল সেই পুত্রটিকে আলিঙ্গন করিয়া, তাহার মস্তক আশ্রয় করিলেন ॥১৬॥

এহর্ষি দধীচি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া, সরস্বতীকে এই বর দিলেন যে, ‘স্তভগে ! মানুষেরা তোমার জলদ্বারা তর্পণ করিলে, সমস্ত দেবতা, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্বগণ এবং অমরাগণ তৃপ্তিলাভ করিবেন’ ॥১৭॥

প্রস্রুতাসি মহাভাগে ! সরসো ব্রহ্মণঃ পুরা ।
 জানন্তি স্বাঃ সরিচ্ছেষ্ঠে ! মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥১৯॥
 মম প্রিয়করী চাপি সততং প্রিয়দর্শনে ।।
 তস্মাৎ সারস্বতঃ পুত্রো মহাংস্তে বরবর্গিনি ! ॥২০॥
 তবৈব নাম্না প্রথিতঃ পুত্রস্তে লোকভাবনঃ ।
 সারস্বত ইতি খ্যাতো ভবিষ্যতি মহাতপাঃ ॥২১॥
 এষ দ্বাদশবাষিক্যামনার্ষ্য্যাং দ্বিজোত্তমান্ ।
 সারস্বতো মহাভাগে ! বেদানধ্যাপয়িষ্যতি ॥২২॥
 পুণ্যাভ্যশ্চ সর্িসদ্যস্বং সদা পুণ্যতমা শুভে ! ।
 ভবিষ্যসি মহাভাগে ! মৎপ্রসাদাৎ সরস্বতি ! ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । স দধীচিঃ, মহানদীং সরস্বতীম্ ॥১৮॥
 প্রেতি । প্রস্রুতা নির্গতা, সরসো মানসাখ্যাৎ । জানন্তি পবিত্রতয়া ॥১৯॥
 মমেতি । প্রিয়করী এতৎপুত্রার্পণাৎ । সরস্বত্যা অপত্যমিতি সারস্বতঃ ॥২০॥
 তবেতি । তবৈব নাম্না অপত্যার্থপ্রত্যয়ান্তেন, লোকানাং ভাবনঃ শুভকরঃ ॥২১॥
 এষ ইতি । অধ্যাপয়িষ্যতি, স্বয়ং মহাবেদবিৎ সন্নিতি শেষঃ ॥২২॥

রাজা ! এই কথা বলিয়া দধীচিমুনি পরমসন্তুষ্ট ও অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, বাক্যদ্বারা যথাযথভাবে মহানদী সরস্বতীর স্তব করিলেন ; তাহা আপনি শ্রবণ করুন ॥১৮॥

‘মহাভাগে । নদীশ্রেষ্ঠে । তুমি পূর্বকালে ব্রহ্মার মানসসরোবর হইতে নির্গত হইয়াছিলে এবং দৃঢ়ব্রতমুনিরা তোমাকে পরমপবিত্র বলিয়া জানেন ॥১৯॥

প্রিয়দর্শনে । তুমি সর্বদাই আমার প্রীতিকারিণী হইবে । অতএব, বরবর্গিনি ! তোমার এই পুত্রটির নাম হইবে—‘সারস্বত’ ॥২০॥

ভাগ্যবতি ! জগতের মঙ্গলকারী তোমার এই পুত্রটির সারস্বতনাম তোমার নাম অমুসারেই প্রসিদ্ধ হইবে এবং সারস্বতনামে প্রসিদ্ধ এই পুত্রটি যথাসময়ে মহাতপস্বীও হইবে ॥২১॥

মহাভাগে ! এই সারস্বত দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির সময়ে ব্রাহ্মণগণকে বেদ পড়াইবেন ॥২২॥

মহাভাগে ! কল্যাণি ! সরস্বতি ! তুমি আমার অমুগ্রহে অস্ত্রাশ্র সমস্ত পবিত্র নদী হইতে অত্যন্ত পবিত্র হইবে’ ॥২৩॥

এবং সা সংস্কৃতা তেন বরং লব্ধা মহানদী ।
 পুত্রমাদায় মুদিতা জগাম ভরতর্ষভ ! ॥২৪॥
 এতস্মিন্নিব কালে তু বিরোধে দেবদানবৈঃ ।
 শক্রঃ প্রহরণাশ্বেষী লোকাংস্ত্রীন্ বিচচার হ ॥২৫।
 ন চোপলেভে ভগবান্ শক্রঃ প্রহরণং তদা ।
 যদ্বৈ তেমাং ভবেদ্যোগ্যং বধায় বিবুধদ্বিষাম্ ॥২৬॥
 ততোহব্রবীৎ সুরান্ শক্রো ন মে শক্যা মহাসুরাঃ ।
 ঋতেহস্থিভিদধীচস্ত নিহন্তুং ত্রিদশদ্বিষঃ ॥২৭॥
 তস্মাদগত্বা ঋষিশ্ৰেষ্ঠো যাচ্যতাং সুরসন্তমাঃ ।।
 দধীচাস্থীনি দেহীতি তৈর্বধিষ্যাম্যহে রিপূন্ ॥২৮॥
 স চ তৈর্যচিতোহস্থীনি যত্নাদৃষিবরস্তুদা ।
 প্রাণত্যাগং কুরুশ্ৰেষ্ঠ ! চকারৈবাবিচারয়ন্ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

পুণ্যাভ্য ইতি । পুণ্যাভ্যঃ পবিত্রাভ্যঃ, পুণ্যতমা অতীবপবিত্রা ॥২৩॥
 এবমিতি । সংস্কৃতা প্রশংসিতা । মুদিতা আনন্দিতা সতী ॥২৪॥
 এতস্মিন্নিতি । দেবদানবৈর্দেবদানবানাম্ । প্রহরণাশ্বেষী অজ্ঞাশ্বেষী ॥২৫॥
 নেতি । প্রহরণমন্ত্রম্ । বিবুধদ্বিষামসুরাণাম্ ॥২৬॥
 তত ইতি । ঋতে বিনা, দধীচস্ত দধীচেঃ ॥২৭॥
 তস্মাদিতি । তদস্থ্যমতিপ্রাচীনতয়া সূদৃঢ়মিতি ভাবঃ ॥২৮॥

ভরতশ্ৰেষ্ঠ ! দধীচিমুনি এইরূপ প্রশংসা করিলে, মহানদী সরস্বতী তাঁহার নিকট বর লাভ করিয়া, আনন্দিত হইয়া, পুত্রটিকে লইয়া চলিয়া গেল ॥২৪॥

এই সময়ই দেবতা ও দানবগণের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল; তাহাতে ইন্দ্র অজ্ঞাশ্বেষণ করিতে থাকিয়া, ত্রিভুবনে বিচরণ করিতেছিলেন ॥২৫॥

যে অস্ত্র সেই অসুরগণকে বধ করিবার যোগ্য হইতে পারে, তেমন অস্ত্র তখন ইন্দ্র ত্রিভুবনে বিচরণ করিয়াও লাভ করেন নাই ॥২৬॥

তাহার পর ইন্দ্র দেবগণকে বলিলেন—‘দধীচিমুনির অস্থিব্যতীত আমি দেবদেবী অসুরগণকে বধ করিতে সমর্থ হইব না ॥২৭॥

অতএব, দেবশ্ৰেষ্ঠগণ ! আপনারা যাউয়া মুনিশ্ৰেষ্ঠ দধীচির নিকট প্রার্থনা করুন যে—‘দধীচিমুনি ! আপনি আপনার অস্থিগুলিকে আমাদের দান করুন ; আমরা সেইগুলি দ্বারা শক্রসংহার করিব’ ॥২৮॥

(২৮) তস্মাদ্ভবত্বাৎ... কার্য্যসিদ্ধয়ে... নি । (২৯) সাহায্যং নঃ কুরুষেতি... নি ।

স লোকানন্দান্ প্রাপ্তে। দেবপ্রিয়করন্তদা ।
 তস্তাস্থিভিরথো শক্রঃ সংগ্রহকটনাস্তদা ॥৩০॥
 কারয়ামাস দিব্যানি নানাগ্রহরণাম্যুত ।
 বজ্রাণি চক্রাণি গদা গুরুন্ দণ্ডাংশ্চ পুঙ্কলান্ ॥৩১॥ (যুগ্মকম্)
 স হি তীত্রেণ তপসা সংভূতঃ পরমর্ষিণা ।
 প্রজাপতিহুতেনাথ ভৃগুণা লোকভাবনঃ ॥৩২॥
 অতিকায়ঃ স তেজস্বী লোকসারো বিনির্মিতঃ ।
 জজ্ঞে শৈলগুরুঃ প্রাংশুমহিমা প্রথিতঃ প্রভুঃ ॥৩৩॥
 নিত্যমুদ্বিজতে চাস্ত তেজসঃ পাকশাসনঃ ।
 তেন বজ্রেণ ভগবান্ মন্ত্রযুক্তেন ভারত ! ॥৩৪॥
 বিচুক্রোশ বিসৃষ্টেন ব্রহ্মতেজোভবেন চ ।
 দৈত্যদানববীরাদিঃ জঘান নবতীর্নব ॥৩৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

স ইতি । তৈঃ সুরসন্তমৈঃ । চকারৈব স্বজীবনাপেক্ষয়া জগৎসমস্ত প্রাধাত্যং ॥২৯॥
 স ইতি । লোকান্ স্বর্গান্ । গুরুন্ মহতঃ, পুঙ্কলান্ প্রচুরান্ ॥৩০—৩১॥
 অথ তস্তাক্ষয়স্বর্গলাভঃ কুত ইত্যাহ স ইতি । লোকানাং ভাবনো মঙ্গলকরঃ ॥৩২॥
 নবৈকস্তাস্থ্য কথমনেকান্তনির্মাণমিত্যাহ অতীতি । অতিকায়ঃ সুদীর্ঘদেহঃ, লোকেষু
 সারঃ স্নাতঃ । বিনির্মিতো ভৃগুণা । শৈলঃ পর্বত ইব গুরুভারবান্ । প্রাংশুঃ শৈল
 ইবোন্নতঃ । প্রভুঃ প্রভাববাংশ্চ ॥৩৩॥
 নিত্যমুদ্বিজতে । উদ্বিজতে স্বপদভ্রংশাশঙ্কয়া । বিচুক্রোশ যুদ্ধে দৈত্যানাজুহাব ॥৩৪—৩৫॥

কৌরবশ্রেষ্ঠ । দেবতার। যাইয়া যত্নপূর্বক সেইরূপ প্রার্থনা করিলে, দধীচিমুনি
 কোনও বিচার না করিয়াই প্রাণ ত্যাগ করিলেন ॥২৯॥

তখন দেবপুত্রের প্রিয়কার্য্যকারী দধীচি অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিলেন ; তাহার
 পর ইন্দ্র আনন্দিত হইয়া, দধীচির সেই সকল অস্ত্রদ্বারা বজ্র, চক্র, গদা ও
 বহুতর উত্তম দণ্ডপ্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র নির্মাণ করাইলেন ॥৩০—৩১॥

ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষি ভৃগু তীব্র তপস্যার বলে সেই দধীচিকে জগতের মঙ্গলজনক-
 রূপে উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥৩২॥

দধীচিও পর্বতের স্থায় ভারবান্ ও উচ্চ, অতিদীর্ঘদেহ, তেজস্বী, মানুষের মধ্যে
 অতিদৃঢ়, প্রভাবশালী এবং আপন মাহাত্ম্যে অসিদ্ধ হইয়াছিলেন ॥৩৩॥

এবং ভগবান্ ইন্দ্র তাঁহার ভেজে সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতেন । সে যাহা হউক,

(৩৫) ভৃগুঃ ক্রোধবিসৃষ্টেন ব্রহ্মতেজোভবেন চ...নি ।

অথ কালে ব্যতিক্রান্তে মহত্যতিভয়ঙ্করী ।
 অনাবৃষ্টিরনুপ্রাপ্তা রাজন্ ! দ্বাদশবার্ষিকী ॥৩৬॥
 তস্তাং দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং মহর্ষয়ঃ ।
 বৃত্তার্থং প্রাভবন্ রাজন্ ! ক্ষুধার্তাঃ সর্বতো দিশম্ ॥৩৭॥
 দিগ্ভ্যস্তান্ প্রাক্রতান্ দৃষ্ট্বা মুনিঃ সারস্বতস্তদা ।
 গমনায় মতিঞ্চক্রে তৎ প্রোবাচ সরস্বতী ॥৩৮॥
 ন গন্তব্যমিতঃ পুত্র ! তবাহারমহং সদা ।
 দাস্ত্যামি মৎস্তপ্রবরানঘ্রতামিতি ভারত ! ॥৩৯॥
 ইতু্যুক্তস্তপ্ৰিয়ামাস স পিতৃ ন দেবতাস্তথা ।
 আহারমকরোমিত্যং প্রাণান্ বেদাংশ্চ ধারয়ন্ ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি । ব্যতিক্রান্তে অতীতে । অহুপ্রাপ্তা উপস্থিতা ॥৩৬॥
 তস্তামিতি । বৃত্তার্থমাহারেণ জীবনরক্ষা নির্বাহার্থম্ । প্রাভবন্ অবাবন্ ॥৩৭॥
 দিগ্ভ্য ইতি । প্রাক্রতান্ ধাবতঃ । গমনায় তদ্দেশাদাহারাবেষণায় ॥৩৮॥
 নেতি । আহারমাহারভূতান্ । অঘ্রতাং ঘ্রা স মৎস্তগণঃ খাদ্যতাম্ ॥৩৯॥
 ইতীতি । আহারং সরস্বতীপ্রদত্তমৎস্তভোজনম্ ॥৪০॥

ভরতনন্দন ! ত্রুমে দেবরাজ ইন্দ্র অমুরগণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন এবং
 মদ্রপুত্র, লক্ষ্মতেজে উৎপন্ন ও তেজস্বী সেই বজ্র নিক্ষেপ করিয়া, আটশত দশজন
 দৈত্যদানববীরকে বধ করিলেন ॥৩৪—৩৫॥

রাজা ! তাহার পর অতিদীর্ঘকাল অতীত হইলে, দ্বাদশবর্ষব্যাপী অতিভয়ঙ্কর
 অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইল ॥৩৬॥

রাজা ! সেই দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি চলিতে লাগিলে, মহর্ষিরা জীবন রক্ষা
 করিবার জন্য ক্ষুধার্ত অবস্থায় নানাদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন ॥৩৭॥

তখন সারস্বতমুনি সেই সকল মহর্ষিকে নানাদিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া,
 নিজেও সেস্থান হইতে গমন করিবার ইচ্ছা করিলেন । তখন সরস্বতী তাঁহাকে
 বলিল—॥৩৮॥

‘পুত্র ! এস্থান হইতে তোমার যাইতে হইবে না ; আমি তোমাকে তোমার
 খাদ্যরূপে উত্তম উত্তম মৎস্ত দান করিব ; তুমি তাহাই ভোজন করিতে থাক ।’
 ভরতনন্দন ! সরস্বতী সারস্বতমুনিকে এই কথা বলিয়াছিল ॥৩৯॥

(৩৬) ...মহত্যতিভয়ঙ্করে...পি বজ্র বর্ধ । (৩৯) ...মৎস্তপ্রবরাহ্রতামিহ...বজ্র বর্ধ নি ।

অথ তস্মান্নারুক্ষ্যামভীতায়াম্ মহর্ষয়ঃ ।

অন্যোন্ম্যং পরিপপ্রচ্ছুঃ পুনঃ স্বাধ্যায়কারণাৎ ॥৪১॥

তেষাং ক্ষুধাপরীতানাং নষ্টা বেদা বিধাবতাম্ ।

সর্বেষামেব রাজেন্দ্র ! ন কশ্চিৎ প্রতিভানবান্ ॥৪২॥

অথ কশ্চিদৃষিস্তেষাং সারস্বতমুপেযিবান্ ।

কুর্বাণং সংযতান্নানং স্বাধ্যায়মৃষিসন্তমম্ ॥৪৩॥

স গহ্বাচষ্ট তেভ্যশ্চ সারস্বতমতিপ্রভম্ ।

স্বাধ্যায়মমরপ্রথ্যং কুর্বাণং বিজনে বনে ॥৪৪॥

ততঃ সর্বৈ সমাজগ্মুস্তত্র রাজন্ ! মহর্ষয়ঃ ।

সারস্বতং মুনিশ্চেষ্টমিদমুচুঃ সমাগতাঃ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি । পপ্রচ্ছুঃ ইদং বেদবাক্যং কীদৃশমিথমিতি ভাবঃ । স্বাধ্যায়কারণাৎ বেদস্মৃতি-
হতোঃ ॥৪১॥

তেষামিতি । ক্ষুধা পরীতানামাক্রান্তানাম্ । প্রতিভানবান্ অধীতবেদস্মৃতিমান্ ॥৪২॥

অথেতি । উপেযিবানপগতবান্ । স্বাধ্যায়ং বেদপাঠং কুর্বাণম্ ॥৪৩॥

স ইতি । অতিপ্রভং মহাতেজসম্ । অমরপ্রথ্যং দেবতুল্যম্ ॥৪৪॥

সরস্বতী এইরূপ বলিলে, সারস্বতমুনি দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিতে লাগিলেন এবং শ্রাণ ও বেদ ধারণ করিবার উদ্দেশে প্রত্যহ সরস্বতীপ্রদত্ত মংস্ত ভোজন করিতে থাকিলেন ॥৪০॥

তাহার পর সেই অনারুষ্টি অতীত হইলে, মহর্ষিরা পুনরায় অধীত বেদ স্মরণ করিবার জন্ত পরস্পর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন ॥৪১॥

রাজশ্ৰেষ্ঠ ! সেই মহর্ষিরা যখন ক্ষুধায় কাতর হইয়া, নানা দিকে ধাবিত হইতে-
ছিলেন ; তখন তাঁহাদের সকলেরই অধীত বেদের বিস্মৃতি হইয়াছিল । কেহই
আর তাহা স্মরণ করিতে পারেন নাই ॥৪২॥

তৎপরে তাঁহাদের মধ্যে কোন ঋষি সংযতচিত্তে বেদপাঠে নিরত ঋষিশ্ৰেষ্ঠ
সারস্বতের নিকট গমন করিলেন ॥৪৩॥

ক্রমে সেই ঋষি অত্যন্ত তেজস্বী এবং নির্জন্ম বনমধ্যে বেদপাঠে নিরত
সারস্বতমুনির নিকট যাইয়া, আবার তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া, সেই বেদপাঠের
বস্তান্ত পূর্বোক্ত ঋষিগণের নিকট বলিলেন ॥৪৪॥

(৪২)....নষ্টা ধীরভিধাবতাম্...পি, নষ্টা বেদাভিধাবতাম্—বঙ্গ । ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাতি
হ—নি । (৪৩)....কুর্বাণং সংযতান্নানং...নি ।

অস্মানধ্যাপয়স্বেতি তানুবাচ ততো মুনিঃ ।

শিষ্যত্বমুপগচ্ছধ্বং বিধিবদ্ধি মমেতু্যত ॥৪৬॥

তত্রাক্রবন্ মুনিগণা বালস্বমসি পুত্রক ! ।

স তানাহ ন মে ধর্মো নশ্চেদিতি পুনর্মুনীন্ ॥৪৭॥

যো হৃদশ্মেণ বৈ ক্রয়াদ্গৃহীয়াদ্ব্যাপ্যধর্মতঃ ।

হীয়েতাং তাবুভৌ কিপ্রং স্মাতাং বা বৈরিণাবুভৌ ॥৪৮॥

ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিস্তেন ন বন্ধুভিঃ ।

ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্মং যোহনুচানঃ স নো মহান্ ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । তত্র সারস্বততত্ত্বং তপোবনে ॥৪৫॥

অস্মানিতি । মুনিঃ সারস্বতঃ । উপগচ্ছধ্বং প্রাপ্নুত ॥৪৬॥

তত্রোতি । স সারস্বতঃ । ধর্মঃ অধ্যাপকধর্মঃ ॥৪৭॥

ধর্মশাস্ত্রাবনামাহ য ইতি । যঃ অধ্যাপনযোগ্যো জনঃ, অধর্মশ্চ গুরুশিষ্যভ্রায়-
ব্যত্যয়েন, ক্রয়াৎ শিষ্যমধ্যাপয়েৎ ; যশ্চাধ্যয়নার্থী, অধর্মতত্ত্বভ্রায়ব্যত্যয়েন, গৃহীয়াৎ
অধীয়াত । তাবুভাবেব গুরুশিষ্যো, কিপ্রম্, হীয়েতাং হানিং লভেতাম্, বৈরিণৌ পরস্পর-
শত্রু বা স্মাতাম্, ধর্মত্যাগাদেবেতি ভাবঃ ॥৪৮॥

অথ স্বস্তঃ প্রাচীনা বয়ং কথং তে শিষ্যত্বমুপগচ্ছাম ইত্যাহ নেতি । ঋষয়ঃ, হায়নৈর্বৎসরৈ-
র্বয়োভিরিত্যর্থঃ ; পলিতৈর্বয়োহন্নস্বেহপি রোগাদিনা বৃদ্ধভাটবঃ, বিস্তেন ধনেন, বন্ধুভিঃ
সহায়বাহুল্যেন চ, ধর্মং প্রাধান্যভ্রায়ম্, ন চক্রিরে ন নিকারয়ামাস্তঃ ; যঃ খলু জনঃ অনুচানঃ
স্বাক্ষবেদবিৎ, স জন এব, ন* অধিকং ব্রাহ্মণানাং মধ্যে, মহান্ প্রধানঃ । অতএব যুগ্মাকং
বয়োবাহুল্যেহপি অনুচানতয়া সর্বথৈবাহং গুরুত্বযোগ্য ইতি ভাবঃ । “অনুচানঃ প্রবচনে
স্বাক্ষেহধীতী” ইত্যমরঃ ॥৪৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! তদনন্তর সেই মহর্ষিরা সেইখানে সারস্বতমুনির নিকট গমন
করিলেন এবং যাইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন—৥৪৫॥

‘আপনি আমাদিগকে বেদ অধ্যয়ন করান’ । তাহার পর সারস্বতমুনি
তাঁহাদিগকে বলিলেন—‘আপনারা যথাবিধানে আমার শিষ্য হউন’ ৥৪৬॥

তখন সেই মুনিরা বলিলেন—‘পুত্র ! তুমি ত বালক ।’ পরে সারস্বত সেই
মুনিগণকে পুনরায় বলিলেন—‘না হইলে, আমার অধ্যাপকের ধর্ম নষ্ট হইবে’ ৥৪৭॥

যিনি গুরুশিষ্যের ধর্ম অমুসরণ না করিয়া, অধ্যয়ন করান ; কিংবা যে সেই
ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অধ্যয়ন করে ; তাঁহারা দুইজনই ক্ষতিগ্রস্ত হন ; কিংবা
পরস্পর শত্রু হইয়া থাকেন ৥৪৮॥

এতচ্ছ ত্বা বচন্ত্য মুনয়ন্তে বিধানতঃ ।

তস্মাদ্বেদানমুপ্রাপ্য পুনর্ধর্ম্যং প্রচক্রিরে ॥৫০॥

যষ্টিমু'নিসহস্রাণি শিষ্যত্বং প্রতিপেদিরে ।

সারস্বতস্য বিপ্রর্ষেবেদস্বাধ্যায়কারণাৎ ॥৫১॥

মুষ্টিং মুষ্টিং ততঃ সর্বে দর্ভাণাং তে হ্যপাহরন্ ।

তস্মাসনার্থং বিপ্রর্ষেবালস্ত্যপি বশে স্থিতাঃ ॥৫২॥

তত্রাপি দত্ত্বা বহু রৌহিণেয়ো মহাবলঃ কেশবপূর্বজোহথ ।

জগাম তীর্থং মুদিতঃ ক্রমেণ তং বুদ্ধকন্যাশ্রমমেব বীরঃ ॥৫৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি

গদায়ুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে

সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

এতদিতি । বিধানতঃ শাস্ত্রবিধানানুসারেণ শিষ্যত্বোপগমেনেত্যর্থঃ । ধর্ম্যং ধর্ম-
দার্থ্যম ॥৫০॥

যষ্টিরिति । বেদানাং স্বাধ্যায়কারণাৎ সম্যগধ্যয়নহেতোঃ ॥৫১॥

মুষ্টিমিতি । দর্ভাণাং কুশানাম্ । আসনার্থমুপবেশনার্থম্ ॥৫২॥

ভারতভাবদীপঃ

যত্রোতি ॥১—৩১॥ পরমর্ষিণা দধীচিনা, স দেহন্তপসা সম্ভূতঃ ॥৩২—৩৩॥ অস্ত মুনৈঃ ।
তদস্থিজে ন বজ্রেণ ॥৩৪॥ নবতীর্ণব দশাধিকামষ্টশতীম ॥৩৫—৩৬॥

ইতি শল্যপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥৪৭॥

ঋষরা বয়স, বার্কিক্য, ধন ও সহায় অধিক হইলেই গুরু হওয়ার নিয়ম করেন
নাই ; কিন্তু যিনি অধিক শাস্ত্রজ্ঞ, তিনি আমাদের ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রধান (গুরু
হইবার যোগ্য) ॥৪৯॥

সেই মুনিরা সারস্বতের এই কথা শুনিয়া, যথাবিধানে তাঁহার শিষ্যত্ব
স্বীকার করিয়া, তাঁহার নিকটে বেদ অধ্যয়নপূর্বক পুনরায় ধর্ম্মাচরণ করিতে
লাগিলেন ॥৫০॥

যষ্টিসহস্রমুনি সম্যগ্বেদ অধ্যয়ন করিবার জন্ত ব্রহ্মর্ষি সারস্বতের শিষ্যত্ব
গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥৫১॥

সেই মুনিরা বালক সারস্বতেরও বশীভূত থাকিয়া, তাঁহার উপবেশন করিবার
জন্ত এক এক মুট করিয়া কুশ আনয়ন করিতেন ॥৫২॥

(৫৩)...খ্যাতং মহদ্বুদ্ধকন্যা ন যত্র—বঙ্গ বর্দ্ধ,...খ্যাতং কুমারী তপো যত্র তপ্তম্...
পি । * ‘...একপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ’ পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, ‘...ষিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ’ নি ।

অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

—:•••:—

জনমেজয় উবাচ ।

কথং কুমারী ভগবন্ ! তপোযুক্তা হুতুং পুরা ।
কিমর্থঞ্চ তপস্তপে কো বাস্তুা নিয়মোহভবৎ ॥১॥
সুহৃকরমিদং ব্রহ্মান্ ! স্বতঃ শ্রুতমনুত্তমম্ ।
আখ্যাহি তত্ত্বমখিলং যথা তপসি সা স্থিতা ॥২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ঋষিরাসীন্মহাবীর্য্যঃ কুণিগর্গো মহাবশাঃ ।
স তপ্তা বিপুলং রাজন্ ! তপো বৈ তপসাং বরঃ ।
মনসাথ স্ততাং স্তজ্ঞং সমুৎপাদিতবান্ বিভুঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । রৌহিণ্যেয়ো রৌহিণীপুত্রো রামঃ, বসু ধনম্ । তীর্থং তীর্থভূতম্ ॥৫৩॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিকান্দবাগীশভট্টাচার্য্যবিবচিতায়াং মহাভারত
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ শল্যপর্বেণি গদাযুদ্ধে সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥১॥

সামান্যেন শ্রুতং কথ্যবৃত্তান্তং বিশেষাবগমায় পৃচ্ছতি কথমিতি । তেপে চকার ॥১॥
সুহৃকরমিতি । ন বিজ্ঞতে উত্তমং যস্মাস্তত্তাদৃশমুপাখ্যানম্ । সা কুমারী ॥২॥

কৃষ্ণের অগ্রজ, মহাবল ও বীর বলরাম সেই সারস্বততীর্থেও ধন দান করিয়া
আনন্দিত হইয়া, ক্রমে বুদ্ধকথাশ্রমতীর্থে গমন করিলেন ॥৫৩॥

—:•••:—

জনমেজয় বলিলেন—‘মহাশ্মাশালী মহর্ষি ! সেই ঋষিকণ্ডা কি প্রকার তপস্বিনী
হইয়াছিলেন ? তিনি কি জ্ঞাত তপস্তা করিয়াছিলেন ? এবং কি প্রকারই বা
তঁাহার তপস্তার নিয়ম হইয়াছিল ? ॥১॥

ব্রাহ্মণ ! আমি আপনার নিকট অতিদুষ্কর তপস্তার বিষয়ে অতি উত্তম
উপাখ্যান সকল শুনিলাম । এখন সেই ঋষিকণ্ডা যেরূপ তপস্তা করিয়াছিলেন,
সেই সকল বিষয় আপনি বলুন’ ॥২॥

তাঞ্চ দৃষ্ট্বা মুনিঃ শ্রীতঃ কুণিগর্গো মহাযশাঃ ।
 জগাম ত্রিদিবং রাজন্ ! সন্ত্যজ্যেহ কলেবরম্ ॥৪॥
 সূক্রঃ সা হুথ কল্যাণী পুণ্ডরীকনিভেক্ষণা ।
 মহতা তপসোগ্রাণেণ কৃষ্ণাশ্রমমনিন্দিতা ॥৫॥
 উপবাসৈঃ পূজয়ন্তী পিতৃন্ দেবাংশ্চ সা পুরা ।
 তস্মাস্ত তপসোগ্রাণেণ মহান্ কালোহত্যগামূপ ! ॥৬॥ (যুগ্মকম্)
 সা পিত্রা দীয়মানাপি তত্র নৈচ্ছদনিন্দিতা ।
 আত্মনঃ সদৃশং সা তু ভর্তারং নাস্বপশ্যত ॥৭॥
 ততঃ সা তপসোগ্রাণেণ পীড়য়িত্বাত্মনস্তমুম্ ।
 পিতৃদেবার্চনরতা বভূব বিজনে বনে ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

ঋষিরিতি । তপসাং তপস্বিনাম্ । সূক্রঃ কাক্ষিঃ কথ্যাম্ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩॥
 তামিতি । তাং বয়স্বামিতি শেষঃ । ত্রিদিবং স্বর্গম্ ॥৪॥
 সূক্ররিতি । সূক্রনাম, পুণ্ডরীকনিভেক্ষণা পদ্মনয়না । অত্যগাৎ অতীতবান্ ॥৫—৬॥
 সেতি । দীয়মানা বরায় দাতুমিচ্ছমাণাপি । নৈচ্ছদরিমিতি শেষঃ ॥৭॥
 তত ইতি । তপসা বৈধিক্রেশেন ॥৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা ! মহাতেজা ও মহাযশা ‘কুণিগর্গ’নামে এক ঋষি ছিলেন । তপস্বিশ্রেষ্ঠ ও প্রভাবশালী সেই কুণিগর্গ গুরুতর তপস্বী করিয়া, সূক্রনাম্নী একটা মানসী কন্যা সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥৩॥

রাজা ! কালক্রমে মহাযশা কুণিগর্গ সেই কন্যাটিকে বয়স্বী দেখিয়া, আনন্দিত হইয়া, দেহত্যাগ করিয়া, স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন ॥৪॥

নরনাথ ! তাহার পর অনিন্দ্যসুন্দরী ও পদ্মনয়না কল্যাণী সেই সূক্র আশ্রম নিৰ্ম্মাণ করিয়া, গুরুতর ও ভয়ঙ্কর তপস্বী করিতে থাকিয়া, উপবাস অবলম্বনপূর্ব্বক দেবগণ ও পিতৃগণের পূজায় ব্যাপৃত ছিলেন । তিনি যে ভীষণ তপস্বী করিতে-ছিলেন, তাহাতে দীর্ঘকাল অতীত হইয়াছিল ॥৫—৬॥

পিতা তাঁহাকে বরহস্তে সম্প্রদান করিবার ইচ্ছা করিলেও অনিন্দ্যসুন্দরী সূক্র সে বিষয়ে ইচ্ছা করেন নাই ; কারণ, তিনি নিজের উপযুক্ত বরই দেখিতে পান নাই ॥৭॥

তাহার পর সূক্র ভয়ঙ্কর তপস্বীদ্বারা আপন দেহের কষ্ট জন্মাইতে থাকিয়া, নির্জন্ম বনমধ্যে পিতৃলোক ও দেবলোকের পূজায় ব্যাপৃত হইলেন ॥৮॥

(৭)....পতিঃ নৈচ্ছদনিন্দিতা নি ।

আত্মানং মন্যমানাপি কৃতকৃত্যং জ্ঞান্যতা ।
 বার্ককেন চ রাজেন্দ্র ! তপসা চৈব কৰ্ব্বিতা ॥২॥
 সা নাশকদ্যদা গন্তুং পদাৎ পদমপি শ্বয়ম্ ।
 চকার গমনে বুদ্ধিং পরলোকায বৈ তদা ॥১০॥ (যুগ্মকম্)
 মোক্তুকামাস্তু তাং দৃষ্ট্বা শরীরং নারদোহব্রবীৎ ।
 অসংস্কৃতায়ঃ কন্যায়াঃ কুতো লোকাস্তবানঘে ! ॥১১॥
 এবস্তু শ্রুতমস্মাভির্দেবলোকে মহাব্রতে ।।
 তপঃ পরমকং প্রাপ্তং ন তু লোকাস্তয়া জিতাঃ ॥১২॥
 তন্নরদবচঃ শ্রুত্বা সাত্ৰবীদৃষিসংসাদ ।
 তপসোহৰ্কং প্রয়চ্ছামি পাণিগ্রাহস্তু সত্তম ! ॥১৩॥
 ইত্যুক্তে চাস্তা জগ্রাহ পাণিং গালবসন্তবঃ ।
 ঋষিঃ প্রাকৃশ্ৰবান্ নাম সময়ক্ষেদমব্রবীৎ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

আত্মানমিতি । কৰ্ব্বিতা কৃষীকৃত্য । স্বয়ং যষ্ট্যাভ্যনবলঘনেন ॥২—১০॥
 মোক্তুকামামিতি । মোক্তুকামাং ত্যক্তুমিচ্ছুম্ । অসংস্কৃতায় অবিবাহিতায়াঃ ॥১১॥
 এবমিতি । প্রাপ্তং গচ্ছিতম্ । লোকাঃ স্বর্গাঃ, জিতাঃ আয়ত্তীকৃতাঃ ॥১২॥
 তদ্বিতি । যো মে পাণিং গ্রহীষ্যতি তত্শৈ তপসোহৰ্কং দাস্তামীত্যর্থঃ ॥১৩॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! ক্রমে সূক্ত তপস্যার গুণে আপনাকে কৃতকার্য্য মনে করিয়া,
 বার্কক্য ও তপস্যার ফলে শ্রাস্ত ও ক্লশ দেহ হইয়া, যখন নিজের একপদ হইতে অপর
 পদে গমন করিতে সমর্থ হইতে লাগিলেন না, তখন পরলোকে গমন করিবার
 ইচ্ছা করিলেন ॥২—১০॥

তিনি যখন দেহত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিলেন, তখন নারদ আসিয়া, তাহা
 দেখিয়া বলিলেন—‘নিষ্পাপে ! অবিবাহিতা নারীর স্বর্গলাভ হইবে কি
 করিয়া ? ॥১১॥

মহাব্রতে ! আমরা স্বর্গবিষয়ে এইরূপই শুনিয়াছি । তুমি গুরুতর তপস্বী
 করিয়াছ বটে ; কিন্তু বিবাহ না হওয়ায় স্বর্গ আয়ত্ত করিতে পার নাই’ ॥১২॥

নারদের সেই কথা শুনিয়া সূক্ত ঋষিগণের সভায় বলিলেন—‘সাধুশ্রেষ্ঠ !
 যিনি আমার পাণিগ্রহণ করিবেন ; তাঁহাকে আমি আমার তপস্যার অৰ্দ্ধ দান
 করিব’ ॥১৩॥

সময়েন তবাচ্চাহং পাণিং স্প্রক্ষ্যামি শোভনে ।।
 যদ্বেকরাত্রং বস্তব্যং ত্বয়া সহ ময়েতি বৈ ।
 তথেন্তি সা প্রতিশ্রুত্য তস্মৈ পাণিং দদৌ তদা ॥১৫॥
 যথাদৃষ্টেন বিধিনা হুত্বা চাণিং বিধানতঃ ।
 চক্রে চ পাণিগ্রহণং তস্মোদ্ধাহঞ্চ গালবিঃ ॥১৬॥
 সা রাত্রাবভবদ্রাজন্ ! তরুণী বরবর্ণিনী ।
 দিব্যাভরণবস্ত্রা চ দিব্যস্ত্রগমুলেপনা ॥১৭॥
 তাং দৃষ্ট্বা গালবিঃ শ্রীতো দীপয়ন্তীমিব শ্রিয়া ।
 উবাস চ ক্ষপামেকাং প্রভাতে সাত্রবীচ তম্ ॥১৮॥
 যন্তুয়া সময়ো বিপ্র ! কৃতো মে তপতাংবর ! ।
 তেনোমিতাস্মি ভদ্রং তে স্বস্তি তেহস্ত ব্রজাম্যহম্ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । অগ্রাহ গ্রহীতুমিষেৎ । গালবসম্ভবো গালবয়ুনিপুত্রঃ ॥১৪॥
 সময়েনেতি । স্প্রক্ষ্যামি গ্রহীষ্যামি । সা সূত্রঃ । ঘটপাদোহিষং শ্লোকঃ ॥১৫॥
 যথেন্তি । তস্মোদ্ধাহমিতি বিসর্গলোপেহপি সন্ধিরাধঃ । গালবির্গালবপুত্রঃ ॥১৬॥
 সেতি । অভবৎ, তপঃপ্রভাবাদেবেতি ভাবঃ । বরবর্ণিনী উত্তমাক্ষনা ॥১৭॥
 তামিতি । দীপয়ন্তীমালোকং প্রসারয়ন্তীম্ । ক্ষপাং রাত্রীম্ ॥১৮॥
 য ইতি । সময়ো নিয়মঃ । ভদ্রং মঙ্গলম্, স্বস্তি পুণ্যম্ ॥১৯॥

সূত্র এইরূপ বলিলে, গালবের পুত্র প্রাক্ষুঙ্গবান্ তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবার ইচ্ছা জানাইলেন এবং এই নিয়মের বিষয় বলিলেন—॥১৪॥

‘শোভনে ! আমি যদি তোমার সহিত একরাত্রি যথানিয়মে বাস করিতে পারি, তাহা হইলেই আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিব’ । তখন সূত্র ‘তাহাই হইবে’ এই কথা বলিয়া, গালবিকে পাণি সমর্পণ করিলেন ॥১৫॥

ক্রমে গালবি শাস্ত্রদৃষ্ট বিধান অনুসারে হোম করিয়া, যথাবিধানে সূত্রের পাণিগ্রহণ ও বিবাহ করিলেন ॥১৬॥

রাজা ! সূত্র সেই রাত্রিতে তপস্তার প্রভাবে দিব্য অলঙ্কার, বস্ত্র, মাল্য ও অনুলেপনধারিণী যুবতি এবং উত্তমস্ত্রীরূপিণী হইলেন ॥১৭॥

সূত্র তৎকালে আপন কাস্তিতে সকল দিক্ আলোকিত করিতেছেন দেখিয়া, সন্তুষ্ট হইয়া, গালবি তাঁহার সহিত একরাত্রি বাস করিলেন এবং প্রভাতকালে সূত্র গালবিকে বলিলেন—॥১৮॥

‘তপস্বিঃশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ! আপনি আমার বিষয়ে যে নিয়ম করিয়াছিলেন, সেই

সানুজ্জাতাব্রবীদুঃ। যোহস্মিঃস্তীর্থেষু সমাহিতঃ ।
 বৎসৃত্তে রজ্জনোমেকাং তর্পয়িত্বা দিবৌকসঃ ॥২০॥
 চত্বারিংশতমকৌ চ দ্বৌ চাকৌ সম্যগ্গাচরেৎ ।
 যো ব্রহ্মচর্য্যং বর্ষাণি ফলং তস্য লভেত সঃ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)
 এবমুক্ত্বা ততঃ সাধ্বী দেহং ত্যক্ত্বা দিবং গত।
 ঋষিরপ্যভবদীনস্তস্মা রূপং বিচিস্তয়ন্ ॥২২॥
 সময়েন তপোহর্দ্রঞ্চ কৃচ্ছ্রাৎ প্রতিগৃহীতবান্ ।
 সাধয়িত্বা তদাত্মানং তস্যাঃ স গতিমাপ্তবান্ ।
 ছুঃখিতো ভরতশ্ৰেষ্ঠ ! তস্মা রূপবলাৎকৃতঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । অনুজ্জাতা স্বর্গগমনায় গালবিনা । চত্বারিংশতং বর্ষাণীত্যাদি সম্বন্ধঃ, দ্বৌ বৎসরৌ । ব্রহ্মচর্য্যং প্রাপ্তকৃষ্ণবিধমৈখন্যত্যাগম্ ॥২০—২১॥

এবমিতি । ঋষির্গালবিঃ, দীনঃ শোককাতরঃ ॥২২॥

সময়েনেতি । সময়েন প্রাপ্তকৃষ্ণনিয়মেন । সাধয়িত্বা দেহহীনং নিষ্পাদ্য । ষট্‌পাদঃ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

কথমিতি ॥১—২০॥ চত্বারিংশতমকৌ চেতি প্রতিবেদং দ্বাদশবর্ষাণীতি বেদচতুষ্টয়া-
 ধ্যয়নায়াষ্টচত্বারিংশবর্ষাণি । ততো দ্বৌ বৎসরৌ স্নাতকেন গুরোরানুগত্যর্থং সেবা কার্য্যা,
 ততোহষ্টবার্ষিকীং কত্যাং পরিণীয তস্মা যৌবনাবধ্যষ্টবর্ষাণীত্যষ্টপঞ্চাশবর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যং
 সর্ব্বশ্রেষ্ঠম্ ॥২১—২২॥

ইতি শল্যপর্কণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥৪৮॥

নিয়ম অনুসারে আমি আপনার সহিত একরাত্রি বাস করিলাম ; এখন আমি
 চলিয়া যাইব, আপনার মঙ্গল হউক এবং আপনি ধর্ম্ম সঞ্চয় করুন' ॥১৯॥

গালবি সে বিষয়ে অনুমতি করিলে, সুজ্ঞ পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন—‘যে
 লোক এই তীর্থে দেবগণের তর্পণ করিয়া একরাত্রি বাস করিবে ; সেই লোক—
 আটচল্লিশ বৎসর, আট বৎসর ও দুই বৎসর যাবৎ যথানিয়মে ব্রহ্মচর্য্যব্রতচরণ-
 কারীর ফল লাভ করিবে’ ॥২০—২১॥

এই কথা বলিয়া সাধ্বী সুজ্ঞ দেহ ত্যাগ করিয়া, স্বর্গে চলিয়া গেলেন ; গালবিও
 তাঁহার রূপ স্মরণ করিয়া, শোকে কাতর হইয়া পড়িলেন ॥২২॥

ভরতশ্ৰেষ্ঠ ! গালবি পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কষ্টে সুজ্ঞর তপস্যার অর্দ্ধ গ্রহণ
 করিয়াছিলেন ; সুতরাং তিনিও তখন সুজ্ঞর রূপে আকৃষ্ট ও ছুঃখিত হইয়া,
 দেহ ত্যাগ করিয়া, তাঁহারই অনুসরণ করিলেন ॥২৩॥

(২৩)....ততঃ সা গতিমবিশ্যাৎ—পি,...স গতিমবিশ্যাৎ—বহু বর্দ্ধ সো ।

এতন্তে বুদ্ধকল্যাণা ব্যাখ্যাং চরিতং মহং ।

তথৈব ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ স্বৰ্গশ্চ চ গতিঃ শুভা ॥২৪॥

তত্রস্থশ্চাপি শুশ্রীষ হতং শল্যং হলায়ুধঃ ।

তত্রাপি দত্ত্বা দানানি দ্বিজাতিভ্যঃ পরন্তপ ! ।

শুশোচ শল্যং সংগ্রামে নিহতং পাণ্ডবৈস্তদা ॥২৫॥

সমস্তপঞ্চকদ্বারান্ততো নিক্ষুপ্য মাধবঃ ।

পপ্রচ্ছষিগণান্ রামঃ কুরুক্ষেত্রশ্চ যং ফলম্ ॥২৬॥

তে পৃষ্ঠা যদ্ব্যসিংহেন কুরুক্ষেত্রফলং বিভো ! ।

সমাচখুর্মহাত্মানস্তস্মৈ সৰ্ব্বং যথা তথম্ ॥২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপৰ্বণি

গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানেন

অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

এতদিতি বুদ্ধকল্যাণাঃ সূত্রবঃ, ব্যাখ্যাং বিশেষণোক্তম্ ॥২৪॥

তত্রৈতি । দীপ্ত ইতি দানানি ধনানি । ষট্-পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৫॥

সমস্তেতি । মাধবো মধুবংশীয়ো রামঃ । কুরুক্ষেত্রশ্চ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধশ্চ ॥২৬॥

ত ইতি । যদ্ব্যসিংহেন যদ্বংশশ্রেষ্ঠেন রামেণ ॥২৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যনিরচিতায়াং মহাভারত-

টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপৰ্বণি গদাযুদ্ধে অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

রাজা ! এই আপনার নিকট বুদ্ধকল্যাণ উদার চরিত্র, ব্রহ্মচর্য্য ও স্বৰ্গ লাভের বিষয় বলিলাম ॥২৪॥

শত্রুসম্ভাপকারী রাজা ! বলরাম সেই স্থানে থাকিয়া শুনিতে পাইলেন যে, যুদ্ধে শল্য নিহত হইয়াছেন ; পরে বলরাম সেই তীর্থেও ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিয়া, যুদ্ধে পাণ্ডবনিহত শল্যের বিষয়ে শোক করিলেন ॥২৫॥

তাহার পর মধুবংশীয় বলরাম সেই তীর্থ হইতে সমস্তপঞ্চকের পথে আসিয়া, ঋষিগণের নিকট কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের ফল জিজ্ঞাসা করিলেন ॥২৬॥

রাজা ! যদ্বংশশ্রেষ্ঠ বলরাম সেই ঋষিগণের নিকটে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের ফল জিজ্ঞাসা করিলে, সেই মহাত্মারা বলরামের নিকটে যথাযথভাবে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের ফল বলিলেন ॥২৭॥

* ‘...দ্বিপকাশস্তমোহধ্যায়ঃ’ পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, ‘...ত্রিপকাশস্তমোহধ্যায়ঃ’ নি ।

উনপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

—:•••:—

ঋষয় উচুঃ ।

প্রজাপতেরুত্তরবেদিরুচ্যতে সনাতনী রাম ! সমস্তপঞ্চকম্ ।
সমীজিরে যত্র পুরা দিবৌকসো বরেণ সত্রেণ মহাবরপ্রদাঃ ॥১॥
পুরা চ রাজর্ষিবরেণ ধীমতা বহুনি বর্ষণ্যমিতেন তেজসা ।
প্রকৃষ্টমেতৎ কুরুণা মহাত্মনা ততঃ কুরুক্ষেত্রমিতীহ পপ্রথে ॥২॥

রাম উবাচ ।

কিমর্থং কুরুণা কৃষ্টং ক্ষেত্রমেতন্মহাত্মনা ।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং কথ্যমানং তপোধনাঃ ! ॥৩॥
ঋষয় উচুঃ ।

পুরা কিল কুরুং রাম ! কর্ষন্তুং সততোথিতম্ ।
অভ্যেত্য শক্রাস্ত্রদিবাং পর্য্যপৃচ্ছত কারণম্ ॥৪॥

ভারতকো দী

সমস্তপঞ্চকতোং কর্ষমাহ প্রজ্ঞেতি । প্রজাপতেব্রক্ষণঃ, উত্তরবেদির্দ্বিজস্ত উত্তমা পম্বিক্ততা
ভূমিঃ, সনাতনী চিরন্তনী, সমস্তপঞ্চকশব্দস্ত ব্যুৎপত্তিস্ত প্রাগেব দর্শিতা । সত্রেণ যজ্ঞেন ॥১॥
কুরুক্ষেত্রপদস্ত ব্যুৎপত্তিমাহ পুরেতি । প্রকৃষ্টং কর্ষণাস্পদীকৃতম্ । পপ্রথে প্রথিতম্ ॥২॥
কিমিতি । কুরুণা তদাখ্যেয় রাজ্ঞা, ক্ষেত্রং ভূমিঃ ॥৩॥
পুরেতি । সততোথিতং কর্ষণ এব সর্বদোদ্যোগিনম্ । কারণং কর্ষণহেতুম্ ॥৪॥

ঋষরা বললেন—‘রাম ! প্রধান বরদাতা দেবতারা পূর্বকালে যে স্থানে
উত্তম যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এই সেই—‘সমস্তপঞ্চক’, ইহাকে ব্রহ্মার সনাতনী উত্তর-
বেদি বলে ॥১॥

পূর্বকালে ব্রজর্ষিশ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান ও মহাত্মা কুরু নিজের অসাধারণ শক্তির
গুণে এই ক্ষেত্র সকল বহু বৎসর যাবৎ কর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই জন্তই এই
স্থানটী—‘কুরুক্ষেত্র’নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে’ ॥২॥

বলরাম বলিলেন—‘তপস্বিগণ ! মহাত্মা কুরু এই ক্ষেত্রটীকে কেন কর্ষণ
করিয়াছিলেন ? তাহা আপনারা বলুন, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি’ ॥৩॥

ঋষিরা বলিলেন—‘রাম ! পূর্বকালে রাজা কুরু সর্বদা উদ্যোগী হইয়া এই

ইন্দ্র উবাচ ।

কিমিদং বর্ত্ততে রাজন্ ! প্রযত্নেন পরেণ চ ।

রাজর্ষে ! কিমভিপ্রেতং যেনেয়ং কৃশ্যতে ক্ষিতিঃ ॥৫॥

কুরুকুবাচ ।

ইহ যে পুরুষাঃ ক্ষেত্রে মরিষ্যন্তি শতক্রতো ! ।

তে গমিষ্যন্তি স্কৃতান্ লোকান্ পাপাববর্জিতান্ ॥৬॥

অবহন্ত ততঃ শত্রো জগাম ত্রিদিবং প্রভুঃ ।

রাজযিরপ্য'নিকিঞ্চঃ কৰ্ষতোব বসুন্ধরাম্ ॥৭॥

আগম্যাগম্য চৈবৈনং ভূয়ো ভূয়োহবহন্ত চ ।

শতক্রতুরনিকিঞ্চিঞ্চঃ পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা জগাম হ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । পরেণ মহতা । অভিপ্রেতং স্বয়েতি শেষঃ ॥৫॥

ইহেতি । পুরুষা মানুষাঃ । স্কৃতান্ পুণ্যময়ান্, লোকান্ স্বর্গান্ ॥৬॥

অবেতি । অবহন্ত কুরোরিচ্ছামাত্রেণ মৃতানাং স্বর্গলাভাসম্ভবেন তন্ত নিরোধব্ধসম্ভাবনয়া
কৌতুকোদয়াদিতি ভাবঃ । অনিকিঞ্চ ইন্দ্রাবহাসেহপি আত্মগ্লানিমনাগ্নয়ঃ ঔৎসুক্য-
প্রাবল্যাৎ ॥৭॥

আগম্যেতি । ভূয়ো ভূয়ঃ পুনঃ পুনঃ । পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা কর্ষণকারণমিতি শেষঃ ॥৮॥

ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে লাগিলে, ইন্দ্র স্বর্গ হইতে আসিয়া, উহার কারণ জিজ্ঞাসা
করিলেন' ॥৪॥

ইন্দ্র বলিলেন—‘রাজা ! এটা কি হইতেছে ! রাজর্ষি ! আপনি কি ইচ্ছা
করিয়াছেন ? যেহেতু আপনি মহাযত্নে এই ভূমি কর্ষণ করিতেছেন’ ॥৫॥

কুরু বলিলেন—‘দেবরাজ ! যে সকল মানুষ এই ক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করিবে,
তাহারা পুণ্যময় ও পাপশূন্য স্বর্গলোকে যাইবে’ ॥৬॥

তদনন্তর প্রভাবশালী ইন্দ্র উপহাস করিয়া, পুনরায় স্বর্গে চলিয়া গেলেন ;
এদিকে রাজর্ষি কুরুও সে উপহাসে আত্মগ্লানি অনুভব না করিয়া, ভূমি কর্ষণই
করিতে লাগিলেন ॥৭॥

তৎপরে ইন্দ্র আসিয়া আসিয়া, বার বার উপহাস করিয়া, আত্মগ্লানিশূন্য
কুরুকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া, যাইতে লাগিলেন ॥৮॥

(৫) কিমিদং বর্ত্ততে কর্ষ...নি । (৬)...তে গমিষ্যন্তি স্বর্গলোকান্...পি, ক্ষেত্রে
জনিষ্যন্তি...নি । (৮)...পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা জগাম হ—পি ।

যদা তু তপসোগ্রাণ চকর্ষ বনুধাং নৃপঃ ।
 ততঃ শক্রোহব্রবীদেবান্ রাজর্ষেয্যচ্চিকীর্ষিতম্ ॥৯॥
 এতচ্ছ স্বাক্রবন্ দেবাঃ সহস্রাক্ষমিদং বচঃ ।
 বরেণ ছন্দ্যতাং শক্র ! রাজর্ষির্যদি শক্যতে ॥১০॥
 যদি হত্রে প্রমীতা বৈ স্বর্গে গচ্ছন্তি মানবাঃ ।
 অস্মাননিষ্টা ক্রভুভির্ভাগো নো ন ভবিষ্যতি ॥১১॥
 আগম্য চ ততঃ শক্রস্তদা রাজর্ষিমব্রবীৎ ।
 অনং খেদেন ভবতঃ ক্রিয়তাং বচনং মম ॥১২॥
 মানবা যে নিরাহারা দেহং ত্যক্ত্যন্ত্যতস্মিতাঃ ।
 যুধি বা নিহতাঃ সম্যগপি তিৰ্য্যগ্গতা নৃপ ! ॥১৩॥
 তে স্বর্গভাজো রাজেন্দ্র ! ভবিষ্যন্তি মহামতে ! ।
 তথাস্থিতি ততো রাজা কুরুঃ শক্রমুবাচ হ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

যদেতি । নৃপঃ কুরুঃ । চিকীর্ষিতং কৰ্ত্তৃমিষ্টম্ ॥৯॥

এতদিতি । সহস্রাক্ষমিষ্টম্ । ছন্দ্যতাং ষোপদেশরক্ষায়ামতিমুখীক্রিয়তাম্ ॥১০॥

যদীতি । প্রমীতা মৃত্যুত্যাগী । অনিষ্টা যজ্ঞেনাপূজয়িত্বা । ভাগো যজ্ঞাংশঃ ॥১১॥

আগম্যেতি । খেদেন এতৎ ক্ষেত্রকর্ষণপরিশ্রমেণ ॥১২॥

মানবা ইতি । নিরাহারা যজ্ঞাদৌ, অতস্মিতা ইষ্টদেবস্মরণে প্রবৃত্তাঃ । তিৰ্য্যগ্গতা
 মনুষ্যেতরপ্রাণিনঃ । স্বর্গভাজঃ স্বর্গগামিনঃ ॥১৩—১৪॥

তাহার পর কুরু যখন ভীষণ তপস্বী করিয়া, ভূমি কর্ষণ করিতে থাকিলেন,
 তখন ইন্দ্র রাজর্ষি কুরুর যাহা অভিপ্রেত ছিল, তাহা দেবগণকে বলিলেন—৥৯॥

ইন্দ্রের সেই কথা শুনিয়া, দেবতারাই তাহাকে এই কথা বলিলেন—‘দেবরাজ !
 আপনি যদি পারেন, তাহা হইলে বর দান করিয়া, রাজর্ষিকে নিবৃত্ত করুন ॥১০॥

মানুষেরা যদি যজ্ঞদ্বারা আমাদের সম্ভোষবিধান না করিয়া, কেবল এইস্থানে
 মরিয়াই স্বর্গে যায়, তাহা হইলে আমাদের আর যজ্ঞভাগ লাভ হইবে না’ ॥১১॥

তদনন্তর দেবরাজ আসিয়া রাজর্ষি কুরুকে বলিলেন—‘মহারাজ ! আপনার
 পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন নাই ; আমার কথা রক্ষা করুন ॥১২॥

মহামতি রাজশ্রেষ্ঠ রাজা ! যে সকল মানুষ পূর্ব্বে যজ্ঞে অনাহারে থাকিয়া,
 পরে ইষ্টদেবস্মরণে প্রবৃত্ত হইয়া, এই স্থানে প্রাণ ত্যাগ করিবে, কিংবা যুদ্ধে নিহত
 হইবে ; অথবা মনুষ্য ভিন্ন যে সকল প্রাণী এইস্থানে দেহ ত্যাগ করিবে, তাহারা

(১৪)....ওবস্তীহ হতাস্ত যে....নি ।

ততস্তমভ্যনুজ্ঞাপ্য প্রহ্ষেণাস্তরাঙ্গনা ।
 জগাম ত্রিদিবং ভূয়ঃ ক্ষিপ্রং বলনিসূদনঃ ॥১৫॥
 এবমেতদ্যত্নশ্চেষ্ট ! কৃষ্ণং রাজর্ষিণা পুরা ।
 শক্রেণ চাভ্যনুজ্ঞাতং পুণ্যং প্রাণান্ বিমুক্ততাম্ ॥১৬॥
 ব্রহ্মাঽশ্চৈব সুরশ্চেষ্টৈঃ পুণ্যৈ রাজর্ষিভিস্তথা ।
 নাতঃ পরতরং পুণ্যং ভূমেঃ স্থানং ভবিষ্যতি ॥১৭॥
 ইহ তপ্যাস্তি যে কেচিত্তপঃ পরমকং নরাঃ ।
 দেহত্যাগেন তে সর্বৈ যাস্তস্তি ব্রহ্মণঃ ক্ষয়ম্ ॥১৮॥
 যে পুনঃ পুণ্যভাজো বৈ দানং দাস্তস্তি মানবাঃ ।
 তেষাং সহস্রগুণিতং ভবিষ্যত্যচিরেণ বৈ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । ত্রিদিবং স্বর্গম্, বলনিসূদন ইন্দ্রঃ ॥১৫॥

এবমিতি । রাজর্ষিণা কুরুণা । পুণ্যং পুণ্যজনকতয়া স্বর্গজনকম্, অতএবেদং কুরুক্ষেত্রং
 কুরুপাণ্ডবৈর্ষুদ্ধক্ষেত্রতয়া কলিতমিতি ভাবঃ ॥১৬॥

ব্রহ্মেতি । ভবিষ্যতি, ইত্যন্তমুক্তমিতি শেষঃ ॥১৭॥

ইহেতি । ক্ষয়ং ভবনম্, “নিলয়াপচয়ো ক্ষয়ো” ইত্যমরঃ ॥১৮॥

য ইতি । পুণ্যভাজঃ পুণ্যার্জনাত্মিনঃ । অত্র কুরুক্ষেত্র ইতি শেষঃ ॥১৯॥

সকলেই স্বর্গলোকে গমন করিবে’ । ‘তাহাই হউক’ এই কথা কুরু ইন্দ্রকে
 বলিলেন ॥১৩—১৪॥

তাহার পর ইন্দ্র কুরুর অনুমতি লইয়া, হৃষ্টচিত্তে পুনরায় স্বর্গে চলিয়া
 গেলেন ॥১৫॥

যত্নশ্চেষ্ট ! পূর্বকালে রাজর্ষি কুরু এই জন্ম এইস্থান কর্ষণ করিয়াছিলেন এবং
 ইন্দ্রও এই স্থানটাকে মুমূর্ষু ব্যক্তিগণের পক্ষে পুণ্যজনক বলিয়া অনুমোদন করিয়া-
 ছিলেন ॥১৬॥

আর ব্রহ্মাদি প্রধান দেবতার এবং পুণ্যবান্ রাজর্ষিরা বলিয়াছিলেন যে,
 ‘সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এইস্থান অপেক্ষা অধিক পুণ্যজনক স্থান আর হইবে
 না’ ॥১৭॥

যে কোন মানুষ এই কুরুক্ষেত্রে গুরুতর তপস্যা করিবে, তাহারা সকলেই
 দেহ ত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মলোকে গমন করিবে ॥১৮॥

(১৬)....পুণ্যে প্রাণান্ মুমোচ হ—নি ।

যে চেহ নিত্যং মনুজা নিবৎশ্রুতি শুভৈষিণঃ ।

যমশ্র বিষয়ং তে তু ন দ্রক্ষ্যন্তি কদাচন ॥২০॥

যক্ষ্যন্তি যে চ ক্রতুভির্মহন্তি মনুজেশ্বরীঃ ।

তেষাং ত্রিপিষ্টপে বাসো যাবদভূমির্ধরিশ্রুতি ॥২১॥

অপি চাত্র স্বয়ং শক্রে জগৌ গাথাং সুরাধিপঃ ।

কুরুক্ষেত্রে নিবদ্ধাং বৈ তাং শৃণুষ হল্যযুধ ! ॥২২॥

পাংশবোহপি কুরুক্ষেত্রাদ্বায়ুনা সমুদীরিতাঃ ।

অপি দুষ্কৃতকর্মাণং নয়ন্তি পরমাং গতিম্ ॥২৩॥

সুরর্ষভা ব্রাহ্মণসন্তমাশ্চ তথা নৃগাণা নরদেবমুখাঃ ।

ইষ্টা মহাহৈঃ ক্রতুভিন্ সিংহাঃ সন্ত্যজ্য দেহান্ অগতিং প্রপন্নাঃ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি । বিষয়ং দেশং লোকমিতি যাবৎ । ন দ্রক্ষ্যন্তি স্বর্গগমনাৎ ॥২০॥

যক্ষ্যন্তীতি । ক্রতুভির্ষজৈঃ । ত্রিপিষ্টপে স্বর্গে, ধরিশ্রুতি স্বাত্তি ॥২১॥

অপীতি । গাথাং গানরূপতয়া বদ্ধাং বাচম্ । নিবদ্ধাং রচিতাম্ ॥২২॥

পাংশব ইতি । পাংশবো দুষ্কৃতকর্মাণং স্পৃশন্তো ধূলয়ঃ, সমুদীরিতাঃ প্রেরিতাঃ ॥২৩॥

সুরেতি । সুরর্ষভা দেবশ্রেষ্ঠাঃ, নরদেবমুখা রাজশ্রেষ্ঠাঃ । ইষ্টা যাগং কৃৎবা, মহাহৈ-
রতিপ্রশস্তৈঃ । সুরর্ষভা ইত্যশ্র ইষ্টেতিমাত্রৈণাঘয়ঃ, অমরাণাং তেবাং দেহত্যাগাসম্ভবাৎ ॥২৪॥

সে সকল মানুষ পুণ্য লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া, এইস্থানে দান করিবে,
তাহাদের সেই দানফল অচিরকালমধ্যেই সহস্র গুণ হইবে ॥১৯॥

যে সকল মানুষ শুভার্থী হইয়া, সর্বদা এইস্থানে বাস করিবে, তাহারা কখনও
যমলোক দর্শন করিবে না ॥২০॥

যে সকল রাজা এইস্থানে মহাযজ্ঞ করিবেন, যত কাল পৃথিবী থাকিবে, তত
কাল তাহাদের স্বর্গে বাস হইবে ॥২১॥

রাম ! দেবরাজ ইন্দ্র এই কুরুক্ষেত্রে যে গাথাটা রচনা করিয়া, গান করিয়া-
ছিলেন, তাহা আপনি শ্রবণ করুন—॥২২॥

‘কুরুক্ষেত্র হইতে বায়ুকর্তৃক উত্তোলিত ধূলিও পাপিলোককেও পরম গতি
লাভ করাইয়া থাকে ॥২৩॥

দেবশ্রেষ্ঠগণ, প্রধান ব্রাহ্মণগণ এবং নরশ্রেষ্ঠ ও রাজশ্রেষ্ঠ নৃগণভূতি রাজগণ
এইস্থানে অতিপ্রশস্ত যজ্ঞ করিয়া, দেহত্যাগপূর্বক পরম গতি লাভ
করিয়াছেন ॥২৪॥

তারস্তুকারস্তুকযোৰ্যদন্তরং রামহৃদানাঞ্চ মচক্রুকস্ত ।

এতৎ কুরুক্ষেত্রসমস্তপঞ্চকং প্রজাপতেরুত্তরবেদিরুচ্যতে ॥২৫॥

শিবং মহৎ পুণ্যমিদং দিবৌকসাং স্তস্ম্যতং সর্বগুণৈঃ সমন্বিতম্ ।

অতশ্চ সৰ্বৈহত্র নৃপা হতা রণে যাস্তন্তি পুণ্যাং গতিমক্ষয়াং সদা ॥২৬॥

ইতু্যবাচ স্বয়ং শক্রঃ কুরুক্ষেত্রমহোদয়ম্ ।

তচ্চানুমোদিতং সৰ্বং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরৈঃ ॥২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়্যাসিক্যাং শল্যপৰ্বণি
গদাযুদ্ধে বলদেবতীৰ্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে

উনপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

কুরুক্ষেত্র সৰ্বতঃ সীমামাহ তারস্তুকেতি । তারস্তুকারস্তুকাখ্যো স্থানবিশেষো তস্মৈ-
ৰ্যদন্তরং মধ্যম্, রামহৃদানাং জামদগ্ন্যকৃতপিতৃতর্পণার্থকগর্তানাম্, মচক্রুকস্ত তদাখ্যস্ত স্থানস্ত
চ যদন্তরম্, এতত্তৎ কুরুক্ষেত্র সমস্তপঞ্চকং নাম স্থানম্ ; তদেব চ প্রজাপতে ব্রহ্মণঃ, উত্তর-
বেদির্নামোচ্যতে মুনিভিঃ, অস্ত্র প্রাপ্তক্বেহপি প্রসঙ্গভেদাদপ্ননক্ৰুতিঃ ॥২৫॥

শিবমিতি । শিবং জীবতাং মঙ্গলকরম্, পুণ্যং জনকম্, দিবৌকসাং দেবানাম্ ॥২৬॥

ইতীতি । উবাচ গাথাৎ, কুরুক্ষেত্র মহোদয়মত্যাৎকৰ্মম্ ॥২৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ শল্যপৰ্বণি গদাযুদ্ধে উনপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রজাপতেরिति ॥১—১৭॥ ব্রহ্মণঃ ক্ষয়ং নিবাসম্ ॥১৮—২৫॥ সারস্বতানাং তীর্থানাং
বর্ণনং কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্যাজ্ঞাপনার্থম্ । তদপি তত্র যুতানামন্তেষামপি স্বর্গতিপ্রদং কিমুত-
ক্ষত্রধর্মেণ যুতানামিত্যেতদর্থম্ । তদেবোপসংহরন্ দর্শয়তি—অতশ্চেতি ॥২৬—২৭॥

ইতি শল্যপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে উনপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥৪২॥

তারস্তুক, অরস্তুক, রামহৃদ ও মচক্রুকের যাহা মধ্যস্থান, তাহাকেই কুরুক্ষেত্রের
'সমস্তপঞ্চক' বলে এবং মুনিরা ইহাকেই ব্রহ্মার উত্তরবেদি বলিয়া থাকেন ॥২৫॥

এই স্থানটী—মঙ্গলময়, পুণ্যজনক, দেবগণের অত্যন্ত প্রিয় ও সর্বগুণসমন্বিত ;
অতএব রাজারা এইস্থানে যুদ্ধে নিহত হইয়া, সর্বদা অক্ষয় স্বর্গ লাভ
করিবেন ॥২৬॥

স্বয়ং দেবরাজ কুরুক্ষেত্রের এইরূপ বিশেষ উৎকর্ষের কথা বলিয়াছেন, আর
ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরও তাহা অনুমোদন করিয়াছেন ॥২৭॥

(২৫) তারণকাবর্ণকয়োঃ... পি,...মচক্রুকস্ত...বঙ্গ বর্দ্ধ । * '...ত্রিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ'
পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা লো, '...চক্রুঃপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ' নি ।

পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

কুরুক্ষেত্রং ততো দৃষ্ট্বা দত্তা দায়াংশ্চ সাস্বতঃ ।
আশ্রমং স্তমহদ্ব্যমগমজ্জনমেজয় । ১১॥
মধুকাত্রবণোপেতং প্লক্ষ্যগ্ৰোধসঙ্কুলম্ ।
চিরবিদ্ব্যুতং পুণ্যং পনসার্জুনসঙ্কুলম্ ১২॥ (যুগ্মকম্)
তং দৃষ্ট্বা যাদবশ্রেষ্ঠঃ প্রবরং পুণ্যলক্ষণম্ ।
পপ্রচ্ছ তানৃষীন্ সৰ্বান্ কশ্যাশ্রমবরস্ত্বয়ম্ ১৩॥
তে তু সৰ্বে মহাত্মান উচু রাক্ষন ! হলায়ুধম্ ।
শৃণু বিস্তরশো রাম ! যশ্যায়ং পূৰ্ব আশ্রমঃ ১৪॥
অত্র বিষ্ণুঃ পুরা দেবস্তপ্তবাংস্তপ উত্তমম্ ।
অত্রাশ্র বিধিবদ্যজ্ঞঃ সৰ্বে বৃত্তাঃ সনাতনাঃ ১৫॥

ভারতকৌমুদী

কুরুক্ষেত্রমিতি । দীয়ন্ত ইতি দায়া ধনানি তান্, সাস্বতস্তবংশীয়ো রামঃ । মধুকা
মধুক্রমাঃ, প্লক্ষাঃ পৰ্কটীবৃক্ষাঃ গ্ৰোধো বটবৃক্ষাশ্চ তৈ সঙ্কুলং ব্যাপ্তম্ ১১—১২॥
তমিতি । প্রবরযুত্তমম্, পুণ্যলক্ষণং পবিত্রস্বরূপম্ ১৩॥
ত ইতি । হলায়ুধং বলরামম্ । আশ্রম আসীদিতি শেষঃ ১৪॥
অত্রৈতি । তপ্তবান্ কৃতবান্ । বৃত্তাঃ নিপ্নাঃ, সনাতনাশ্চিরস্থায়িকলাঃ ১৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা জনমেজয় ! তাহার পর বলরাম কুরুক্ষেত্র
দেখিয়া এবং সেস্থানে দান করিয়া, অতিবিশাল ও মনোহর একটা আশ্রমে
গমন করিলেন । সেই আশ্রমটীতে মহয়া ও আশ্রবন, বহুতর পৰ্কটী ও বটবৃক্ষ,
বহু দিন হইতে বিদ্বব্যুত এবং পনস ও অৰ্জুনবৃক্ষ সকল বিद्यমান ছিল ১১—১২॥

যদুবংশশ্রেষ্ঠ বলরাম সেই উত্তম ও পবিত্র আশ্রমটী দেখিয়া, ঋষিগণের
নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—‘এই উত্তম আশ্রমটী কাঁহার’ ১৩॥

রাজা ! তখন সেই মহাত্মারা সকলে বলরামকে বলিলেন—‘রাম ! পূৰ্বে
যাঁহার এই আশ্রমটী ছিল, তাঁহার বিষয় আপনি বিস্তরক্রমে শ্রবণ করুন—১৪॥

(১) আশ্রমং স্তমহং পুণ্যং...পি নি ।

অত্রৈব ব্রাহ্মণী সিদ্ধা কোমারব্রহ্মচারিণী ।
 যোগযুক্তা দিবং যাতা তপঃসিদ্ধা তপস্বিনী ॥৬॥
 বভূব শ্রীমতী রাম ! শান্তিল্যস্ত মহাস্থনঃ ।
 স্ততা ধৃতব্রতা সাধ্বী নিয়তা ব্রহ্মচারিণী ॥৭॥
 সা তু তপ্তা তপো ঘোরং দুশ্চরং স্ত্রীজনেন হ ।
 গতা স্বর্গং মহাভাগা দেবব্রাহ্মণপূজিতা ।
 শ্রদ্ধা ঋষীণাং বচনমাশ্রমং তং জগাম হ ॥৮॥
 ঋষীংস্তানভিবাচ্যথ পার্শ্বে হিমবতোহচ্যুতঃ ।
 সন্ধ্যাকার্য্যাণি সর্বাণি নির্বর্ত্যারুহেহচলম্ ॥৯॥
 নাতিদূরং ততো গত্বা নগং তালধ্বজো বলী ।
 পুণ্যং তীর্থবরং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং পরমং গতঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

অত্রৈতি । কোমারং শৈশবাদারভ্যেব ব্রহ্মচারিণী জিতেন্দ্রিয়া ॥৬॥
 বভূবেতি । শ্রীমতী সুন্দরী । নিয়তা সংযতচিত্তা, ব্রহ্মচারিণী যথাকালেহপি মৈথুন-
 ত্যাগিনী ॥৭॥
 সেতি । জগাম প্রকরণাদলরাম ইতি শেষঃ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৮॥
 ঋষীনিতি । অচ্যুতো ধর্ম্মকার্য্যাদভ্রষ্টো রামঃ । নির্বর্ত্য সমাপ্য ॥৯॥
 নেতি । নগং পর্ব্বতং হিমবন্তম্, তালধ্বজো রামঃ ॥১০॥

এই স্থানে পূর্ব্বকালে ভগবান্ নারায়ণ গুরুতর তপস্তা করিয়াছিলেন এবং
 এই স্থানেই চিরস্থায়ী ফলজনক তাঁহার নানাবিধ যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছিল ॥৫॥

এই স্থানেই বাল্যকালাবধি জিতেন্দ্রিয়া, তপস্বিনী ও যোগাভ্যাসকারিণী
 একটী ব্রাহ্মণকন্যা তপস্তায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ॥৬॥

রাম ! তিনি মহাত্মা শান্তিল্যের কন্যা, পরমসুন্দরী, সংযতচিত্তা, ব্রতাবলম্বিনী,
 সাধুস্বভাবা ও ব্রহ্মচারিণী ছিলেন ॥৭॥

দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের সম্মানিতা, মহাভাগা সেই শান্তিল্যকন্যা জীলোকেশ
 পক্ষে ছুঙ্কর ভয়ঙ্কর তপস্তা করিয়া, যথাসময়ে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন ।
 বলরাম ঋষিগণের সেই সকল বাক্য শুনিয়া, সেই আশ্রমে গমন করিলেন ॥৮॥

তাহার পর ধার্ম্মিক বলরাম ঋষিগণকে অভিবাদন করিয়া, হিমালয়ের
 পার্শ্বদেশে সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য সমাপনপূর্ব্বক হিমালয়ে আরোহণ করিলেন ॥৯॥

(৭)...বভূব শ্রীমতী রাম !—বদ বর্ধ নি ।

প্রভাবঞ্চ সরস্বত্যাঃ প্লক্ষপ্রশ্রবণং বলং ।
 সঙ্গাপ্তাঃ কারবপনং প্রবরং তীর্থমুত্তমম্ ॥১১॥
 হলায়ুধস্তত্র চাপি দস্তা দানং মহাবলং ।
 আগ্নুতঃ সলিলে পুণ্যে স্থনীতে বিমলে শুচৌ ।
 সস্তূর্ণয়ামাস পিতৃন দেবাংশ্চ রণদুর্মদঃ ॥১২॥
 তত্রোষ্ট্রৈকাস্ত রজনীং যতিভির্ত্র্যাক্ষগৈঃ সহ ।
 মিত্রাবরুণয়োঃ পুণ্যং জগামাশ্রমমচ্যুতঃ ॥১৩॥
 ইন্দ্রোহগ্নিরর্য্যমা চৈব যত্র প্রাক্ প্রীতিমাপ্নুবন ।
 তং দেশং কারবপনাদ্ঘমুনায়াং জগাম হ ॥১৪॥
 স্নাত্বা তত্রাপি ধর্ম্মাত্মা পরাং প্রীতিমবাপ্য চ ।
 ঋষিভিঃশ্চৈব সিদ্ধৈশ্চ সহিতো বৈ মহাবলঃ ।
 উপবিষ্টঃ কথাঃ শুভ্রাঃ শুশ্রাব যদুপুঙ্গবঃ ॥১৫॥

ভারতকোমদী

প্রভাবমিতি । প্লক্ষাং পর্কটীবনাং প্রশ্রবণং প্রবহণরূপম্ । কারবপনং নাম ॥১১॥
 হলেতি । আগ্নুতঃ কৃতবানঃ, শুচৌ পবিত্রে । যট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১২॥
 তত্রেতি । উষ্ট্র-উষিহা, যতিভির্জিতৈঃস্রিয়ৈঃ । অচ্যুতো ধর্ম্মাদব্রষ্টঃ ॥১৩॥
 ইত্র ইতি । অর্য্যমা সূর্য্যঃ, কারবপনাং তদাখ্যাদেশাৎ ॥১৪॥
 স্নাত্বেতি । সিদ্ধৈস্তপোষোগামুদ্বাদেন কৃতার্থৈঃ । শুভ্রা নির্মলাঃ । যট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৫॥

বলবান্ বলরাম সে স্থান হইতে পর্বতপথেই অনতিদূরে যাইয়া, উত্তম একটা
 পবিত্র তীর্থ দেখিয়া, অত্যন্ত বিশ্বয়াপন্ন হইলেন ॥১০॥

ক্রমে বলরাম কারবপননামক উত্তম ও শ্রেষ্ঠ তীর্থে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ;
 সেই তীর্থে সরস্বতীনদী পর্কটীবন হইতে নির্গত হইতেছিল এবং তথায় তাহার
 ধর্ম্মতোষ রহিতেছিল ॥১১॥

মহাবল ও যুদ্ধহর্ষ বলরাম সেই তীর্থেও পবিত্র, শীতল ও নির্মল জলে স্নান
 এবং দান করিয়া, দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন ॥১২॥

ধার্ম্মিক বলরাম জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণের সহিত সেই তীর্থে একরাত্রি বাস
 করিয়া, মিত্রাবরুণের পবিত্র আশ্রমে গমন করিলেন ॥১৩॥

পরে ইন্দ্র, অগ্নি ও সূর্য্য যে স্থানে প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন, বলরাম
 কারবপন হইতে ঘমুনানদীর সেই স্থানে গমন করিলেন ॥১৪॥

(১৪)...যদুপ্রেষ্ঠো অগাম হ—পি,...স তস্মাদাঅগাম হ—নি ।

তথা তু তিষ্ঠতাং তেষাং নারদো ভগবানৃষিঃ ।
 আজগামাথ তং দেশং যত্র রামো ব্যবস্থিতঃ ॥১৬॥
 জটামণ্ডলসংবীতঃ স্বর্ণচীরো মহাতপাঃ ।
 হেমদগুধরো রাজন্ ! কমণ্ডলুধরস্তথা ॥১৭॥
 কচ্ছপীং সুখশব্দাং তাং গৃহ্য বীণাং মনোরমাম্ ।
 নৃত্যে গীতে চ কুশলো দেবব্রাহ্মণপূজিতঃ ॥১৮॥
 প্রকর্তা কলহানাঞ্চ নিত্যঞ্চ কলহপ্রিয়ঃ ।
 তং দেশমগমদ্যত্র শ্রীমান্ রামো ব্যবস্থিতঃ ॥১৯॥ (বিশেষকম)
 প্রতু্যথায় তু তং সম্যক্ পূজয়িত্বা যত্নতম্ ।
 দেবৰ্ষিং পর্যাপৃচ্ছৎ স যথারতং কুরুন্ প্রতি ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

তথ্যেতি । তথা নিৰ্ম্মলকথালাপেন । ভেষামৃষীণাং সমীপে ॥১৬॥

জটোতি । জটানাং মণ্ডলেন সমূহেন সংবীত আবৃতঃ, স্বর্ণচীরঃ স্তবর্ণময়কৌশীনধারী ।
 কচ্ছপীং নাম, সুখশব্দাং সুখজনকরবাম্, গৃহ্য গৃহীত্বা । প্রকর্তা প্রকর্ষণে ঘটয়িত্বা । শ্রীমান্
 কাস্তিমান্ ॥১৭—১৯॥

প্রতীতি । যতং সংযম এব ব্রতং নিয়মো যন্ত তম্ ॥২০॥

ধৰ্ম্মাত্মা ও মহাবল যত্নবংশশ্রেষ্ঠ বলরাম সেই তীর্থেও স্নান ও বিশেষ প্রীতিলভ
 করিয়া, ঋষগণ ও সিদ্ধগণের সংহত উপাবষ্ট থাকিয়া, নিৰ্ম্মল উপাখ্যান সকল
 শু নতে লাগিলেন ॥১৫॥

ঋষিরা সেইভাবে অবস্থান করিতে থাকিলে, বলরাম যে স্থানে বসিয়াছিলেন,
 ভগবান্ নারদ সেইস্থানে আগমন করিলেন ॥১৬॥

রাজা ! তৎকালে নারদ মনোহর ও মধুরবসম্পন্ন কচ্ছপীনাগ্নী বীণা, স্বর্ণময়
 কে পীন, স্বর্ণময় দণ্ড ও সুন্দর একটী কমণ্ডলু ধারণ করিতেছিলেন এবং জটামণ্ডলে
 তাঁহার সমস্ত দেহ আবৃত ছিল, এইভাবে মহাতপস্বী, নৃত্যগীতনিপুণ, দেবগণ
 ও ব্রাহ্মণগণপূজিত, কলহপ্রিয় এবং লোকমধ্যে পরম্পর কলহঘটক দেবর্ষি
 নারদ শ্রীমান্ বলরাম যেখানে বসিয়াছিলেন, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত
 হইলেন ॥১৭—১৯॥

তখন বলরাম গাত্রোখান ও অভিবাদন করিয়া, চিরসংযমী নারদের নিকটে
 কুরুপাণ্ডবগণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥২০॥

(১৭)....কুশচীরী....নি । (২০)....যতব্রতী....পি ।

ততোহশ্মাকথয়দ্রোজন্ ! নারদঃ সৰ্ব্বধৰ্ম্মবিৎ ।

সৰ্বমেতদ্যথাবৃত্তমতীব কুরুসংক্ষয়ম্ ॥২১॥

ততোহত্রবীদ্রৌহিণেয়ো নারদং দীনয়া গিরা ।

কিমবশ্বস্ত তৎক্ষেত্রং যে চ তত্রাভবন্মৃপাঃ ॥২২॥

শ্রুতমেতন্ময়া পূৰ্বং সৰ্বমেব তপোধন ! ।

বিস্তরশ্রবণে জাতং কৌতূহলমতীব মে ॥২৩॥

নারদ উবাচ ।

পূৰ্বমেব হতো ভীষ্মো দ্রোণঃ সিদ্ধুপতিস্তথা ।

হতো বৈকৰ্ত্তনঃ কৰ্ণঃ পুত্রাশ্চাস্ত মহারথাঃ ॥২৪॥

ভূরিশ্রবা রৌহিণেয় ! মদ্ররাজশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।

এতে চাত্তো চ বহবস্তত্র তত্র মহাবলাঃ ॥২৫॥

প্রিয়ান্ প্রাণান্ পরিত্যজ্য জয়ার্থং কৌরবশ্চ বৈ ।

রাজানো রাজপুত্রাশ্চ সমরেষ্বনিবৰ্ত্তিনঃ ॥২৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । অতীবকুরুসংক্ষয়ঃ কুরুবংশধ্বংসো বশ্মিন্ ততাদৃশমুপাখ্যানম্ ॥২১॥

তত ইতি । রৌহিণেয়ো রামঃ, দীনয়া উদ্বেগাৎ কাতরয়া । অভবন্ আসন্ ॥২২॥

নহু কিমিতঃ পূৰ্বং ন শ্রুতমিদমিত্যাহ শ্রুতমিতি । শ্রুতং সংক্ষেপেণেতি ভাবঃ ॥২৩॥

পূৰ্বমিতি । সিদ্ধুপতির্জয়দ্রথঃ । বৈকৰ্ত্তন ইত্যস্ত ব্যাংপতিস্ত প্রাগ্ বহুশ উক্তাঃ ॥২৪॥

ভূরীতি । মদ্ররাজঃ শল্যঃ । হতা ইত্যম্বুত্তিঃ ॥২৫—২৬॥

রাজা ! তাহার পর সৰ্ব্বধৰ্ম্মজ্ঞ নারদ বলরামের নিকটে যুদ্ধে যে কুরুপাণ্ডব-গণের ক্ষয় হইয়াছে, সেই বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বলিতে লাগিলেন ॥২১॥

তাহার পর বলরাম কাতর বাক্যে নারদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—‘বর্ত্তমান সময়ে কুরুক্ষেত্রের অবস্থা কি ? এবং সেখানে যে সকল রাজা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই বা কি দশা হইয়াছে ? ॥২২॥

তপোধন ! আমি পূৰ্ব্বে সংক্ষেপে এই যুদ্ধের বৃত্তান্ত সমস্তই শুনিয়াছি ; কিন্তু এক্ষণে বিস্তরক্রমে শুনিতে আমার অত্যন্ত কৌতুক জন্মিয়াছে’ ॥২৩॥

নারদ বলিলেন—‘পূৰ্ব্বেই ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ, বৈকৰ্ত্তন কৰ্ণ এবং উহার মহারথ পুত্রের নিহত হইয়াছেন ॥২৪॥

রৌহিণীনন্দন ! ভূরিশ্রবা ও বলবান্ শল্য ইহারা এবং অস্ত বহুতর মহাবল

অহতাংশ্চ মহাবাহো ! শৃণু মে তত্র মাধব ! ।
 ধার্তরাষ্ট্রবলে শেষোজয়ঃ সমিতিমর্দনাঃ ॥২৭॥
 কৃপাশ্চ কৃতবৰ্ম্মা চ দ্রোণপুত্রশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
 তেহপি বৈ বিক্রতা রাম ! দিশো দশ ভয়াত্তদা ॥২৮॥
 দুৰ্য্যোধনো হতে শল্যে প্রজ্ঞতেষু কৃপাদিষু ।
 হুদং দ্বৈপায়নং নাম বিবেশ ভৃশদুঃখিতঃ ॥২৯॥
 শয়ানং ধার্তরাষ্ট্রস্ত স্তম্ভিতে সলিলে তদা ।
 পাণ্ডবাঃ সহ কৃষ্ণেন বাগ্ভিকুগ্রাভিরাদ্যন্ ॥৩০॥
 স তুচ্ছমানো বলবান্ বাগ্ভী রাম ! সমন্ততঃ ।
 উখিতঃ স হুদাদ্বীরঃ প্রগৃহ্ম মহতীং গদাম্ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

অহতানিতি । সমিভৌ যুদ্ধে । মর্দয়ন্তি বিপক্ষান্ নিপীড়য়ন্তীতি তে তথোক্তাঃ ॥২৭॥
 অথ কে ত ইত্যাহ কৃপ ইতি । বিক্রতাঃ পলায়িতাঃ ॥২৮॥
 দুৰ্য্যোধন ইতি । প্রজ্ঞতেষু পলায়িতেষু । আদিপদেন কৃতবৰ্ম্মাস্থখামোগ্রহণম্ ॥২৯॥
 শয়ানমিতি । শয়ানমবতিষ্ঠমানম্, ধার্তরাষ্ট্রং দুৰ্য্যোধনম্ ॥৩০॥
 স ইতি । তুচ্ছমানো ব্যথ্যমানঃ, সমন্ততো হুদস্ত সর্পাস্ত দিক্ষু ॥৩১॥

যোদ্ধা, আর যুদ্ধে অনিবর্ত্তী অনেক রাজা ও রাজপুত্র দুৰ্য্যোধনের জয়ের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া, লোকান্তরে গমন করিয়াছেন ॥২৫—২৬॥

মহাবাহু রাম ! বাঁহারা সেস্থানে নিহত হন নাই, তাঁহাদের নামও শ্রবণ কর—দুৰ্য্যোধনের সমগ্র সৈন্যমধ্যে এখন মাত্র যুদ্ধবিজয়ী তিন জন অবশিষ্ট আছেন ॥২৭॥

রাম ! কৃপাচার্য্য, কৃতবৰ্ম্মা ও বলবান্ অস্থখামা এই তিন জন মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছেন ; তাঁহারাও তখন ভয়ে দশ দিকে পলায়ন করিতেছিলেন ॥২৮॥

শল্য নিহত হইলে এবং কৃপাচার্য্য, কৃতবৰ্ম্মা ও অস্থখামা পলায়ন করিলে, দুৰ্য্যোধন অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, দ্বৈপায়নহুদে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥২৯॥

তখন দুৰ্য্যোধন হৃদের জল স্তম্ভিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলে, পাণ্ডবেরা কৃষ্ণের সহিত আসিয়া, ভীষণ বাক্যদ্বারা তাঁহাকে পীড়ন করিয়াছিলেন ॥৩০॥

রাম ! পাণ্ডবেরা সকল দিক্ হইতে বাক্যদ্বারা ভৎসনা করিলে লাগিলে, বীর দুৰ্য্যোধন গদা ধারণ করিয়া হুদ হইতে উখিত হইয়াছেন ॥৩১॥

(২৭)....জয়ঃ সমিতিশোভনাঃ...পি । (২৯)....হতে সৈন্তে প্রজ্ঞতেষু কৃপাদিষু...পি,...
 হতে সৈন্তে প্রজ্ঞতেষু পদাতিষু...নি ।

স চাপ্যুপগতে যোদ্ধুং ভীমেন সহ সাম্প্রতম্ ।
 ভবিষ্যতি তয়োরগ্ন যুদ্ধং রাম ! স্নদ্যাক্ষণম্ ॥৩২॥
 যদি কোতূহলং তেহস্তু ব্রজ মাধব ! মা চিরম্ ।
 পশ্য যুদ্ধং মহাঘোরং শিষ্যয়োৰ্বদি মন্যসে ॥৩৩॥
 বৈশম্পায়ন উবাচ ।

নারদস্ত বচঃ শ্রুত্বা তানভ্যৰ্ক্য দ্বিজৰ্ষভান্ ।
 সৰ্ব্বান্ বিসৰ্জয়ামাস যে তেনাভ্যাগতাঃ সহ ॥৩৪॥
 গম্যতাং দ্বারকা চেতি সৌহৃদ্যশাদনুযায়নঃ ।
 সৌহবতীৰ্য্যাচলশ্রেষ্ঠাং প্লক্ষপ্রাস্রবণাং শুভাং ॥৩৫॥
 ততঃ প্রীতমনা রামঃ শ্রুত্বা তীর্থফলং মহৎ ।
 বিপ্রাণাং সন্নিবে শ্লোকমগায়দিদমচ্যুতঃ ॥৩৬॥ (যুগ্মকম্)
 সরস্বতীবাসসমা কুতো রতিঃ সরস্বতীবাসসমাঃ কুতো গুণাঃ ।
 সরস্বতীং প্রাপ্য দিবং গতা জনাঃ সদা স্মরিষ্যন্তি নদীং সরস্বতীম্ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । স হৃষ্যোদনঃ । অথ ইদানীম্ ॥৩২॥
 যদিতি । কোতূহলং যুদ্ধদৰ্শনে, মা চিরং বিলম্বং কুরুষ্বেতি শেষঃ ॥৩৩॥
 নারদশ্চেতি । অভ্যৰ্ক্য দানমানাভ্যাং সংকৃত্য । অভ্যাগতাস্তীর্থযাত্রাকালে ॥৩৪॥
 গম্যতামিতি । অঘ্রশাদাদিষ্টবান্ । শ্লোকশব্দস্ত পুংস্বৰ্গপ, “শ্লোকাত্মমুনি দশ পঞ্চ চ
 রাজপুত্রি !” ইতি কলাপচাক্রিকায়াম্ সূৰ্বেণধৃতবচনাচ্চ । অচ্যুতো ধৰ্ম্মাদব্রটঃ ॥৩৫—৩৬॥

রাম ! এবং তিনি এখন ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত
 হইয়াছেন । অতএব আজ তাঁহাদের অতিদাক্ষণ যুদ্ধ হইবে ॥৩২॥

মধুবংশনন্দন ! সেই যুদ্ধ দেখিতে তোমার যদি কোতুক হয়, তবে সত্বর যাও,
 বিলম্ব করও না । যদি ভাল মনে কর, তবে সেই শিষ্য ছই জনের আতদাক্ষণ
 যুদ্ধ দর্শন কর’ ॥৩৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—বলরাম নারদের কথা শুনিয়া—বাঁহারা তাঁহার সহিত
 আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই সম্মান দেখাইয়া বিদায় করিলেন ॥৩৪॥

‘আপনার দেশে যাইতে পারেন’ এইভাবে বলরাম অনুচরগণকে আদেশ
 করিলেন । তাহার পর ধার্মিক বলরাম মঙ্গলময় প্লক্ষপ্রাস্রবণপূর্বক হইতে
 অবতরণ করিয়া, তীর্থের মহাফল শ্রবণপূর্বক আনন্দিত হইয়া, ব্রাহ্মণগণের
 নিকটে এই শ্লোক বলিলেন—॥৩৫—৩৬॥

সরস্বতী সর্বনদীষু পুণ্যা সরস্বতী লোকসুখাবহা সদা ।

সরস্বতীং প্রাপ্য জনাঃ সুদুষ্কৃতং সদা ন শোচন্তি পরত্র চেহ চ ॥৩৮॥

ততো মুহুমূহুঃ শ্রীত্যা প্রেক্ষমাণঃ সরস্বতীম্ ।

হৈয়ৈরুক্তং রথং শুভ্রমার্তিষ্ঠিত পরস্তপঃ ॥৩৯॥

স শীঘ্রগামিনা তেন রথেন যদুপুঙ্গবঃ ।

দিদৃক্ষুরভিসংপ্রাপ্তঃ শিষ্যযুদ্ধমুপস্থিতম্ ॥৪০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপৰ্ব্বণি
গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতৌপাখ্যানে

পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

সরস্বতীতি । সরস্বতীবাসসমা সরস্বতীতীরবাসানন্দতুলা । এবমশ্রুত । কৃতঃ কৃত্র, রতিরানন্দঃ । গুণাঃ স্বাস্থ্যলাভাদয়ো দৈহিকোৎকর্ষাঃ । দিবং স্বর্গম্, গতাঃ স্নানাদিনা ॥৩৭॥

সরস্বতীতি । পুণ্যা অধিকপুণ্যজনিকা । সুখাবহা নিঃশ্রলজনাদিনা । সুদুষ্কৃতং স্বকৃত-
গুরুতরপাপম্, পরত্র ইহ চ লোক ইতি শেষঃ ॥৩৮॥

তত ইতি । আতিষ্ঠিত আরোহং, পরস্তপো বলরামঃ ॥৩৯॥

স ইতি । দিদৃক্ষুর্দৃষ্টমিচ্ছুঃ, অভিসংপ্রাপ্তস্তদ্যুদ্ধদেহং গতঃ ॥৪০॥

ইতি মহামহোপাখ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিক্তাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-

টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ং শল্যপৰ্ব্বণি গদাযুদ্ধে পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

‘সরস্বতীনদীর তীরে বাস করার আনন্দের তুল্য আনন্দ আর কোথায় পাওয়া যায়, সরস্বতীনদীর তীরে বাস করায় যেমন স্বাস্থ্যলাভ হয়, তেমন স্বাস্থ্য লাভ আর কোথায় হইয়া থাকে ; মানুষ সরস্বতীনদীতে যাওয়া স্নান ও দান করার ফলে স্বর্গলোকে গমন করিয়াও সরস্বতীনদীকে স্মরণ করে ॥৩৭॥

সরস্বতীনদী অগাণ্ড সমস্ত নদীর মধ্যেই অধিক পুণ্য উৎপাদন করে, সরস্বতী-
নদী সর্বদাই লোকের সুখ সম্পাদন করিয়া থাকে এবং মানুষ সরস্বতীনদীর সংসর্গ লাভ করিয়া, ইহলোকে কিংবা পরলোকে নিজকৃত গুরুতর পাপের বিষয়েও শোক করে না’ ॥৩৮॥

তাহার পর শক্রসম্ভাপকারী বলরাম শ্রীতিসহকারে সরস্বতীনদীর দিকে মুহুমূহু দৃষ্টিপাত করিতে থাকিয়া, অশ্বযুক্ত শুভ্রবর্ণ রথে আরোহণ করিলেন ॥৩৯॥

ক্রমে যদুবংশশ্রেষ্ঠ বলরাম উপস্থিত শিষ্য দুই জনের যুদ্ধ দর্শন করিবার ইচ্ছা করিয়া, শীঘ্রগামী সেই রথে যাওয়া যুদ্ধস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥৪০॥

একপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

—:•••:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং তদভবদ্যুদ্ধং তুমুলং জনমেজয় ! ।

যত্র হুঃখান্বিতো রাজা ধৃতরাষ্ট্রোহত্রবীদিদম্ ॥১॥

ধৃতরাষ্ট্রে উবাচ ।

রামং সন্নিহিতং দৃষ্ট্বা গদায়ুদ্ধ উপস্থিতে ।

মম পুত্রঃ কথং ভীমং প্রত্যযুধ্যাত সঞ্জয় ! ॥২॥

সঞ্জয় উবাচ ।

রামসান্নিধ্যমাশাচ্চ পুত্রো হুর্যোধনস্তব ।

যুদ্ধকামো মহাবাহুঃ সমহৃষ্যত বীর্যবান্ ॥৩॥

দৃষ্ট্বা লাক্ষ্মিনং রাজা প্রতু্যথায় চ ভারত ! ।

শ্রীত্যা পরময়া যুক্তঃ সমভ্যর্চ্য যথাবিধি ।

আসনঞ্চ দদৌ তস্মৈ পর্যাপৃচ্ছদনাময়ম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

প্রকৃতমুখাপয়তি এবমিতি । এবং রামতীর্থভ্রমণসমাপ্তৌ সত্যাম্ । অত্রবীৎ সঞ্জয়ঃ প্রতি ॥১॥

রামমিতি । পুত্রো হুর্যোধনঃ, কথং কীদৃশম্ ॥২॥

রামমিতি । যুদ্ধং কাময়ত ইতি যুদ্ধকামঃ, সমহৃষ্যত রামসান্নিধ্যলাভেন ত্রায়যুদ্ধ
সম্ভবাৎ ॥৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা জনমেজয় ! এইভাবে বলরামের তীর্থপর্যটন
সমাপ্ত হইলে, ভীম ও হুর্যোধনের সেই তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল ; যে যুদ্ধবিষয়ে
রাজা ধৃতরাষ্ট্র হুঃখিত হইয়া, সঞ্জয়ের নিকট এই কথা বলিয়াছিলেন ॥১॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—‘সঞ্জয় ! সেই গদায়ুদ্ধ উপস্থিত হইলে, আমার পুত্র
হুর্যোধন রামকে সন্নিহিত দেখিয়া, ভীমের সহিত কি প্রকার’ যুদ্ধ করিয়া-
ছিলেন ?’ ॥২॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘মহারাজ ! আপনার পুত্র বলবান্ ও যুদ্ধার্থী হুর্যোধন রামের
সান্নিধ্য লাভ করিয়া আনন্দিত হইলেন ॥৩॥

(২)…সন্নিহিতং শ্রদ্ধা…বা নি । (৩)…যোদ্ধ কামো মহাবাহুঃ—পি বা নি ।

ততো যুধিষ্ঠিরং রামো বাক্যমেতদ্ব্যচ হ ।
 মধুরং ধৰ্ম্মসংযুক্তং শূরাণাং হিতমেব চ ॥৫॥
 ময়া শ্রুতং কথয়তামুষীণাং রাজসত্তম ! ।
 কুরুক্ষেত্রং পরং পুণ্যং পাবনং স্বর্গ্যমেব চ ।
 দৈবতৈর্হাষিভিজুঁক্টং ব্রাহ্মণৈশ্চ মহাত্মভিঃ ॥৬॥
 তত্র বৈ যোঃশ্রুমানা যে দেহং ত্যক্ত্যস্তি মানবাঃ ।
 তেষাং স্বর্গে ধ্রুবো বাসঃ শক্রেণ সহ মারিষ ! ॥৭॥
 তস্মাৎ সমস্তপঞ্চকমিতো যাম দ্রুতং নৃপ ! ।
 প্রথিতোত্তরবেদী সা দেবলোকে প্রজাপতেঃ ॥৮॥
 তস্মিন্মহাপুণ্যতমে ত্রৈলোক্যস্য সনাতনে ।
 সংগ্রামে নিধনং প্রাপ্য ধ্রুবাং স্বর্গো ভবিষ্যতি ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

দৃষ্টেতি । লাক্ষ্মিনঃ রামম্, রাজা যুধিষ্ঠিরঃ । অভ্যর্থ্য প্রণম্য । ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৪॥
 তত ইতি । শূরাণাং হিতং হতশ্বেহপি স্বর্গলাভসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥৫॥
 ময়েতি । পুণ্যং পুণ্যজনকম্ অতএব স্বর্গ্যং স্বর্গজননোপযোগি । জুঁক্টং সেবিতম্ ।
 ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৬॥
 তত্রেতি । হে মারিষ ! আৰ্য্য, সজ্জন ! ইতি যাবৎ, “আৰ্য্যস্ত মারিষঃ” ইত্যমরঃ ॥৭॥
 তদাদিতি । উত্তরবেদী যজ্ঞস্ত উত্তমা পরিকৃতা ভূমিঃ, প্রজাপতেব্রহ্মণঃ ॥৮॥
 ভরতনন্দন ! রাজা যুধিষ্ঠির বলরামকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়া, অত্যন্ত
 আনন্দিত হইয়া যথাবিধানে প্রণামপূর্ব্বক রামকে বসিবার আসন দান করিলেন
 এবং তাঁহার স্বাস্থ্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৯॥
 তাহার পর রাম যুধিষ্ঠিরকে মধুর, ধৰ্ম্মসঙ্গত ও বীরগণের হিতজনক এই বাক্য
 বলিলেন—॥৫॥

‘রাজশ্রেষ্ঠ ! ঋষিরা বলিতেছিলেন, আমি তখন শুনিয়াছি যে, কুরুক্ষেত্র—
 মহাপুণ্যজনক, পবিত্র ও স্বর্গজননোপযোগী । সেই জন্তই দেবতারা, ঋষিরা ও
 মহাত্মা ব্রাহ্মণেরা উহার সেবা করিয়া থাকেন ॥৬॥

সজ্জন ! যে সকল মানুষ সেই কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে থাকিয়া নিহত হন,
 তাঁহারা নিশ্চয়ই ইন্দ্রের সহিত স্বর্গলোকে বাস করেন ॥৭॥

অতএব রাজা ! আমরা এ স্থান হইতে সত্বর সেই সমস্তপঞ্চকে যাই । কারণ
 সেই স্থানটী প্রজাপতির উত্তরবেদী বলিয়া দেবলোকে প্রসিদ্ধ ॥৮॥

(৯) ধ্রুবাং স্বর্গং গমিষ্যসি...নি ।

তথেষ্ট্যস্তদ্রা মহারাজ ! কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 সমস্তপঞ্চকং বীরঃ প্রায়াদভিমুখঃ প্রভুঃ ॥১০॥
 ততো দুর্যোধনো রাজা প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্ ।
 পদ্ম্যামমর্ষী দ্যুতিমানগচ্ছৎ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥১১॥
 তথা যাস্তং গদাহস্তং বর্শ্মণা চাপি দংশিতম্ ।
 অন্তরীক্ষগতা দেবাঃ সাধু সাক্ষিত্যপূজয়ন্ ।
 বাতিকাশ্চারণা যে তু দৃষ্টা তে হর্বমাগতাঃ ॥১২॥
 স পাণ্ডবৈঃ পরিবৃতঃ কুরুরাজস্তবান্নজঃ ।
 মত্তশ্চেব গজেন্দ্রশ্চ গতিমান্হায় সোহব্রজৎ ॥১৩॥
 ততঃ শশ্বিনিনাদৈশ্চ ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনৈঃ ।
 সিংহনাদৈশ্চ শূরাণাং দিশঃ সর্বাঃ প্রপূরিতাঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

তন্নিমিত্তি । সনাতনে চিরকালীনে । প্রাপ্য গচ্ছত ইতি শেষঃ ॥২॥
 তথেষতি । অভিমুখঃ সমস্তপঞ্চকশ্চৈব, প্রভুঃ প্রভাববান্ ॥১০॥
 তত ইতি । পদ্ম্যাং রথাস্তভাবাৎ, অমর্ষী কোপনঃ, দ্যুতিমান্ তেজস্বী ॥১১॥
 তথেষতি । দংশিতম্ আবৃতদেহম্ । বাতেন বায়ুতরেন আকাশে গচ্ছন্তীতি বাতিকাঃ,
 চারণা দেবযোনিবিশেষাঃ । ষট্ পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১২॥

ত্রিভুবনেরই পুণ্যজনক সনাতন সেই সমস্তপঞ্চকে যি ন যুদ্ধে নিহত হন,
 নিশ্চয়ই তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়া থাকে ॥২॥

মহারাজ ! ‘তাহাই হউক’ এই কথা বলিয়া প্রভাবশালী ও বীর কুন্তীনন্দন
 যুধিষ্ঠির অভিমুখ হইয়া সমস্তপঞ্চকে গমন করিলেন ॥১০॥

তখন কোপনস্বভাব ও তেজস্বী রাজা দুর্যোধন বিশাল গদা ধারণ করিয়া
 পাদচারেই পাণ্ডবগণের সহিত গমন করিলেন ॥১১॥

বর্শ্মাবৃতদেহ ও গদাধারী দুর্যোধন পাদচারে গমন করিতে লাগিলে,
 আকাশবর্তী দেবতারা ‘সাধু সাধু’ বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং
 যে সকল চারণ বায়ুভর করিয়া আকাশে বিচরণ করিতেছিলেন, তাঁহারাও তাহা
 দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ॥১২॥

মহারাজ ! আপনার পুত্র কুরুরাজ দুর্যোধন পাণ্ডবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া
 মত্তহস্তীর শ্রায় গতি অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

(১১) ...পদ্ম্যামমর্ষাৎ...বজ বর্জ্ব সো । (১২) ...বাতিকাশ্চারণা যে তু...বজ বর্জ্ব সো ।

(১৪) ততঃ শশ্বিনিনাদেন—বজ বর্জ্ব বা সো নি ।

প্রতীচ্যভিমুখং দেশং যথোদ্দিক্তং স্মৃতেন তে ।
 গচ্ছা তু তৈঃ পরিক্ষিপ্তঃ সমস্তাং সৰ্বতো দিশঃ ॥১৫॥
 দক্ষিণেন সরস্বত্যাশ্চাপরং তীর্থমুত্তমম্ ।
 তস্মিন্ দেশে স্মনিমুক্তে তে তু যুদ্ধমরোচয়ন্ ॥১৬॥
 ততো ভীমো মহাকায়াং গদাং গৃহাথ বর্ষভূং ।
 বিভ্রূপং মহারাজ ! সদৃশং হি গুরুভূতঃ ॥১৭॥
 অববদ্ধশিরস্ত্রাণং সংখ্যে কাঞ্চনবর্ষভূং ।
 ররাজ রাজন্ ! পুত্রস্তে কাঞ্চনঃ শৈলরাড়িব ।
 হৃকণী সংলিহন্ রাজন্ ! ক্রোধরক্তেক্ষণঃ স্বমন্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । গতিমিব গতিং সগৰ্ভং গমনম্, আস্থায় অবলম্ব্য ॥১৩॥
 তত ইতি । বাস্তব নাম বীরাণামুৎসাহবর্দ্ধকমিতি ভাবঃ ॥১৪॥
 প্রতীচীতি । স্মৃতেন সহ । পরিক্ষিপ্তস্তব স্মৃতঃ পরিবেষ্টিতঃ, সৰ্বতঃ সৰ্বা দিশঃ
 প্রাপ্য ॥১৫॥
 দক্ষিণেনেতি । তীর্থমন্তীতি শেষঃ । স্মনিমুক্তে অনাবৃতে ॥১৬॥
 তত ইতি । মহাকায়াং বিশালাম্, গৃহ গৃহীত্বা । গুরুভূতো গুরুভূত, বিভ্রূং ধারণ-
 রাসীদिति শেষঃ ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—১১॥ বাতিকা বাতেন সহ গচ্ছন্তি তে আকাশচারিণঃ, চারণাঃ
 সিদ্ধবিশেষাঃ ॥১২—১৪॥ প্রতীচ্যভিমুখমিত্যত্র প্রতীয়েতিপাঠে প্রতিগত্যান্তোক্তাভিমুখং
 প্রাতিভট্টেন প্রাপ্যেত্যর্থঃ ॥১৫॥ স্বয়ং স্মৃতিদম্ । অনিরিণে অহবরে । অনিঘ্ণে ইতি

তাহার পর শঙ্খধ্বনি, ভেরীর মহাশব্দ ও বীরগণের সিংহনাদে সমস্ত দিক্
 পরিপূর্ণ হইয়া গেল ॥১৪॥

ক্রমে পাণ্ডবেরা দুর্ঘ্যোধনের সহিত পশ্চিমাভিমুখে যাইয়া তাঁহাকে সকল দিকে
 বেষ্টিত করিয়া রহিলেন ॥১৫॥

সরস্বতীনদীর দক্ষিণ দিকে অগ্নি একটা উত্তম তীর্থ আছে ; সেই অনাবৃতস্থানে
 তাঁহারা যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥১৬॥

মহারাজ ! তাহার পর বর্ষধারী ভীমসেন বিশাল গদা ধারণ করিয়া, গুরুড়ের
 স্থায় আকৃতি ধারণ করিলেন ॥১৭॥

(১৬)....তস্মিন্ দেশে অনিরিণে...বদ্ধ বর্দ্ধ বা সো নি । (১৭) ততো ভীমো
 মহাকোটিং...বদ্ধ বর্দ্ধ বা সো নি ।

ততো দুর্যোধনো রাজা গদামাদায় বীৰ্য্যবান্ ।
 ভীমসেনমভিপ্ৰেক্ষ্য গজো গজমিবাহ্বয়ৎ ॥১৯॥
 অদ্রিসারময়ীং ভীমস্তুথৈবাদায় বীৰ্য্যবান্ ।
 আহ্বয়ামাস নৃপতিং সিংহঃ সিংহঃ যথা বনে ॥২০॥
 তাবুত্ততগদাপাণী দুর্যোধনরুকোদরো ।
 সংযুগে প্রচকাশেতে গিরী শশিখরাবিব ॥২১॥
 তাবুৰ্ভো সমিতিক্রুদ্ধাবুৰ্ভো ভীমপরাক্রমো ।
 উৰ্ভো শিষ্যো গদাযুদ্ধে রৌহিণেয়স্ত ধীমতঃ ॥২২॥
 উৰ্ভো সদৃশকর্ণাণো ময়বাসবয়োরিব ।
 তথা সদৃশকর্ণাণো বরুণস্ত মহাবলো ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

অবেতি । কাঞ্চনঃ স্বর্ণময়ঃ, শৈলরাট্ স্তম্ভকঃ । ষট্‌পাদোহয়ঃ স্রোকঃ ॥১৮॥

তত ইতি । আহ্বয়ৎ যুদ্ধায়ৈতি শেষঃ ॥১৯॥

অদ্রীতি । অদ্রিসারময়ীং লৌহময়ীং গদাম্ । আহ্বয়ামাস আজ্জীব, নৃপতিং
 দুর্যোধনম্ ॥২০॥

তাবিতি । উত্ততে উত্তোলিতে গদে পাণ্যোৰ্য্যয়োস্তো । গিরী পৰ্ব্বতো, শশিখরো
 শৃঙ্গযুক্তো ॥২১॥

তাবিতি । সমিতি যুদ্ধে । রৌহিণেয়স্ত বলরামস্ত ॥২২॥

রাজা ! এদিকে স্বর্ণময় বর্ষ ও শিরস্ত্রাণধারী দুর্যোধন স্তম্ভকপৰ্ব্বতের স্তায়
 শোভা পাইতে লাগিলেন এবং ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ
 ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় লেহন করিতে থাকিলেন ॥১৮॥

তদনন্তর বলবান্ রাজা দুর্যোধন গদাধারণপূর্বক ভীমের দিকে দৃষ্টিপাত
 করিয়া এক হস্তী যেমন অপর হস্তীকে আহ্বান করে, সেইরূপ ভীমকে যুদ্ধে
 আহ্বান করিলেন ॥১৯॥

সেইরূপই বলবান্ ভীমসেনও লৌহময়ী গদা ধারণ করিয়া, বনে এক সিংহ
 যেমন অপর সিংহকে আহ্বান করে, সেইরূপ দুর্যোধনকে যুদ্ধে আহ্বান
 করিলেন ॥২০॥

তৎকালে ভীম ও দুর্যোধন উত্তোলিত গদা ধারণ করিয়া শৃঙ্গযুক্ত দুইটা
 পৰ্ব্বতের স্তায় রণস্থলে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ॥২১॥

তাহারা দুই জনই যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং ভয়ঙ্করপরাক্রমশালী ও
 গদাযুদ্ধে বুদ্ধিমান বলরামের শিষ্য ছিলেন ॥২২॥

বাস্তদেবস্ত্ৰামস্তথা বৈশ্রবণস্ত চ ।
 সদৃশো ভৌ মহারাজ ! মধুকৈটভয়োযুধি ॥২৪॥
 উভৌ সদৃশকৰ্ম্মাণৌ তথা স্তন্দোপস্তন্দয়োঃ ।
 রামরাবণয়োশ্চৈব বালিস্ত্রীযয়োস্তথা ॥২৫॥
 তথৈব কালস্ত সমৌ মৃত্যোশ্চৈব পরস্তপৌ ।
 অন্তোন্তমভিধাবন্তৌ মন্তাবিব মহান্বিপৌ ।
 বাসিতাসঙ্গমে দৃপ্তৌ শরদীব মদোৎকটৌ ॥২৬॥
 উভৌ ক্রোধবিষং দীপ্তং বমস্তাবুরগাবিব ।
 অন্তোন্তমভিসংরকৌ প্রেক্ষমাণাবরিন্দমৌ ॥২৭॥
 উভৌ ভরতশার্দূলৌ বিক্রমেণ সমন্বিতৌ ।
 সিংহাবিব দুরাধৰ্যৌ গদাযুদ্ধে পরস্তপৌ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

উভাবিতি । ময়ো নাম দানবঃ, বাসবশ্চৈব স্তন্দোঃ । সদৃশং কৰ্ম্ম যয়োস্তৌ ॥২৩॥

বাস্তিতি । বাস্তদেবস্ত কৃষ্ণস্ত, রামস্ত বলদেবস্ত, বৈশ্রবণস্ত কুবেরস্ত ॥২৪॥

উভাবিতি । স্তন্দোপস্তন্দয়োর্দানবয়োঃ ॥২৫॥

তথৈতি । কালস্ত যমস্ত ক্রুদ্রস্ত বা । বাসিতা ঋতুমতী হস্তিনী । ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥২৬॥

উভাবিতি । অভিসংরকৌ সৰ্বথা সোৎসাহৌ আন্তামিতি শেষঃ ॥২৭॥

উভাবিতি । ভরতশার্দূলৌ ভরতবংশশ্রেষ্ঠৌ ॥২৮॥

দুই জনই ময়দানব ও ইন্দ্রের তুল্য কার্য্য করিতে পারিতেন এবং বরুণের তুল্য কার্য্যকারী ও মহাবল ছিলেন ॥২৩॥

মহারাজ ! তাঁহারা যুদ্ধে কৃষ্ণ, বলরাম, কুবের, মধু ও কৈটভের সমান ছিলেন ॥২৪॥

দুই জনই স্তন্দ ও উপস্তন্দ, রাম ও রাবণ এবং বালি ও স্ত্রীযবের সদৃশ কার্য্য করিতে সমর্থ ছিলেন ॥২৫॥

তাঁহারা দুই জনই ক্রুদ্রের তুল্য ও যমের সমান শত্রুসম্ভাপকারী ছিলেন এবং দুইটা মন্ত মহাহস্তীর আয় পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন, আর শরৎকালে ঋতুমতী হস্তিনীর সঙ্গমার্থে দর্পশালী দুইটা হস্তীর আয় মন্ত হইয়া গিয়াছিলেন ॥২৬॥

শত্রুদমনকারী ভীম ও দুর্ঘোধন—সর্প যেমন বিষ উদ্‌গার করে, সেইরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিতেছিলেন এবং পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিয়া সর্ব্বপ্রকারে উৎসাহী হইয়াছিলেন ॥২৭॥

মন্তাবিব জিগীষন্তৌ মাতঙ্গৌ ভরতর্ষভ ।।
 নখদংষ্ট্রায়ুধৌ বীরৌ ব্যাত্রাবিব দুৰুংসহৌ ॥২৯॥
 প্রজাসংহরণে ক্ষুদ্রৌ সমুদ্রাবিব দুস্তরৌ ।
 লোহিতান্ধাবিব ক্রুদ্ধৌ প্রতপন্তৌ মহারথৌ ॥৩০॥
 পূর্বপশ্চিমজৌ মেঘৌ বায়ুনা ক্ষুভিতৌ যথা ।
 গর্জমানং স্তবিসমং ক্ষরন্তৌ প্রাবৃষীব হি ॥৩১॥
 রশ্মিয়ুক্তৌ মহাত্মানৌ দীপ্তিমন্তৌ মহাবলৌ ।
 দদৃশাতে কুরুশ্রেষ্ঠৌ কালসূর্য্যাবিবোদিতৌ ॥৩২॥
 ব্যাত্রাবিব স্তসংরকৌ গর্জন্তাবিব তোয়দৌ ।
 জহ্বাতে মহাবাহু সিংহৌ কেশরিণাবিব ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

মন্তাবিতি । জিগীষন্তৌ পরস্পরং জেতুমিচ্ছন্তৌ । দুৰুংসহৌ পরেবাং দুঃসহৌ ॥২৯॥
 প্রজ্ঞেতি । প্রজাসংহরণে লোকসংহারকালে । লোহিতান্ধাবিব যৌ মঙ্গলগ্রহাবিব ॥৩০॥
 পূর্বেতি । ক্ষুভিতৌ সঞ্চালিতৌ । ক্ষরন্তৌ বর্ষন্তৌ, প্রাবৃষি বর্ষাকালে । যথাশব্দ-
 স্থিতেরিবশব্দঃ সম্ভাবনায়াম্ ॥৩১॥
 রশ্মীতি । রশ্মিয়ুক্তৌ কিরণসম্বিতৌ । কালসূর্য্যৌ প্রলয়কালীনসূর্য্যৌ ॥৩২॥
 ব্যাত্রাবিতি । স্তসংরকৌ অতীবক্রুদ্ধৌ, তোয়দৌ মেঘৌ । জহ্বাতে যুদ্ধার্থং হঠৌ,
 কেশরিণৌ কেশরযুক্তৌ । এতেনোভয়োৰুদগতঃ ভেজঃ আক্ৰিপ্যতে ॥৩৩॥

দুই জনই ভরতবংশশ্রেষ্ঠ, বিক্রমসম্বিত এবং গদাযুদ্ধে সিংহের আয় দুর্ধ্ব ও শত্রুসম্ভাপক ছিলেন ॥২৮॥

ভরতশ্রেষ্ঠ । তাঁহারা দুই জনই দুইটা মস্তহস্তীর আয় পরস্পর জয় করিবার ইচ্ছা করিতেছিলেন এবং নখ ও দস্তশস্ত্রধারী দুইটা ব্যাত্রের আয় অশ্বের দুঃসহ ছিলেন ॥২৯॥

তাঁহারা দুই জনই মহারথ এবং প্রলয়কালে উদ্বেলিত দুইটা সমুদ্রের আয় দুস্তর ছিলেন, আর ক্রুদ্ধ দুইটা মঙ্গলগ্রহের আয় পরস্পর সম্ভাপ জন্মাইতেছিলেন ॥৩০॥

বর্ষাকালে বায়ুসঞ্চালিত পূর্ব ও পশ্চিমদিগবর্তী ভীষণ গর্জন ও বর্ষণকারী দুইটা মেঘের আয় তাঁহারা দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন ॥৩১॥

মহাত্মা, মহাবল ও কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীম ও দুৰ্য্যোধন কিরণযুক্ত ও দীপ্তিশালী প্রলয়কালে উদিত দুইটা সূর্য্যের আয় দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিলেন ॥৩২॥

গজাবিব স্মরণকৌ জলিতাবিব পাবকৌ ।
 দদৃশাতে মহাত্মানৌ সশৃঙ্গাবিব পৰ্বতৌ ॥৩৪॥
 রোষাৎ প্রক্ষুরমাণৌষ্ঠৌ নিরীক্ষন্তৌ পরস্পরম্ ।
 তৌ সমেতৌ মহাত্মানৌ গদাহন্তৌ নরোত্তমৌ ॥৩৫॥
 উভৌ পরমসংহৃষ্টাবুভৌ পরমসম্মতৌ ।
 সদৃশাবিব হেষন্তৌ বৃংহস্তাবিব কুঞ্জরৌ ॥৩৬॥
 বৃষভাবিব গৰ্জ্জন্তৌ দুৰ্য্যোধনবৃকোদরৌ ।
 দৈত্যাবিব বলোন্নতৌ রেজতুন্তৌ নরোত্তমৌ ॥৩৭॥
 ততো দুৰ্য্যোধনো রাজমিদমাহ যুধিষ্ঠিরম্ ।
 ভ্রাতৃভিঃ সহিতকৈব কৃষ্ণেন চ মহাত্মনা ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

গজাবিতি । পাবকৌ বহিঃস্বয়ম্ । সশৃঙ্গাবিত্যানেন উত্ততগদয়োঃ সাদৃশ্যমাক্ষিপ্তম্ ॥৩৪॥
 রোষাদিতি । প্রক্ষুরমাণৌষ্ঠৌ মুহুঃস্পন্দমানাধরৌ । সমেতৌ উপগতৌ ॥৩৫॥
 উভাবিতি । হেষন্তৌ হেষারবং কুর্ষন্তৌ । বৃংহন্তৌ বৃংহিতধ্বনিক কুর্ষস্তাবান্তাম্ ॥৩৬॥
 বৃষভাবিতি । রেজতুবীরশোভয়া শুভ্রভাতে ॥৩৭॥
 তত ইতি । আহ ব্রবীতি স্ব । সহিতং সম্মিলিতম্ ॥৩৮॥

মহাবাহু ভীম ও দুৰ্য্যোধন অভ্যন্তক্লুঙ্ক দুইটা ব্যাঘ্রের আয়, গৰ্জ্জনকারী দুইটা মেঘের তুল্য এবং কেশরযুক্ত দুইটা সিংহের সদৃশ, পরস্পর হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥

মহাত্মা ভীম ও দুৰ্য্যোধন অতিশয় ক্লুঙ্ক দুইটা হস্তীর সমান, প্রজ্বলিত দুইটা অগ্নির সদৃশ এবং শৃঙ্গযুক্ত দুইটা পৰ্ব্বতের আয় দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিলেন ॥৩৪॥

ক্রোধকম্পিতৌষ্ঠ, পরস্পরনিরীক্ষণকারী, মহাত্মা ও নরশ্রেষ্ঠ ভীম এবং দুৰ্য্যোধন ক্রমে গদাহন্তে পরস্পর নিকটবর্তী হইলেন ॥৩৫॥

তৎকালে হেষারবকারী উত্তম দুইটা অশ্বের আয় এবং বৃংহিতধ্বনিকারী দুইটা হস্তীর তুল্য, বলবীৰ্য্যে লোকসম্মত, ভীম ও দুৰ্য্যোধন দুই জনই যুদ্ধার্থে হৃষ্টচিত্ত হইলেন ॥৩৬॥

ক্রমে নরশ্রেষ্ঠ ভীম ও দুৰ্য্যোধন দুইটা বৃষের আয় গৰ্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং দুইটা দৈত্যের আয় বলে উন্নত হইয়া উঠিলেন ॥৩৭॥

রাজা । তাহার পর দুৰ্য্যোধন—মহাত্মা কৃষ্ণ ও ভ্রাতৃগণের সহিত যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন—॥৩৮॥

রামেণামিতবীৰ্য্যেণ বাক্যং শৌচীৰ্য্যসম্মতম্ ।
 কৈকেয়ৈঃ সৃঞ্জয়েণ্ড্রপুং পাকালৈশ্চ মহাত্মভিঃ ॥৩৯॥
 ইদং ব্যবস্থিতং যুদ্ধং মম ভীমশ্চ চোভয়োঃ ।
 উপোপবিষ্টাঃ পশুধ্বং মহৈভিনৃপপুঙ্গবৈঃ ।
 অশ্বা ছুর্য্যোধনবচঃ প্রত্যপদন্ত তত্তথা ॥৪০॥
 ততঃ সমুপবিষ্টং তং স্তমহদ্রাজমণ্ডলম্ ।
 বিরাজমানং দদৃশে দিবীবাদিত্যমণ্ডলম্ ॥৪১॥
 তেষাং মধ্যে মহাবাহুঃ শ্রীমান্ কেশবপূৰ্ব্বজঃ ।
 উপবিষ্টো মহারাজ ! পূজ্যমানঃ সমন্ততঃ ॥৪২॥
 শুশুভে রাজমধ্যস্থো নীলবাগাঃ সিতপ্রভঃ ।
 নক্ষত্রৈরিব সম্পূর্ণো বৃত্তো নিশি নিশাকরঃ ॥৪৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

রামেণেতি । শৌচীৰ্য্যসম্মতং ঔদার্য্যেণ প্রিয়ম্ উক্তমিতি শেষঃ । ঔপুং রক্ষিতম্, যুধিষ্ঠিরং প্রতীতি শেষঃ ॥৩৯॥

তদ্বাক্যার্থমবুদতি ইদমিতি । উপোপবিষ্টাঃ সন্নিধৌ সন্নিধৌ আসীনাঃ । প্রত্যপদন্ত অবতিষ্ঠন্ সৰ্ব্ব এবেতি শেষঃ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৪০॥

তত ইতি । রাজ্ঞাং মণ্ডলং সমূহঃ । দিবি গগনে ॥৪১॥

তেষামিতি । শ্রীমান্ কান্তিমান্ । সিতপ্রভঃ শুভ্রকান্তিঃ ॥৪২—৪৩॥

ভারতভাবদীপঃ

পাঠে নিহীনয়া যুগয়া কথমহং ভ্রাতরং বধিষ্যামীত্যেবংরূপয়া করুণয়া রহিতে, অত্বেব সমরে নির্ভরত্বং প্রশস্ততে স্বর্গহেতুত্বাৎ ॥১৬—২৬॥ বাসিতাসম্মে এককরিণীসঙ্গমার্থে, দৃষ্টো যোহিতো ॥২৭—৩০॥ লোহিতার্ণো রৌ কুজাবিব্যতভূতোপমা ॥৩১—৩৩॥ জহ্বাতে হর্ষং প্রাপভূঃ ॥৩৪—৩৮॥ শৌচীৰ্য্যসম্মতং গৰ্ব্বযুক্তম্ ॥৩৯—৪৫॥

ইতি শল্যপর্কনি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে একপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥৫১॥

‘অমিতশক্তিশালী রাম—মহাত্মা পাকালগণ, কৈকয়গণ ও সৃঞ্জয়গণরক্ষিত যুধিষ্ঠিরের প্রতি ঔদার্য্যসম্মত বাক্যই বলিয়াছেন ॥৩৯॥

সুতরাং আপনারা সকলে নিকটে নিকটে উপবেশন করিয়া, আমার ও ভীমের এই ব্যবস্থিত যুদ্ধ দর্শন করুন’ । ছুর্য্যোধনের এই কথা শুনিয়া, তখন সকলেই সেইরূপ করিলেন ॥৪০॥

তৎপরে দেখা গেল—উপবিষ্ট রাজসমূহ আকাশে সূর্য্যমণ্ডলের স্থায় শোভা পাইতেছেন ॥৪১॥

তো তথা তু মহারাজ ! গদাহস্তো হৃঃসহো ।

অন্যোন্ম্য বাগ্ভিক্ৰুগ্রাভিস্তক্ষমাণো ব্যবস্থিতো ॥৪৪॥

অপ্রিয়াণি ততোহন্যোন্মুক্তা তো কুরুসত্তমো ।

উদীকন্তো স্থিতো বীরো বৃত্তশক্ৰো যথাহবে ॥৪৫॥

ইতি ত্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপৰ্ব্বণি

গদাযুদ্ধে একপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

— — :*: — —

দ্বিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ

-:০০০:-

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো বাগ্ভুক্তমভবতু মূলং জনমেজয় ! ।

যত্র দুঃখাশ্রিতো রাজা ধৃতরাষ্ট্রো হত্ৰবীদিদম্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

ভাবিতি । হৃঃসহাবশেষাম্ । তক্ষমাণো খর্বীকূৰ্শ্বে ॥৪৪॥

অপ্রিয়াণি । বৃত্তো নামাস্থরঃ শক্ৰ ইন্দ্রশ্চ তো, আহবে যুদ্ধে ॥৪৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-ত্ৰীহরিদাসসিকান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-

টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপৰ্ব্বণি গদাযুদ্ধে একপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

তত ইতি । বাগ্ভুক্তং ভীমদূৰ্য্যোধনয়োৰিতি শেষঃ । যত্র বাগ্ভুক্তবিষয়ে ॥১॥

মহারাজ ! সুন্দরমূর্তি, শুভ্রকান্তি ও নীলবস্ত্রধারী মহাবাহু বলরাম সেই বীরগণ ও রাজগণের মধ্যে উপবিষ্ট থাকিয়া, রাত্রিকালে নক্ষত্রপরিবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ; তখন সকল দিকে সকলেই তাঁহার সম্মান করিতে থাকিল ॥৪২—৪৩॥

মহারাজ ! অশ্বের পক্ষে অতিহৃঃসহ ও গদাধারী ভীম এবং দূৰ্য্যোধন ভীষণ বাক্যদ্বারা পরস্পর ভৎসনা করিতে থাকিয়া, যুদ্ধের নিয়মে দাঁড়াইলেন ॥৪৪॥

ক্রমে কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীম ও দূৰ্য্যোধন পরস্পর অপ্রিয় বাক্য সকল বলিয়া, রণস্থলে ইন্দ্র ও বৃত্রাশুরের ন্যায় পরস্পর নিরীক্ষণ করিতে থাকিলেন ॥৪৫॥

(৪৫)...উদীকন্তো স্থিতো তত্র...নি । * ‘...পঞ্চপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ’ পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, ‘...ষট্‌পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ’ নি ।

ধিগন্ত খলু মাছুষ্যং যন্ত নিষ্ঠেয়মীদৃশী ।
 একাদশচমূভর্তা যত্র পুত্রো মমানঘ ! ॥২॥
 আজ্ঞাপ্য সর্বান নৃপতীন্ ভুক্ত্বা চেমাং বহুধরাম্ ।
 গদামাদায় চৈকাকী পদাতিঃ প্রস্থিতো রণে ॥৩॥ (বুঝকম)
 ভূত্বা হি জগতো নাথো হনাত ইব মে হৃতঃ ।
 গদামুচ্যম্য যো যাতি কিমন্যদ্যগ্ধেয়তঃ ॥৪॥
 অহো দুঃখং মহৎ প্রাপ্তং পুত্রেণ মম সঞ্জয় ! ।
 এবমুক্ত্বা হৃদুঃখার্ভো বিররাম জনাধিপঃ ॥৫॥
 সঞ্জয় উবাচ ।

স মেঘনিনদো হর্ষান্নিনদম্নিব গোবৃষঃ ।
 আজুহাব তদা পার্থঃ যুদ্ধায় যুধি বীর্য্যবান্ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

ধিগতি । মাছুষ্যং মনুষ্যত্বম্ ; নিষ্ঠা পরিণামঃ । একাদশচমূভর্তা একাদশাক্ষৌহিণীপতিঃ ।
 পদাতিঃ পাদচারী সন্ ॥২—৩॥

ভূত্বতি । অনাথো নিঃসহাযঃ । সর্বমেতদ্বর্ভাগ্যৈশ্চ ব ফলমিতি ভাবঃ ॥৪॥

অহো ইতি । বিরবাম নীরবো বভূব । জনাধিপো ধৃতবাহুঃ ॥৫॥

স ইতি । মেঘনিনদো মেঘ ইব গম্ভীরস্বরঃ । গোবৃষো মহাবৃষতঃ ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা জনমেজয় ! তাহার পর ভীম ও দুর্ধ্যোধনের
 তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ হইল ; যে বিষয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুঃখিত হইয়া, সঞ্জয়কে এই কথা
 বলিলেন—৥১॥

‘নিষ্পাপ সঞ্জয় ! যাহার পরিণাম এইরূপ সেই মনুষ্যত্বকে ধিক্, যেহেতু আমার
 পুত্র দুর্ধ্যোধন একাদশাক্ষৌহিণীর পতি হইয়া, এ যাবৎ সমস্ত রাজাকে আদেশ
 দিয়া এবং এই পৃথিবী ভোগ করিয়া, পরে গদা লইয়া একাকী পাদচারে রণস্থলে
 গমন করিয়াছিলেন ॥২—৩॥

আমার যে পুত্র পৃথিবীর নাথ হইয়াও অনাথের স্থায় একাকী গদা লইয়া গমন
 করেন, তাহার এই বিষয়ে দুর্ভাগ্য ভিন্ন অন্য কোন কারণ বলা যাইতে পারে ॥৪॥

হায় সঞ্জয় ! আমার পুত্র গুরুতর দুঃখই পাইয়াছেন’ । রাজা ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত
 দুঃখিত হইয়া, এইরূপ বলিয়া বিরত হইলেন ॥৫॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘তখন মেঘের স্থায় গম্ভীরস্বর ও বলবান দুর্ধ্যোধন আনন্দ-

ভীমমাহবয়মানে তু কুরুরাজে মহাস্থনি ।
 প্রাহুরাসন্ হৃষোরানি রূপানি বিবিধানু্যত ॥৭॥
 ববুর্বাভাঃ সনির্ধাতাঃ পাংশুবর্ষং পপাত চ ।
 বভুবুশ্চ দিশঃ সর্বাস্তিমিরেণ সমাবৃতাঃ ॥৮॥
 মহাস্থনাঃ সনির্ধাতাস্তমুলা লোমহর্ষণাঃ ।
 পেতুস্তথোক্তাঃ শতশঃ স্ফোটয়ন্ত্যো নভস্তলাং ॥৯॥
 রাহুশ্চাঐসদাদিত্যমপৰ্ব্বণি বিশাংপতে ।।
 চকম্পে চ মহাকম্পং পৃথিবী সৰ্বনক্রমা ॥১০॥
 রূক্ষাশ্চ বাতাঃ প্রববুর্নানৈঃ শর্করবর্ষণঃ ।
 গিরীণাং শিখরাণ্যেব ন্যপতন্ত মহীতলে ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

ভীমমিতি । রূপানি হ্রলক্ষণানি । উতশব্দঃ পাদপূরণে ॥৭॥

ববুরিতি । নির্ধাতেন বাতাহতবাতপাতেন সহেতি তে, পাংশুবর্ষং ধূলিবৃষ্টিঃ ॥৮॥

মহেতি । স্ফোটয়ন্ত্যো ভুবং বিদারয়ন্ত্য ইব ॥৯॥

রাহুরিতি । অপৰ্বণি অমাবস্তারূপপৰ্বণ এব অনির্দিষ্টকালে । তন্ত্বেথেরমাবস্তাথেন পৰ্বরূপত্বাং “অমাবস্তার সাযাহে বাজা হৃষ্যোধনো হতঃ” ইতি ভারতসাহিত্যক্ষেত্রে । অমাবস্তাপ্রতিপৎসন্ধিক্ষণে হি গ্রহণকালো জ্যোতিষশাস্ত্রে নির্দিষ্টো দ্রষ্টব্যঃ । মহান্ কম্পচলনং যস্মিন্ কম্পণি তদুথা ॥১০॥

সহকারে মহাবৃষের শ্রায় গর্জন করিয়া, যুদ্ধ করিবার জন্ত ভীমসেনকে আহ্বান করিলেন ॥৬॥

মহাবল হৃষ্যোধন যুদ্ধে ভীমসেনকে আহ্বান করিলে, অতিভীষণ নানাবিধ হ্রলক্ষণ সকল আবিভূত হইতে লাগিল ॥৭॥

(বায়ুকর্ভুক আহত বায়ুপতনের নাম—নির্ধাত) নির্ধাতের সহিত বায়ু বহিতে লাগিল, ধূলিবৃষ্টি হইতে থাকিল এবং সমস্ত দিক্ই অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল ॥৮॥

বিশালশব্দকারী, তুমুল ও লোমহর্ষণ শত শত উচ্চা ভূতল যেন বিদীর্ণ করিতে থাকিয়া, আকাশ হইতে পড়িতে লাগিল ॥৯॥

নরনাথ ! রাহু অমাবস্তার অনির্দিষ্টকালে আসিয়া সূর্যকে গ্রাস করিল এবং বনবৃক্ষের সহিত ভূমি কাঁপিতে লাগিল ; তাহাতে ভূমিস্থিত সকল পদার্থেরই মহাকম্পন হইতে থাকিল ॥১০॥

(৮)...স্থনির্ধাতাঃ...পি বঙ্গ বর্ধ । (৯)...স্থনির্ধাতাঃ...নি । (১১) দীপ্তাশ্চ বাতাঃ...পি বঙ্গ বর্ধ ।

যুগা বহুবিধাকারঃ সংপতন্তি দিশো দশ ।
 দীপ্তাঃ শিবাশ্চাপ্যনদন্ ঘোররূপাঃ সূদারুণাঃ ॥১২॥
 নির্ঘাতাশ্চ মহাঘোরা বজ্রবর্লোমহর্ষণাঃ ।
 দীপ্তায়াং দিশি রাজেন্দ্র ! যুগাশ্চাস্তভবেদিনঃ ॥১৩॥
 উদপানগতাশ্চাপো ব্যবর্দ্ধন্ত সমন্ততঃ ।
 অশরীরা মহানাদাঃ শ্রয়ন্তে স্ম তদা নৃপ ! ॥১৪॥
 এবমাদীনি দৃষ্ট্বাথ নিমিত্তানি বৃকোদরঃ ।
 উবাচ ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং ধর্ম্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ॥১৫॥
 নৈষ শক্তো রণে জেতুং মন্দাত্মা মাং স্রযোধনঃ ।
 অগ্ৰ ক্রোধং বিমোক্ষ্যামি নিগূঢ়ং হৃদয়ে চিরম্ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

রূক্ষা ইতি । রূক্ষা অশীতলাঃ । শর্করবর্ষণঃ অতিক্রূদ্রপ্রস্তরখণ্ডবর্ষণঃ ॥১১॥
 যুগা ইতি । সংপতন্তি বিচবন্তি স্ম । দীপ্তা জলিতবদনাঃ, শিবাঃ শৃগালাঃ ॥১২॥
 নির্ঘাতা ইতি । দীপ্তাবাং দাহেন রক্তবর্ণায়াম্ । অস্ত্রভবেদিনঃ অমঙ্গলসূচকাঃ ॥১৩॥
 উদেতি । উদপানগতা জলাশয়হিতাঃ, আপো জলম্ । অশরীরা অশরীবিপ্রযুক্তাঃ ॥১৪॥
 এবমিতি । নিমিত্তানি দুর্লক্ষণানি । এতানি তু দুর্ঘোষণং প্রত্যোবেতি ভাবঃ ॥১৫॥

শর্করবর্ষী রূক্ষ বায়ু নীচ দিয়া বহিতে লাগিল এবং পর্বতশৃঙ্গসকল ভূতলে পতিত হইতে থাকিল ॥১১॥

নানাবিধমূর্ত্তি হরিণ সকল দশ দিকে বিচরণ করিতে লাগিল এবং উজ্জলমুখ ও ভীষণমূর্ত্তি শৃগালসমূহ ভয়ঙ্কর রব করিতে থাকিল ॥১২॥

রাজজ্যেষ্ঠ ! অতিভয়ঙ্কর ও লোমহর্ষণ নির্ঘাত হইতে লাগিল এবং অমঙ্গলসূচক পশুগণ রক্তবর্ণ দিকে বিচরণ করিতে থাকিল ॥১৩॥

রাজা ! সকল দিকের জলাশয়ের জল স্ফীত হইয়া উঠিল এবং আকস্মিক বিশাল শব্দ সকল শুনা যাইতে লাগিল ॥১৪॥

তাহার পর এই সকল দুর্লক্ষণ দেখিয়া, ভীমসেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—॥১৫॥

‘এই অল্পবুদ্ধি দুর্ঘোষণ যুদ্ধে আমাকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না । কিন্তু চিরকাল আমি যে ক্রোধ হৃদয়ে লুকায়িত রাখিয়াছিলাম, আজ তাহা প্রকাশ করিব ॥১৬॥

(১৩) যুগাশ্চাস্তভবেদিনঃ—পি নি । (১৪) ইতঃপ্রভৃতি দাক্ষিণাত্যপুস্তকে মহান পাঠভেদে বর্ত্ততে ।

হৃষোধনে কৌরবেস্ত্রে খাণ্ডবে পাবকো যথা ।
 শল্যমতোক্রিয়ামি তব পাণ্ডব ! হৃচ্ছয়ম্ ॥১৭॥
 নিহত্য গদয়া পাপমিমং কুরুকুলাধমম্ ।
 অস্ত্র কীৰ্ত্তিময়ীং মালাং প্রতিমোক্যাম্যহং হৃয়ি ॥১৮॥
 হৃষ্টমং পাপকৰ্ম্মাণং গদয়া রণমুৰ্কনি ।
 অস্ত্রাশ্চ শতধা দেহং ভিনন্নি গদয়ানয়া ।
 নায়ং প্রবেষ্ঠা নগরং পুনর্বারগসাহয়ম্ ॥১৯॥
 সপৌংসর্গস্ত শয়নে বিষদানস্ত্র ভোজনে ।
 প্রমাণকোট্যাং পাতস্ত্র দাহস্ত্র জতুবৈশ্মনি ॥২০॥
 সভায়ামবহাসস্ত্র সর্বস্বহরণস্ত্র চ ।
 বর্ষমজ্জাতবাসস্ত্র বনবাসস্ত্র চানঘ ! ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । মন্দাত্মা অন্নবুদ্ধিঃ, অসম্ভাব্যবিষয়ে লোভকবর্ণাদিত্যাশয়ঃ ॥১৬॥
 হৃষোধন ইতি । শল্যং কোপশেলম্ । হৃদি শেতে বর্ভত ইতি হৃচ্ছয়ম্ ॥১৭॥
 নিহত্যেতি । কীৰ্ত্তিময়ীং কীৰ্ত্তিরূপাম্, প্রতিমোক্যামি পবিত্রাপমিষ্টামি ॥১৮॥
 হৃষ্টেতি । প্রবেষ্ঠা প্রবেক্ষ্যতি, বাবণসাহয়ং হস্তিনাখ্যম্ । বট্পাদোহং দ্রাকঃ ॥১৯॥
 সপৌংতি । শয়নে মম শয্যায়াম্, সপৌংসর্গস্ত্র মম দংশায় সপনিক্লেপস্ত্র, ভোজনে মম
 খাদ্যে, বিষদানস্ত্র গরলমিশ্রণস্ত্র । প্রমাণকোট্যাং তদাখ্যস্থানে পাতস্ত্র নিদ্রিতস্ত্র মে জলে

পাণ্ডুনন্দন ! খাণ্ডববনে যেমন অগ্নি ছিল, সেইরূপ এযাবৎ কুরুবাজ
 হৃষোধনের বিষয়ে আপনার হৃদয়ে যে ক্রোধশেল ছিল, তাহা আজ আমি উদ্ধার
 করিব ॥১৭॥

গদাঘারা আজ এই কুরুকুলাধম পাপাত্মাকে বধ করিয়া, আপনার কণ্ঠে
 কীৰ্ত্তিময়ী মালা পড়াইয়া দিব ॥১৮॥

আজ এই গদাঘারা পাপকৰ্ম্মা হৃষোধনকে বধ করিয়া, উহাব দেহটাকে শত
 ভাগে বিচ্ছিন্ন করিব ; এই ছুরাত্মা আর হস্তিনানগরে প্রবেশ করিতে পারিবে
 না ॥১৯॥

নিপ্পাপ ভরতবংশশ্রেষ্ঠ ! আমার শয্যায় সপনিক্লেপ, আমার খাদ্যে বিষমিশ্রণ,
 প্রমাণকোটীগ্রামে আমাকে নিদ্রিত অবস্থায় জলে নিক্লেপ, জতুগৃহে আমাদিগকে
 দগ্ধ করিবার উপক্রম, দ্যুতসভায় আমাদিগকে উপহাস, আমাদের সর্বস্ব হরণ,
 ছাদশ বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্জাতবাস—এই সকল ব্যাপার দীর্ঘকালের

অত্যাশ্চর্যমেবাং দুঃখানাং গন্তাং ভরতর্ষভ ! ।

একাহ্না বিনিহত্যেমাং ভবিষ্যাম্যাত্মনোহনৃণঃ ॥২২॥ (বিশেষকর্ম)

অত্যাশ্চর্যার্থরাষ্ট্রেণ দুর্ন্যতেরকৃতাত্মনঃ ।

সমাপ্তং ভরতশ্রেষ্ঠ ! মাতাপিত্রোশ্চ দর্শনম্ ॥২৩॥

অত্র সৌখ্যন্তু রাজেশ্চ ! কুরুরাজস্য দুর্ন্যতেঃ ।

সমাপ্তঞ্চ মহারাজ ! মারীণাং দর্শনং পুনঃ ॥২৪॥

অত্যাং কুরুরাজস্য শাস্ত্রনোঃ কুলদূষণঃ ।

প্রাণান্ প্রিয়ঞ্চ রাজ্যঞ্চ ত্যক্ত্বা শেষতি ভূতলে ॥২৫॥

রাজা চ ধৃতরাষ্ট্রোহিহ শ্রদ্ধা পুত্রং নিপাতিতম্ ।

স্মরিত্যন্তঃ কর্ম যতচ্ছকুনিবুদ্ধিজম্ ॥২৬॥

ইত্যুক্ত্বা রাজশার্দূল ! গদামাদায় বীর্যবান্ ।

অবাতিষ্ঠত যুদ্ধায় শক্রো বক্রমিবাহ্বয়ন্ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

নিক্কেপত্ত, দাহন্ত দাহোপক্রমন্ত । সভাষাং দ্যুতপবিষদি, অবহাসন্ত উপহাসন্ত, বর্ষমেক-
বৎসরং যাবৎ ; ষাদশবর্ষাণি যাবৎ বনবাসন্ত । এতে বৃত্তান্তাঃ প্রাগ্ভট্টব্যঃ । গন্তা
গমিষ্যামি ॥২০—২২॥

অন্তেতি । অকৃতাত্মনঃ অশিক্ষিতবুদ্ধেঃ ॥২৩॥

অন্তেতি । সৌখ্যং বাজ্যানুখতোগঃ । সমাপ্তং মৃত্যুনা গ্রাসাৎ ॥২৪॥

অন্তেতি । প্রিয়ং সম্পদম্, শেষতি শেষতে শয়নং কবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥২৫॥

রাজেতি । অন্তঃ জগতামঙ্গলকরম্, কর্ম অন্তরীবাগনাদিকম্ ॥২৬॥

চেষ্টায় করিয়া, দুর্ঘোষণন আমাদিগকে যে দুঃখ দিয়াছে ; আজ এই সেই দুর্ঘোষণনকে
বধ করিয়া, আমি এক দিনেই সেই সকল দুঃখের অবসান করিব এবং নিজের
নিকট অন্ত্রী হইব ॥২০—২২॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! আজ দুর্ন্যতি ও অশিক্ষিতবুদ্ধি দুর্ঘোষণনের আয়ু ও মাতাপিতার
দর্শন সমাপ্ত হইবে ॥২৩॥

রাজশ্রেষ্ঠ মহারাজ ! আজ দুর্ন্যতি দুর্ঘোষণনের রাজ্যানুখতোগ ও রমণীগণের
দর্শন শেষ হইবে ॥২৪॥

আজ কুরুরাজ শাস্ত্রমুর বংশদূষক এই পাপাত্মা প্রাণ, সম্পদ ও রাজ্য পরিত্যাগ
করিয়া, ভূতলে শয়ন করিবে ॥২৫॥

আজ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে নিহত জ্ঞান করিয়া—শকুনির বুদ্ধিপ্রযুক্ত যে সকল
দার্য্য করিয়াছিলেন, সেই সকল অমঙ্গলজনক কার্য্য স্মরণ করিবেন' ॥২৬॥

(২৭)...অবাতিষ্ঠত যুদ্ধায়...নি ।

তমুদ্রতগদং দৃষ্ট্বা কৈলাসমিব শৃঙ্গিশম্ ।
 ভীমসেনঃ পুনঃ ক্রুদ্ধো হৃষ্যোদনমুবাচ হ ॥২৮॥
 রাজ্ঞশ্চ ধৃতরাষ্ট্রস্য তথা স্বমপি চান্ননঃ ।
 স্মর তদুদ্রুতং কৰ্ম্ম যদ্বৃ-তং বারণাবতে ॥২৯॥
 দ্রৌপদী চ পরিক্লিষ্টা সভামধ্যে রজস্বলা ।
 দ্যুতেন বঞ্চিতো রাজা যদ্বয়া সৌবলেন চ ॥৩০॥
 বনে হুঃখঞ্চ যৎপ্রাপ্তমস্মাভিস্ত্বংকৃতং মহৎ ।
 বিরাটনগরে চৈব যোন্তস্তুরগতৈরিব ।
 তৎ সৰ্ব্বং যাতয়াম্যদ্য দিক্চা দৃষ্টোহসি হৃষ্মতে ! ॥৩১॥
 ত্বংকৃতেহসৌ হতঃ শেতে শরতস্নে প্রতাপবান্ ।
 গাঙ্গেয়ো রথিনাং শ্রেষ্ঠো রথিনা যাজ্ঞসেনিনা ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । অব্যতিষ্ঠত ভীমসেনঃ । আহবয়ন্ হৃষ্যোদনমিতি শেষঃ ॥২৭॥

তমিতি । উদ্রুতা উত্তোলিতা গদা যেন তম্, অতএব শৃঙ্গিশং শৃঙ্গবস্তং কৈলাসমিব
 স্থিতম্ ॥২৮॥

রাজ্ঞ ইতি । বৃত্তং জাতম, অস্মাকং জতুগৃহে দাহচেষ্টিতমিত্যর্থঃ ॥২৯॥

দ্রৌপদীতি । রাজা যুধিষ্ঠিরঃ, সৌবলেন শকুনিয়া, তদপি স্মরেতি ভাবঃ ॥৩০॥

বন ইতি । যাতয়ামি প্রতিশোধয়ামি, দিষ্টা ভাগ্যেন । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩১॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! এই কথা বলিয়া, বলবান্ ভীমসেন গদা লইয়া—পূৰ্বে ইন্দ্র যেমন
 বৃত্রাসুরকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপ হৃষ্যোদনকে আহ্বান করিয়া, যুদ্ধের
 জন্ত অবস্থান করিলেন ॥২৭॥

হৃষ্যোদন গদা উত্তোলন করিয়া, শৃঙ্গযুক্ত কৈলাসপৰ্ব্বতের স্মার দাঁড়াইয়া
 রহিয়াছেন দেখিয়া, ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া, পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন—॥২৮॥

‘দ্রুতাস্মা হৃষ্যোদন ! বারণাবতনগরে যাহা ঘটিয়াছিল, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ও
 তৌমার সেই দুষ্কার্য্য এখন স্মরণ কর ॥২৯॥

তুমি ও শকুনি দ্যুতসভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীর যে কষ্ট দিয়াছিলে এবং রাজা
 যুধিষ্ঠিরকে দ্যুতক্রীড়ায় যে প্রতারণা করিয়াছিলে, তাহা এখন স্মরণ কর ॥৩০॥

হৃষ্মতি ! আমরা তোমার প্রদত্ত যে বনবাসের মহাহুঃখ পাইয়াছি এবং
 জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াই যেন বিরাটনগরে যে অজ্ঞাতবাসের কষ্ট ভোগ করিয়াছি;
 আজ সেই সমস্ত হুঃখ-কষ্টেরই প্রতিশোধ দিব । কেন না, ভাগ্যবশতই তুমি আজ
 আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছ ॥৩১॥

হতো দ্রোণশ্চ কর্ণশ্চ তথা শল্যঃ প্রতাপবান্ ।
 বৈরাগ্যেহাদিকর্তাসৌ শকুনিঃ সৌবলো হতঃ ॥৩৩॥
 প্রাতিকামী তথা পাপো দ্রোণপুত্রাঃ ক্লেশকৃৎনতঃ ।
 ভ্রাতরন্তে হতাঃ সর্বে শূরা বিক্রান্তযোধিনঃ ॥৩৪॥
 এতে চাশ্বে চ বহবো নিহতাস্বংকৃতে নৃপাঃ ।
 স্বামন্য নিহনিষ্যামি গদয়া নাত্র সংশয়ঃ ॥৩৫॥
 ইত্যেবমুচৈ রাজেন্দ্র ! ভাষমাণং বৃকোদরম্ ।
 উবাচ বীতভী রাজন্ ! পুত্রন্তে সত্যবিক্রমঃ ॥৩৬॥
 কিং কথিতেন বহুনা যুধ্যস্ব ত্বং বৃকোদর ! ।
 অথ তেহং বিনেয্যামি যুদ্ধশ্রদ্ধাং কুলাধম ! ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

অদিতি । স্বংকৃতে অগ্নিমিত্তম্, শরতরে শরশয্যায়াম্ । যাজ্ঞসেনিনা শিখণ্ডিনা ॥৩২॥

হত ইতি । আদিশাসৌ কর্তা চেতি সঃ, সৌবলঃ সুবলপুত্রঃ ॥৩৩॥

প্রাতীতি । প্রাতিকামী নাম দুর্ঘোধানস্ত কচ্চিদহুচরঃ ॥৩৪॥

এত ইতি । অশ্বে ভগদস্তাদয়ঃ, স্বংকৃতে অগ্নিমিত্তম্ ॥৩৫॥

ইতীতি । বীতভীত্যন্তরঃ, বীতভীত্বাং সত্যবিক্রমস্বাকৈবং ব্যবহার ইতি ভাবঃ ॥৩৬॥

প্রতাপশালী ও রুধির্শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম তোমার জগুই শিখণ্ডিকর্তৃক আহত হইয়া এই শরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥৩২॥

দ্রোণ, কর্ণ, প্রতাপশালী শল্য এবং বৈরানলের প্রথম অবর্তক সুবলপুত্র শকুনিও নিহত হইয়াছেন ॥৩৩॥

দ্রোণদীর ক্লেশদাতা পাপাত্মা প্রাতিকামী নিহত হইয়াছে এবং বীর ও বিক্রম-সহকারে যুদ্ধকারী তোমার ভ্রাতারাও নিহত হইয়াছে ॥৩৪॥

দুর্ঘোধান ! তোর জগুই এই সকল রাজা এবং অগাণ্ড বহুতর রাজাও যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন ; আজ তোকেও বধ করিব, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই' ॥৩৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ রাজা ! ভীষ্মেন উচ্চস্বরে এইরূপ বলিতে লাগিলে, নির্ভয়চিত্ত ও যথার্থবিক্রমশালী আপনার পুত্র দুর্ঘোধান বলিলেন—॥৩৬॥

‘কুরুকুলাধম বৃকোদর ! বহু আশ্রয়াদি করিবার প্রয়োজন কি ? তুই যুদ্ধ কর, আজ আমি তোর যুদ্ধের লালসা দূর করিব ॥৩৭॥

(৩৫)....নিহতাস্বংকৃতে রণে...পি । (৩৬) ইতঃপ্রভৃতি দাক্ষিণাত্যপুঙ্ক্তকে মহান্ পাঠভেদো বর্ত্ততে ।

নৈব হৃষ্যোধনঃ ক্রুদ্ধ ! কেনচিৎস্বধিধেন বৈ ।
 শক্যজ্ঞাসয়িতুং বাচা যথাত্ম্যঃ প্রাকৃতো নরঃ ॥৩৮॥
 চিরকালেন্দ্রিতং দিষ্ট্য হৃদয়শ্চমিদং মম ।
 ত্বয়া সহ গদায়ুদ্ধং ত্রিদশৈরুপপাদিতম্ ॥৩৯॥
 কিং বাচা বহুনোক্তেন কথিতেন চ দুৰ্ম্মতে ! ।
 বাণী সম্পাদ্যতামেবা কৰ্ম্মণা মা চিরং কৃথাঃ ॥৪০॥
 তস্ম তদ্বচনং শ্রুত্বা সৰ্ব্ব এবাত্যপূজয়ন্ ।
 রাজানঃ সোমকাতৈশ্চ য়ে তত্রাসন্ সমাগতাঃ ॥৪১॥
 ততঃ সম্পূজিতঃ সৰ্বৈঃ সংপ্রহৃষ্টতনুরুহঃ ।
 ভূয়ো ধীরাং মতিশ্রদ্ধে যুদ্ধায় কুরুনন্দনঃ ॥৪২॥
 তং মত্তমিব মাতঙ্গং তলশদৈর্নরাধিপাঃ ।
 ভূয়ঃ সংহৰ্ষয়াক্রুদ্ধৈর্হৃষ্যোধনমমৰ্ষণম্ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । কথিতেন আশ্রয়াদাকরণেন । বিনেষ্যামি বিনাশয়িষ্যামি ॥৩৭॥
 নেতি । বাচা বাহ্যত্বেণ, প্রাকৃতঃ সাধারণঃ ॥৩৮॥
 চিরেতি । দিষ্ট্য ভাগ্যেন । ত্রিদশৈর্দৈবৈঃ, উপপাদিতং সম্ভবতিতম্ ॥৩৯॥
 কিমিতি । বাণী বচনার্থঃ, মা চিরং কৃথা বিলম্বং ন কুরুষ ॥৪০॥
 তন্ত্বেতি । অত্যপূজয়ন্ প্রশংসন্, একাকিচ্ছেৎপি মহাবীরতয়া নির্ভয়বাদিতি ভাবঃ ॥৪১॥
 তত ইতি । সংপ্রহৃষ্টানি হৰ্ষাবুদগতানি তনুরুহাণি লোমানি যন্ত সঃ ॥৪২॥

অরে ক্রুদ্ধ ! তুই বা তোর মত অশ্রু কোন্ লোক যে ভাবে কেবল বাক্যদ্বারা সামান্য ব্যক্তির ভয় উৎপাদন করে, সে ভাবে হৃষ্যোধনের ভয় উৎপাদন করিতে পারিবি না ॥৩৮॥

আমি চিরকালই তোঁর সহিত গদায়ুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়া আসিতেছি ; আজ ভাগ্যবশতঃ দেবতারা তাহা ঘটাইয়া দিয়াছেন ॥৩৯॥

হুৰ্ম্মতি ভীম ! কেবল বাক্যদ্বারা বহুবিষয় বলিবার বা গৰ্ব্ব প্রকাশ করিবার প্রয়োজন কি ? এখন কৰ্ম্মদ্বারা এই শাক্য সকল কর, বিলম্ব করিস্ না' ॥৪০॥

হৃষ্যোধনের সেই বাক্য শুনিয়া, রাজারা, সোমকেরা এবং অন্যান্য যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥৪১॥

তাঁহার পর সকলে প্রশংসা করিলে, হৃষ্যোধনের দেহে রোমাঞ্চ উৎপন্ন হইল, তখন তিনি পুনরায় যুদ্ধে বুদ্ধি স্থির করিলেন ॥৪২॥

(৪৩) উন্নতমিব মাতঙ্গং...পি ।

তং মহাত্মা মহাত্মানং গদায়ুত্মন্য পাণ্ডবঃ ।

অভিহুত্বা বেগেন ধার্ত্তরাষ্ট্রং বৃকোদরঃ ॥৪৪॥

বৃংহস্তি কুঞ্জরাস্তত্র হয়্য হেষস্তি চাসকুং ।

শত্ৰুাণি চাপ্যদীপ্যন্ত পাণ্ডবানাং জয়ৈষিণাম্ ॥৪৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি

গদায়ুদ্ধে গদায়ুদ্ধারম্ভে দ্বিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ত্রিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

—:০:—

সঞ্জয় উবাচ ।

ততো দুর্যোধনো দৃষ্ট্বা ভীমসেনং তথাগতম্ ।

প্রভ্যুদয্যাবদীনাঙ্গা বেগেন মহতা নদন ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । তলশব্দৈঃ করতলধ্বনিভিঃ । এতেনেদানীমিব তদানীমপি হর্ষে করতল-
ধ্বনিকরণব্যবহার আদীদৃতি প্রতীয়তে । অমর্ষণমসহিষ্ণু ॥৪৩॥

তমিতি । উদ্ভম্য উত্তোল্য । অভিহুত্বা অভিদধাব ॥৪৪॥

বৃংহস্তীতি । বৃংহস্তি বৃংহিতধ্বনিং কুরুন্তি অ, হেষস্তি হেষারবং কুরুন্তে অ ॥৪৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-

টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্বণি গদায়ুদ্ধে দ্বিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:০:—

তত ইতি । আগতমাগচ্ছন্তম্ । অদীনাঙ্গা অকাতরচিত্তঃ ॥১॥

পরে রাজারা করতলধ্বনিদ্বারা মস্তহস্তীর স্তায় অসহিষ্ণু দুর্যোধনকে আরও
আনন্দিত করিলেন ॥৪৩॥

তখন মহাবল পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন গদা উত্তোলন করিয়া, মহাবল দুর্যোধনের
অভিমুখে বেগে ধাবিত হইলেন ॥৪৪॥

তৎকালে হস্তী সকল বৃংহিতধ্বনি ও অশ্বগণ হেষারব করিতে লাগিল এবং
জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণের উত্তোলিত অস্ত্রগুলি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ॥৪৫॥

(৪৫)...শত্ৰুাণি চাপ্যদীপ্যন্ত...পি । * ‘...বট্ পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ’ পি বদ বদ্ধ বা
লো, ‘...সপ্তপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ’ নি ।

সমাপেততুর্য্যোক্তং শৃঙ্গিণী গোবৃষাবিব ।
 মহানির্ধাতবোবশ্চ প্রহারাণামজায়ত ॥২॥
 অভবচ্চ তয়োয়ুর্দ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ।
 জিগীষতোবু'ধাতোহুমিন্দ্রপ্রহ্লাদয়োবিব ॥৩॥
 রুধিরোক্ষিতসর্ব্বাক্ষৌ গদাহন্তৌ মনস্বিনৌ ।
 দদৃশাতে মহাত্মানৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥৪॥
 তথা তন্নিগ্নহাযুদ্ধে বর্ত্তমানে হৃদারুণে ।
 খণ্ডোতসংঘৈরিব খং দর্শনীয়ং ব্যরোচত ॥৫॥
 তথা তন্নিব বর্ত্তমানে সঙ্কুলে তুমুলে ভৃশম্ ।
 উভাবপি পরিশ্রান্তৌ যুধ্যমানাবরিন্দমৌ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

সমিতি । গোবৃধৌ মহাবৃষভৌ । মহান্ যো নির্ধাতো বাতাহতবাতপাততত্ত্বেব
 বোবঃ ॥২॥

অভবদ্বিতি । জিগীষতোর্জ্যেতুমিচ্ছতোঃ, বুধা যুদ্ধেন ॥৩॥

রুধিরেতি । রুধিরেণ উক্ষিতানি সিক্তানি সর্বাণ্যঙ্গানি যয়োন্তৌ ॥৪॥

তথ্যেতি । খণ্ডোতসংঘৈর্য্যোতিরিক্তগণৈঃ, গদাত্যামাশ্বকণনির্গমাং ॥৫॥

তথ্যেতি । সঙ্কুলে ঘনপ্রহারব্যাগ্রে বৃদ্ধে । পরিশ্রান্তাবতবতাম্ ॥৬॥

সম্ভব বলিলেন—‘তাহার পর ভীমসেন সেইভাবে আসিতেছেন দেখিয়া,
 হৃষ্যোধন অকাতরচিত্তে গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥১॥

ক্রমে তাঁহার শৃঙ্গযুক্ত দুইটা মহাবৃষের আয় পরস্পরের উপরে পতিত হইলেন
 এবং মহানির্ধাতবদের আয় তাঁহাদের গদাপ্রহারের শব্দ হইতে লাগিল ॥২॥

পূর্ব্বকালে পরস্পর জয়াভিলাষী ইন্দ্র ও প্রহ্লাদদের যেমন যুদ্ধ হইয়াছিল,
 সেইরূপ তখন পরস্পর জয়াভিলাষী ভীম ও হৃষ্যোধনের তুমুল ও লোমহর্ষণ যুদ্ধ
 হইতে থাকিল ॥৩॥

তখন রক্তাক্তগাত্র, মহাবল, গদাধারী এবং অকাতরচিত্ত ভীম ও হৃষ্যোধন
 পুষ্পসমবিত দুইটা কিংশুকবৃক্ষের আয় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন ॥৪॥

অভিভাবন সেই মহাবৃদ্ধ সেইভাবে চলিতে লাগিলে, গগনমণ্ডল খণ্ডোতসমূহের
 আয় অগ্নিস্কুলিকে হৃদৃশ হইয়া প্রকাশ পাইতে থাকিল ॥৫॥

তুমুল ও সঙ্কুল সেই যুদ্ধ শুরুতরভাবে চলিতে লাগিলে, শক্রদমনকারী ভীম
 ও হৃষ্যোধন দুই জনই ক্রমে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন ॥৬॥

তৌ মুহূর্ত্তং সমাশ্বস্ত্য পুনরেব পরস্তপৌ ।
 সংপ্রহারয়তাং চিত্তে সংপ্রগৃহ্য গদে শুভে ॥৭॥
 তৌ তু দৃষ্ট্ৱা মহাবীর্যৌ সমাশ্বস্তৌ নরবর্ভৌ ।
 বলিনৌ বারণৌ যদ্ব্যাসিতার্থে মদোৎকটৌ ॥৮॥
 সমানবীর্যৌ সংপ্রেক্ষ্য প্রগৃহীতগদাবুভৌ ।
 বিশ্বয়ং পরমং জগ্মুর্দেবগন্ধর্ব্বমানবাঃ ॥৯॥ (যুগ্মকম্)
 প্রগৃহীতগদৌ দৃষ্ট্ৱা হৃষ্যোদনরুকোদরৌ ।
 সংশয়ঃ সর্ব্বভূতানাং বিজয়ে সমপণ্ডত ॥১০॥
 সমাগম্য ততো ভূয়ো ভ্রাতরৌ বলিনাং বরৌ ।
 অন্তোন্তস্থাস্তরং প্রেপ্সু প্রচক্রাতেহস্তরং প্রতি ॥১১॥
 যমদণ্ডোপমাং গুৰ্ব্বীমিস্ত্রাশনিমিবোদ্রুতাম্ ।
 দদৃশুঃ প্রেক্ষকা রাজন্ । রৌদ্রীং বিশসনীং গদাম্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

তাবিত্তি । সংপ্রহারয়তাং সম্যকপ্রহারমকুরুতাম্, অড়াগমাতাব ইন্প্রত্যয়শ্চাবৌ ॥৭॥
 তাবিত্তি । বারণৌ গৰ্ভৌ, বাসিতার্থে ঋতুমত্যা হস্তিত্যাঃ সঙ্গমার্থে, মদোৎকটৌ কাম
 মদেন বলমদেন চ উন্মত্তৌ । প্রগৃহীতে গদে বাভ্যাং তৌ ॥৮—৯॥
 প্রেতি । সর্ব্বভূতানাং তত্রত্যসর্ব্বজনানাম্ । সমপণ্ডত সমজায়ত ॥১০॥
 সমিত্তি । অস্তরং প্রহারাবকাশম্, প্রচক্রাতে দৃষ্টিমিতি শেষঃ ॥১১॥
 যমেতি । অশনিং বজ্রম্ । বিশস্ততে হিংস্ততে অনয়েতি তাম্ ॥১২॥

পরে শত্রুসম্ভাপকারী ভীম ও হৃষ্যোদন কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া, বিচিত্র ও
 সুন্দর দুইটা গদা ধারণ করিয়া, আবার প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৭॥

মহাবল, বিশ্রান্ত, নরশ্রেষ্ঠ ও ঋতুমতী হস্তিনীর সঙ্গমের জন্ত মদমত্ত দুইটা
 বলবান্ হস্তীর স্থায় সমান বলশালী ভীম ও হৃষ্যোদনকে দেখিয়া এবং তাঁহারা
 দুইটা গদা উত্তোলন করিয়াছেন দর্শন করিয়া, আকাশবর্তী দেবতা ও গন্ধর্ব্বেরা
 এবং ভূতলস্থিত মনুষ্যেরা অত্যন্ত বিশ্বয়াপন্ন হইলেন ॥৮—৯॥

গদাধারী ভীম ও হৃষ্যোদনকে দেখিয়া, তাঁহাদের জয়লাভের বিষয়ে তত্রত্য
 লোকদিগের সন্দেহ জন্মিল ॥১০॥

তদনন্তর বলিশ্রেষ্ঠ ভীম ও হৃষ্যোদন দুই ভ্রাতা পরস্পরের হিঙ্গ লাভ করিবার
 ইচ্ছায় সেই ছিঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥১১॥

আবিধ্যতো গদাং তস্ম ভীমসেনস্ত সংযুগে ।
 শব্দঃ হুতুমুলো ঘোরো মুহূর্ত্তঃ সমপত্যত ॥১৩॥
 আবিধ্যন্তমরিং প্রেক্ষ্য ধার্ত্তরাষ্ট্রোহথ পাণ্ডবম্ ।
 গদামতুলবেগাং তাং বিস্মিতঃ সংবভূব হ ॥১৪॥
 চরংচ বিবিধান্মার্গান্মণ্ডলানি চ ভারত ।।
 অশোভত তদা বীরো ভূয় এব বৃকোদরঃ ॥১৫॥
 তৌ পরম্পরমাসাদ্য যত্তাবন্যোন্মরুক্ষেণে ।
 মার্জারবিব ভক্ষার্থে ততক্ষাতে মুহূৰ্ম্মহঃ ॥১৬॥
 আচরন্তীমসেনস্ত মার্গান্ বহুবিধাংস্তথা ।
 মণ্ডলানি বিচিত্রাণি গতপ্রত্যাগতানি চ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

আবিধ্যত ইতি । আবিধ্যতো ঘূর্ণয়তঃ । সমপত্যত সঙ্ঘাতঃ ॥১৩॥
 আবিধ্যন্তমিতি । ধার্ত্তরাষ্ট্রো হৃষ্যোধনঃ, পাণ্ডবঃ ভীমসেনম্ ॥১৪॥
 চরন্মিতি । মার্গান্ গদায়ুদ্ধনিয়মিতান্ পথঃ, মণ্ডলানি গোলাকারভ্রমণানি ॥১৫॥
 তাবিতি । যন্তৌ যদ্ববন্তৌ । ততক্ষাতে প্রহারৈঃ খর্ব্বীচক্রভূঃ ॥১৬॥
 আচরন্মিতি । আচরং অকরোং । গতানি অগ্রগমনানি প্রত্যাগতানি পশ্চাদ্-
 গমনানি ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—৬॥ অভ্যাহারয়তাংস্তোত্তমং পরম্পরমভ্যাহারয়তাং গদে অজিগ্রহীষাতাম্ ।
 সন্ধিরার্থঃ ॥৭—১০॥ অন্তরং গতিবিশেষম্ ॥১১—১৪॥ মণ্ডলানি শব্দোঃ পরিবেষ্টনানি
 পরিতো ভ্রমণানি ॥১৫—১৬॥ গতং শব্দোঃ সমুখগমনম্, প্রত্যাগতম্ আভিমুখ্যমভ্যজ্ঞত

রাজা । তৎকালে দর্শকেরা যমদণ্ড ও ইস্তের বজ্রের স্তায় বিশাল, ভীষণ ও
 হিংসোন্মুখ ভীমের গদা দর্শন করিতে থাকিল ॥১২॥

তৎপরে ভীমসেন যখন গদা ঘূর্ণন করিতে লাগিলেন, তখন কিছুকাল ভীষণ
 ও তুমুল শব্দ হইতে থাকিল ॥১৩॥

শত্রু ভীমসেন অতুলনীয়বেগসম্পন্ন সেই গদা ঘূর্ণন করিতেছেন দেখিয়া,
 হৃষ্যোধনের বিষয় জন্মিল ॥১৪॥

ভরতনন্দন । বীর ভীমসেন তখন নানাবিধ পথে বিচরণ এবং মণ্ডলাকারে
 ভ্রমণ করিতে থাকিয়া, অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১৫॥

তাঁহারা পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া এবং আশ্রয়ক্ষায় যত্ববান্ থাকিয়া, খাণ্ড-
 লাভের জন্য হুইট। বিড়ালের স্তায় মুহূৰ্ম্মহঃ প্রহার করিতে থাকিলেন ॥১৬॥

(১৭) ইতঃপ্রভৃতি দাক্ষিণাত্যপুস্তকে মহান্ পাঠভেদো দ্রষ্টব্যঃ ।

ଅନ୍ତସଜ୍ଞାମି ଚିତ୍ରାମି ହାନାମି ବିବିଧାମି ୫ ।

ପରିମୋକ୍ଷଂ ଶ୍ରୀହାରୀଣାଂ ବର୍ଜନଂ ପରିବାରଣମ୍ ॥୧୮॥

ଅଭିଜ୍ଞବ୍ୟକ୍ତିମାକ୍ଷେପମବହାନଂ ସବିଶ୍ରାମ୍ ।

ପରାବର୍ତ୍ତନସଂବର୍ତ୍ତନସମ୍ପ୍ରାପ୍ତମୁପସ୍ମୃତମ୍ ॥୧୯॥

ଉପକ୍ରମସମ୍ପ୍ରାପ୍ତଂ ଗଦାୟୁକ୍ତବିଶାରଦୋ ।

ଏବଂ ଡୋ ବିଚରନ୍ତୋ ହୁ ଚନ୍ଦ୍ରତାଂ ବୈ ପରମ୍ପରାମ୍ ॥୨୦॥ (ବିଶେଷକମ୍)

ଭାରତକୋୟାମୀ

ଅନ୍ତେତି । ଅନ୍ତସଜ୍ଞାମି ଅନ୍ତନିର୍ମିତସଜ୍ଞାକାରାମି ଗମନାମି, ହାନାମି ଅବହାନାମି । ପରି-
ମୋକ୍ଷମସରଣେନ ବିକଳୀକରଣମ୍, ବର୍ଜନଂ ପାର୍ଶ୍ଵଗମନେନାସଂସ୍ପର୍ଶମ୍, ପରିବାରଣଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୀହାରଣଂ ।
ଅଭିଜ୍ଞବ୍ୟକ୍ତିମାକ୍ଷେପଂ ଧାବନମ୍, ଆକ୍ଷେପଂ ହସ୍ତପଦଗ୍ରହଣେନାକର୍ଷଣମ୍, ଅବହାନଂ ତଥାପି ଅବହାନ
ଏବ ହିତମ୍, ବିଶ୍ରାମଂ ଯୁକ୍ତେନ ସହେତି ସବିଶ୍ରାମମ୍, ପରାବର୍ତ୍ତନଂ କିମ୍ବଦନ୍ତମସରଣମ୍, ତନ୍ମିତ୍ତେକତରଂ
କ୍ରତେ ସତୀତ୍ୟର୍ଥଃ, ସଂବର୍ତ୍ତନସମ୍ପ୍ରାପ୍ତଂ ତଦଭିଧ୍ୟାୟମନମ୍, ଅବସ୍ମୃତମବନମନେନ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୂର୍ବକଂ ଗମନମ୍,
ଉପସ୍ମୃତମୁଲ୍ଲେଖମାମ୍ବୁ ଗମନମ୍ ; ଉପକ୍ରମସମ୍ପ୍ରାପ୍ତମ୍, ଅପକ୍ରମସମ୍ପ୍ରାପ୍ତମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣମ୍, ବିଚରନ୍ତୋ
କୁର୍ବନ୍ତୋ ॥୧୮—୨୦॥

ଭାରତଭାବଦୀପଃ

ଏବାପସରଣମ୍ ॥୧୭॥ ଅନ୍ତସଜ୍ଞାମି କଳିଙ୍ଗମର୍ଦ୍ଦେଶମାକ୍ଷିପ୍ୟ ଯେନ ଶତ୍ରୋରୁଦ୍ଧେପମମାକ୍ଷେପମକ୍ଷ
କ୍ରିୟତେ ତଦନ୍ତସଜ୍ଞମ୍, ଅନ୍ତେତି କିମ୍ବଦନ୍ତେନେନେତ୍ୟଜ୍ଞଂ ତତ୍ତ୍ଵ ତଦ୍ବ୍ୟକ୍ତଂ ନିଗ୍ରହଂ ଚାନ୍ତସଜ୍ଞମିତି
ସମାସଃ । ହାନାମି ତେଷାମେବାପସରଣାମି ମର୍ଦ୍ଦେଶାଦୀନି । ପରିଧାବନଂ ବେଗେନ ସବ୍ୟାପ-
ସବ୍ୟକରଣମ୍ ॥୧୮॥ ଅଭିଜ୍ଞବ୍ୟକ୍ତିମାକ୍ଷେପମାବହାନମ୍ । ଆକ୍ଷେପଂ ପରସ୍ପରଂ ତତ୍ପାତନହେତୁତା-
ସମ୍ପାଦନମ୍ । ଅବହାନମଚାକ୍ଷିପ୍ୟଂ ସବିଶ୍ରାମଂ ଶତ୍ରୋରୁଦ୍ଧେ ପୁନଃସ୍ତେନ ସହ ଯୁକ୍ତକରଣମ୍ । ପରିବର୍ତ୍ତନଂ
ଶତ୍ରୁଂ ଶ୍ରୀହାରଣଂ ପରିତଃ ଶ୍ରୀହାରଣମ୍ । ସଂବର୍ତ୍ତନଂ ଶତ୍ରୁଶ୍ରୀହାରଣାବରୋଧନମ୍ । ଅବସ୍ମୃତଂ ଶ୍ରୀହାର-
ବକ୍ତବ୍ୟଂ ନବୀଭ୍ୟ ନିଃସରଣମ୍ । ଉପସ୍ମୃତଂ ତଦେବାକ୍ଷିପ୍ୟମବସ୍ମୃତମ୍ ॥୧୯॥ ଉପକ୍ରମମ୍ ଉପେତ୍ୟାୟୁ-

ଭୀମସେନ ନାନାବିଧ ପଥେ ଗମନ, ଯଶୋଳାକାରେ ବିଚିତ୍ର ଭ୍ରମଣ, ଅଗ୍ରଗମନ ଏବଂ
ପଞ୍ଚାଂ ଅପସରଣ କରିତେ ଲାଗିଲେନ ॥୧୭॥

ଅନ୍ତନିର୍ମିତ ସଜ୍ଞାର ଗ୍ରାୟ ଚିତ୍ରିତ ଗମନ ନାନାପ୍ରକାରେ ଅବହାନ, ଗିହନେ, ସରିଆ
ଶ୍ରୀହାର ଏଡ଼ାନ, ପାଶେ ସରିଆ ଶ୍ରୀହାର ଏଡ଼ାନ, ପ୍ରତିଶ୍ରୀହାର କ୍ରିୟା ଶ୍ରୀହାର ନିଷ୍ଫଳ କରା,
ଅଭିଧ୍ୟାୟେ ଶାସିତ ହସ୍ତା, ହସ୍ତ ବା ଚରଣ ଧାରଣ କ୍ରିୟା ଆକର୍ଷଣ କରା, ଆକର୍ଷଣ କଲେଓ
ଯୁକ୍ତ କରିତେ ଧାକିଆ ପୂର୍ବହାନେ ଶାଢ଼ାହାନା ଧାକା, ଏକଜନ ଗିହନେ ସରିଲେ, ଅପର
ଜନେର ମଧ୍ୟରେ ଆଗମନ, ଅବନତ ହସ୍ତା ଲାକାହାନେ ଲାକାହାନେ ଶାଢ଼ାହାନା, ଡୁରୁ ହସ୍ତା
ଲାକାହାନେ ଶାଢ଼ାହାନେ ଶାଢ଼ାହାନା, ଉଲ୍ଲକ୍ଷଣ ଓ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷଣ ହସ୍ତାଦି କରିତେ ଧାକିଆ,
ଗଦାୟୁକ୍ତବିଶାରଦ ଭୀମ ଓ ହର୍ଷ୍ୟାୟନ ପରମ୍ପର ଆସାତ କରିତେ ଲାଗିଲେନ ॥୧୮—୨୦॥

বঞ্চয়ানো পুনশ্চৈব চেমতুঃ কুরুসন্তমো ।
 বিক্রীড়ন্তো হুবলিনো মণ্ডলানি মিচেরতুঃ ॥২১॥
 তৌ দর্শয়ন্তো সমরে যুদ্ধক्रीড়াং সমন্ততঃ ।
 গদাভ্যাং সহসান্তোমাজয়ন্তুরনিন্দমো ॥২২॥
 তৌ পরস্পরমাসাশ্রু দংষ্ট্রাভ্যাং ছিরদৌ যধা ।
 অশোভেতাং মহারাজ ! শোণিতেন পরিপ্লুতৌ ॥২৩॥
 এবং তদভবদযুদ্ধং ঘোররূপমসংবৃতম্ ।
 পরিসৃত্তেহহনি ক্রুরং বৃত্তবাসবয়োরিব ॥২৪॥
 গদাহন্তৌ ততন্তৌ তু মণ্ডলাবস্থিতৌ বলী ।
 দক্ষিণং মণ্ডলং রাজন্ ! ধার্তরাষ্ট্রোহভ্যবর্তত ।
 সব্যন্তু মণ্ডলং তত্র ভীমসেনোহভ্যবর্তত ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

বঞ্চয়ানাবিতি । বঞ্চয়ানো অপসরণেন প্রতাড়য়ন্তৌ । বিক্রীড়ন্তৌ খেলতাবিব ॥২১॥
 তাবিতি । সমন্ততঃ সর্বান্ন দিক্ । সহসা বেগেন ॥২২॥
 তাবিতি । আসাশ্রু আহত্যা, দংষ্ট্রাভ্যাং দস্তাভ্যাম্, ছিরদৌ গর্জ্যৌ ॥২৩॥
 এবমিতি । অসংবৃতমবাধম্ । পরিসৃত্তে অবসিতে, ক্রুরং নির্ভুরম্ ॥২৪॥
 গদেতি । কলী বলবান্ ধার্তরাষ্ট্র ইতি সযুদ্ধঃ । সব্যং বামম্ । যট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥২৫॥

কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীম ও দুর্যোধন পরস্পরকে বঞ্চনা করিতে থাকিয়া এবং পরস্পর
 যেন খেলা করতঃ, পুনরায় বিচরণ করিতে থাকিলেন ॥২১॥

শত্রুদমনকারী ভীম ও দুর্যোধন সকল দিকে রণস্থলে যুদ্ধক्रीড়া দেখাইতে
 থাকিয়া, গদা দ্বারা বেগে পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন ॥২২॥

মহারাজ ! দুইটা হাতী যেমন দস্তদ্বারা পরস্পর আঘাত করে, সেইরূপ
 তাঁহারা গদা দ্বারা পরস্পর আঘাত করিয়া, রক্তাক্তদেহ হইয়া, শোভা পাইতে
 থাকিলেন ॥২৩॥

দিবসাবসান সময়ে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের শ্রায় ভীম ও দুর্যোধনের ভীষণ ও
 নির্ভুর যুদ্ধ অবাধে চলিতে লাগিল ॥২৪॥

রাজা ! তাহার পর তাঁহারা গদা ধারণ করিয়া, মণ্ডলীভূত রণস্থলে অবস্থান
 করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের মধ্যে বলবান্ দুর্যোধন মণ্ডলের দক্ষিণভাগে এবং
 ভীমসেন বামভাগে রহিলেন ॥২৫॥

তথা তু চরতন্তু ভীমস্ত রণমূৰ্ছনি ।
 হুর্ঘ্যোধনো মহারাজ ! পার্শ্বদেশেহভ্যতাড়য়ৎ ॥২৬॥
 আহতস্ত তদা ভীমঃ পুত্রেণ তব নারিষ ! ।
 আবিধ্যত গদাং শুৰ্ব্বাং প্রহারং তমচিস্তয়ন্ ॥২৭॥
 ইক্ষাশনিসমাং ঘোরাং যমদণ্ডমিবোদ্যতাম্ ।
 দদৃশুস্তে মহারাজ ! ভীমসেনস্ত তাং গদাম্ ॥২৮॥
 আবিধ্যস্তং গদাং দৃষ্ট্বা ভীমসেনং তবান্নজঃ ।
 সমুদ্রম্য গদাং ঘোরাং প্রত্যবিধ্যৎ পরস্তপঃ ॥২৯॥
 গদামারুতবেগেন তব পুত্রেস্ত ভারত ! ।
 শব্দ আসীৎ হৃদুমূলন্তেজশ্চ সমজায়ত ॥৩০॥
 স চরন্ বিবিধান্মার্গান্ মণ্ডলানি চ ভাগণঃ ।
 সমশোভত তেজস্বী ভূয়ো ভীমাং হৃষোধনঃ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

তথেষ্টি । তথা মণ্ডলাকারেণ । রণমূৰ্ছনি রণস্থলে ॥২৬॥
 আহত ইতি । হে নারিষ ! আৰ্য্য ! । আবিধ্যত অঘূর্ণয়ৎ ॥২৭॥
 ইত্থেষ্টি । ইত্থস্ত অনশনিসমাং বজ্রতুল্যাম্, উদ্যতায়ন্তোলিতাম্ ॥২৮॥
 আবিধ্যন্তমিতি । সমুদ্রম্য সমুদ্রোন্ম্য, প্রত্যবিধ্যৎ তদগদামেবাতাড়য়ৎ ॥২৯॥
 গদেষ্টি । গদায়া মারুতন্তেব বেগেন সবেগাঘাতাভেন । তেজোহম্বিকণঃ ॥৩০॥
 স ইতি । ভাগশো ভাগে ভাগে । ভূয়ঃ অধিকম্ ॥৩১॥

মহারাজ ! ভীমসেন সেইভাবে রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলে, হুর্ঘ্যোধন গদাঘাৱা তাঁহার পার্শ্বদেশে আঘাত করিলেন ॥২৬॥

মাননীয় রাজা ! হুর্ঘ্যোধন সেইভাবে আঘাত করিলে, ভীমসেন সে আঘাত অগ্রাহ্য করিয়া, নিজের বিশাল গদাটা ঘুরাইতে লাগিলেন ॥২৭॥

মহারাজ ! তখন ইত্থের বজ্রের তুল্য এবং যমের দণ্ডের সদৃশ ভীষণ ভীমের রোই উত্তোলিত গদাটা সকলে দেখিতে থাকিল ॥২৮॥

মহারাজ ! ভীম গদা ঘুড়াইতেছেন দেখিয়া, আপনার পুত্র শক্রসন্তাপকারী হুর্ঘ্যোধন ভীষণ গদা উত্তোলন করিয়া, ভীমের গদার উপরে আঘাত করিলেন ॥২৯॥

ভয়জনক ! বায়ুর দ্বায় হুর্ঘ্যোধনের গদার গুরুতর আঘাতে ভূমূল শব্দ ও অগ্নিশূলিক আবির্ভূত হইল ॥৩০॥

আবিদ্ধা সৰ্ববেগেন ভীমেন মহতী গদা ।
 সধুমং সার্চিষং সায়িং মুমোচাগ্রা মহাননা ॥৩২॥
 আধুতাং ভীমসেনেন গদাং দৃষ্ট্ৱা স্মর্যোধনঃ ।
 অত্রিসারময়ীং গুৰ্বীমাবিধ্য বহ্নশোভত ॥৩৩॥
 গদামারুতবেগং হি দৃষ্ট্ৱা তস্য মহান্ননঃ ।
 ভয়ং বিবেশ পাণ্ডুংস্ত সৰ্বানেনব সসোমকান্ ॥৩৪॥
 দৃষ্ট্ৱা ব্যবস্থিতং ভীমং তব পুত্রো মহাবলঃ ।
 চরংশ্চিত্রতরান্ মার্গান্ কৌন্তেয়মভিছুক্রবে ॥৩৫॥
 তস্য ভীমো মহাবেগাং জাম্ব্বীনদপরিষ্কৃতাম্ ।
 অভিক্রুদ্ধস্ত ক্রুদ্ধস্ত তাড়য়ামাস তাং গদাম্ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

আবিদ্ধেতি । আবিদ্ধা ঘূর্ণিতা । সধুমং সার্চিষকায়িম্, সা অগ্রা গদা মুমোচ ॥৩২॥
 আধুতামিতি । আধুতাং ঘূর্ণিতাম্ । অত্রিসারময়ীং লৌহময়ীম্, আবিধ্য ঘূর্ণয়িত্বা ॥৩৩॥
 গদেতি । ভয়ং কর্তৃ, পাণ্ডুং পাণ্ডুপুত্রান্ ॥৩৪॥
 দৃষ্টেতি । চিত্রতরানানাং প্রকারান্, কৌন্তেয়ং ভীমম্, অভিছুক্রবে অভিদধাব ॥৩৫॥

তেজস্বী হুৰ্য্যোধন রণস্থলের বিভিন্ন স্থানে নানাবিধ পথে বিচরণ ও মণ্ডলাকারে
 ভ্রমণ করিতে থাকিয়া, ভীম হইতে অধিক শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৩১॥

ভীমকর্তৃক মহাবেগে ঘূর্ণিত বিশাল, উত্তম ও মহাশব্দযুক্ত সেই গদাটা ধুম ও
 শিখার সহিত অগ্নি আবিষ্কার করিতে থাকিল ॥৩২॥

ভীমসেন গদা ঘুরাইতেছেন দেখিয়া, হুৰ্য্যোধন লৌহময়ী বিশাল গদা ঘুরাইয়া
 ঘুরাইয়া, অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৩৩॥

মহাবল হুৰ্য্যোধনের গদার বায়ুর বেগ দেখিয়া, সোমক ও পাণ্ডবগণের হৃদয়ে
 ভয় প্রবেশ করিল ॥৩৪॥

মহারাজ ! আপনার পুত্র মহাবল হুৰ্য্যোধন ভীমসেনকে অবস্থিত দেখিয়া,
 নানাপ্রকার ভঙ্গীতে গমন করিতে করিতে তাঁহার প্রতি খাবিত হইলেন ॥৩৫॥

(৩৪) ইতঃ পরং পূর্লিখিতা অপি ত্রয়ঃ শ্লোকাঃ অবিকলমেব পুনর্লিখিতাঃ—বদ্ধ বর্দ্ধ
 সো নি । তে চ যথা—

ভৌ দর্শয়ন্তৌ সমরে যুদ্ধকীড়াং সমস্ততঃ । গদাভ্যাং সহসাত্তোহুশমাজয়তুরবিন্দবৌ ॥১॥
 ভৌ পরস্পরমাসাশ্ব দংষ্ট্রাভ্যাং দ্বিরদৌ যথা । অশোভেতাং মহারাজ ! শোপিভেন পরিস্পৃষ্টৌ ॥
 এবং তদভবদ্যুদ্ধং যোররূপমসংবৃতম্ । পরিসৃষ্টেহহনি কুরং কৃত্বাসবযোরিব ॥২॥

সবিস্মুলিঙ্গে নিহ্নাদন্তয়োস্তুজ্জ্বাতিঘাতজঃ ।
 প্রাচুর্দ্যাসীম্মহারাজ ! স্মৃষ্টয়োর্বজ্জয়োরিব ॥৩৭॥
 বেগবত্যা তয়া তত্র ভীমসেনেন মুক্তয়া ।
 নিপতন্ত্যা মহারাজ ! পৃথিবী সমকম্পত ॥৩৮॥
 তাং নাস্মৃত্যত কৌরব্যো গদাং প্রতিহতাং রণে ।
 মতো দ্বিপ ইব ক্রুদ্ধঃ প্রতিকুঞ্জরদর্শনাৎ ॥৩৯॥
 স সব্যং মণ্ডলং রাজন্ ! উদ্ভ্রাম্য কৃতনিশ্চয়ঃ ।
 আজগ্নে মৃদ্ধি কৌন্তেয়ং গদয়া ভীমবেগয়া ॥৪০॥
 তয়া স্থভিহতো ভীমঃ পুত্রেণ তব পাণ্ডবঃ ।
 নাকম্পত মহারাজ ! তদন্তুতমিবাভবৎ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

তত্তেতি । জাষুনদপরিষ্কৃতাং স্বর্ণপট্টশোভিতাম্ ॥৩৬॥
 সেতি । সবিস্মুলিঙ্গঃ অগ্নিকণসহিতঃ, নিহ্নাদঃ শব্দঃ । স্মৃষ্টয়োর্নিক্ষিপ্তয়োঃ ॥৩৭॥
 বেগেতি । তয়া গদয়া, মুক্তয়া নিক্ষিপ্তয়া । নিপতন্ত্যা ভূমৌ ॥৩৮॥
 তামিতি । নাস্মৃত্যত নাসহত, কৌরব্যো হৃষ্যোধনঃ । ক্রুদ্ধ আসীৎ ॥৩৯॥
 স ইতি । সব্যং বামদ, উদ্ভ্রাম্য গদামেব ঘূর্ণয়িত্বা ॥৪০॥
 তয়েতি । অকৃতমিবাভবৎ বেগাতিশয়েন কম্পনাবশস্তাবাৎ ॥৪১॥

তখন ক্রুদ্ধ ভীমসেন গদাঘারা সর্বতোভাবে ক্রুদ্ধ হৃষ্যোধনের মহাবেগা ও স্বর্ণপট্টবেষ্টিতা সেই গদার উপরে আঘাত করিলেন ॥৩৬॥

মহারাজ ! তৎকালে নিক্ষিপ্ত দুইটা বজ্রের পরস্পর আঘাতজনিত শব্দের জায় সেই গদা দুইটার পরস্পর আঘাতজনিত শব্দ ও অগ্নিস্মুলিঙ্গ আবির্ভূত হইল ॥৩৭॥

মহারাজ ! ভীমসেননিক্ষিপ্ত বেগবতী সেই গদাটা ভূতলে পতিত হইলে, সেই ভূমি কাঁপিয়া উঠিল ॥৩৮॥

তখন হৃষ্যোধন নিজের গদা প্রতিহত হইল দেখিয়া, তাহা সহ্য করিলেন না ; প্রত্যুত এক মস্তহস্তী যেমন অপর হস্তী দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধ হয়, সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইলেন ॥৩৯॥

রাজা ! পরে হৃষ্যোধন ভীমসেনের বধে কৃতনিশ্চয় হইয়া, বাম দিকে মণ্ডলাকারে নিজের গদাটা ঘুরাইয়া, সেই ভীষণবেগযুক্ত গদাঘারা ভীমসেনের রক্তকে আঘাত করিলেন ॥৪০॥

আশ্চৰ্য্যাকাপি তদ্ভাজন ! সৰ্ব্বসৈন্তানুপূজয়ন ।
 যদগদাভিহতো ভীমো নাকম্পত পদাং পদম্ ॥৪২॥
 ততো গুরুতরাং দীপ্তাং গদাং হেমপরিষ্কৃতাম্ ।
 দুৰ্য্যোধনায় ব্যস্ৰজং ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ॥৪৩॥
 তং প্রহারমসংভ্রান্তো লাঘবেন মহাবলঃ ।
 মোঘং দুৰ্য্যোধনশ্চক্রে তত্রাত্ত্বিহ্নয়ো মহান্ ॥৪৪॥
 সা তু মোঘা গদা রাজন ! পতন্তী ভীমচোদিতা ।
 চালয়ামাস পৃথিবীং মহানির্ধাতনিস্থনা ॥৪৫॥
 আস্থায় কৌশিকান্নাগ্নীমুৎপতন্ত স পুনঃ পুনঃ ।
 গদানিপাতং প্রজ্জায় ভীমসেনঞ্চ বঞ্চিতম্ ॥৪৬॥

ভারতকৌমদী

আশ্চৰ্য্যমিতি । অপূজয়ন্ত প্রাশংসন্ত । নাকম্পত নাচলৎ ॥৪২॥
 তত ইতি । গুরুতরামতিবিশালাম্, হেমপরিষ্কৃতাম্ স্বৰ্ণপট্টশোভিতাম্ ॥৪৩॥
 তমিতি । অসংভ্রান্তঃ অবিচলিতঃ, লাঘবেন দ্রুতমপসরণেন । মোঘং ব্যর্থম্ ॥৪৪॥
 সেতি । ভীমেন চোদিতা ক্ষিপ্তা । পৃথিবীং রণভূমিম্ ॥৪৫॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রক্ষেপঃ । অপভ্রান্তং পরাবৃত্য পৃষ্ঠতঃ কৃতেন হস্তেন শত্রোস্তাডনম্ ॥২০—৪৫॥ আস্থয়েতি ।
 কৌশিকান্ কুশ উন্নতস্তদাচরিতান্নাগ্নীনাহ্নায় পুনঃ পুনরুৎপতনেন বঞ্চনেন চ ভীমমুন্নীকৃত্য

মহারাজ ! আপনার পুত্র সেইভাবে আঘাত করিলেও ভীমসেন বিচলিত
 হইলেন না, তাহা যেন অন্তত বলিয়া মনে হইল ॥৪১॥

রাজা ! ভীমসেন সেইরূপ আহত হইয়াও এক পদ হইতে অপর পদে যে
 সরিলেন না, সমস্ত সৈন্যই সেই আশ্চৰ্য্য ব্যাপারের প্রশংসা করিল ॥৪২॥

তাহার পর ভয়ঙ্করপরাক্রমশালী ভীমসেন স্বর্ণপট্টবেষ্টিত ও উজ্জ্বল বিশাল
 গদাটাকে দুৰ্য্যোধনের উপরে নিক্ষেপ করিলেন ॥৪৩॥

তখন মহাবল দুৰ্য্যোধন অবিচলিত থাকিয়া, সম্মুখ অপমৃত হইয়া, ভীমের সেই
 প্রহারটাকে ব্যর্থ করিলেন; তাহাতে তদ্রূপ লোকদিগের গুরুতর বিস্ময়
 জন্মিল ॥৪৪॥

রাজা ! ভীমসেননিষ্কিপ্তা, মহানির্ধাতের স্থায় ভীষণশব্দকারিণী সেই গদাটা
 ব্যর্থ ও পতিত হইয়া রণস্থল কম্পিত করিল ॥৪৫॥

বক্ষয়িত্বা তথা ভীমং গদয়া কুরুসত্তমঃ ।
 তাড়য়ামাস সংক্রুদ্ধো বক্ষোদেশে মহাবলঃ ॥৪৭॥ (যুগ্মকম্)
 গদয়া নিহতো ভীমো মুহমানো মহারণে ।
 নাভ্যমগ্নত কৰ্ত্তব্যং পুত্রেণাত্যাহতস্তব ॥৪৮॥
 তস্মিন্স্থথা বৰ্ত্তমানে রাজন্ ! সোমকপাণ্ডবাঃ ।
 ভূশোপহতসঙ্কল্পা ন হৃষ্টমনসোহভবন্ ॥৪৯॥
 স তু তেন প্রহারেণ মাতঙ্গ ইব রোষিতঃ ।
 হস্তিবদ্ধস্তিসঙ্কাশমভিহুদ্রাব তে হতম্ ॥৫০॥
 ততস্ত তরসা ভীমো গদয়া তনয়ং তব ।
 অভিহুদ্রাব বেগেন সিংহো বনগজং যথা ॥৫১॥

ভারতকৌমুদী

আস্থ্যয়েতি । কৌশিকানাং পেচকানামিহ ইতি কৌশিকাস্তান্, পেচকোৎপতনমার্গ-
 তুল্যানিত্যর্থঃ । গদানিপাতং ভীমসেনেন করিষ্যমাণম্ । তথা পুনঃ পুনরুৎপতনেন ॥৪৬—৪৭॥
 গদয়েতি । নিহত আহতঃ, মুহমান আশীৎ । নাভ্যমগ্নত মনসা স্থিরীকৰ্ত্তুং
 নাশক্ৰোৎ ॥৪৮॥

তস্মিন্নিতি । তস্মিন্ ভীমসেনে, তথা বৰ্ত্তমানে মুচে সতি । ভূশোপহতসঙ্কল্পা অতীব-
 নিরাশাঃ ॥৪৯॥

স ইতি । স ভীমঃ । অভিহুদ্রাব অভিদধাব ॥৫০॥

তত ইতি । তরসা বলেন, গদয়া সহ ॥৫১॥

ক্রমে মহাবল ও কোঁরকশৰ্চ ছৰ্যোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, ভীমকে বঞ্চিত
 জানিয়া, তিনি আবারও গদা প্রহার করিবেন বুঝিয়া, পেচকের গতিভঙ্গি অবলম্বন
 করিয়া, বার বার লাফাইয়া উঠিতে থাকিয়া, আপন গদা দ্বারা ভীমসেনের বক্ষস্থলে
 আঘাত করিলেন ॥৪৬—৪৭॥

মহারাজ ! আপনার পুত্র ছৰ্যোধন আঘাত করিলে, ভীমসেন মুচ্ছিতপ্রায়
 হইয়া পড়িলেন এবং মহাযুদ্ধে নিজের কৰ্ত্তব্য স্থির কারিতে পারিলেন না ॥৪৮॥

রাজা ! ভীমসেন সেইরূপ হইয়া পড়িলে, পাণ্ডব ও সোমকেরা জয়ে নিরাশ ও
 বিষম হইয়া পড়িলেন ॥৪৯॥

কিন্তু ছৰ্যোধনের সেই প্রহার হস্তীর আঘাত ভীমসেনের ক্রোধ উৎপাদন করিল ;
 তাহাতে ভীমসেন হস্তীর আঘাত হস্তিতুল্য ছৰ্যোধনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৫০॥

তাহার পর, সিংহ যেমন বন্যহস্তীর দিকে ধাবিত হয়; সেইরূপ ভীমসেন গদা
 লইয়া বেগে ছৰ্যোধনের দিকে বলপূৰ্ব্বক ধাবিত হইলেন ॥৫১॥

(৪৯)....নহৃষ্টমনসোহভবন্—বল সো, নাহৃষ্টমনসোহভবন্—নি ।

উপস্থত্য তু রাজানং গদামোকবিশারদঃ ।
 আবিধ্যত গদাং রাজন্ । সমুদ্ভিশ্চ হতঃ তমঃ ॥৫২॥
 অতাড়য়ন্তীমসেনঃ পার্শ্বে হুৰ্য্যোধনঃ তমঃ ।
 স বিহ্বলঃ প্রহারেণ জাহ্নুভ্যামগময়তীম্ ॥৫৩॥
 তস্মিন্ কুরুকুলশ্রেষ্ঠে জাহ্নুভ্যামরনীং গতে ।
 উদতিষ্ঠন্ততো নাদঃ স্ফঞ্জয়ানাং জগৎপতে ॥৫৪॥
 তেষাস্ত নিনদং শ্রুত্বা স্ফঞ্জয়ানাং নরবৃষভ ! ।
 অমৰ্ষাস্তরতশ্চেষ্ট ! পুত্রস্তে সমকুপ্যত ॥৫৫॥
 উথায় তু মহাবাহুর্মহানাগ ইব স্বপন্ ।
 দিশক্ষম্বিব নেত্রাভ্যাং ভীমসেনমবৈক্ষত ॥৫৬॥
 ততঃ স ভরতশ্চেষ্টো গদাপাণিরথাদ্রবৎ ।
 প্রমথিষ্মম্বি শিরো ভীমসেনস্য সংযুগে ॥৫৭॥

ভারতকৌমুদী

উপেতি । আবিধ্যত অঘৃণয়ৎ, সমুদ্ভিশ্চ লক্ষ্যীকৃত্য ॥৫২॥
 অতাড়য়দিতি । জাহ্নুভ্যাং জাহ্নুযুগলপাতেনেত্যর্থঃ, অগমং আশিশ্রিয়ং ॥৫৩॥
 তস্মিন্ভিত্তি । নাদ আনন্দকোলাহলঃ, হে জগৎপতে ! ভূমিপতে ! ॥৫৪॥
 তেষামিতি । নিনদমানন্দকোলাহলম্ । অমৰ্ষাৎ অসহিষ্ণুত্বাৎ ॥৫৫॥
 উথায়ৈতি । মহানাগ উত্তমসর্পঃ । দিশক্ষন্ দক্ষমিচ্ছন্ ॥৫৬॥
 তত ইতি । অদ্রবৎ ভীমং প্রত্যধাবৎ । প্রমথিষ্মন্ চূর্ণয়িষ্মন্ ॥৫৭॥

রাজা ! গদানিক্ষেপনিপুণ ভীমসেন নিকটবর্তী হইয়া, আপনার পুত্র
 হুৰ্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া, গদাটা ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন ॥৫২॥

পরে ভীমসেন যাইয়া, গদা দ্বারা হুৰ্য্যোধনের পার্শ্বদেশে আঘাত করিলেন ;
 তখন হুৰ্য্যোধন জাহ্নুযুগল পাতিয়া ভূমি অবলম্বন করিলেন ॥৫৩॥

রাজা ! কুরুকুলশ্রেষ্ঠ হুৰ্য্যোধন জাহ্নুযুগল দ্বারা ভূমি অবলম্বন করিলে, স্ফঞ্জ-
 যগণের মধ্যে আনন্দ কোলাহল উথিত হইল ॥৫৪॥

নরশ্রেষ্ঠ ! সেই স্ফঞ্জয়গণের আনন্দকোলাহল শুনিয়া, আপনার পুত্র হুৰ্য্যোধন
 অসহিষ্ণুতাবশতঃ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ॥৫৫॥

তখন মহাবাহু হুৰ্য্যোধন গাত্ৰোত্থান করিয়া, মহাসর্পের জ্বায় স্বাস ত্যাগ
 করিতে থাকিয়া, নয়নযুগল দ্বারা ভীমসেনকে যেন দক্ষ করিবার ইচ্ছা করিয়া,
 তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ॥৫৬॥

(৫৭)·· গদাপাণিরভিঙ্গবৎ··পি নি ।

স মহাত্মা মহাত্মানং ভীমং ভীমপরাক্রমঃ ।

অত্যাড়য়চ্ছত্বেদে ন চচালচলোপমঃ ॥৫৮॥

স ক্রুয়ঃ শুশ্রুতে পার্শ্বস্তাড়িতো গদয়া রণে ।

উত্তিরকৃধিরো রাজন্ ! প্রতিম ইব কুঞ্জরঃ ॥৫৯॥

ততো গদাং বীরহণীময়োময়ীং প্রগৃহ্য ধ্বজাশনিভূল্যনিস্বনাম্ ।

অত্যাড়য়চ্ছক্রমমিক্রেকর্ষণো বলেন বিক্রম্য ধনঞ্জয়াগ্রজঃ ॥৬০॥

স ভীমসেনাভিহতস্তবাস্বজঃ পপাত সঙ্কলিতদেহবন্ধনঃ ।

হুপ্পুশ্পিতো মারুতবেগতাড়িতো বনে মহাশাল ইবাবঘৃণিতঃ ॥৬১॥

ততঃ প্রণেদুর্জহুশ্চ পাণ্ডবাঃ সমীক্ষ্য পুত্রং পতিতং ক্রিতৌ তব ।

ততঃ স্ততস্তে প্রতিলভ্য চেতনাং সমুৎপপাত দ্বিরদো যথা হ্রদাৎ ॥৬২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । শব্দদেশে ললাটপ্রান্তভাগে, ন চচাল ভীম ইতি শেষঃ ॥৫৮॥

স ইতি । পার্শ্বো ভীমঃ । উত্তিরকৃধিরো নির্গতরক্তঃ, প্রতিমো মদস্রাবী ॥৫৯॥

তত ইতি । বীরং হন্তীতি বীরহণীম্, অয়োময়ীং লৌহময়ীম্, অশনিবিদ্যুৎ ॥৬০॥

স ইতি । সঙ্কলিতং বর্ষণবিহিতং দেহবন্ধনং শরীরাবরণং যেন সঃ ॥৬১॥

তত ইতি । সমুৎপপাত ভূতলাহুস্তহৌ, দ্বিরদো গজঃ ॥৬২॥

তাহার পর ভরতবংশশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন গদা ধারণ করিয়া, ভীমসেনের মস্তক চূর্ণ করিবেন বলিয়াই যেন তাহার দিকে খাবিত হইলেন ॥৫৭॥

ক্রমে মহাবল ও ভীষণপরাক্রমশালী দুর্যোধন যাইয়া গদা দ্বারা ভীমসেনের ললাটের উপরিভাগে আঘাত করিলেন ; কিন্তু ভীমসেন তাহাতে পর্বতের স্রায় বিচলিত হইলেন না ॥৫৮॥

রাজা দুর্যোধন যুদ্ধে গদা দ্বারা তাড়ন করিলে, ভীমসেনের দেহ হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকিল ; তখন তিনি মদস্রাবী হস্তীর স্রায় অধিক শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৫৯॥

তাহার পর শত্রুহস্তা ভীমসেন লৌহময়ী, বীরনাশিনী এবং বজ্র ও বিদ্যুতের স্রায় শব্দকারিণী গদা ধারণ করিয়া, বিক্রমপ্রকাশপূর্বক সবলে দুর্যোধনের দেহে আঘাত করিলেন ॥৬০॥

মহারাজ ! ভীমসেন সেইরূপ আঘাত করিলে, আপনার পুত্র বর্ষধারী দুর্যোধন বনমধ্যে বায়ুবেগে তাড়িত ও পুষ্পসমন্বিত বিশাল শালবৃক্ষের স্রায় ঘুরিতে লাগিলেন ॥৬১॥

স পার্থিবো নিত্যমমৰ্ষিতস্তদা মহারথঃ শিক্ষিতবৎ পরিভ্রমন্ ।
 অত্যাড়য়ৎ পাণ্ডবমগ্রতঃ স্থিতং স বিহ্বলাঙ্গে । জগতীমুপাস্পৃগৎ ॥৬৩॥
 স সিংহনাদং বিননাদ কোঁরবো নিপাত্য ভূমৌ যুধি ভীমমোজসা ।
 বিভেদ চৈবানিতুল্যতেজসা গদানিপাতেন শরীররক্ষণম্ ॥৬৪॥
 ততোহস্তরীক্ষে নিনদো মহানভূদ্ভিবৌকসামম্পরসাঞ্চ নেহুযাম্ ।
 পপাত চোচ্চৈরমরপ্রবেৰিতং বিচিত্রগুণ্ণোৎকরবৰ্ষমুত্তমম্ ॥৬৫॥
 ততঃ পরানাবিশছুত্তমং ভয়ং সমীক্ষ্য ভূমৌ পতিতং নরোত্তমম্ ।
 অহীয়মানঞ্চ বলেন কোঁরবং নিশাম্য ভেদং স্তদৃচ্ছ্য বর্ষগঃ ॥৬৬॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । জগতীং ভূমিঃ, “জগতী ক্ষনোবিশেষেহপি ক্রিতাবপি” ইত্যমরঃ ॥৬৩॥
 স ইতি । বিভেদ বিদারয়ামাস, শরীররক্ষণং বর্ষ ॥৬৪॥
 তত ইতি । নেহুবাং হর্ষনাদং কৃতবতাম্ । অমঠৈঃ প্রবেৰিতং প্রেরিতম্ ॥৬৫॥
 তত ইতি । পরান্ পাণ্ডবান্, নরোত্তমং ভীমম্ । কোঁরবং হৃষ্যোধনম্, ভেদং
 বিদারণম্ ॥৬৬॥

ভারতভাবদীপঃ

গদয়া ত্যাড়য়ামাসেতি দ্বয়োঃ সঙ্কঃ ॥৬৬—৬৭॥ নহুঃমনসঃ শিরচেতসঃ ॥৬০—৬৮॥
 শব্দদেশে ললাটপ্রান্তে ॥৬৯—৭০॥ নেহুবাং নাদং কৃতবতীনাং ॥৬৫—৬৬॥

ইতি শল্যপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠিয়ে ভারতভাবদীপে ত্ৰিপকাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥৫৩॥

রাজা ! তদনন্তর আপনার পুত্রকে ভূতলে পতিত দেখিয়া, পাণ্ডবেরা আনন্দিত
 হইলেন এবং কোলাহল করিয়া উঠিলেন । তৎপরে তখনই হৃষ্যোধন চৈতন্য লাভ
 করিয়া, হস্তী যেমন হ্রদ হইতে গাত্ৰোত্থান করে, সেইরূপ ভূতল হইতে গাত্ৰোত্থান
 করিলেন ॥৬২॥

তাহার পর সর্বদা কোপাশ্রিত ও মহারথ রাজা হৃষ্যোধন শিক্ষিতের স্থায় ভ্রমণ
 করিতে থাকিয়া, সম্মুখবর্তী ভীমসেনকে তাড়ন করিলেন ; তখন ভীমসেন বিহ্বল
 হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥৬৩॥

হৃষ্যোধন সেইভাবে বলপূর্বক ভীমসেনকে ভূতলে নিপাতিত করিয়া, সিংহনাদ
 করিলেন এবং বজ্রতুল্য গদার আঘাতে ভীমের বর্ষটাকে বিদীর্ণ করিলেন ॥৬৪॥

তৎপরে আকাশে দেবগণ ও অঙ্গরাগণ আনন্দধ্বনি করিতে থাকিলে, সেখানে
 মহাকোলাহল হইতে লাগিল এবং উর্দ্ধ হইতে দেবগণনিক্ষিপ্ত উত্তম পুষ্পবৃষ্টি হইতে
 থাকিল ॥৬৫॥

তদনন্তর নরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন পতিত হইয়াছেন, হৃষ্যোধন সবলই আছেন এবং

ততো মুহূর্তাদুপলভ্য চেতনাং প্রযজ্য বক্ত্রং রুধিরাদ্রিমান্ননঃ ।

ধৃতিঃ সমালম্ব্য বিরতলোচনো বলেন সংসৃত্য বুকোদরঃ স্থিতঃ ॥৬৭॥

ততো যমৌ যমসদৃশৌ পরাক্রমে সপার্ষতঃ শিনিতনয়শ্চ বীর্যবান্ ।

সমাহ্বয়মহমহমিত্যভিহ্বরংস্তবাত্মজং সমভিযযুর্বধৈষিণঃ ॥৬৮॥

নিবর্ত্য তান্ পুনরপি পাণ্ডবো বলী তবাত্মজং স্বয়মভিগম্য কালবৎ ।

চচার চাপ্যপগতখেদবেপথুঃ সুরেশ্বরো নমুচিমিবোত্তমং রণে ॥৬৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্কণি
গদাযুদ্ধে ত্রিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ *

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । ধৃতিং ধৈর্য্যম্, সংসৃত্য আত্মানং স্থিরীকৃত্য ॥৬৭॥

তত ইতি । যমৌ নকুলসহদেবৌ, সপার্ষতো ধৃষ্টদ্যুম্নসহিতঃ, শিনিতনয়ঃ সাত্যকিঃ ।
অহমেষ ঙ্গং হন্বীতি শেষঃ, বধৈষিণস্তবাত্মজশ্চৈব ॥৬৮॥

নিবর্ত্যেতি । পাণ্ডবো ভীমসেনঃ, কালবদ্যম ইব । অপগতো তিরোহিতো খেদ-
বেপথু শ্রমকম্পৌ যন্ত সঃ । সুরেশ্বরো দেবরাজঃ, নমুচিং নাম দানবম্ ॥৬৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্কণি গদাযুদ্ধে ত্রিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

ভীমসেনের বশ্ব বিদীর্ণ হইয়াছে, এই সকল দেখিয়া পাণ্ডবগণের গুরুতর ভয়
জন্মিল ॥৬৬॥

ওদিকে ভীমসেন কিয়ৎকাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া, নিজের রক্তাক্ত
মুখমণ্ডল মুছিয়া, ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক চিন্তা স্থির করিয়া, চোখ ফিরাইয়া
দাঁড়াইলেন ॥৬৭॥

মহারাজ ! তৎপরে পরাক্রমে যমের তুল্য নকুল ও সহদেব এবং বলবান্
ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি—দুর্য্যোধনকে আহ্বান করিয়া ‘এই আমি তোমাকে বধ
করিতেছি, এই আমি তোমাকে বধ করিতেছি’ এই কথা বলিয়া, দুর্য্যোধনের দিকে
ধাবিত হইবার উপক্রম করিলেন ॥৬৮॥

তখন বলবান্ ভীমসেন তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া, শ্রম ও কম্প তিরোহিত
হইলে, যমের আয় পুনরায় দুর্য্যোধনের দিকে যাইয়া, পূর্ব্বকালে ইন্দ্র যেমন নমুচি-
দানবকে লক্ষ করিয়া, যুদ্ধে বিচরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ রণস্থলে বিচরণ করিতে
লাগিলেন ॥৬৯॥

(৬৮—৬৯) ইদং শ্লোকদ্বয়ং পি বঙ্গ বর্জ বা সো নাস্তি । * ‘...সপ্তপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ’
পি বঙ্গ বর্জ বা সো, ‘...অষ্টপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ’ নি ।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

—:•••:—

সঞ্জয় উবাচ ।

সমুদীর্ণং ততো দৃষ্ট্বা সংগ্রামং কুরুমুখ্যায়োঃ ।

অথাত্ৰবীদজ্জুনস্ত বাহুদেবং যশস্বিনম্ ॥১॥

অনয়োর্বীরয়োৰ্দ্ধে কো জ্যায়ান্ ভবতো মতঃ ।

কশ্চ বা কো গুণো ভূয়ানেতদ্বদ জনাৰ্দ্দন ! ॥২॥

বাহুদেব উবাচ ।

উপদেশোহনয়োস্তল্যো ভীমস্ত বলবন্তরঃ ।

কৃতী যত্নপরস্তেষ ধাৰ্ত্তরাষ্ট্রো বৃকোদরাৎ ॥৩॥

ভীমসেনস্ত ধৰ্ম্মেণ যুধ্যমানো ন জেষ্যতি ।

অস্ত্রায়েন তু যুধ্যন্ বৈ হস্তাদেব হৃযোধনম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

সমিতি । সমুদীর্ণং ক্রমেণ প্রবৃক্ষম্, কুরুমুখ্যায়োঃ কৌরবপ্রধানয়োৰ্ভীমহৃযোধনয়োঃ ॥১॥

অনয়োরিতি । জ্যায়ান্ শ্রেষ্ঠঃ । ভূয়ানধিকঃ ॥২॥

উপেতি । উপদেশো গুরোঃ শিক্ষাদানম্ । কৃতী নিপুণঃ ॥৩॥

তৎকলমাহ ভীমেতি । ধৰ্ম্মেণ ত্রায়েন, ন জেষ্যতি বলাপেক্ষয়া নৈপুণ্যস্তাধিক-
কাৰ্য্যকারিত্বাৎ ॥৪॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘মহারাজ ! তাহার পর কৌরবপ্রধান ভীম ও হৃযোধনের
গদাযুদ্ধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া, অৰ্জুন যশস্বী কৃষ্ণকে বলিলেন—॥১॥

‘জনাৰ্দ্দন ! এই যুধ্যমান বীর দুই জনের মধ্যে কে প্রধান ? এবং ইহাদের
মধ্যে কাঁহার কোন গুণই বা অধিক তাহা বল’ ॥২॥

কৃষ্ণ বলিলেন—‘গুরুর উপদেশ ইহাদের দুই জনেরই সমান ; কিন্তু ভীমসেন
অধিক বলবান, আর ভীমসেন অপেক্ষা হৃযোধন গদাযুদ্ধে অধিক যত্নবান্ এবং
নিপুণ ॥৩॥

অতএব ভীমসেন শ্রায় অহুসারে যুদ্ধ করিতে থাকিয়া, হৃযোধনকে জয় করিতে
পারিবেন না ; কিন্তু অস্ত্রায়ভাবে যুদ্ধ করিয়া অবশ্যই হৃযোধনকে বধ করিতে
পারিবেন ॥৪॥

১) ...কশ্চ কো হি বশো ভূয়াদেতদ্বদ...পি ।

মায়য়া নির্জিতা দেবৈরশ্বরা ইতি নঃ শ্রুতম্ ।

বিরোচনস্ত শক্রেণ মায়য়া নির্জিতঃ স বৈ ॥৫॥

মায়য়া চাক্ষিপতেজো বৃত্তশ্চ বলসূদনঃ ।

তস্মান্মায়াময়ং ভীম আতিষ্ঠতু পরাক্রমম্ ॥৬॥

প্রতিজ্ঞাতস্ত ভীমেন দ্যুতকালে ধনঞ্জয় ! ।

উরু ভেৎসামি তে সংখ্যে গদয়েতি হৃষোধন ! ॥৭॥

সোহয়ং প্রতিজ্ঞাং তাকাপি পালয়ত্বরিকর্ষণঃ ।

মায়াবিনঞ্চ রাজানং মায়্যৈব নিকৃন্ততু ॥৮॥

যদ্যেষ বলমাস্থায় ত্রায়েন প্রহরিশ্চতি ।

বিষমশ্চন্ততো রাজা ভবিষ্যতি যুধিষ্ঠিরঃ ॥৯॥

পুনরেব তু বক্ষ্যামি পাণ্ডবেয় ! নিবোধ মে ।

ধর্ম্মরাজাপরাধেন ভয়ং নঃ পুনরাগতম্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

অভায়যুদ্ধমপি সমর্থম্ দৃষ্টান্তমাহ মায়য়েতি । মায়য়া কূটকৌশলেন ॥৫॥

মায়য়েতি । আক্ষিপৎ অপাসারয়ৎ, বলসূদন ইন্দ্রঃ । আতিষ্ঠতু আশ্রয়তু ॥৬॥

তাং মায়ামেব প্রকাশয়রাহ প্রতীতি । ভেৎসামি ভক্ষ্যামি, সংখ্যে যুদ্ধে ॥৭॥

ইদানীং ভীমস্ত কর্তব্যমাহ স ইতি । রাজানং হৃষোধনম্, নিকৃন্ততু হন্ত ॥৮॥

পক্ষান্তবে দোষমাহ যদীতি । বিষমহো বিপদগতঃ, ভীমবধগন্তবেন সর্কনাপগন্তবাৎ ॥৯॥

আমরা শুনিয়াছি—দেবতারা কূটকৌশলে (অশ্রায় ভাবে) অশ্বরগণকে জয় করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রও কূটকৌশলেই বিরোচনকে পরাজয় করিয়াছিলেন ॥৫॥

ইন্দ্র কূটকৌশলেই বৃত্রাসুরেরও তেজ্র নষ্ট করিয়াছিলেন । অতএব ভীমসেন কূটকৌশলবহুল পরাক্রমই অবলম্বন করুন ॥৬॥

অর্জুন ! ভীমসেন দ্যুতক্রীড়ার সময় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ‘হৃষোধন ! আমি যুদ্ধে গদাঘারা তোর উরুযুগল ভগ্ন করিব’ ॥৭॥

শক্রেহস্তা এই সেই ভীমসেন সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন ; কূটকৌশলী হৃষোধনকে কূটকৌশলেই বধ করুন ॥৮॥

ভীমসেন যদি ত্রায় অমুসারে যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে রাজা যুধিষ্ঠির কিঞ্চিৎ বিপদে পড়িবেন ॥৯॥

পাণ্ডুনন্দন ! আমি আবারও বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ; ধর্ম্মরাজের অপরাধে পুনরায় আমাদের ভয় উপস্থিত হইয়াছে ॥১০॥

(৬) তস্মান্মায়াময়ং বীর ! আতিষ্ঠতু বৃকোদরঃ...নি ।

কৃষ্ণা হি স্মহং কৰ্ম হত্বা ভীষ্মমুখান্ কুরুন ।
 জয়ঃ প্রাপ্তো যশশ্চাখ্যং বৈরঞ্চ প্রতিযাতিতম্ ॥১১॥
 তদেবং বিজয়ঃ প্রাপ্তঃ পুনঃ সংশয়িতঃ কৃতঃ ।
 অবুদ্ধিরেষা মহতী ধৰ্ম্মরাজস্ত পাণ্ডব ! ॥১২॥
 যদেকবিজয়ে যুদ্ধং পণিতং ঘোরমীদৃশম্ ।
 স্নয়োধনঃ কৃতী বীর একায়নগতস্তথা ॥১৩॥
 অপি চোশনসা গীতঃ শ্রুতেহয়ং পুরাতনঃ ।
 শ্লোকস্তত্ত্বার্থসহিতস্তম্বে নিগদতঃ শৃণু ॥১৪॥
 পুনরাবর্তমানানাং ভগ্নানাং জীবিতৈষিণাম্ ।
 ভেতব্যমরিশেষাণামেকায়নগতা হি তে ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

পুনরিত্তি । নিবোধ শৃণু । ধৰ্ম্মরাজস্ত যুবিষ্টিরতাপরাধেন ॥১০॥
 অথ কোহসাবপরাধ ইত্যাহ শ্লোকজ্ঞাতেন কৃত্বেতি । অগ্র্যমুত্তমম্, প্রতিযাতিতঃ
 প্রতিশোধিতম্ ॥১১॥
 তদিত্তি । প্রাপ্তঃ প্রায়েণ লবঃ । অবুদ্ধিনিবুদ্ধিতা ॥১২॥
 নহু কাগাববুদ্ধিবিভ্যাহ যদিতি । একায়নগতঃ কেবলমুত্থাপথপ্রাপ্তঃ ॥১৩॥
 মহাজনোক্তিযুদাহৰ্ত্তমাহ অপীতি । উশনসা শুক্রেণ, গীতো গানবৎ প্রচারিতঃ ॥১৪॥
 পুনরিত্তি । ভগ্নানাং পবাজিতানামপি, পুনরাবর্তমানানাং পুনঃ প্রত্যাবৃত্তা যোদ্ধু-
 মাগচ্ছতাং জীবিতৈষিণাং পলায়নে জীবননাশাবশ্যস্তাবশ্যবান্ পুনঃ প্রত্যাবর্তন এব
 জীবনরক্ষাসম্ভাবিনাম্, অরিশেষাণাং হতাবশিষ্টশত্রুণাং তেভ্য ইত্যর্থঃ, ভেতব্যম্ । হি যস্মাৎ,
 তে অরিশেষা, একমেব অয়নং মরণপথং গত্যাঃ প্রাপ্তাঃ ॥১৫॥

অতিগুরুতর ব্যাপারের অনুষ্ঠানপূর্বক ভীষ্মপ্রভৃতি কৌরবগণকে বধ করিয়াও
 উত্তম যশ লাভ করা হইয়াছিল এবং শত্রুতারও প্রাতশোধ দেওয়া হইয়াছিল ॥১১॥

অতএব পাণ্ডুনন্দন ! জয় প্রায় হস্তগত হইয়াছিল, এমন অবস্থায় ধৰ্ম্মরাজ
 পুনরায় তাহাকে সংশয়াপন্ন করিয়াছেন । সুতরাং এটা ধৰ্ম্মরাজের অত্যন্ত
 নিবুদ্ধিতাই হইয়াছে ॥১২॥

যেহেতু, ‘হৃষ্যোধন ! তুমি আমাদের মধ্যে এক জনকে জয় করিতে পারিলেই
 তোমার জয় হইবে’ এইরূপে ধৰ্ম্মরাজ যুদ্ধে ভয়ঙ্কর পণ করিয়াছেন । কাম্বল,
 হৃষ্যোধন গদাযুদ্ধে নিপুণ, বীর এবং মরিয়া হইয়া লাগিয়াছেন ॥১৩॥

আরও শুনিতে পাই যে, স্বয়ং শুক্রাচার্য্য পূর্বকালে তত্ত্বার্থসম্পন্ন এই শ্লোকটা
 প্রচার করিয়াছিলেন ; তাহা আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর—৥১৪॥

(১১)• জয়ঃ প্রাপ্তো যশঃ প্রাগ্যং...নি ।

মণ্ডলানি বিচিত্রাণি চরতোৰ্ণপভীময়োঃ ।

গদাসম্পাতজাস্ত্রৈঃ প্রজজ্ঞুঃ পাবকাচ্চিষঃ ॥২৭॥

সমঃ প্রহরতোস্ত্রৈঃ শুরয়োৰ্বলিনোমুৰ্ধৈঃ ।

কুরুয়োৰ্বায়ুনা রাজন্ ! দ্বয়োৰিব সমুদ্রয়োঃ ॥২৮॥ (যুগ্মকম্)

তয়োঃ প্রহরতোস্ত্রল্যং মতকুঞ্জরয়োৰিব ।

গদানির্ধাতসংহ্রাদঃ প্রহারাৎ সমজায়ত ॥২৯॥

তস্মিন্শুদা সম্প্রহারে দারুণে সঙ্কুলে ভূশম্ ।

উভাবপি পরিশ্রান্তৌ যুধ্যমানাবরিন্দমৌ ॥৩০॥

তৌ মুহূৰ্ত্তং সমাশ্বস্ত পুনরেব পরস্তপৌ ।

অভ্যহারয়তাং ক্রুদ্ধৌ প্রগৃহ্ম মহতীং গদাম্ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

প্রেক্ষ্যন্তৌ, পরস্পরজিঘাংসয়েতি ভাবঃ। অবকৌ যমৌ। গরুজন্তৌ পক্ষিণৌ, নাগস্ত
বৃহৎসর্পস্ত, আমিষৈষিণৌ মাংসলুকৌ ॥২৫—২৬॥

মণ্ডলানীতি। নৃপো রাজা। দুৰ্য্যোধনশ্চ ভীমশ্চ তয়োঃ। পাবকাচ্চিষো বহ্নিশিখাঃ,
সমং সমানম্। কুরুয়োঃ সঞ্চালিতয়োঃ ॥২৭—২৮॥

তয়োৰিতি। গদয়োৰ্নির্ধাতানাং তীব্রাঘাতানাং সংহ্রাদঃ শব্দঃ ॥২৯॥

তস্মিন্শিতি। সঙ্কুলে তুফুলে গতি। পরিশ্রান্তাবভবতামিতি শেষঃ ॥৩০॥

করিয়া যুদ্ধ করে, সেইরূপ মহাবীর ও পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীম ও দুৰ্য্যোধন শত্রুতার
সমাপ্তি করিবার অভিপ্রায়ে পরস্পর বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া, চন্দন ও অগুরু-
রঞ্জিত ভীষণ দুইটা গদা সঞ্চালন করিতে থাকিয়া, ক্রুদ্ধ দুই জন যমের স্থায় পরস্পর
যুদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥২৫—২৬॥

রাজা। বীর ও বলবান্ ভীম ও দুৰ্য্যোধন বায়ুসঞ্চালিত দুইটা সমুদ্রের স্থায়
রণস্থলে বিচিত্র মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে থাকিয়া, যখন পরস্পর সমান ভাবে
গদা প্রহার করিতে থাকিলেন, তখন সেই গদা দুইটা হইতে অগ্নির শিখা নির্গত
হইতে লাগিল ॥২৭—২৮॥

দুইটা মত্তহস্তীর স্থায় ভীম ও দুৰ্য্যোধন সমান ভাবে পরস্পর প্রহার করিতে
লাগিলে, গদা দুইটার পরস্পর আঘাতের গুরুতর শব্দ হইতে লাগিল ॥২৯॥

তখন সেই ভীষণ ও তুমুল প্রহার চলিতে লাগিলে, শত্রুদমনকারী যুধ্যমান
ভীম ও দুৰ্য্যোধন দুই জনই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন ॥৩০॥

তয়োঃ সমভবদ্যুজ্জ্বলং বোররূপমসংবৃতম্ ।
 গদানিপাঠে রাজেন্দ্র ! তক্ষতোৰ্বে পরম্পরম্ ॥৩২॥
 সমরে প্রজ্ঞতো তৌ তু বৃষভাকৌ তরশ্বিনৌ ।
 অজ্ঞোজ্ঞং জয়ভূবীৰৌ পক্ষশ্চৌ মহিষাবিব ॥৩৩॥
 জর্জরীকৃতসৰ্ব্বাকৌ রুধিরেণাভিসংপ্লুতৌ ।
 দদৃশাতে হিমবতি পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥৩৪॥
 হৃষ্যোদনস্ত পার্ধেন বিবরে সম্প্রদর্শিতে ।
 ঈষদুৎস্রয়মানস্ত সহসা প্রসসার হ ॥৩৫॥
 তমভ্যাসগতং প্রাজ্ঞো রণে প্রেক্ষ্য বৃকোদরঃ ।
 অবাক্ষিপদৃগদাং তস্মৈ বেগেন মহতা বলী ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

তাবিতি । সমাশ্রিত বিশ্রম্য । অভ্যাহারয়তাং যুদ্ধমারভেতাম্ ॥৩১॥
 তদ্বোরিতি । অসংবৃতং নির্বাণম্ । তক্ষতোস্তনুর্কূর্ভোঃ প্রহবতোরিত্যর্থঃ ॥৩২॥
 সমর ইতি । প্রজ্ঞতো জ্ঞতং বিচরন্তৌ । তরশ্বিনৌ বলবন্তৌ ॥৩৩॥
 জর্জরীতি । দদৃশাতে তত্রৈত্যর্জনৈঃ, হিমবতি গিরৌ ॥৩৪॥
 হৃষ্যোদন ইতি । পার্ধেন ভীমেন, বিববে প্রহারজিত্রে । প্রসসার অগ্রেসরো বভূব ॥৩৫॥
 ভমিতি । অভ্যাসগতং সমীপমুপস্থিতম্ । তস্মৈ হৃষ্যোদনায় ॥৩৬॥

তৎপরে শত্রুসন্তাপকারী ভীম ও হৃষ্যোদন কিয়ৎকাল বিজ্ঞাম করিয়া, বিশাল গদা ধারণপূর্বক পুনরায় যুদ্ধারম্ভ করিলেন ॥৩১॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! তাঁহারা গদার আঘাতে পরস্পর তাড়ন করিতে লাগিলে, অবাধে ভীষণ যুদ্ধ চলিতে থাকিল ॥৩২॥

বৃষের তুল্য বিশাল নয়ন ও বলবান্ ভীম এবং হৃষ্যোদন বেগে বিচরণ করিতে থাকিয়া, কদমস্থিত দুইটা মহিষের স্থায় পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥

প্রহারে প্রহারে তাঁহাদের শরীর জর্জরীভূত ও রক্তাক্ত হইয়া পড়িল ; তখন হিমালয়পর্বতে পুষ্পসম্বিত দুইটা কিংশুকবৃক্ষের স্থায় তাঁহাদিগকে দেখা যাইতে লাগিল ॥৩৪॥

পরে ভীমসেন প্রহারের অবকাশ দেখাইলে, হৃষ্যোদন যুদ্ধ হাশ্বত করিয়া ভীমের দিকে বেগে গমন করিলেন ॥৩৫॥

ওদিকে বুদ্ধিমান্ ও বলবান্ ভীমসেন হৃষ্যোদনকে নিকটবর্তী দেখিয়া, তাঁহার দিকে মহাবেগে গদা নিক্ষেপ করিলেন ॥৩৬॥

অবক্ষপন্ত তং দৃষ্ট্বা পুত্রস্তব বিশাংপতে ।।
 অবাসপতিতঃ শ্বানাং সা মোঘা স্থপত্ৰুবি ॥৩৭॥
 মোক্ষয়িত্বা প্রহারং তং স্ততস্তব সমস্তমাং ।
 ভীমসেনঞ্চ গদয়া প্রাহরং কুরুসন্তমঃ ॥৩৮॥
 তস্য বিস্মদমানেন রুধিরেণামিতৌজসঃ ।
 প্রহারগুরুপাতাচ্চ মূর্ছেৎ সমজায়ত ॥৩৯॥
 দুৰ্য্যোধনো ন তং বেদ পীড়িতং পাণ্ডবং রণে ।
 ধারয়ামাস ভীমোহপি শরীরমতিপীড়িতম্ ॥৪০॥
 অমম্বত স্থিতং হেনং প্রহরিশস্তমাহবে ।
 ততো ন প্রাহরন্তস্মৈ পুনরেব তবাস্তজঃ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

অবেতি । অবাসপৎ অপাসরং, সা গদা, মোঘা ব্যর্থী সতী ॥৩৭॥
 মোক্ষয়িষেতি । মোক্ষয়িত্বা ব্যর্থীকৃত্য, সমস্তমাংসবাং ॥৩৮॥
 তস্তেতি । বিস্মদমানেন স্তবতা । প্রহারন্ত গুরুপাতাচ্চ সন্তমঃ ॥৩৯॥
 দুৰ্য্যোধন ইতি । বেদ জানাতি অ যথাবদেবাবস্থানাদিতি ভাবঃ ॥৪০॥
 অথ তদবসরে কুতো ন পুনঃ প্রাহরদিত্যাহ অমম্বতেতি । বিপক্ষ প্রতিপ্রহারাবসর-
 দানং হি বীরনিয়ম ইতি ভাবঃ ॥৪১॥

নরনাথ ! আপনার পুত্র দুৰ্য্যোধন ভীমসেনের সেই গদানিক্ষেপ দেখিয়া,
 সস্তর সেন্ধান হইতে সরিয়া গেলেন ; তখন সেই গদাটা ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পতিত
 হইল ॥৩৭॥

মহারাজ ! আপনার পুত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ দুৰ্য্যোধন বেগে অপমৃত হইয়া ভীমসেনের
 সেই প্রহার ব্যর্থ করিয়া, আপন গদা দ্বারা ভীমসেনকে প্রহার করিলেন ॥৩৮॥

ভীমসেনের তেজ অসাধারণ হইলেও দুৰ্য্যোধনের সেই গুরুতর প্রহারে রক্ত
 নির্গত হইতে থাকায় তাঁহার যেন মূর্ছা জন্মিল ॥৩৯॥

কিন্তু ভীমসেন যে পীড়িত হইয়াছিলেন, তাহা দুৰ্য্যোধন বুঝিতে পারেন নাই ;
 আবার ভীমসেনও অত্যন্ত পীড়িত নিজের শরীর যথাযথভাবেই ধারণ করিতে
 ছিলেন ॥৪০॥

মহারাজ ! ভীমসেন প্রহার করিষেন বলিয়া দাঁড়াইয়াছেন, ইহাই দুৰ্য্যোধন-
 মনে করিয়াছিলেন ; স্তম্ভরাং তিনি পুনরায় ভীমসেনকে প্রহার করেন নাই ॥৪১॥

ততো মুহূৰ্ত্তমাশ্বস্ত দুৰ্য্যোধনমুপস্থিতম্ ।

বেগেনাভ্যপতদ্রাজন্ ! ভীমসেনঃ প্রতাপবান্ ॥৪২॥

তমাপতন্তুং সংপ্ৰেক্ষ্য সংরুদ্ধমিতৌজসম্ ।

মোঘমস্ত প্রহারং তং চিকীৰ্ষুৰ্ভরতৰ্ধত ! ॥৪৩॥

অবস্থানে মতিং কৃষ্ট্বা পুত্রস্তব মহামনাঃ ।

ইয়েষোৎপতিতুং রাজন্ ! ছলয়িষ্যন্ বৃকোদরম্ ॥৪৪॥ (যুগ্মকম্)

অবুধ্যন্তৌমসেনস্তদ্রাজ্ঞস্তস্ত চিকীৰ্ষিতম্ ।

অথাস্ত সমভিদ্ধত্য সমুৎক্লুশ্চ চ সিংহবৎ ॥৪৫॥

মৃত্যুং বঞ্চয়তো রাজন্ ! পুনর্যেবোৎপতিষ্যতঃ ।

উরুভ্যাং প্রাহিণোদ্রাজন্ ! গদাং বেগেন পাণ্ডবঃ ॥৪৬॥ (যুগ্মকম্)

সা বজ্রনিষ্পেষসমা প্রহিতা ভীমকৰ্ম্মণা ।

উরু দুৰ্য্যোধনস্তাথ বভঞ্জ প্রিয়দর্শনৌ ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । আশ্বস্ত বিশেষণ শূন্যীভূয় । অভ্যপতং আক্রমিতুমধাবৎ ॥৪২॥

তমিতি । সংরুদ্ধং জুদ্ধম্ । কৃষ্ট্বা প্রদর্শ্যেব ॥৪৩—৪৪॥

অবুধ্যদিতি । চিকীৰ্ষিতং কৰ্ত্তুমিষ্টমুৎপতনম্ । সমভিদ্ধত্য দ্ধতং সমভিগম্য, সমুৎক্লুশ্চ
নাদং কৃষ্ট্বা । বঞ্চয়ত উৎপতনে নৈব । উরুভ্যাম্ উরুযুগলোপরি ॥৪৫—৪৬॥

সেতি । সা গদা, বজ্রস্ত নিষ্পেষে আঘাতে সমা তুল্যা, প্রহিতা নিক্ষিপ্তা ॥৪৭॥

রাজা ! তাহার পর প্রতাপশালী ভীমসেন কিয়ৎকাল পরে সুস্থ হইয়া,
নিকটবর্তী দুৰ্য্যোধনের উপরে বেগে যাইয়া পতিত হইলেন ॥৪২॥

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা ! আপনার পুত্র মহামনা দুৰ্য্যোধন অমিততেজা ও ক্রুদ্ধ
ভীমসেনকে আপতিত হইতে দেখিয়া এবং তাঁহার সেই প্রহার ব্যর্থ করিবার ইচ্ছা
করিয়া, দাঁড়াইয়া থাকিবার ইচ্ছাই যেন দেখাইয়া, ভীমসেনকে বঞ্চনা করিবেন
বলিয়া, উপরের দিকে লাফাইয়া উঠিবার ইচ্ছা করিলেন ॥৪৩—৪৪॥

রাজা ! ওদিকে ভীমসেন দুৰ্য্যোধনের সেই অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন ;
দুৰ্য্যোধনও মৃত্যুকে বঞ্চনা করিয়া লক্ষ প্রদানপূর্ব্বক উপরের দিকে উঠিলেন,
ভীমসেনও বেগে যাইয়া, সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া, মহাবেগে দুৰ্য্যোধনের উরু-
যুগলের উপরে গদাঘাত করিলেন ॥৪৫—৪৬॥

ভীমকৰ্ম্মা ভীমসেন আঘাত করিবামাত্র বজ্রাঘাতের ন্যায় আঘাতকারিণী সেই
গদাটা দুৰ্য্যোধনের মনোহর উরুযুগল ভগ্ন করিল ॥৪৭॥

(৪৩) তমাস্তং স...পি । (৪৫)...সমুৎপত্য ...নি । (৪৬)...মৃত্যু বঞ্চয়তো...পি নি ।

স পপাত নরব্যাত্তো বহুধামনুনাদয়ন ।
 ভয়োরুভীমসেনেন পুত্রস্তব মহীপতে ॥ ৪৮ ॥
 ববুর্বাভাঃ সনির্ঘ তা পাংশুবর্ষং পপাত চ ।
 চচাল পৃথিবী চাপি সবৃক্ষা চ সপর্ষতা ।
 তস্মিন্মপতিতে বীরে পত্যৌ সর্বমহীকৃতাম্ ॥ ৪৯ ॥
 মহাস্বন। পুনর্দীপ্তা সনির্ঘাতা ভয়ঙ্করী ।
 পপাত চোক্ষা মহতী পাততে পৃথিবীপতো ॥ ৫০ ॥
 তথা শোণিতবর্ষঞ্চ পাংশুবর্ষঞ্চ ভারত ! ।
 ববর্ষ মঘবাংস্তত্র তব পুত্রে নিপাতিতে ॥ ৫১ ॥
 যক্ষাণাং রাক্ষসানাঞ্চ পিশাচানাং তথৈব চ ।
 অন্তরীক্ষে মহামাদঃ শ্রয়তে ভরতর্ষভ ! ॥ ৫২ ॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । বহুধাং রণভূমিঞ্চ । ভয়ৌ উরু যন্ত সঃ ॥ ৪৮ ॥
 ববুরিতি । নির্ঘাতেন বাতাহতবাতপাতেন সহেতি তে, পাংশুবর্ষং ধূলিবৃষ্টিম্ । পত্যাবধি-
 রাজ্ঞে, সর্বমহীকৃতাং সর্বেষাং রাজ্ঞাম্ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥ ৪৯ ॥
 মহেতি । দীপ্তা উজ্জ্বলা । পৃথিবীপত্যৌ সার্বভৌমে দুর্ঘ্যোধনে ॥ ৫০ ॥
 তথেতি । পাংশুবর্ষং ধূলিবৃষ্টিম্ । ববর্ষ চকার, মঘবানিহ্নঃ ॥ ৫১ ॥
 যক্ষাণামিতি । নাদঃ কোলাহলঃ, শ্রয়তে স্ব ভূতলবর্ত্তিভিলৌকিকৈঃ ॥ ৫২ ॥

মহারাজ ! ভীমসেন উরুযুগল ভগ্ন করিলে, আপনার পুত্র নরশ্রেষ্ঠ দুর্ঘ্যোধন
 রণভূমি নিনাদিত করিতে থাকিয়া পতিত হইলেন ॥ ৪৮ ॥

রাজাধিরাজ বীর দুর্ঘ্যোধন নিপতিত হইলে, নির্ঘাতের সহিত বায়ু বহিতে
 লাগিল, ধূলিবৃষ্টি হইতে থাকিল এবং বৃক্ষ ও পর্বতের সহিত পৃথিবী কাঁপিয়া
 উঠিল ॥ ৪৯ ॥

রাজা দুর্ঘ্যোধন নিপতিত হইলে, উজ্জ্বল উল্কাসকল বিশাল শব্দ করিয়া,
 নির্ঘাতের সহিত পতিত হইতে থাকিল ॥ ৫০ ॥

ভরতনন্দন ! আপনার পুত্র নিপাতিত হইলে, ইন্দ্র রক্তধূলি বর্ষণ করিতে
 লাগিলেন ॥ ৫১ ॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! আকাশে যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচগণের বিশাল কোলাহল শুনা
 যাইতে লাগিল ॥ ৫২ ॥

তেন শব্দেন ঘোরেন যুগাণামথ পক্ষিণাম্ ।
 জজ্ঞে ঘোরতরঃ শব্দো বহুনাং সৰ্বতো দিশম্ ॥৫৩॥
 যে তত্র বাজিনঃ শেযা গজাশ্চ মনুজৈঃ সহ ।
 যুমুচুস্তে মহানাদং তব পুত্রে নিপাতিতে ॥৫৪॥
 ভেরীশব্দমুদঙ্গানামভবচ্চ শ্বনো মহান্ ।
 অন্তৰ্ভূমিগতৈশ্চৈব তব পুত্রে নিপাতিতে ॥৫৫॥
 বহুপাদৈর্বহুভুজৈঃ কবকৈর্ঘোরদৰ্শনৈঃ ।
 নৃত্যন্তিৰ্ভয়দৈৰ্ব্যাপ্তা দিশস্তত্রাভবম্ প ! ॥৫৬॥ (যুগ্মকম্)
 ধ্বজবন্তোহস্ত্রবস্তৃশ্চ শস্ত্রবস্তৃশ্চৈব চ ।
 প্রাকম্পান্ত ততো রাজন্ ! তব পুত্রে নিপাতিতে ॥৫৭॥
 হ্রদাঃ কূপাশ্চ রুধিরমুদ্বেষুর্নৃপসন্তম ! ।
 নদৃশ্চ স্তমহাবেগাঃ প্রতিশ্রোতোবহা ভবন্ ॥৫৮॥

ভারতকৌমুদী

তেনেতি । যুগাণাং পশুনাং । সৰ্ব্বতঃ সৰ্ব্বাং দিশং প্রাপ্য স্থিতানামিতি শেষঃ ॥৫৩॥
 য ইতি । শেযা হতাবশিষ্টাঃ । যুমুচুশ্চক্ৰুঃ ॥৫৪॥
 ভেরীতি । অন্তৰ্ভূমিগতৈৰ্ভূতলস্থিতৈঃ । কবকৈঃ শিরঃশূন্তশরীরৈঃ ॥৫৫—৫৬॥
 ধ্বজেতি । দূরে ক্ষেপণীয়ং হিংসাসাধনমস্ত্রং বাণাদি, সন্নিধৌ হিংসাসাধনঞ্চ শস্ত্রং
 শূলাদি, “অমু ক্ষেপণে” “শমু হিংসায়াম্” ইতি যথাক্রমং ধাত্বার্থানুসারাৎ ॥৫৭॥
 হ্রদা ইতি । প্রতিশ্রোতোবহা বিপরীতদিগ্গামিশ্রোতোবাহিত্যঃ ॥৫৮॥

তৎপরে সেইরূপ ভীষণ শব্দ হইতে থাকায়, সকল দিকে বহুতর পশু ও
 পক্ষীর ঘোরতর শব্দ হইতে থাকিল ॥৫৩॥

মহারাজ ! আপনার পুত্র নিপাতিত হইলে, যে সকল হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য
 অবশেষ্ট ছিল, তাহারাও বিশাল আৰ্ত্তনাদ করিতে লাগিল ॥৫৪॥

রাজা ! আপনার পুত্র নিপাতিত হইলে, ভেরী, শব্দ ও মুদঙ্গের বিশাল শব্দ
 হইতে থাকিল এবং নৃত্তচরণ ও বহুহস্ত, ভূতলবস্ত্রী ভীষণ কবকসকল নৃত্য করিতে
 থাকিয়া, সকল দক্ষ বাপ্ত করিল ॥৫৫—৫৬॥

রাজা ! ভাস্মেন আপনার পুত্র ঘূর্ণ্যোধনকে নিপাতিত করিলে, ধ্বজধারী,
 অস্ত্রশালী ও শস্ত্রপাণি লোকেরা কাঁপিতে লাগিল ॥৫৭॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! হ্রদ ও কূপসকল রক্ত উদ্গার করিতে থাকিল এবং মহাবেগযুক্ত
 নদীগুলির স্রোত প্রতিকূলভাবে চলিতে লাগিল ॥৫৮॥

(৫৮)...রুধিরমুদ্বষন্... পি ।

পুংলিঙ্গা ইব নার্যাস্ত জীলিঙ্গাঃ পুরুষাভবন্ ।

দুর্যোধনে তদা রাজন্ ! পতিতে তনয়ে তব ॥৫৯॥

দৃষ্ট্বা তানদুতোৎপাতান্ পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ।

আবিগমনসঃ সৰ্বৈ বভুবুৰ্ভরতৰ্ষভ ! ॥৬০॥

যযুর্দেবা যথাকামং গন্ধৰ্বাপ্সরসস্তথা ।

কথয়ন্তোহদুতং যুদ্ধং স্ততয়োস্তব ভারত ! ॥৬১॥

তথৈব সিদ্ধা রাজেন্দ্র ! তথা বাতিকাচারণাঃ ।

নরসিংহৌ প্রশংসন্তো বিপ্রজগ্মুৰ্মুখাগতম্ ॥৬২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি
গদাযুদ্ধে দুর্যোধনোরুভঙ্গে চতুঃপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

— — :*: — —

ভারতকৌমুদী

পুংলিঙ্গা। পুংসাং লিঙ্গানি বস্ত্রপরিধানপ্রকারাদিচ্ছানি যাসাং তাঃ, এবং জীলিঙ্গা
ইত্যত্রাপি। অথবা নার্যঃ পুংলিঙ্গা ইব ধৃষ্টাঃ পুরুষাশ্চ জীলিঙ্গা ইব জাতা অভবন্ ॥৫৯॥

দৃষ্ট্বিতি। আবিগমনসঃ অনর্থপাতশঙ্কয়া উদ্বিগ্ধচিত্তাঃ ॥৬০॥

যযুরিতি। স্তত আশ্রমো দুর্যোধনঃ। স্ততঃ স্ততপৰ্য্যায়ো ভীমশ্চ তয়োঃ ॥৬১॥

তথৈতি। বাতেন বায়ুভরেণ চরন্তীতি বাতিকাশ্চ তে চারণা দেবদোনিবিশেষা-
শ্চেতি তে ॥৬২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্বণি গদাযুদ্ধে চতুঃপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

রাজা! আপনার পুত্র দুর্যোধন নিপতিত হইলে, জীলোকেরা যেন পুরুষের
আয় হইয়া উঠিল এবং পুরুষেরাও যেন জীলোকের আয় হইয়া পড়িল ॥৫৯॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবেরা এবং পাঞ্চালেরা সেই সমস্ত অদ্বুত উৎপাত দেখিয়া,
সকলেই উদ্বিগ্ন চিত্ত হইলেন ॥৬০॥

ভরতনন্দন! দেবগণ, গন্ধৰ্বগণ ও অশ্বরগণ আপনার পুত্রদ্বয়ের অদ্বুত
যুদ্ধের বিষয় পরস্পর আলোচনা করিতে থাকিয়া, অভীষ্টস্থানে গমন করিলেন ॥৬১॥

রাজশ্রেষ্ঠ! সিদ্ধগণ ও বায়ুভরগামী চারণগণ, নরশ্রেষ্ঠ ভীম ও দুর্যোধনের
প্রশংসা করিতে থাকিয়া, যথাস্থানে চলিয়া গেলেন ॥৬২॥

— — :*: — —

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

—:•••:—

সঞ্জয় উবাচ ।

তং পাতিতং ততো দৃষ্ট্বা মহাশালমিবোদগতম্ ।
প্রহৃষ্টমনসঃ সর্বে দদৃশুস্তত্র পাণ্ডবাঃ ॥১॥
তং মত্তমিব মাতঙ্গং সিংহেন বিনিপাতিতম্
দদৃশুহৃষ্টরোমাণঃ সর্বে তে চাপি সোমকাঃ ॥২॥
ততো হৃষ্যোধনং হৃষা ভীমসেনঃ প্রতাপবান্ ।
পতিতং কোরবেন্দ্রং তমুপাগম্যেদমব্রবীৎ ॥৩॥
গৌগৌরিতি পুরা মন্দ ! দ্রৌপদীমেকবাসসম্ ।
যং সভায়াং হসন্নস্যাংস্তদা বদসি হৃষ্মতে ! ।
তস্মাবহাসস্য ফলমগ্ৰ ত্বং সমবাপুহি ॥৪॥
এবমুক্ত্বা স বামেন পদা মৌলিমুপাস্পৃশৎ ।
শিরশ্চ রাজসিংহস্য পাদেন সমলোড়য়ৎ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । মহাশালং বৃক্ষম্, উদগতমুন্নতম্ ॥১॥

তমিতি । হৃষ্টানি আনন্দাতিশয়েনোদগতানি রোমাণি যেবাং তে তাদৃশাঃ সত্ত্বাঃ ॥২॥

তত ইতি । হৃষা গদয়া আহত্যা উরুঘৃগলং ভঙ্ক্তে, ত্যর্থঃ ॥৩॥

গৌরিতি । হে মন্দ ! মুঢ় ! । একবাসসং রজস্বলারূপত্বাৎ । বট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৪॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘তাহার পর পাণ্ডবেরা সকলে হৃষ্যোধনকে উন্নত ও বিশাল শালবৃক্ষের আয় নিপাতিত দেখিয়া, হৃষ্টচিত্তে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥১॥

এবং সোমকেরা সকলেও রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া, সিংহনিপাতিত মত্তহস্তীর আয় হৃষ্যোধনকে দর্শন করিতে থাকিল ॥২॥

তদনন্তর প্রতাপশালী ভীমসেন হৃষ্যোধনের উরুভঙ্গ করিয়া, নিপতিত সেই কোরবশ্রেষ্ঠের নিকট যাইয়া এই কথা বলিলেন—৥৩॥

‘মূর্থ ! হৃষ্মতি ! তুই পূর্বে দ্যুতসভায় একবজ্রা দ্রৌপদীকে উপহাস করিতে থাকিয়া, আমাদিগকে যে ‘গরু’ ‘গরু’ বলিয়াছিলি ; আজ সেই উপহাসের সমস্ত ফল ভোগ কর্’ ॥৪॥

তত্রৈব ক্রোধসংরক্তো ভীমঃ পরবলার্দনঃ ।
 পুনরেবাত্রবীৰ্বাক্যং যত্তচ্ছূণু নরাধিপ ॥৬॥
 যেহস্মান্ পুরা প্রনৃত্যস্তি মুঢ়া গৌরিতি গৌরিতি ।
 তান্ বয়ং প্রতিনৃত্যামঃ পুনর্গৌরিতি গৌরিতি ॥৭॥
 নাস্মাকং নিকৃতির্বহির্নাক্ষদ্যুতং ন বঞ্চনা ।
 স্ববাহুবলমাত্রিত্য প্রবধামো বয়ং রিপূন ॥৮॥

সোহ্বাপ্য বৈরস্ত পরস্ত পারং বৃকোদরঃ প্রাহ শনৈঃ প্রহস্ত ।
 যুধিষ্ঠিরং কেশবস্বজয়াংশ্চ ধনঞ্জয়ং মাদ্রবতীসুতো চ ॥৯॥
 রজস্বলাং দ্রৌপদীমানয়ন্ যে যে চাপ্যকুর্ক্বন্ত সদস্যবস্ত্রাম্ ।
 তান্ পশ্যধ্বং পাণ্ডবৈর্ধার্তরাষ্ট্রান্ রণে হতান্তপসা যাজ্ঞসেন্যৈঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । মোলিং ললাটোপরিদেশম্ । সমলোড়য়ং অসঙ্কং সমচালয়ং ॥৫॥
 তত্রৈতি । ক্রোধেন সংরক্তঃ সংরক্তদেহঃ । পরবলার্দনঃ শক্রসৈন্যপীড়কঃ ॥৬॥
 য ইতি । পুরাশব্দযোগাৎ “প্রয়োগতশ্চ”ত্যতীতকালেহপি প্রনৃত্যস্বীতি বর্তমানা ॥৭॥
 নেতি । নিকৃতিঃ শঠতা, বহির্জতুগৃহে বহির্দানম্, বঞ্চনা অক্ষদ্যুত এব ॥৮॥
 ন ইতি । পরস্ত নিতাস্তস্ত, পারমবগানম্ । প্রাহ ব্রবীতি অ ॥৯॥
 রজ ইতি । সদসি দ্যুতসভায়াম্, অকুর্ক্বন্ত কৰ্ত্তৃমুচ্ছেদন্ত ॥১০॥

এই কথা বলিয়া ভীমসেন বামচরণদ্বারা রাজশ্রেষ্ঠ দুৰ্য্যোধনের ললাটের উপরিভাগ স্পর্শ করিলেন এবং সেই চরণদ্বারাই তাঁহার মস্তকটিকে অনেকবার সঞ্চালিত করিলেন ॥৫॥

নরনাথ ! ক্রোধে সংরক্তমূর্ত্তি ও শক্রসৈন্যপীড়নকারী ভীমসেন আবারও যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আপনি শ্রবণ করুন ॥৬॥

‘যে মূৰ্খেরা পূর্বে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া, ‘গক্’ ‘গক্’ বলিয়া নৃত্য করিয়াছিল, এখন আবার আমরা তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া, ‘গক্’ ‘গক্’ বলিয়া প্রতিনৃত্য করিতেছি ॥৭॥

আমাদের শঠতা নাই, অগ্নিদান নাই, দ্যুতক্রীড়া নাই এবং বঞ্চনাও নাই ; কিন্তু আমরা আপন বাহুবল অবলম্বন করিয়াই শত্রুগণকে বধ করিয়া আসিতেছি’ ॥৮॥

ভীমসেন ভীষণ শত্রুতার শেষ করিয়া, মুহূহাস্ত দেখাইয়া, যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ, অৰ্জুন, নকুল, সহদেব ও সৃঞ্জয়গণকে বলিলেন—৥৯॥

যে নঃ পুরা যশুতিলানবোচন্ ক্রুরা রাজ্ঞো ধার্তরাষ্ট্রশ্চ পুত্রাঃ ।
 তে নো হতাঃ সগণাঃ সামুবন্ধাঃ কামং স্বৰ্গং নরকং বা পতামঃ ॥১১॥
 পুনশ্চ রাজ্ঞঃ পতিতশ্চ ভূমৌ স তাং গদাং স্কন্ধগতাং প্রগৃহ্য ।
 বামেন পাদেন শিরঃ প্রমুগ্ধ হৃষ্যোধনং নৈকৃতিকৈত্যবোচৎ ॥১২॥
 ছষ্টেন রাজন্ ! কুরুসত্তমশ্চ ক্ষুদ্রোত্তনা ভীমসেনেন পাদম্ ।
 দুৰ্দ্ধ্বা কৃতং যুৰ্দ্ধনি নাভ্যনন্দন্ ধৰ্ম্মাত্মানঃ সোমকানাং প্রবর্হাঃ ॥১৩॥
 তব পুত্রং তথা হস্তা কথমানং বৃকোদরম্ ।
 নৃত্যমানঞ্চ বহুশো ধৰ্ম্মরাজোহব্রবীদিদম্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি । নঃ অনাভিঃ, সামুবন্ধা অমুচরসহিতাঃ, পতামো গচ্ছামঃ, কামং বিধাতা
 যথেষ্টমনমোরন্বাকং করোষিত্যর্থঃ ॥১১॥

পুনরिति । প্রগৃহ্য হস্তেন । প্রমুগ্ধ নিম্পিগ্ধ, হে নৈকৃতিক ! শঠ ! ॥১২॥

ছষ্টেনেতি । ক্ষুদ্রোত্তনা নীচমনসা, সার্কভৌমশ্চৈব শিরসি পাদার্পণাদিতি ভাবঃ ।
 নাভ্যনন্দন্ ন প্রাশংসন্ অপি ঐনিদ্রেন্নেবেত্যর্থঃ । প্রবর্হাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ॥১৩॥

তবেতি । কথমানমাত্মপ্লাবং কুরুসত্তম ॥১৪॥

‘যাহারা সেই দ্যুতসভায় রজস্বলা জ্যোপদীকে লইয়া গিয়াছিল এবং যাহারা
 তাঁহাকে বিবস্ত্রা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল ; সেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা জ্যোপদীরই
 ভূপত্নার প্রভাবে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইয়াছে, আপনারা দর্শন করুন ॥১০॥

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের যে ক্রুর পুত্রেরা পূর্বে আমাদিগকে ‘যশুতিল’ বলিয়াছিল,
 তাহারা সকলেই পরিজনগণ ও অমুচরগণের সহিত আমাদের হস্তে নিহত হইয়াছে ।
 এখন আমরা স্বর্গেই যাই, কিংবা নরকেই পড়ি, বিধাতার যাহা ইচ্ছা, আমাদের
 তাই হউক’ ॥১১॥

পুনরায় ভীমসেন স্কন্ধস্থিত গদাটা হস্তে ধারণ করিয়া, বামচরণদ্বারা ভূপতিত
 হৃষ্যোধনের মস্তকটিকে মর্দনপূর্বক তাঁহাকে ‘শঠ’ বলিয়া তিরস্কার করিলেন ॥১২॥

রাজা ! ক্ষুদ্রহৃদয় ভীম আনন্দিত হইয়া, কৌরবশ্রেষ্ঠ হৃষ্যোধনের মস্তকে
 পদাঘাত করিলেন, ইহা দেখিয়া ধৰ্ম্মাত্মা সোমকশ্রেষ্ঠেরা ভীমের সেই কার্যের
 প্রশংসা করিলেন না ॥১৩॥

মহারাজ ! ভীমসেন আপনার পুত্র হৃষ্যোধনকে আহত করিয়া, আত্মপ্লাবা
 ও বহুবিধ নৃত্য করিতেছিলেন, এমন সময়ে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন— ॥১৪॥

গতোহসি বৈরস্থানুগং প্রতিজ্ঞা পূরিতা স্বয়া ।
 শুভেনৈবাপ্তভেনাথ কৰ্ম্মণা বিরমাদুনা ॥১৫॥
 মা শিরোহস্ত পদা মর্দীর্ম। ধর্ম্মস্তেহতিগো ভবেৎ ।
 রাজা জ্ঞাতিহঁতশ্চাযং নৈতম্মায্যং তবানঘ ! ॥১৬॥
 একাদশচমুনাথং কুরুণামধিপং তথা ।
 মা স্প্রাক্ষীর্ভীম ! পাদেন রাজানং জ্ঞাতিমেব চ ॥১৭॥
 হতবন্ধুর্হঁতামাত্যো ভ্রষ্টসৈন্তো হতো যুধে ।
 সর্বাকারেণ শোচ্যোহয়ং নাবহাস্তোহয়মীশ্বরঃ ॥১৮॥
 বিশ্বস্তোহয়ং হতামাত্যো হতভ্রাতা হতপ্রজঃ ।
 উৎসন্নপিণ্ডো ভ্রাতা চ নৈতম্মায্যং কৃতং স্বয়া ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

গত ইতি । শুভেন গ্রাথোন, অশুভেনাগ্রাথোন । বিরম দুর্ঘ্যোধনং প্রত্যত্যাচারাৎ ॥১৫॥
 মেতি । অস্ত দুর্ঘ্যোধনস্ত, অতিগো ভবেৎ অতিক্রমেৎ । একস্মিন্বেব দিনে স্বয়ো-
 জ্ঞয়স্তপি ভীমস্ত পূর্ব্বজতয়া জ্যেষ্ঠমাদিপর্ষণি টাকায়ামম্বাভিঃ প্রদর্শিতম্ । অতো ভীমস্ত
 জ্যেষ্ঠাতিক্রমদোষো যুধিষ্ঠিরেণ নোক্ত ইতি বোধ্যম্ ॥১৬॥

একেতি । একাদশচমুনাথমেকাদশাক্ষৌহিনীসৈন্তস্বামিনম্ ॥১৭॥

হতেতি । নাবহাস্তো নৃশংসতাপাতাৎ, ঈশ্বরো মহারাজাধিরাজঃ ॥১৮॥

বিশ্বস্ত ইতি । হতপ্রজো হতসন্তানঃ । উৎসন্নপিণ্ডো নৃপ্তপিণ্ডঃ ॥১৯॥

‘ভীম ! তুমি সঙ্গত বা অসঙ্গত কার্য্যদ্বারা শত্রুতার প্রতিশোধ দিয়াছ এবং প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ করিয়াছ ; এখন অত্যাচার হইতে বিরত হও ॥১৫॥

নিষ্পাপ ভীমসেন ! তুমি চরণদ্বারা দুর্ঘ্যোধনের মস্তকটীকে নিষ্পেষণ করিও না ; ধর্ম্ম যেন তোমাকে অতিক্রম করে না । ইনি রাজা, তোমার জ্ঞাতি এবং প্রায় নিহত হইয়া রহিয়াছেন ; অতএব উহাকে তোমার এই পদাঘাত করা সঙ্গত হয় নাই ॥১৬॥

ভীম ! ইনি একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্তের অধিপতি, কুরুবংশের নেতা, কুরু-দেশের রাজা এবং তোমাদের জ্ঞাতি ছিলেন ; অতএব তুমি চরণদ্বারা উহাকে স্পর্শ করিও না ॥১৭॥

ইহার বন্ধুগণ ও অমাত্যগণ নিহত হইয়াছে এবং ইনি সৈন্তশূন্য হইয়া নিহত হইয়াছেন ; অতএব সর্ব্বপ্রকারেই ইহার জন্ত শোক করাই উচিত, কিন্তু কোন প্রকারেই এই মহারাজাধিরাজের উপহাস করা উচিত নহে ॥১৮॥

ইহার অমাত্যগণ, ভ্রাতৃগণ ও সন্তানগণ নিহত হইয়াছে ; সুতরাং ইহার পিণ্ড

ধাৰ্ম্মিকো ভীমসেনোহসাবিত্যাছস্বাঃ পুৰা জনাঃ ।

স কস্মাত্তীমসেন ! স্বঃ রাজানমধিতিষ্ঠসি ॥২০॥

ইতুক্ত্বা ভীমসেনস্ত সাত্ৰকণ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ ।

উপস্থত্যা ব্রীদ্ধীনো দুৰ্য্যোধনমরিন্দমম্ ॥২১॥

তাত ! মন্যুর্ন তে কার্যো নাত্মা শোচ্যস্বয়া তথা ।

নুনং পূৰ্ব্বকৃতং কৰ্ম্ম স্বেঘোরমনুভূয়তে ॥২২॥

ধাত্ৰোপদিষ্টং বিষমং নুনং ফলমুৎস্কৃতম্ ।

যদ্বয়ং স্বাং জিঘাংসামস্তৃণাস্মান্ কুরুসত্তম ॥২৩॥

আত্মনো হুপরাধেন মহদ্ব্যসনমীদৃশম্ ।

প্রাপ্তবানসি যল্লোভামদাঘালাচ্চ ভারত ॥২৪॥

ঘাতয়িষ্য বয়স্তাংশ্চ ভ্রাতৃ নথ পিতৃংস্তথা ।

পুত্রান্ পৌত্রাংস্তথা চাত্মাংস্ততোহসি নিধনং গতঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

ধাৰ্ম্মিক ইতি । অধিতিষ্ঠসি পাদেনাক্রামসি ॥২০॥

ইতীতি । উপস্থত্যা দুৰ্য্যোধনসদীপমুপেত্য, দীনঃ শোককাতরঃ ॥২১॥

ভাতেতি । হে তাত ! বৎস !, মন্যুর্দৈতম্ । কৰ্ম্ম দুৰ্দ্ধৰ্দ্ধফলম্, অনুভূয়তে স্বা ॥২২॥

ধাত্ৰেতি । অসংস্কৃতমপরিশোধিতম্ । জিঘাংসামো হস্তমিচ্ছামঃ ॥২৩॥

আত্মন ইতি । ব্যসনং বিপদম্ । মদাঘলমন্তত্বাৎ, বাস্যাৎ মূৰ্খত্বাৎ ॥২৪॥

লোপ পাইয়াছে, নিজেও বিধ্বস্ত হইয়াছেন এবং ইনি তোমার ভ্রাতা । অতএব ইহার উপরে তোমার এই পদাঘাত করা উচিত হয় নাই ॥১৯॥

ভীমসেন ! পূৰ্বে লোকেৰা বলিত—‘ভীমসেন ধাৰ্ম্মিক’; সুতৰাং সেই তুমি কি কৰিয়া চরণদ্বারা রাজাকে আক্রমণ কৰিতেছ ?’ ॥২০॥

যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে এই কথা বলিয়া, অশ্রুৱদ্ধ কণ্ঠ ও শোককাতর হইয়া, নিকটে যাইয়া, শত্রুদমনকাৰী দুৰ্য্যোধনকে বলিলেন— ॥২১॥

‘বৎস ! তুমি অনুতাপ কৰিও না এবং নিজের জন্ম শোকও কৰিও না । কারণ, নিশ্চয়ই তুমি পূৰ্ব্বকৃত অতিদারুণ কৰ্ম্মের এই ফল অনুভব কৰিতেছ ॥২২॥

কৌরবশ্ৰেষ্ঠ ! তুমি যে আমাদিগকে বিনাশ কৰিবার ইচ্ছা কৰিয়া আসিতেছিলে এবং আমরাও যে তোমাকে ধ্বংস কৰিবার ইচ্ছা কৰিতেছিলাম, বিধাতার উপদিষ্ট, অশোভন, বিষম কৰ্ম্মের ফল ॥২৩॥

ভরতনন্দন ! লোভ, মত্ততা ও মূঢ়তাবশতই তুমি বেদবিহীন গুরুতর বিপদে পতিত হইয়াছ, তাহা নিজের অপরাধেই হইয়াছে ॥২৪॥

তবাপরাধাদম্মাভিভ্রাঁতিরস্তে মহারথাঃ ।
 নিহতা জ্ঞাতয়শ্চান্যে দিষ্টং মন্যে হুরত্যয়ম্ ॥২৬॥
 নাস্মান্মশোচনীয়স্তে শ্লাঘ্যো মৃত্যুস্তবানঘ ! ।
 বয়মেবানুনা শোচ্যাঃ সৰ্ব্বাবস্থাস্থ কৌরব ! ।
 রূপণং বৰ্ভয়শ্যামস্তেহীনা বন্ধুভিঃ প্রিয়ৈঃ ॥২৭॥
 ভ্রাতৃণাঞ্চৈব পুত্রাণাং নপুংসাং শোকবিহ্বলঃ ।
 কথং দ্রক্ষ্যামি বিধবা বধুঃ শোকপরিপ্লুতাঃ ॥২৮॥
 স্বমেকঃ প্রস্থিতো রাজন্ ! স্বর্গে তে নিলয়ো ধ্রুবঃ ।
 বয়ং নারকিসংজ্ঞা বৈ হুঃখং ভোক্ষ্যাম দারুণম্ ॥২৯॥

ভারতকৌটী

যাতয়িষ্যেতি । বয়স্তান্ সখীন, সৰ্বমেবেদং দৈবকৃতমিতি ভাবঃ ॥২৫॥
 তবেতি । দিষ্টং দৈবম, হুরত্যয়ং হুরতিক্রমম্ ॥২৬॥
 নেতি । কথং শোচ্যা ইত্যাহ রূপণমিতি । রূপণং দীনম্ । ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥২৭॥
 ভ্রাতৃণামিতি । নপুংসাং পৌত্রাণাম, শোকবিহ্বলঃ অহম্ ॥২৮॥
 স্বমিতি । নিলয়ো বাসঃ । নারকিণ ইতি সংজ্ঞা নামানি যেষাং তে ॥২৯॥

বয়স্তগণ, ভ্রাতৃগণ, পিতৃগণ, পুত্রগণ ও পৌত্রগণকে বিনাশ করাইয়া, পরে তুমি নিজেরও বিনষ্ট হইলে ॥২৫॥

আমরা তোমারই অপরাধে তোমার মহারথ ভ্রাতৃগণকে এবং অন্যান্য জ্ঞাতি-
 দিগকে নিহত করিয়াছি ; সুতরাং আমি মনে করি—দৈবকে অতিক্রম করা
 হৃদয় ॥২৬॥

নিষ্পাপ কৌরবনন্দন ! তুমি নিজের জন্ত শোক করিও না । কারণ, তোমার
 শ্লাঘ্য মৃত্যুই হইল । আমরাই এখন শোচনীয় হইয়া পড়িলাম । কেন না, আমরা
 এখন সেই প্রিয় বন্ধুগণবিহীন হইয়া সমস্ত অবস্থাতেই দীনভাবে দিন অতিবাহিত
 করিতে থাকিব ॥২৭॥

ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ ও পৌত্রগণের বিধবা বধুরা শোকে আকুল হইয়া থাকিবেন,
 সেই অবস্থায় আমিও শোকে বিহ্বল হইয়া, কি প্রকারে তাঁহাদিগকে দেখিব ॥২৮॥

তুমি একাকী প্রস্থান করিলে, নিশ্চয়ই তোমার স্বর্গে বাস হইবে ।

আমরা 'দীন' এই নাম ধারণ করিয়া, দারুণ হুঃখ ভোগ করিতে

৥২৯॥

(২৮)....নপুংসাং শোকবিহ্বলাঃ....বন্ধ বর্ভ নি

সুখাশ্চ প্রসুখাশ্চৈব ধৃতরাষ্ট্রস্ত বিহ্বলাঃ ।
গর্হয়িষ্যন্তি নো নুনং বিধবাঃ শোককর্মিতাঃ ॥৩০॥

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বা হৃদ্ব্যখাত্তো নিশ্বাস স পার্ধিবঃ ।
বিলাপ চিরঞ্চাপি ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্যং শল্যপর্বণি
গদাযুদ্ধে যুধিষ্ঠিরবিলাপে পঞ্চপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ষট্‌পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

—:০০০:—

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

অধর্মেন হতং দৃষ্ট্বা রাজানং মাধবোত্তমঃ ।
কিমত্রনীতদা সূত ! বলদেবো মহাবলঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

স বা ইতি । স বাঃ পুত্রবধ্বঃ, প্রসুখাঃ পৌত্রাদিবধ্বশ্চ । নঃ অনান্ ॥৩০॥

এবমিতি । ধর্মপুত্রবাদেবেদশী সমবস্থেতি ভাবঃ ॥৩১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাণীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্বণি গদাযুদ্ধে পঞ্চপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

অধর্মেনেতি । রাজানং দুর্যোধনম, মাধবোত্তমো মধুবাংশশ্রেষ্ঠঃ । হে হত ! সঞ্জয় । ॥১॥

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের বিধবা পুত্রবধু ও পৌত্রবধুপ্রভৃতির শোকে আকুল হইয়া,
নিশ্চয়ই আমাদগকে নিন্দা করিতে থাকবেন’ ॥৩০॥

সঞ্জয় বলিলেন—এইরূপ বলিয়া সেই ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুঃখিত
হইয়া, দীর্ঘকাল যাবৎ নিশ্বাস ত্যাগ ও বিলাপ করিলেন’ ॥৩১॥

—:০:—

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—‘সঞ্জয় । ভীম অজ্ঞায়ভাবে দুর্যোধনকে আহত করিল
দেখিয়া, মধুবাংশশ্রেষ্ঠ ও মহাবল বলরাম তখন কি বলিলেন ? ॥১॥

* ‘...একোনবত্তিতমোহধ্যায়ঃ’ পি বদ বর্দ্ধ বা সো, ‘...বত্তিতমোহধ্যায়ঃ’ নি ।

গদাযুদ্ধবিশেষজ্ঞে। গদাযুদ্ধবিশারদঃ ।

কৃতবান্ রোহিণেয়ো যন্তম্মমাচক্ষু সঞ্জয় ! ॥২॥

সঞ্জয় উবাচ ।

উর্কোরতিহতং দৃষ্ট্বা ভীমসেনেন তে স্ততম্ ।

রামঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠশ্চক্রোধ বলবদ্বলী ॥৩॥

ততো মধ্যো নরেন্দ্রাণামৃদ্ধবাহুর্হলায়ুধঃ ।

কুর্ব্বমার্তস্বরং ঘোরং ধিগ্ধিগ্ভীমেতুাবাচ হ ॥৪॥

অহো ধিগ্ধদধো নাভেঃ প্রহৃতং ধর্ম্মবিগ্রহে ।

নৈতদদৃষ্টং গদাযুদ্ধে কৃতবান্ যদ্বকোদরঃ ॥৫॥

অধো নাভ্যা ন হস্তব্যমিতি শাস্ত্রস্ত নিশ্চয়ঃ ।

অয়ং ত্বশাস্ত্রবিন্মূঢ়ঃ স্বচ্ছন্দাং সংপ্রবর্ততে ॥৬॥

তস্য ততদ্রেক্রবাণস্ত রোষঃ সমভবম্মহান্ ।

ততো লাস্পলমুচ্যম্য ভীমমভ্যদ্রবদ্বলী ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

গদেতি । গদাযুদ্ধে বিশেষঃ ভীমদুর্যোধনয়োস্তারতম্যং জানাতীতি সঃ ॥২॥

উর্কোরিতি । অতিহতমাহতম্ । প্রহরতাং বীরাণাম্ । বলবৎ সাতিশয়ম্ ॥৩॥

তত ইতি । আর্তস্বরং স্বসমক্ষমেব স্বশিষ্যস্ত ভীমস্তাভ্যাংকার্যদর্শনাদিত্যাশয়ঃ ॥৪॥

অহো ইতি । ধর্ম্মবিগ্রহে ধর্ম্মযুদ্ধে । দৃষ্টং যুদ্ধশাস্ত্রে লোকে বেতি শেষঃ ॥৫॥

অথ ইতি । স্বচ্ছন্দাং নিজেচ্ছাত এব । “অতিপ্রায়চ্ছন্দ আশয়ঃ” ইত্যমরঃ ॥৬॥

তন্তেতি । উচ্যম্য উত্তোলায়, অভ্যদ্রবৎ অভ্যধাবৎ, বলী রামঃ ॥৭॥

সঞ্জয় ! গদাযুদ্ধবিশারদ এবং গদাযুদ্ধে ভীম ও দুর্যোধনের ভারতম্যাভিজ্ঞ বলরাম তখন যাহা করিলেন, তাহা আমার নিকট বল’ ॥২॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘মহারাজ ! ভীম আপনার পুত্র দুর্যোধনের উরুযুগলে আঘাত করিলেন দেখিয়া, বলবান্ ও বীরশ্রেষ্ঠ বলরাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ॥৩॥

তাহার পর বলরাম উর্দ্ধবাহু হইয়া, রাজাদের মধ্যে থাকিয়া, পীড়াব্যঞ্জক ভীষণ শব্দ করিয়া বলিলেন—‘ভীম ! ধিক্ ধিক্ ॥৪॥

ওরে ধিক্, যেহেতু ভীম ধর্ম্মযুদ্ধে গদাঘাৱা নাভির নীচে প্রহার করিয়াছে । ভীম গদাযুদ্ধে যাহা করিল, তাহা যুদ্ধশাস্ত্রে কিংবা লোকসমাজে দেখি নাই ॥৫॥

যুদ্ধশাস্ত্রে গদাযুদ্ধের নিয়ম লিখিত আছে যে, নাভির নীচে গদাঘাত করিবে না ; কিন্তু অশাস্ত্রজ্ঞ ও মূর্খ এই ভীম নিজের ইচ্ছা অনুসারেই এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে’ ॥৬॥

তশ্চোৰ্দ্ধ্বাহোঃ সদৃশং রূপমাসীন্মহাস্থনঃ ।

বহুধাতুবিচিত্রস্ত শ্বেতশ্বেব মহাগিরেঃ ॥৮॥

তন্মুৎপতন্তুং জগ্রাহ কেশবো বিনয়ানতঃ ।

বাহুভ্যাং পীনবৃত্তাভ্যাং প্রযত্নাঘলবদ্ধলী ॥৯॥

সিতাসিতৌ যদুবরৌ শুশুভাতেহধিকং তদা ।

নভোগতো যথা রাজন্ ! চন্দ্রসূর্য্যৌ দিনক্ষয়ে ॥১০॥

উবাচ চৈনং সংরক্তং শময়ন্নিব কেশবঃ ।

আত্মবুদ্ধিমিত্রবুদ্ধিমিত্রমিত্রোদয়স্তথা ।

বিপরীতং দ্বিষৎশ্বেতং ষড়্‌বিধা বুদ্ধিরাস্থনঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

তস্মেতি । শ্বেতস্ত কৈলাসাত্মস্ত, নানালঙ্কারভূষিতাঙ্গাদিত্তি ভাবঃ ॥৮॥

তমিত্তি । উৎপতন্তুং ভীমমাক্রমিতুমুত্তীষ্টন্তম্ । পীনৌ স্থূলৌ চ তৌ বৃত্তৌ গোলৌ
চেতি তাভ্যাং ॥৯॥

সিতেতি । সিতঃ শুভ্রশ্চ রামঃ, অসিতঃ কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণশ্চে । দিনক্ষয়ে সন্ধ্যাকালে ॥১০॥

উবাচেতি । সংরক্তং ক্রুদ্ধম্, শময়ন্ ক্রোধহীনীকূৰ্দ্ধন । আত্মনো বুদ্ধিরুন্নতিঃ, মিত্র-
মিত্রস্ত উদয়ো বুদ্ধিঃ । দ্বিষৎশ্চ শত্রুন্ম এতদ্বিপরীতম্, অবুদ্ধিঃ ক্ষয় ইত্যর্থঃ । তথা চ শত্রোঃ
ক্ষয়ঃ, শত্রোর্মিত্রস্ত ক্ষয়ঃ, শত্রোর্মিত্রমিত্রস্ত ক্ষয়শ্চেতি এতদ্রয়মপি আত্মনো বুদ্ধিপক্ষ এব ।
অতএবোক্তং ষড়্‌বিধেতি । ষট্‌পাদোহং শ্লোকঃ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

অর্থশ্ৰেণেতি ॥১—১০॥ আত্মেতি । আত্মবুদ্ধিঃ, শত্রুমক্ষঃ, স্বমিত্রস্ত বুদ্ধিঃ, শত্রুমিত্রস্ত
ক্ষয়ঃ, স্বমিত্রমিত্রস্ত বুদ্ধিঃ, শত্রুমিত্রমিত্রস্ত ক্ষয়ঃ, এবং ষড়্‌বিধা আত্মনো বুদ্ধিঃ ।

সেইরূপ বলিতে বলিতেই বলরামের মহাক্রোধ জগিল ; সুতরাং বলবান
বলরাম লাঙ্গল উত্তোলন করিয়া, ভীমের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৭॥

সেই মহাত্মা বলরাম উৰ্দ্ধবাহু হইলে, তাঁহার রূপটী—বহুধাতুবিচিত্র কৈলাস-
পৰ্বতের রূপের ত্রায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ॥৮॥

বলরাম ভীমসেনকে আক্রমণ করিবার জন্ত গাত্রোথান করিতে লাগিলে,
বলবান কৃষ্ণ বিনয়ে অবনত হইয়া স্থূল ও গোল বাহুযুগলদ্বারা তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে
ধারণ করিলেন ॥৯॥

রাজা ! সন্ধ্যাকালে আকাশস্থিত চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন অত্যন্ত শোভা পাইয়া
থাকেন, সেইরূপ শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ যদুবংশশ্রেষ্ঠ রাম ও কৃষ্ণ তখন অত্যন্ত শোভা
পাইতে লাগিলেন ॥১০॥

আত্মশ্রুপি চ মিত্রেষু বিপরীতং যদা ভবেৎ ।
 তদা বিদ্যাত্মনো গ্লানিমাশু শাস্তিকরো ভবেৎ ॥১২॥
 অস্মাকং সহজং মিত্রং পাণ্ডবাঃ শুক্রপৌরুষাঃ ।
 স্বকাঃ পিতৃষুহঃ পুত্রোস্তে পরৈর্নিকৃতা ভৃশম্ ॥১৩॥
 প্রতিজ্ঞাপালনং ধর্ম্যং ক্ষত্রিয়শ্চেতি বেথ তৎ ।
 স্নয়োধনস্ত গদয়া ভঙ্ক্তাস্মাকু মহাহবে ।
 ইতি পূর্বং প্রতিজ্ঞাতং ভীমেন হি সভাতলে ॥১৪॥
 মৈত্রেয়্যেণাভিশপ্তচ পূর্বমেব মহর্ষিণা ।
 উরু ভেৎসতি তে ভীমো গদয়েতি পরস্তপ ! ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

আত্মনীতি । বিপরীতং ক্ষয়ঃ । গ্লানিমবনতিম্, শাস্তিকরস্তু ক্ষয়স্ত ॥১২॥
 অস্মাকমিতি । সহজং স্বাভাবিকম্ । শুক্রপৌরুষাঃ প্রভাবাদিশূভতয়া নির্দোষপুরুষ-
 কারাঃ । স্বকাঃ স্বকীয়াঃ, নিকৃতা অত্যাচারিতাঃ ॥১৩॥
 প্রতিজ্ঞেতি । বেথ ঙ্গ জানাসি । সভাতলে দ্যুতসভায়াম্ । ঘট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৪॥
 মৈত্রেয়্যেণেতি । ভেৎসতি বিদারয়িষ্যতি ভঙ্কতীত্যর্থঃ, তে তব দুর্ব্যোধনস্ত ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

বিপরীতম্ আত্মক্ষয়শত্রুদ্ব্যাদিকম্ । ইদমেব ঘটকম্ ॥১১—১২॥ প্রকৃতিমিত্রবৃদ্ধিরেবাত্মবৃদ্ধি-
 রিত্যাহ, অস্মাকমিতি ॥১৩॥ ভঙ্ক্তা ভঙ্জে ইতি প্রতিজ্ঞাপালনরূপবাদপ্যাধোনাভিপ্রহারো

পরে কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ বলরামকে শাস্ত করিতে থাকিয়াই যেন বলিলেন—‘নিজের
 উন্নতি, মিত্রের উন্নতি এবং মিত্রের মিত্রের উন্নতি ; আর শত্রুর ক্ষয়, শত্রুর মিত্রের
 ক্ষয় এবং শত্রুর মিত্রের মিত্রের ক্ষয়, এই ছয় প্রকার নিজের উন্নতি ॥১১॥

নিজের ও মিত্রদের যখন ক্ষয় আরম্ভ হইবে, তখনই নিজের অবনতি উপস্থিত
 হইল ইহা জানিবে এবং তখনই সেই ক্ষয়ের নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিবে ॥১২॥

নির্দোষপুরুষকারসম্পন্ন পাণ্ডবেরা আমাদের স্বাভাবিক মিত্র ; কারণ, উহার
 আমাদের পিতৃষসার পুত্র, (পিস্তৃত ভাই) স্নতরাং আত্মীয় ; অথচ বিপক্ষের
 উহাদের উপরে গুরুতর অত্যাচার করিয়াছিল ॥১৩॥

আপনি জানেন যে, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম । ভীমসেন পূর্বে
 দ্যুতসভায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ‘আমি মহাযুদ্ধে দুর্ব্যোধনের উরুভঙ্গ
 করিব ॥১৪॥

অতো দোষং ন পশ্যামি মা ক্রুধস্বঃ প্রলম্বহনু ।।
 যৌনঃ স্বেঃ সুখহাৰ্দ্দৈশ্চ সম্বন্ধঃ সহ পাণ্ডবৈঃ ॥১৬॥
 তেবাং বুদ্ধ্যা হি নো বুদ্ধিম' ক্রুধঃ পুরুষৰ্ষভ ।।
 বাহুদেববচঃ শ্রদ্ধা সীরভূং প্রাহ ধৰ্ম্মবিৎ ॥১৭॥
 ধৰ্ম্মঃ সূচরিতঃ সন্তিঃ স চ দ্বাভ্যাং নিয়চ্ছতি ।
 অৰ্থশ্চাত্যৰ্থলুক্কৃত্য কামশ্চাতিপ্রসঙ্গিনঃ ॥১৮॥
 ধৰ্ম্মার্থো' ধৰ্ম্মকামো চ কামার্থো' চাপ্যপীড়য়ন্ ।
 ধৰ্ম্মার্থকামান্ যোহভ্যেতি সোহত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

অত ইতি । দোষং নিষিদ্ধস্থানে গদাঘাতেহপি, মা ক্রুধঃ ন ক্রোধঃ ক্রুধ, প্রলম্বং
 নানাস্বয়ং হন্তীতি তৎ সঙ্ঘোষনম্ । সুখহাৰ্দ্দৈঃ সুখজনকসৌহার্দৈঃ ॥১৬॥
 তেষামিতি । বুদ্ধ্যা উন্নত্যা, নঃ অস্বাকম্ । সীরভূং লাল্ললী রামঃ ॥১৭॥
 ধৰ্ম্ম ইতি । দ্বাভ্যাং ধৌ, নিয়চ্ছতি নিয়মেন দদাতি । কো'তো দ্বাবিত্যাহ অৰ্ধ ইতি ॥১৮॥
 ধৰ্ম্মেতি । ধৰ্ম্মার্থো' ধৰ্ম্ম এব অৰ্থঃ প্রয়োজনং যয়োস্তৌ, অপীড়য়ন্ কক্ষিদপাৰ্থমানঃ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

নাধৰ্ম্ম ইত্যর্থঃ ॥১৪—১৫॥ যৌনঃ যৌনিনিমিত্তঃ সম্বন্ধঃ, অস্বাকং পিতামহঃ পাণ্ডবানাং
 মাতামহশ্চৈক ইতি যৌনসম্বন্ধঃ, এবমৰ্জ্জুনে জামাতৃস্বাদিরপি সুখহাৰ্দ্দৈঃ অস্ত্রোত্তমস্বপ্ৰদৈঃ
 সৌহার্দৈঃ স্নেহেন চেত্যর্থঃ ॥১৬॥ সীরভূং রামঃ ॥১৭॥ ধৰ্ম্ম ইতি । নিয়চ্ছতি নিয়মমেতি
 অৰ্থকামাভ্যাং ধৰ্ম্মঃ সন্ধোচমেতীত্যর্থঃ ॥১৮॥ ধৰ্ম্মার্থো' কামেনাপীড়য়ন্ ধৰ্ম্মকামাৰ্ধে-

পরস্তুপ আৰ্ঘ্য । বিশেষতঃ মহর্ষি মৈত্রেয় হৃষ্যোধনকে অভিসম্পাত করিয়া-
 ছিলেন যে, ভীমসেন তোমার উরু ভঙ্গ করিবেন ॥১৫॥

অতএব প্রলম্বনাশক আৰ্ঘ্য । ভীমসেন হৃষ্যোধনের উরুদেশে গদাঘাত করিয়া
 থাকিলেও কোন দোষ দেখিতেছি না ; তা'র পর পাণ্ডবগণের সহিত আমাদের
 যৌনসম্বন্ধ এবং সুখজনক সৌহার্দ রহিয়াছে ॥১৬॥

অতএব পুরুষশ্রেষ্ঠ ! পাণ্ডবগণের উন্নতিতেই আমাদের উন্নতি ; সুতরাং
 আপনি ক্রোধ করিবেন না' । কৃষ্ণের এই সকল কথা শুনিয়া, বলরাম
 বলিলেন—॥১৭॥

'সজ্জনেরা সমীচীনভাবে ধৰ্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন ; সেই ধৰ্ম্ম আবার নিয়মিত-
 রূপে অর্থলোভীর অর্থ এবং কামার্থীর কাম দান করিয়া থাকে ॥১৮॥

(১৬) যৌনৈশ্চৈঃ...পি বন্ধ । (১৮) ধৰ্ম্মশ্চ ধারিতঃ...নি

তদিদং ব্যাকুলং সৰ্ব্বং কৃতং ধৰ্ম্মশ্চ পীড়নাং ।

ভীমসেনেন গোবিন্দ ! কামং হস্ত যথার্থ মাং ॥২০॥

কৃষ্ণ উবাচ ।

অরোষণো হি ধৰ্ম্মাত্মা সততং ধৰ্ম্মবৎসলঃ ।

ভবান্ প্রথ্যায়তে লোকে তস্ম্যাং সংশাম্য মা ক্রুধঃ ॥২১॥

প্রাপ্তং কলিযুগং বিদ্ধি প্রতিজ্ঞাং পাণ্ডবশ্চ চ ।

আনৃণ্য যাতু বৈরশ্চ প্রতিজ্ঞায়াশ্চ পাণ্ডবঃ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

তদिति । ইদং বীরবৃন্দম্, ব্যাকুলং বিশেষণাঙ্কিতম্, পীড়নাং বাধনাং ॥২০॥

অরোষণ ইতি । সংশাম্য সম্যক্ শাস্তো ভব, মা ক্রুধঃ ক্রোধং ন কুরু ॥২১॥

অথ নিষিদ্ধাচরণদর্শনেহপি কথং শাম্যামি কথং বা ন ক্রুদ্ধামীত্যাহ প্রাপ্তমিতি ।
প্রাপ্তং প্রায়েণাগতম্ । তথা চ—“হেমন্তে প্রথমে মাসি শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশীম্ । প্রবৃত্তং
ভারতং যুদ্ধং নকত্রে যমনৈবতে ॥.....অমাবস্তান্ত সায়াহ্নে রাজা দুর্যোধনো হতঃ ॥” ইতি
ভারতসাবিত্রীবচনাং কুরুক্ষেত্রযুদ্ধশ্চ চ বহুশ্চ এষাষ্টাদশদিনব্যাপিত্বকথনাং শুক্লত্রয়োদশীতঃ
পরামাবস্তায়াশ্চ অষ্টাদশদিনরূপহাং তদানীন্তনী তিথিরমাবস্তা মুখ্যচাজ্ঞমানেন মার্গশীর্ষষ্টৈ-
বেতি সর্বথা নির্ণেতব্যম্, এবং তদবধি মুখ্যচাজ্ঞমাত্মনঃ সাত্বিককমাংসং পরং মাঘপূর্ণিমায়াং
কলিযুগারম্ভঃ । এতচ্চান্যভিযু দিষ্টিরসময়নিরূপণগ্রন্থে বহুশ্চ বিমৃষ্টম্ । ইথঞ্চ দুর্যোধন-
প্রাক্কালে দুর্যোধনোক্তে কলিযুগারম্ভপ্রাক্কালে কলিযুগীশনিষিদ্ধাচরণস্তাপি সর্বথা সম্ভবপর-
ত্বাৎ ভীমেন তাদৃশপ্রতিজ্ঞাকরণাচ্চ দুর্যোধনোরুদয়ে পদাঘাতেহপি ন দোষ ইতি ভাবঃ ।
পাণ্ডবো ভীমঃ ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

নাপীড়য়ন্ কামার্থো ধর্ম্মেণ চাপীড়য়ন্নিত্যর্থঃ ॥১৯॥ কামং যথেষ্টং স্বং মাং প্রতি উক্তবানসি
ন তু ধর্ম্মাং যতোহর্থনুকেন ভীমেন ধর্ম্মশ্চ পীড়নাং পূর্ব্বোক্তো মার্গো ব্যাকুলীকৃত

যে ব্যক্তি ধর্ম্মের এবং কামের জন্য ধর্ম্ম ও কামের সেবা করে এবং কোনটারই
বাধা না করিয়া, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি অত্যন্ত সুখ লাভ
করে ॥১৯॥

কিন্তু কৃষ্ণ ! ভীমসেন সেই ধর্ম্মের বাধা করিয়া, এই বীরগণকে বিশেষ ভাবে
আকুল করিয়াছেন । অথ চ তুমি আমাকে যেক্রপ বলিয়াছ, তাহাতে উরুদেশে
গদাঘাত করা যথেষ্ট বটে ॥২০॥

কৃষ্ণ বলিলেন—‘আর্য্য ! আপনি ক্রোধবিহীন, ধর্ম্মাত্মা ও ধর্ম্মবৎসল, ইহা
লোকসমাজে বলিয়া থাকে ; অতএব আপনি শাস্ত হউন, ক্রোধ করিবেন না ॥২১॥

আপনি অবগত হউন যে, কলিযুগ আগতপ্রায় এবং ভীমসেনও এইরূপই

সজ্জয় উবাচ ।

ধৰ্ম্মচ্ছলমপি শ্রুত্ব। কেশবাং স বিশাংপতে ।।

নৈব শ্রীতমনা রামো বচনং প্রাহ সংসদি ॥২৩॥

হৃদ্যধর্মেণ রাজানং ধৰ্ম্মাস্থানং হৃদ্যোধনম্ ।

জিহ্মযোধীতি লোকেহস্মিন্ খ্যাতিং যাস্ততি পাণ্ডবঃ ॥২৪॥

হৃদ্যোধনোহপি ধৰ্ম্মাস্থা গতিং যাস্ততি শাশ্বতীম্ ।

ঋজুযোধী হতো রাজা ধার্ত্তরাষ্ট্রো নরাধিপঃ ॥২৫॥

যুদ্ধদীক্ষাং প্রবিশ্যাজ্ঞৌ রণযজ্ঞং বিতত্য চ ।

হৃদ্যাস্থানমিত্রায়ৌ প্রাপ চাবভূৎ বশঃ ॥২৬॥

ইত্যুক্ত৷ রথমাস্থায় রৌহিণেয়ঃ প্রতাপবান্ ।

ঋতাব্রশিখরাকারঃ প্রযযৌ দ্বারকাং প্রতি ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

ধর্মেতি । ধর্ম্মবিষয়ে ছলং ধর্ম্মচ্ছলম্ । নৈবাসীদिति শেষঃ ॥২৩॥

হবেতি । ধর্ম্মাস্থানম্ এতদ্বৃক্ষে ধর্ম্মবুদ্ধিম্ । জিহ্মং কুটিলং বোদ্ধুং শ্লিষ্যতেতি সঃ । পাণ্ডবো ভীমসেনঃ ॥২৪॥

হৃদ্যোধন ইতি । গম্যত ইতি গতিঃ বর্গভ্যাম্ । শাশ্বতীং চিরন্তনীম্ ॥২৫॥

যুদ্ধেতি । যুদ্ধত দীক্ষামারম্ভম্, প্রবিশ্য ক্রমা, আজ্ঞৌ রণস্থলে, বিতত্য বিভারেষ সম্পাদ্ধ । অমিত্রায়ৌ শত্রুরূপে বহৌ । আবভূৎ যজ্ঞসমাপ্তিকালীনস্থাননিবন্ধনম্ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

ইত্যর্থঃ ॥২০—২১॥ প্রাপ্তমিতি । কলিঙ্গযুদ্ধে এতাবৎ পাপং নাতীব খেদাবহমিতি ভাবঃ ॥২২—২৩॥

ইতি শল্যপৰ্বণি নৈলকণ্ঠে ভারতভাবদীপে ষট্‌পকাশতমোহ্যায়ঃ ॥৫৬॥

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ; সুতরাং ভীমসেন শত্রুতার প্রতিশোধ করুন ও প্রতিজ্ঞায় উত্তীর্ণ হউন' ॥২২॥

সজ্জয় বলিলেন—নরনাথ ! বলরাম তখন কৃষ্ণের মুখে ধর্ম্মবিষয়ে ছল করার কথা শুনিয়া, অসন্তুষ্ট হইয়া এইরূপ বলিলেন—॥২৩॥

‘ভীমসেন অস্ত্রায়ভাবে স্ত্রায়যোধী রাজা হৃদ্যোধনকে বধ করিয়া, এই জগতে ‘কুটযোধী’ এইরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন ॥২৪॥

স্ত্রায়যোধী হৃদ্যোধনও চিরস্থায়ী বর্গ লাভ করিবেন । কারণ, রাজা হৃদ্যোধন সরলভাবে যুদ্ধ করিতে থাকিয়া নিহত হইয়াছেন ॥২৫॥

ইনি রণস্থলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, বিকৃতভাবে যুদ্ধবর্ত্ত করিয়া এবং অশ্রদ্ধা অগ্নিতে আপনাকে আহুতি দিয়া, মহাযজ্ঞসমাপ্তির বধ প্রাপ্ত করিয়াছেন’ ॥২৬॥

পাঞ্চালাস্ত্র সবাঞ্চৈয়াঃ পাণ্ডবাশ্চ বিশাংপতে ।।

রামে দ্বারবতীং যাতে নাতিপ্রমনসেহিভবন্ ॥২৮॥

ততো যুধিষ্ঠিরং দীনং চিন্তাপরমধোমুখম্ ।

শোকোপহতসঙ্কল্পং বাহুদেবোহব্রবীদিদম্ ॥২৯॥

বাহুদেব উবাচ ।

ধর্ম্মরাজ ! কিমর্থং স্বমধর্ম্মমমুমত্তসে ।

হতবন্ধোর্বদেতস্ত পতিতস্ত বিচেতসঃ ॥৩০॥

দূর্ব্যোধনস্ত ভীমেন যুগ্মমানং শিরঃ পদা ।

উপপ্রেক্ষসি কস্মাস্ত্বং ধর্ম্মজ্ঞঃ সন্নরাধিপ ! ॥৩১॥ (যুগ্মকম্)

ন মমৈতৎ প্রিয়ং কৃষ্ণ ! যদ্রাজানং বৃকোদরঃ ।

পদা মূর্ধ্য্যু স্পৃশৎ ক্রোধাম চ হৃষ্যে কুলক্ষয়ে ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । রৌহিণেরো রামঃ । ষেতাব্রশিখরাকারঃ ষেতমেঘশৃঙ্গতুল্যমূর্ত্তিঃ ॥২৭॥

পাঞ্চালা ইতি । বাঞ্চৈরেন কৃষ্ণেন সহেতি তে । নাতিপ্রমনসঃ অনধিকপ্রসন্নচিত্তাঃ, কিঞ্চিৎ প্রসন্নচিত্তাস্ত অভবন্তেব ভীমসেনস্ত অসন্তোষণে রামস্ত প্রস্থানাদ্ প্রসাদাতিশয়ো নাতবদিত্তি তাবঃ ॥২৮॥

তত ইতি । দীনং বিষমম্, দূর্ব্যোধনশোকাৎ ভীমস্তাত্মাব্যবহার্যাৎ রামস্তাসন্তোষণে প্রস্থানাদ্ভেত্যাশয়ঃ । শোভেন উপহতঃ সঙ্কল্পো যুদ্ধজয়োৎসবকরণাভিলাষো যন্ত তম্ ॥২৯॥

ধর্ম্মেতি । বিচেতসশ্চৈতন্তহীনস্ত । যুগ্মমানং পিণ্ডমাণম্ । উপপ্রেক্ষসি অধর্ম্ম্যবে-
নালোচয়সি ॥৩০—৩১॥

এই কথা বলিয়া ষেতমেঘের স্তায় শুভ্রবর্ণ প্রতাপশালী বলরাম রথে আরোহণ করিয়া, দ্বারকানগরের দিকে প্রস্থান করিলেন ॥২৭॥

নরনাথ ! বলরাম দ্বারকানগরীর দিকে প্রস্থান করিলে, কৃষ্ণ, পাণ্ডবগণ ও পাঞ্চালগণ বিশেষ প্রসন্নচিত্ত হইলেন না ॥২৮॥

তাহার পর যুধিষ্ঠির বিষম, চিন্তাবিভ, অধোবদন ও শোকাক্ত হইয়া পড়িলে, কৃষ্ণ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥২৯॥

কৃষ্ণ বলিলেন—‘রাজা ধর্ম্মরাজ ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া, এই ঘটনাটাকে কেন অধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেছেন ? এবং ভীমসেন চরণদ্বারা যে, হতবন্ধু, ভূতলপতিত ও চৈতন্তবিহীন দূর্ব্যোধনের-মস্তক স্পর্শ করিয়াছেন, সে ব্যাপারটাকেই বা আপনি অস্ত্র বলিয়া কেন আলোচনা করিতেছেন-?’ ॥৩০—৩১॥

নিকৃত্যা নিকৃতা নিত্যং ধৃতরাষ্ট্রম্ভূতৈর্বয়ম্ ।

বহুনি পরুবাণ্যুক্তা বনং প্রস্থাপিতা স্ম হ' ॥৩৩॥

ভীমসেনস্ত তদুঃখমতীব হৃদি বর্ততে ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য বাষেয় ! ময়েতৎ সমুপেক্ষিতম্ ॥৩৪॥

তস্মাদ্ভ্রাতৃহৃতপ্রজ্ঞং লুপ্তং কামবশানুগম্ ।

লভতাং পাণ্ডবঃ কামং ধর্মেহধর্মেহপি বা কৃতে ॥৩৫॥

সঞ্জয় উবাচ ।

ইত্যুক্তবতি কোন্তেয়ে ধর্ম্মরাজে যুধিষ্ঠিরে ।

বাহুদেবো মহাবাহুযুধিষ্ঠিরমভাষত ।

কামমন্ত্বেতদিতি বৈ কৃচ্ছ্রাদ্যদুঃকুলোদ্বহঃ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । পদা রাজঃ শিরঃস্পর্শাৎ কুলক্ষয়াজাতিমহান্ বিবাদ এব মে জাত ইত্যাশয়ঃ ॥৩২॥

নিকৃত্যেতি । নিকৃত্যা শাঠ্যেন, নিকৃতা অত্যাচারিতাঃ । পরুবাণি নির্ভূরাণি ॥৩৩॥

ভীমেতি । এতৎ পদা হৃদ্যোধনস্ত শিরঃস্পর্শনম্ ॥৩৪॥

তস্মাদিতি । অকৃতপ্রজ্ঞঃ শাস্ত্রাধ্যয়নেনাপ্যশিক্ষিতবুদ্ধিস্, কামবশানুগং রাজ্যমুখাভিলাষিণম্ ॥৩৫॥

ইতীতি । কামমিত্যঙ্গীকারে, এতৎপদেন শক্ৰোঃ শিরোমর্দনাদিকম্ । বট্‌পাদঃ ॥৩৬॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—‘কৃষ্ণ ! ভীমসেন চরণদ্বারা যে রাজার শিরঃস্পর্শ করিয়াছেন, এই ঘটনাটা আমার প্রীতিকর নহে এবং কুলক্ষয়েও আমি সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই ॥৩২॥

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা শঠতা অনুসারে সর্বদাই আমাদের উপরে অত্যাচার করিত এবং বহুতর নির্ভূরবাক্য বলিয়া আমাদিগকে বনে প্রেরণ করিয়াছিল ॥৩৩॥

কৃষ্ণ ! সেই গুরুতর হুঃখ ভীমসেনের মনে রহিয়াছে, ইহা ভাবিয়া আমি এই ঘটনা উপেক্ষা করিলাম ॥৩৪॥

অতএব ভীমসেন ধর্ম্মই করিয়া থাকুন, কিংবা অধর্ম্মই করিয়া থাকুন, অশিক্ষিত-বুদ্ধি, লুপ্তস্বভাব ও রাজ্যমুখাভিলাষী হৃদ্যোধনকে বধ করিয়া, অভীষ্ট লাভ করুন’ ॥৩৫॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘কুন্তীনন্দন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে, মহাবাহু ও যদুংশশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ হুঃখের সহিত যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—‘ইহাই হউক’ ॥৩৬॥

(৩৬) অত্র পুস্তকভেদ এব পাঠভেদঃ ।

ইতু্যক্তা বাহুদেবোহপি বাহুপুত্রপ্রিয়েঙ্গয়া ।
 অম্বমোদত তৎ সৰ্বং যন্তীমেন কৃতং যুধি ॥৩৭॥
 অৰ্জুনোহপি মহাবাহুরগ্নীতেনাস্তরাশ্বনা ।
 নোবাচ কিঞ্চিৎচনং ভ্রাতরং সাধবসাধু বা ॥৩৮॥
 ভীমসেনোহপি হস্তাজৌ তব পুত্রমমৰ্ষণঃ ।
 অভিবাচ্যাতঃ শিষ্য সংহৃষ্টঃ স কৃতাজ্জলিঃ ॥৩৯॥
 প্রোবাচ স্তমহাতেজা ধৰ্ম্মরাজঃ যুধিষ্ঠিরম্ ।
 হৰ্ষাছুৎফুল্লনয়নো জিতকাশী বিশাংপতে ! ॥৪০॥ (যুগ্মকম্)
 তবাগ্ৰ পৃথিবী রাজন্ ! ক্ষেমা নিহতকণ্টকা ।
 তাং প্রশাধি মহারাজ ! স্বধৰ্ম্মমনুপালয় ॥৪১॥
 যস্ত কৰ্ত্তাস্ত বৈরস্ত নিকৃত্যা নিকৃতিপ্রিয়ঃ ।
 সোহয়ং বৈ নিহতঃ শেতে পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে ! ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । বাহুপুত্র ভীমসেনস্ত প্রিয়েঙ্গয়া গ্নীতিবিধানেচ্ছয়া ॥৩৭॥

অৰ্জুন ইতি । অগ্নীতেন ভীমস্তাভ্যাকাৰ্য্যদৰ্শনাদসঙ্কষ্টেন ॥৩৮॥

ভীমেতি । অমৰ্ষণঃ কোপনঃ । অভিবাগ্ৰ যুধিষ্ঠিরমিতি শেষঃ । জিতমিতি ভাবে ক্তঃ ।

জিতেন অরেন কাশতে শোভত ইতি জিতকাশী ॥৩৯—৪০॥

তবেতি । ক্ষেমা শত্রোরভাবাৎ নিরুপদ্রবা ॥৪১॥

য ইতি । নিকৃত্যা শাঠ্যেন, নিকৃতিঃ শাঠ্যাচরণমেব প্রিয়া যস্ত সঃ ॥৪২॥

এই কথা বলিয়া কৃষ্ণও ভীমসেনের গ্নীতিবিধান করিবার ইচ্ছায়—তিনি যুদ্ধে
 বাহা করিয়াছিলেন, সে সমস্ত বিষয়ই অম্বমোদন করিলেন ॥৩৭॥

মহাবাহু অৰ্জুনও অসঙ্কষ্টচক্রে ভাল বা মন্দ কোন কথাই ভীমসেনকে
 বলিলেন না ॥৩৮॥

নরনাথ ! কোপনস্বভাব ও বিজয়শোভী ভীমসেনও যুদ্ধে আপনার পুত্র
 হৃষ্যোধনকে বধ করিয়া, সন্তুষ্টচিত্ত, উৎফুল্লনয়ন ও কৃতাজ্জলি হইয়া, সম্মুখে
 দাঁড়াইয়া, অভিবাদন করিয়া, যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন— ॥৩৯—৪০॥

‘রাজা ! আজ আপনার রাজ্য মঙ্গলময় ও নিঃকণ্টক হইল ; অতএব ধৰ্ম্মরাজ !
 আপনি তাহা শাসন করুন এবং স্বধৰ্ম্ম রক্ষা করুন ॥৪১॥

মহারাজ ! শঠতাশ্রিয় যে হৃষ্যোধন শঠতা করিয়া, এই শত্রুতা ঘটাইয়া
 ছিল ; সেই হৃষ্যোধন নিহত হইয়া, এই ভূতলে শয়ন করিয়াছে ॥৪২॥

দুঃশাসনপ্রভৃতয়ঃ সৰ্ব্বৈ তে চোঽবাদিনঃ ।

রাধেয়ঃ শকুনিশ্চাপি নিহতাস্তব শত্রবঃ ॥৪৩॥

সেয়ং রত্নসমাকীর্ণা মহী সৰ্বনপৰ্বতা ।

উপারুতা মহারাজ ! স্বামন্ত নিহতদ্বিয়ম্ ॥৪৪॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

গতো বৈরশ্চ নিধনং হতো রাজা সুষোধনঃ ।

কৃষ্ণশ্চ মতমান্ধায় বিজিতেয়ং বহুধর ॥৪৫॥

দিষ্ট্য গত্যমান্যং মাতুঃ কোপশ্চ চোভয়োঃ ।

দিষ্ট্য জয়সি দুৰ্দ্ধৰ ! দিষ্ট্য শত্রুনিপাতিতঃ ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপৰ্বণি

গদাযুদ্ধে বলদেবসাস্ত্রনায়াং ষট্‌পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

— : * : —

ভারতকৌমুদী

দুঃশাসনেতি । উঽবাদিনো দ্যুতসভাদৌ । রাধেয়ঃ কর্ণঃ ॥৪৩॥

সেতি । বনৈঃ পর্যুতৈশ্চ সহেতি সা । উপারুতা প্রত্যুগতা ॥৪৪॥

গত ইতি । নিধনমবলানম্, গতঃ প্রাপ্তম্ । আহায় আশ্রিত্য ॥৪৫॥

দিষ্ট্যেতি । দিষ্ট্য ভাগ্যেন, মাতুঃ কুন্তীদেব্যাঃ, কোপশ্চ নিজশ্চ ॥৪৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিকান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-

টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপৰ্বণি গদাযুদ্ধে ষট্‌পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

এবং নিষ্ঠুরভাষী দুঃশাসনপ্রভৃতি আপনার শত্রুগণ, কর্ণ ও শকুনি নিহত হইয়াছে ॥৪৩॥

মহারাজ ! আপনি সমস্ত শত্রু নিহত করিয়াছেন ; সুতরাং বন ও পৰ্ব্বতের সজ্জিত এই সেই পৃথিবী আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছে' ॥৪৪॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—‘বৎস ! তুমি শত্রুতার অবসান ঘটাইয়াছ এক রাজা দুৰ্য্যোধন নিহত হইয়াছেন ; অতএব আমরা কৃষ্ণের মত অবলম্বন করিয়াই এই পৃথিবী জয় করিয়াছি ॥৪৫॥

দুৰ্দ্ধৰ ভীমসেন । ভাগ্যবশতঃ তুমি মাতৃদেবী ও নিজের ক্রোধের মিকটে অনুগী হইয়াছ, ভাগ্যবশতঃ জয় করিয়াছ এবং ভাগ্যবশতই শত্রু নিপাত করিতে পারিয়াছ' ॥৪৬॥

* ‘...ষট্‌পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ’ শি বদ বর্জ বা লো, ‘...একষট্‌পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ’ শি ।

সপ্তপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

—:•••:—

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

হতং দুৰ্য্যোধনং দৃষ্ট্বা ভীমসেনেন সংযুগে ।

পাণ্ডবাঃ স্জয়্যাস্শৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ! ॥১॥

সঞ্জয় উবাচ ।

হতং দুৰ্য্যোধনং দৃষ্ট্বা ভীমসেনেন সংযুগে ।

সিংহেনেব মহারাজ ! মত্তং বনগজং যথা ॥২॥

প্রহৃষ্টমনসস্তত্র কৃষ্ণেন সহ পাণ্ডবাঃ ।

পাঞ্চালাঃ স্জয়্যাস্শৈব নিহতে কুরুনন্দনে ॥৩॥

আবিধ্যন্নুত্তরীয়াণি সিংহনাদাংশ্চ নেদিরে ।

নৈতান্ হর্ষমাবিষ্টানিয়ং মেহে বজ্রধরা ॥৪॥ (বিশেষকম্)

ধনুঃযন্ত্রে ব্যাক্ষিপন্ত জ্যাশ্চাপ্যন্ত্রে তথাক্ষিপন্ ।

দধ্মুরন্ত্রে মহাশঙ্খানন্ত্রে জঘ্নুশ্চ ছন্দুভীঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

হতমিতি । সংযুগে যুদ্ধে । বিলাপপ্রকরণং পূর্বমেব জাতমিতি কেবলাবহাপ্রশ্নঃ ॥১॥

হতমিতি । বনপদং সম্ভবপরতাপ্রদর্শনার্থম্ । কুরুনন্দনে দুৰ্য্যোধনে । আবিধ্যন্
অদুর্গমিন্, নোদ্বিরে চক্ষুঃ । এতান্ পাণ্ডবাদীন, ন মেহে ভয়াতিরেকাৎ ॥২—৪॥

ধনুঃযন্ত্রে । ব্যাক্ষিপন্ত আকর্ষন্, জ্যা ওণান্ । জঘ্নুর্বাদয়ামাস্ ॥৫॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—‘সঞ্জয় ! ভীমসেন যুদ্ধে দুৰ্য্যোধনকে নিহত করিয়াছে
দেখিয়া, পাণ্ডবগণ ও সঞ্জয়গণ কি করিল ?’ ॥১॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘মহারাজ ! সিংহ যেমন বন্যহস্তীকে বধ করে, সেইরূপ
ভীমসেন যুদ্ধে দুৰ্য্যোধনকে বধ করিয়াছেন দেখিয়া, কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণ,
পাঞ্চালগণ ও স্জয়গণ অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া, উত্তরীয় বজ্র আন্দোলন ও সিংহনাদ
করিতে লাগিলেন ; তখন সমরভূমি আনন্দোন্মত্ত সেই বীরগণের পদস্তর যেন সহ
করিতে পারিল না ॥২—৪॥

অনেক লোক ধনুঃকার, অনেকে গুণাকর্ষণ, বহু লোক বিশাল শঙ্খধ্বনি এবং
অনেক ব্যক্তি ছন্দুভিবাণন করিতে লাগিল ॥৫॥

চিক্রীড়ুশ্চ তথৈবাশ্চে জহমুশ্চ তবাহিতাঃ ।
 অত্রবংশ্চাসকৃদ্বীরা ভীমসেনমিদং বচঃ ॥৬॥
 দুষ্করং ভবতা কশ্ম রণেহুত্ব স্তমহং কৃতম্ ।
 কৌরবেশ্চং রণে হত্বা গদয়াতিকৃতশ্রমম্ ॥৭॥
 ইন্দ্রেণেব হি বৃত্তস্য বধং পরমসংযুগে ।
 ত্বয়া কৃতমমন্তু শত্রোর্বধমিমং জনাঃ ॥৮॥
 চরন্তুং বিবিধান্মার্গান্ মণ্ডলানি চ সৰ্ব্বশঃ ।
 দুৰ্য্যোধনমিমং শূরং কোহন্তো হন্যাদবুকোদরাৎ ॥৯॥
 বৈরস্য চ গতঃ পারং ত্বমিহানৈঃ স্তদুৰ্গমম্ ।
 অশক্যমেতদন্তেন সম্পাদয়িতুমীদৃশম্ ॥১০॥
 কুঞ্জরেণেব মন্তেন বীর ! সংগ্রামমুর্দ্ধনি ।
 দুৰ্য্যোধনশিরো দিক্ষ্য পাদেন যুদিতং ত্বয়া ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

চিক্রীড়ুরিতি । চিক্রীড়ুনৃত্যক্রীড়াং চক্ৰুঃ । অহিতাঃ শত্রবঃ ॥৬॥
 দুষ্করমিতি । অতিক্রান্তঃ অতিশয়েন বিহিতঃ শ্রমঃ শিক্ষাস্যাসৌ যেন তম্ ॥৭॥
 ইন্দ্রেণেতি । পরমসংযুগে মহাযুদ্ধে ॥৮॥
 চরন্তুমিতি । সৰ্ব্বশঃ সৰ্ব্বপ্রকাবাণি ॥৯॥
 বৈরন্তেতি । বৈরন্ত সাগরসদৃশস্ত শত্রুভাবন্ত, পানমবসানং পরতীরক ॥১০॥

রাজা ! আপনার শত্রুদের মধ্যে বহু ব্যক্তি নৃত্য করিতে থাকিল, অনেকে হাসিতে লাগিল এবং অশ্রু বীরেরা ভীমসেনকে বার বার এই কথা বলিলেন—॥৬॥

‘বীর ! দুৰ্য্যোধন গদাযুদ্ধশিক্ষায় অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন ; তথাপি আপনি আজ যুদ্ধে গদা দ্বারা তাঁহাকে বধ করিয়া, অতিদুষ্কর কার্য্যই করিয়াছেন ॥৭॥

ইন্দ্র যেমন মহাযুদ্ধে বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপই এই শত্রুকে বধ করিয়াছেন, ইহাই লোকে মনে করিতেছে ॥৮॥

মহাবীর এই দুৰ্য্যোধন নানাবিধ পথে ও সৰ্ব্বপ্রকার মণ্ডলভাবে বিচরণ করিতে-ছিলেন ; সেই অবস্থায় এক ভীমসেনব্যতীত অশ্রু কোন্ লোক ইহাকে বধ করিতে পারে ? ॥৯॥

ভীমসেন ! আপনি অশ্রুর পক্ষে অতিদুৰ্গম বৈরসাগরের পরপারে গিয়াছেন ; অশ্রু লোক এইরূপ কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না ॥১০॥

(৯)....দুৰ্য্যোধনমিমং জ্বরং...পি ।

সিংহেন মহিষশ্চেব কৃষ্ণা সঙ্গরমদুতম্ ।
 দুঃশাসনশ্চ রুধিরং দিষ্ট্য পীতং স্বয়ানঘ ! ॥১২॥
 যে বিপ্রচক্রু রাজানং ধর্ম্মাত্মানং যুধিষ্ঠিরম্ ।
 মুক্তি তেষাং কৃতং পাদো দিষ্ট্য তে শ্বেন কর্ম্মণা ॥১৩॥
 অমিত্রাণামধিষ্ঠানাদ্ধ্বাদুর্হ্যোধনশ্চ চ ।
 ভীম ! দিষ্ট্য পৃথিব্যাং তে প্রথিতং স্মদ্যশঃ ॥১৪॥
 এবং নুনং হতে বৃত্তে শক্রং নন্দন্তি বন্দিনঃ ।
 যথা স্বাং নিহতামিত্রং বয়ং নন্দাম ভারত ! ॥১৫॥
 দুর্হ্যোধনবধে যানি রোমাণি হুযিতানি নঃ ।
 অত্মাপি ন বিহুয়াস্তি তানি তদ্বিক্রি ভারত ! ।
 ইত্যাক্রবন্ ভীমসেনং বাতিকাশ্তত্র সঙ্গতাঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

কুত্বেবেণেতি । সংগ্রামমুর্দ্ধনি রণস্থলোপরি । দিষ্ট্য ভাগ্যেন ॥১১॥
 সিংহেনেতি । সঙ্গরং যুদ্ধম্ । হে অনঘ ! প্রতিজ্ঞাপালনান্নিপাপ ! ॥১২॥
 য ইতি । বিপ্রচক্রুঃ শাস্যেন প্রতারয়ামাসুঃ । তে ঘরা ॥১৩॥
 অমিত্রাণামিতি । অমিত্রাণাং শত্রুণাম্, অধিষ্ঠানাদ্ধ্বাদুর্হ্যোবহনানাং ॥১৪॥
 এবমিতি । বৃত্তে তদাখ্যে অশ্ববে । নিহতঃ অমিত্রঃ শত্রুর্ধন তম্ ॥১৫॥

মহাবীর ! আপনি ভাগ্যবশতঃ মন্তহস্তীর স্ত্রায় চরণদ্বারা রণস্থলে দুর্হ্যোধনের মন্তকটী মর্দন করিয়াছেন ॥১১॥

নিপাপ ভীমসেন ! সিংহ যেমন অদ্বুত যুদ্ধ করিয়া মহিষের রক্ত পান করে, সেইরূপ আপনিও অদ্বুত যুদ্ধ করিয়া, ভাগ্যবশতই দুঃশাসনের রক্ত পান করিয়াছেন ॥১২॥

যাহারা ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রতারণা করিয়াছিল ; আপনি নিজের কার্যের প্রভাবে ভাগ্যবশতই তাহাদের মন্তকে চরণ স্থাপন করিয়াছেন ॥১৩॥

ভীমসেন ! আপনি শত্রুগণের উপরে অধিষ্ঠান এবং দুর্হ্যোধনকে বধ করায়, ভাগ্যবশতই আপনার মহাযশ পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছে ॥১৪॥

ভরতনন্দন ! আপনি শত্রুকে নিহত করিলে, আমরা যেমন আপনার অভিনন্দন করিতেছি ; ব্রাহ্মণ নিহত হইলে, তদানীন্তন স্তুতিপাঠকেরা নিশ্চয়ই ইন্দের এইরূপ অভিনন্দন করিয়াছিল ॥১৫॥

(১৩) যে বিপ্রচক্রুন্...পি নি । (১৬)...ন বিহুয়াস্তে ...পি, ন বিহুয়াস্তে ...নি, ...বার্ত্তিকাস্তত্র সঙ্গতাঃ—বর্দ্ধ ।

তান্ হৃদ্যান্ পুরুষব্যাভ্রান্ পাঞ্চালান্ পাণ্ডবৈঃ সহ ।
 ত্রুবতোহসদৃশং তত্র প্রোবাচ মধুন্দনঃ ॥১৭॥
 ন ত্রায্যং নিহতং শত্রুং ভূয়ো হস্তং নরাধিপাঃ ।।
 অগুরুদ্বাগ্ভিরুগ্রাভিনিহতো হ্যেব মন্দধীঃ ॥১৮॥
 তদৈবৈষ হতঃ পাপো যদৈব নিরপত্রপঃ ।
 লুকঃ পাপসহায়শ্চ স্নহদাং শাসনাতিগঃ ॥১৯॥
 বহুশো বিহুরদ্রোণকুপগাঙ্গেয়সঞ্জয়েঃ ।
 পাণ্ডুভ্যঃ প্রার্থ্যমানোহপি পিত্র্যামংশং ন দত্তবান্ ॥২০॥
 নৈষ যোগ্যোহত মিত্রং বা শত্রুর্বা পুরুষাধমঃ ।
 কিমনেনাতিভুগ্নেন বাগ্ভিঃ কাষ্ঠসধর্মণা ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

দুর্যোধনেনিতি । হৃষিতানি উদগতানি । বিহুয়ন্তি সমীভবন্তি । বাতেন স্ততিপাঠ-
 বাতবেগেন চরন্তীতি বাতিকাশ্চারণভূতাঃ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৬॥
 তানিতি । অসদৃশমনম্বরূপম্ ॥১৭॥
 নেতি । ভূয়ঃ পুনঃ, হস্তমাহস্তম্ । এষ দুর্যোধনঃ ॥১৮॥
 তদেতি । নিরপত্রপো নির্লজ্জঃ । শাসনাতিগ উপদেশাতিক্রমী ॥১৯॥
 শাসনাতিগত্বং দর্শয়ন্নাহ বহুশ ইতি । গাঙ্গেয়ো ভীষ্মঃ । পিত্র্যং পৈতৃকম্ ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

হতমিতি ॥১—২০॥ অতিভুগ্নেন অত্যর্থং নামিতেন ॥২১—৭৬॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥৫৭॥

ভরতনন্দন ! দুর্যোধন নিহত হইলে, আমাদের যে সকল রোম উদগত হইয়াছিল ; এখন তাহা সমান হয় নাই, আপনি তাহা দেখুন' । সেইস্থানে সম্মিলিত প্রশংসাকারী বীরেরা এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥১৬॥

পাণ্ডবগণের সহিত পুরুষশ্রেষ্ঠ পাঞ্চালেরা আনন্দিত হইয়া, এইরূপ অসদৃশ বাক্য বলিতে লাগিলে, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন—॥১৭॥

‘রাজগণ ! এই মন্দবুদ্ধি যে নিহত হইয়াছে ; স্মৃতরাং ভীষণ বাক্যদ্বারা নিহত শত্রুকে পুনরায় আঘাত করা উচিত নহে ॥১৮॥

যখনই এই নির্লজ্জ, রাজ্যলুক ও পাপসহচর দুর্যোধন স্নহদগণের উপদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিল ; তখনই এই পাপাত্মা নিহত হইয়াছিল ॥১৯॥

ভীষ্ম, দ্রোণ, কুপ, বিহুর ও সঞ্জয় বহুবার প্রার্থনা করিলেও এই দুরাত্মা, পাণ্ডব-গণকে পৈতৃক অংশ দান করে নাই ॥২০॥

(২১)....কিমনেনাতিভুগ্নেন—বল্গ সো । নৈষ তেভ্যোহত ...বিভুগ্নেন...নি ।

রথেষ্মারোহত কিপ্রং গচ্ছামো বসুধাধিপাঃ ।।
 দিক্ট্য হতোহয়ং পাপাত্মা সামাত্যজ্ঞাতিবান্ধবঃ ॥২২॥
 ইতি শ্রোত্বা অধিক্ষেপং কৃষাদুর্জ্যোধানো নৃপঃ ।
 অমর্ষবশমাপন্ন উদতিষ্ঠদ্বিশাংপতে ! ॥২৩॥
 শ্ফিগ্দেশেনোপবিষ্টঃ স দোর্ভাং বিষ্টভ্য মেদিনীম্ ।
 দৃষ্টিং ক্রগন্ধটাং কৃষা বাসুদেবে নৃপাতয়ৎ ॥২৪॥
 অর্কোন্নতশরীরস্য রূপমাসীন্মৃপশ্য তু ।
 ক্রুদ্ধশাশীবিষশ্চেব ছিন্নপুচ্ছস্য ভারত ! ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । যোগ্যঃ প্রতিবিধানসমর্থঃ । অতিভূয়েন বাগ্ভিরতিব্যথিতেন, কাঠত
 সমানো ধর্ম উরুবলভঙ্গাদচলৎ যন্ত তেন ॥২১॥

রথেষ্মিতি । অমাত্যজ্ঞাতিভিবান্ধবৈশ্চ সহেতি সঃ ॥২২॥

ইতি । অধিক্ষেপং নিন্দাম্ । উদতিষ্ঠং পূর্ষকায়ৈন ॥২৩॥

শ্ফিগিতি । শ্ফিগ্দেশেন নিতম্বভাগেন, দোর্ভ্যাং হস্তাভ্যাম্, বিষ্টভ্য আশ্রিত্য । ক্রগ্ভ্যাং
 সন্ধটাং বিষমাং ক্রকুটীভীষণমিত্যর্থঃ । অহো ! বীরস্বভাবঃ, যন্মৃত্যুবলিতোহপি নিন্দাং
 ন সহতে ॥২৪॥

অর্কোতি । অর্কমুরতমুখিতং শরীরং যন্ত ভন্ত । শাশীবিষস্ত তীক্ষ্ণবিষসর্পস্ত ॥২৫॥

এই নরধম শত্রুই হউক, বা মিত্রই হউক, এখন আর কোন প্রতিবিধান
 করিতেই সমর্থ নহে । কারণ, এটা এখন একখানা কাঠের ছায় পড়িয়া রহিয়াছে ;
 সুতরাং বাক্যদ্বারা ইহাকে অত্যন্ত ব্যথিত করায় ফল কি ? ॥২১॥

হে রাজগণ ! অমাত্য, জ্ঞাতি ও বন্ধুগণের সহিত এই পাপাত্মা নিহত
 হইয়াছে ; সুতরাং আপনারা সত্ত্বর রথে আরোহণ করুন, চলুন, আমরা যাই' ॥২২॥

নরনাথ ! রাজা দুর্জ্যোধান কৃষ্ণের মুখ হইতে এই সকল নিন্দাবাক্য শুনিয়া,
 অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, গাত্রোথান করিলেন ॥২৩॥

তিনি পশ্চাৎ ভাগদ্বারা ভূতলে উপবিষ্ট হইয়া, হস্তযুগলদ্বারা ভূমি অবলম্বন
 করিয়া, কৃষ্ণের উপরে ক্রকুটীভীষণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ॥২৪॥

ভরতনন্দন ! রাজা দুর্জ্যোধান শরীরের অর্ধভাগ উখিত করিলে, তাঁহার
 রূপটি—ছিন্ন পুচ্ছ ও ক্রুদ্ধ তীক্ষ্ণবিষ সর্পের রূপের ছায় দৃষ্টিগোচর হইতে
 লাগিল ॥২৫॥

প্রাণাস্তকরণীং ঘোরাং বেদনামপ্যচিস্তয়ন্ ।
 দুৰ্য্যোধনো বাসুদেবং বাগ্ভিরুগ্রাভিরাঙ্গয়ৎ ॥২৬॥
 কংসদাসস্ত দায়াদ ! ন তে লজ্জাস্ত্যেনেন বৈ ।
 অধর্মেণ গদাযুদ্ধে যদহং বিনিপাতিতঃ ॥২৭॥
 উরু ভিক্ষীতি ভীমস্ত স্মৃতিং মিথ্যা প্রয়চ্ছসি ।
 কিম্বিজ্ঞাতমেতন্মে যদৰ্জ্জুনমবোচথাঃ ॥২৮॥
 ঘাতায়িত্বা মহীশালান্জুযোধান্ সহস্রণঃ ।
 জৈকৈরুপায়ৈর্বহুভির্ন তে লজ্জা ন তে ঘৃণা ॥২৯॥
 অহন্যহনি শূরাণাং কুর্বাণঃ কদনং মহৎ ।
 শিখণ্ডিনং পুরস্কৃত্য ঘাতিতস্তে পিতামহঃ ॥৩০॥
 অশ্বখান্নঃ সনামানং হস্তা নাগং স্তদুদ্বৃণতে । ।
 আচার্য্যো ন্যাসিতঃ শস্ত্রং তৎ কিং ন বিদিতং মম ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

প্রাণেতি । বেদনামুকভঙ্গনিবন্ধনাম্ । আঙ্গিরস্যপীড়য়ৎ ॥২৬॥

কংসেতি । কংসদাসস্ত বাসুদেবস্ত, দায়াং ধনমাদস্ত ইতি দায়াদঃ পুত্রতৎসংযোধনম্ ॥২৭॥

উরু ইতি । প্রয়চ্ছসি দদাসি জনয়সি স্মৃত্যর্থঃ । কিং ন বিজ্ঞাতমপি তু বিজ্ঞাতমেব ॥২৮॥

ঘাতয়িত্বেতি । ঋজুযোধান্ সরলযোধিনঃ । জৈকৈঃ কুটিলৈঃ, ঘৃণা আশ্বনি কুংসা ॥২৯॥

পরে দুৰ্য্যোধন উরুভঙ্গনিবন্ধন প্রাণাস্তকারী দারুণ বেদনাকেও অগ্রাহ্য করিয়া,
 ভীষণ বাক্যদ্বারা কৃষ্ণকে পীড়ন করিতে থাকিলেন— ॥২৬॥

‘কংসদাসের পুত্র ! ভীম গদাযুদ্ধে অগ্রায়ভাবে আমাকে যে নিপাতিত
 করিয়াছে, তাহাতে তোর লজ্জা হয় নাই ? ॥২৭॥

দুঃখা! তু-ই—‘উরুভঙ্গ কর’ এইরূপ ভীমের মিথ্যাস্মৃতি জন্মাইয়াছি।
 কারণ, তুই অৰ্জ্জুনকে বাহা বলিয়াছিলি, তাহা কি আমি জানি নাই ? ॥২৮॥

পাপা! তুই বহুতর কুটনীতি প্রয়োগ করিয়া, সরলভাবে যুদ্ধকারী সহস্র
 সহস্র রাজাকে বধ করাইয়াছি; তথাপি তোর লজ্জা জন্মিল না, কিংবা নিজের
 উপরে ঘৃণা হইল না ! ॥২৯॥

পিতামহ ভীষ্ম প্রত্যহ তোদের পক্ষের বীরগণের মহামারী ঘটাইতেছিলেন ;
 সেই অবস্থায় তু-ই শিখণ্ডীকে অৰ্জ্জুনের সম্মুখে রাখিয়া, অৰ্জ্জুনদ্বারা তাঁহাকে বধ
 করাইয়াছি ॥৩০॥

(২৮) ...স্মৃতিং মিথ্যা প্রয়চ্ছতা...বঙ্গ বর্দ্ধ নি।...যদৰ্জ্জুনমবোচিথাঃ—পি বঙ্গ বর্দ্ধ ।

(৩১) অশ্বখান্নসনামানং...পি ।

স চানেন নৃশংসেন ধুষ্টদ্যুশ্চেন বীর্যবান্ ।
 পাত্যমানস্বয়া দৃষ্টো ন চৈনং স্বমবারয়ঃ ॥৩২॥
 বধার্থং পাণ্ডুপুত্রস্য যাচিতাং শক্তিমেব চ ।
 ঘটোৎকচে ব্যংসয়তঃ কস্তুভঃ পাপকৃত্তমঃ ॥৩৩॥
 ছিন্নহস্তঃ প্রায়গতস্তথা ভুরিশ্রবা বলী ।
 স্বয়া নিসৃষ্টেন হতঃ শৈনেয়েন মহাশ্রবণা ॥৩৪॥
 কুর্বাণশ্চোত্তমং কৰ্ম্ম কৰ্ণঃ পার্থজিগীষয়া ।
 ব্যংসনেনাশ্বসেনস্য পন্নগেন্দ্রহৃতস্য বৈ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

অহনীতি । কদনং মহামারীম্ । তে স্বয়া, পিতামহো ভীষ্মঃ ॥৩০॥
 অশ্বতি । সমানং নাম যন্ত তম্, হত্বা ভীষ্মেন ষাভয়িত্বা, নাগং হস্তিনম্ । শ্রাসিত-
 ত্যজিতঃ ॥৩১॥
 স ইতি । অনেন অঙ্গুল্যা নির্দিষ্টেন । ন চাবারয়ঃ তবাপি নৃশংসদ্বাদেব ॥৩২॥
 বধেতি । পাণ্ডুপুত্রার্জুনস্ত । ব্যংসয়তো ব্যাস্পাদীকুর্বাণাং ॥৩৩॥
 ছিন্নেতি । স্বয়া নিসৃষ্টেন প্রেরিতেনার্জুনেন ছিন্নহস্ত ইতি সধ্বকঃ । প্রায়গতঃ
 প্রায়োপবিষ্টঃ । শৈনেয়েন শিনেঃ পৌত্রেন সাত্যকিনা, মহাশ্রবণেতি সোল্লুণ্ঠনোক্তিঃ ॥৩৪॥
 কুর্বাণ ইতি । কুর্বাণ আসীদিতি শেষঃ । উত্তমং কৰ্ম্ম শ্রায়যুদ্ধম্, পার্থজিগীষয়া অর্জুন-

অতিদুৰ্ম্মতি । তু-ই দ্রোণপুত্র অশ্বখামার সমাননামযুক্ত একটা হস্তীকে
 ভীমদ্বারা বধ করাইয়া, (যুধামন্যুদ্বারা ‘অশ্বখামা হতঃ’ এই কথা বলাইয়া)
 দ্রোণাচার্য্যকে অস্ত্র ত্যাগ করাইয়া ছিল ; তাহা কি আমার জ্ঞান নাই ? ॥৩১॥

তার পর, এই নৃশংস ধুষ্টদ্যুম্ন বলবান্ সেই দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিতে ছিল, তুই
 তাহা দেখিতেছিলি ; কিন্তু তুই ইহাকে বারণ করিস্ নাই ॥৩২॥

দুরাশ্বা । কৰ্ণ অর্জুনকে বধ করবার জন্য প্রার্থনা করিয়া, ইন্দ্রের নিকট
 হইতে একটা শক্তি লইয়া ছিলেন । তুই কর্ণের সেই শক্তিটাকে ঘটোৎকচের
 উপরে ব্যয় করাইয়াছিস্ ; অতএব কোন্ ব্যক্তির তোর অপেক্ষা গুরুতর পাপকারী
 আছে ? ॥৩৩॥

বলবান্ ভুরিশ্রবা সাত্যকিকে বধ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই অবস্থায়
 তু-ই অর্জুনদ্বারা ভুরিশ্রবের দাক্ষণবাহু ছেদ করাইয়াছিল । তখন ভুরিশ্রবা
 প্রায়োপবেশন করিলে, মহাশ্রবণা কিনা, তাই সাত্যকি আসিয়া, তখনই তাঁহাকে
 বধ করিয়াছিল ॥৩৪॥

পুনশ্চ পতিতে চক্রে ব্যসনার্ত্তঃ পরাজিতঃ ।
 পাতিতঃ সমরে কর্ণশ্চক্রব্যগ্রোহগীর্নাম্ ॥৩৬॥
 যদি মাঞ্চাপি কর্ণঞ্চ ভীষ্মদ্রোণৌ চ সংযুগে ।
 ঋজুনা প্রতিযুধ্যোথা ন তে স্মাদ্বিজয়ো ধ্রুবম্ ॥৩৭॥
 ত্বয়া পুনরনার্যেণ জিহ্মমার্গেণ পার্ধিবাঃ ।
 স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্তো বয়ঞ্চাত্মে চ ঘাতিতাঃ ॥৩৮॥
 বাসুদেব উবাচ ।

হতস্তমসি গান্ধারে ! সভ্রাতৃস্তুতবান্ধবঃ ।
 সগণঃ সস্বহৃষ্টৈব পাপমার্গমনুষ্ঠিতঃ ॥৩৯॥
 তবৈব দুষ্কৃতৈবৌরৌ ভীষ্মদ্রোণৌ নিপাতিতৌ ।
 কর্ণঞ্চ নিহতঃ সংখ্যে তব শীলামুবর্ত্তকঃ ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

জয়েচ্ছয়া । ব্যংসনেন প্রত্যাখ্যানেন, অশ্বসেনস্ত তদাখ্যস্ত, পরগেষ্ট্রস্তুতস্ত তক্ষকনাগ-
 পুত্রস্ত ॥৩৫॥
 পুনরিতি । পতিতে ভৃগুর্ভগ্নবিষ্টে, চক্রে রথক্ষে, ব্যসনার্ত্তো বিপৎপীড়িতঃ, অন্তএব
 পরাজিত ইতি ভাবঃ । পাতিতঃ প্রেরয়তা ষ্ট্রৈবান্ধুনেন ঘাতিতঃ, চক্রব্যগ্রশ্চক্রোত্তোলনে
 ব্যাসক্তঃ ॥৩৬॥

যদীতি । সংযুগে রণস্থলে । ঋজুনা সরলভাবেন, স্মাদ্ব্যক্রপেণেত্যর্থঃ ॥৩৭॥

ত্বয়েতি । অনার্যেণ অসজ্জনেন, জিহ্মমার্গেণ কুটিলোপায়েন ॥৩৮॥

হত ইতি । গান্ধার্যা অপত্যমিতি গান্ধারিঃ, “বান্ধবদেশে বিধীয়ত” ইতীণি রূপম্ ॥৩৯॥

মহাবীর কর্ণ অর্জুনকে জয় করিবার জন্য ছায়াযুদ্ধই করিতেছিলেন এবং
 তক্ষকনাগের পুত্র অশ্বসেনকে প্রত্যাখ্যান করিয়া, ভাল কার্য্যই করিয়াছিলেন ॥৩৫॥

তার পর, রথের চক্র ভূমিতে প্রবিষ্ট হইলে, কর্ণ বিপন্ন ও পরাজিতের ছায়া
 হইয়া পড়িয়াছিলেন, পরে নরশ্রেষ্ঠ কর্ণ সেই চক্র উত্তোলন করিতে প্রবৃত্ত হইলে,
 সেই অবসরে ভু-ই অর্জুনদ্বারা তাঁহাকে বধ করাইয়াছি ॥৩৬॥

কৃষ্ণ । তোরা যদি রণস্থলে ছায়াসঙ্গতভাবে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও আমার সহিত
 প্রতিযুদ্ধ করিতিস্, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোদের জয় হইত না ॥৩৭॥

তুই দুর্জন ; সুতরাং তুই স্বধর্ম্মানুসারী রাজগণকে এবং আমাদিগকে কুটনীতি-
 প্রয়োগে বিনাশ করাইয়া ছস্ ॥৩৮॥

কৃষ্ণ বলিলেন—‘গান্ধারীপুত্র । তুই পাপপথগামী কি না, তাই তুই অসজ্জগণ,
 পুত্রগণ, অমাত্যগণ ও বন্ধুগণের সহিত নিহত হইয়াছিস্ ॥৩৯॥

যাচ্যমানো ময়া যুত । পিত্র্যমংশং ন দিৎসসি ।
 পাণ্ডবেভ্যঃ স্বরাজ্যঞ্চ লোভাচ্ছকুনিশ্চয়াৎ ॥৪১॥
 বিষং তে ভীমসেনায় দত্তং সর্ব্বং চ পাণ্ডবাঃ ।
 প্রদীপিতা জহুগৃহে মাত্ৰা সহ স্তূৰ্ণ্যতে ॥৪২॥
 সতায়্য যাজ্ঞসেনৌ চ ক্লিষ্টৌ দূতে রজস্বলা ।
 তদৈব তাবদ্যুষ্ঠাশ্বান্ । বধ্যস্ত্বং নিরপত্রপঃ ॥৪৩॥
 অনক্ষজ্ঞঞ্চ ধৰ্ম্মজ্ঞং সৌবলেনাক্ষবেদিনা ।
 নিকৃত্য যৎ পরাজৈষীন্তস্মাদসি হতো রণে ॥৪৪॥
 জয়দ্রথেন পাপেন যৎ কৃষ্ণা ক্লেশিতা বনে ।
 যাতেষু যুগয়াঐক্যেব তৃণবিন্দোরধাশ্রমম্ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

তবেতি । ছদ্মতৈঃ পূৰ্ব্বকৃতছুরাচারৈঃ । শীলানুবর্তকঃ স্বভাবানুসারী ॥৪০॥
 যাচ্যেতি । ন দিৎসসি ন দাতুমিচ্ছসি । শকুনিয়া নিশ্চয়াৎ যুদ্ধে অরনির্দারণাৎ ॥৪১॥
 বিষমিতি । তে স্বরা । প্রদীপিতা অগ্নিঃ প্রজ্জ্বল্য দগ্ধুমিষ্টাঃ, মাত্ৰা কুন্তীদেব্যা ॥৪২॥
 সতায়ামিতি । যাজ্ঞসেনৌ জ্যোপদী । বধ্য আসীঃ, নিরপত্রপো নির্লজ্জঃ ॥৪৩॥
 অনক্ষজমিতি । অনক্ষজঃ দ্যুতক্রীড়ায়ামনিপুণম্ । নিকৃত্য শাঠ্যেন ॥৪৪॥

তোরই পাপে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং তোর স্বভাবানুসারী কর্ণ যুদ্ধে নিপাতত
 হইয়াছেন ॥৪০॥

যুত ! আমি প্রার্থনা করিলেও তুই লোভবশতঃ এবং শকুনির যুদ্ধজয়-
 নির্ধারণনিবন্ধন পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের পৈতৃক অংশ নিজ রাজ্য দান করিতে ইচ্ছা
 করিস্ নাই ॥৪১॥

অতিহুৰ্ম্মতি । তুই ভীমসেনকে বিষ দান করিয়াছিলি এবং মাতা কুন্তীদেবীর
 সহিত পাণ্ডবগণকে জহুগৃহে দগ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলি ॥৪২॥

হুৰ্ম্মতি । নির্লজ্জ তুই দ্যুতসভায় যখন রজস্বলা জ্যোপদীকে কষ্ট দিতেছিলি,
 তখনই তুই বধ্য হইয়াছিলি ॥৪৩॥

ছুরাশ্বা । যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় নিপুণ নহেন, তথাপি তুই অক্ষক্রীড়ানিপুণ
 শকুনিদ্বারা শঠতাপূৰ্ব্বক তাঁহাকে যে পরাজয় করিয়াছিলি, সেই জন্তই তুই নিহত
 হইয়াছিস্ ॥৪৪॥

পাণ্ডবেরা যুগয়া করিতে করিতে মহর্ষি তৃণবিন্দুর আশ্রমে চালায়া গেলে,
 গাপাশ্বা জয়দ্রথ বনমধ্যে হরণ করিবার ইচ্ছায় জ্যোপদীকে যে কষ্ট দিয়াছিল,
 সেই কারণেই সে নিহত হইয়াছে ॥৪৫॥

অভিমন্যুশ্চ যদ্বাল একো বহুভিরাহবে ।
 স্বদোষৈর্নিহতঃ পাপ । তস্মাদসি হতো রণে ॥৪৬॥
 কুর্বাণং কশ্ম সমরে পাণ্ডবানর্থকাজ্জিগম ।
 যচ্ছিখণ্ড্যবধীষ্টীয়াং মিত্রার্থে ন ব্যতিক্রমঃ ॥৪৭॥
 স্বধর্ম্মং পৃষ্ঠতঃ কৃষ্ণা আচার্য্যস্বংপ্রিয়েন্দ্রয়া ।
 পার্শ্বতেন হতঃ সংখ্যে বর্তমানোহসতাং পথি ॥৪৮॥
 প্রতিজ্ঞামাত্মনঃ সত্যং চিকীর্ষন্ সমরে ত্রিপুম ।
 হতবান্ সাত্বতো বিদ্বান্ সৌমদত্তিং মহারথম্ ॥৪৯॥
 অর্জুনঃ সমরে রাজন্ ! যুদ্ধমানঃ কদাচন ।
 নিন্দিতং পুরুষব্যাত্রঃ করোতি ন কথঞ্চন ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

জয়ত্বেনেতি । কৃষ্ণা দ্রৌপদী, ক্লেশিতা হরণেন । যাতেষু পাণ্ডবেষুচিতি শেষঃ ॥৪৬॥
 অতীতি । আহবে যুদ্ধে । স্বদোষৈর্নিবারণসামর্থ্যেহপি স্মা তদকরণাৎ ॥৪৭॥
 কুর্বাণমিতি । পাণ্ডবানর্থকাজ্জিগমঃ সৎকসাম্যেহপীত্যাশয়ঃ । ব্যতিক্রমো ভ্রায়-
 লজ্জনম্ ॥৪৭॥
 যেতি । স্বধর্ম্মং ব্রাহ্মণধর্ম্মং, পৃষ্ঠতঃ কৃষ্ণা অধস্তানমুহ্যত । পার্শ্বতেন ধুট্টহ্যয়েন ॥৪৮॥
 প্রতিজ্ঞামিতি । চিকীর্ষন্ কর্তৃমিচ্ছন্, সাত্বতগুণশীঘ্রঃ সাত্যকিঃ, সৌমদত্তিং ভূরি-
 শ্রবণম্ ॥৪৯॥
 অর্জুন ইতি । নিন্দিতমজ্ঞাযাং কশ্ম, ন করোতি পুরুষব্যাত্রবাদেব ॥৫০॥

পাপাত্মা । তোর দোষেই যুদ্ধে একাকী ও বালক অভিমন্যু যে বহুকর্তৃক
 নিহত হইয়াছে, সেই জগুই তুইও নিহত হইয়াছিস ॥৪৬॥

সম্পর্ক সমান হইলেও ভীষ্ম যে পাণ্ডবগণের অনর্থ কামনা করিয়া, যুদ্ধ করিতে-
 ছিলেন, সেই জগুই শিখণ্ডী তাঁহাকে বধ করিয়াছেন । ইহাতে ধর্ম্ম লজ্জন
 করা হয় নাই ॥৪৭॥

দ্রোণাচার্য্য তোরই সঙ্কোচ জন্মাইবার ইচ্ছায়, আপন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া,
 অসজ্জনের পথে চলিতেছিলেন ; তাই ধুট্টহ্যয় তাঁহাকে বধ করিয়াছেন ॥৪৮॥

বুদ্ধমান্ সাত্যকি নিজের প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার ইচ্ছা করিয়াই, যুদ্ধে মহারথ
 শত্রু ভূরশ্রবাকে বধ করিয়াছেন ॥৪৯॥

রাজা ! পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, কোন সময়েই কোন প্রকারেই
 নিন্দিত কার্য্য করেন না ॥৫০॥

(৪৭) ইত্যঃ প্রকৃতি ষট্শ্লোক্যঃ পি বহু বর্জ বা লো ন সতি ।

লক্কাপি বহুধা ছিদ্ৰং বীরবৃত্তমমুস্মরন ।
 নিজ্ঞান রণে কর্ণং মৈবং বোচঃ স্তুত্বম্ভতে ॥৫১॥
 ত্বঞ্চ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ দ্রোণো দ্রোণায়নিস্তথা ।
 বিরাটনগরে তস্ম হ্যানুশংস্তেন জীবিতাঃ ॥৫২॥
 যান্মকার্য্যাণি চান্মাকং কৃতানীতি প্রভাষসে ।
 বৈগুণ্যেন তবাত্যর্থং সৰ্ব্বং হি তদনুষ্ঠিতম্ ॥৫৩॥
 বৃহস্পতেরুশনসো নোপদেশঃ শ্রুতস্তয়া ।
 বৃদ্ধা নোপাসিতাশ্চৈব হিতং বাক্যং ন তে শ্রুতম্ ॥৫৪॥
 লোভেনাতিবলেন স্বং তৃষ্ণয়া চ বশীকৃতঃ ।
 কৃতবানশ্চ কার্য্যাণি বিপাকস্তশ্চ ভুজ্যতাম্ ॥৫৫॥
 দুৰ্য্যোধন উবাচ ।

অধীতং বিধিবদন্তং ভূঃ প্রশান্তা সমাগরা ।
 মুদ্ধিস্থিতমমিত্রাণাং কো নু স্বস্ততরো ময়া ॥৫৬॥

ভারতকৌমুদী

লক্কেতি । ছিদ্ৰং প্রহারাবসরম্, বীরাণাং বৃত্তং ধৰ্ম্মম্ । নিজ্ঞান অৰ্জুনঃ ॥৫১॥
 স্বমিতি । দ্রোণায়নিরশ্বথামা । তস্ত অৰ্জুনস্ত, আনুশংস্তেন দয়য়া, অত্রথা সন্মোহনাজ-
 ক্ষেপেণ যুয়াকং সন্মোহনসময়ে সৰ্কানেনবাসৌ হত্বাদিতি ভাবঃ ॥৫২॥
 যানীতি । অকার্য্যাণি এতদুকৃতজাদীনি । বৈগুণ্যেন অপরাধেন ॥৫৩॥
 বৃহস্পতেরिति । উশনসঃ শুক্রস্ত । উপাসিতা হিতপ্রবণায় সেবিতাঃ, তে স্বরা ॥৫৪॥
 লোভেনেতি । অতিবলেন অধিকশক্ত্যা, তৃষ্ণয়া প্রভুত্বলিপ্সয়া । বিপাকঃ পরিণামঃ ॥৫৫॥
 সেই জন্মই তিনি যুদ্ধের সময়ে বহুপ্রকার ছিদ্ৰ পাইয়াও, তখন প্রহার না
 করিয়া, বীরের ধৰ্ম্ম স্মরণ করিয়াই, কর্ণকে বধ করিয়াছেন । অতএব, অতিচুৰ্ণিত !
 তুই এক্ষণ কথ্য বলিস্ না ॥৫১॥
 তুই, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও অশ্বথামা তোরা সকলেই বিরাটনগরে অৰ্জুনের
 দয়াতেই জীবিত রহিয়াছিস্ ॥৫২॥
 আমরা যে সকল অকার্য্য করিয়াছি বলিয়া তুই বলিয়াছিস্ ; সে সমস্তই
 তোর অপরাধেই আমরা করিয়াছি ॥৫৩॥
 তুই বৃহস্পতি ও শুক্রের উপদেশ শুনিস্ নাই, বৃদ্ধজনের সেবা করিস্ নাই ;
 কিংবা তাঁহাদের উপদেশও শুনিস্ নাই ॥৫৪॥
 রাজ্যলোভ এবং অধিক শক্তি ও প্রভুত্বলাভের ইচ্ছার বশীকৃত হইয়া, তুই
 বহুতর অকার্য্য করিয়াছিস্ ; এখন তাহার পরিণাম কল ভোগ কর্ ॥৫৫॥

যদিষ্ঠি কত্রবদ্ধূনাং স্বধর্মমনুপশ্যতাম্ ।

অদিনং নিধনং প্রাপ্তং কো নু স্বস্ততরো ময়্য ॥৫৭॥

দেবর্হা মানুষা ভোগাঃ প্রাপ্তা অম্লভা নৃপৈঃ ।

ঐশ্বর্য্যকোত্তমং প্রাপ্তং কো নু স্বস্ততরো ময়া ॥৫৮॥

সমুহং সানুজ্জশ্চৈব স্বর্গং গন্তাহমচ্যুত । ।

যুয়ং বিহতসঙ্করাঃ শোচন্তো বর্তয়িষ্যথ ॥৫৯॥

সঞ্জয় উবাচ ।

অস্ত্র বাক্যস্ত নিধনে কুরুরাজস্ত্র ধীমতঃ ।

অপতং হুমহর্ষং পুষ্পাণাং পুণ্যগন্ধিনাম্ ॥৬০॥

ভারতকৌমুদী

অবীতমিতি । স্বস্ততরঃ সম্যক্ স্বরূপতরঃ, “অস্তঃ স্বরূপে নাশে না” ইত্যমরঃ ॥৫৬॥

যদিতি । কত্রাণি চ বদ্ধবশ্ত তেষাম্ । বীরাণাং বুদ্ধমরণস্ত্র প্রেষ্ঠমিতি ভাবঃ ॥৫৭॥

দেবর্হা ইতি । দেবর্হা দেবযোগ্যাঃ, মানুষা মনুষ্যালোকীয়াঃ ॥৫৮॥

সেতি । বিহতঃ প্রায়েণ বীরবিনাশান্ধঃ সঙ্কর আনন্দেন রাজ্যশাসনাভিলাষো যেষাং তে, শোচন্তো বিধবানার্তনাদশ্রবণাদিতি ভাবঃ, বর্তয়িষ্যথ জীবিকাং নির্বাহয়িষ্যথ ॥৫৯॥

অন্তেতি । নিধনে বিরামে সতি । পুণ্যগন্ধিনাং পবিত্রসৌরভশালিনাম্ ॥৬০॥

দুর্যোধন বলিলেন—‘আমি যথাবিধানে অধ্যয়ন, দান ও সঙ্গার শাসন করিয়াছি এবং শত্রুগণের মন্তকের উপরে আরোহণ করিয়া রহিয়াছি । অতএব আমার তুল্য আর কে আছে ? ॥৫৬॥

স্বধর্মদর্শী ক্ষত্রিয়গণ ও বদ্ধগণের যাহা অভীষ্ট, আমি সেইরূপ নিধনই প্রাপ্ত হইলাম ; সুতরাং আমার তুল্য আর কে আছে ? ॥৫৭॥

দেবগণের যোগ্য ও অগ্র্য্য রাজগণের দূর্লভ ভোগ আমি মনুষ্যালোকেই পাইয়াছি এবং অতুল ঐশ্বর্য্যেরও অধিকারী হইয়াছি । অতএব আমার সদৃশ আর কে আছে ? ॥৫৮॥

কৃষ্ণ । আমি সুহৃদগণ ও অনুজগণের সহিত স্বর্গে যাইব ; আর তোমরা নষ্ট-সঙ্কল হইয়া, শোক করিতে থাকিয়া, জীবন ধারণ করিবে’ ॥৫৯॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘বুদ্ধিমান দুর্যোধনের এই বাক্য বিরত হইলে, তাঁ’র উপরে আকাশ হইতে পবিত্রসৌরভসম্পন্ন পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ॥৬০॥

(৫৮)....কোহুস্বস্ততরো ময়া—বদ । (৫৯) সমুহং সানুজ্জশ্চৈব...পি, সমুহং সানুজ্জশ্চ...নি । (৬০) অস্ত্র বাক্যস্ত বিরমে...পি ।

অবাদয়ন্ত গন্ধর্ব্বা। বাদিত্রং স্তম্ভনোহরম্ ।
 জগুশ্চাপ্সরসো রাস্তো যশঃ সম্বন্ধমেব চ ॥৬১॥
 সিদ্ধাশ্চ মুমুচুর্বাচঃ সাধু সাধ্বিতি পার্থিব ।
 ববৌ চ স্ররভির্বাযুঃ পুণ্যগন্ধো যুতুঃ স্তথঃ ।
 ব্যরাজংশ্চ দিশঃ সর্ব্বা নভো বৈদূর্য্যসম্মিতম্ ॥৬২॥
 অত্যন্তুতানি তে দৃষ্ট্ৱ। বাহুদেবপুরোগমাঃ ।
 দুর্ঘ্যোধনস্ত পূজাস্তু দৃষ্ট্ৱ। ব্রীড়ামুপাগমন্ ॥৬৩॥
 হতাংশাধর্ম্মতঃ শ্রুত্ব। শোকাক্তাঃ শুশুচুর্হি তে ।
 ভীষ্মং দ্রোণং তথা কর্ণং ভূরিশ্রবসমেব চ ॥৬৪॥
 তাংস্ত চিন্তাপরান্ দৃষ্ট্ৱ। পাণ্ডবান্ দীনচেতসঃ ।
 প্রোবাচেদং বচঃ কৃষ্ণো মেঘদুন্দুভিনিস্থনঃ ॥৬৫॥
 নৈষ শক্যোহতিশীঘ্রাস্ত্রস্তে চ সর্ব্বে মহারথাঃ ।
 ঋজুযুদ্ধেন বিক্রান্তা হস্তং যুগ্মাভিরাহবে ॥৬৬॥

ভারতকৌমুদী

অবেতি । জগুশ্চক্রুঃ, যশোভিঃ সম্বন্ধং সমম্বিতং গানম্ ॥৬১॥
 সিদ্ধা ইতি । স্ররভির্বাণতপর্গঃ । বৈদূর্য্যসম্মিতং বৈদূর্য্যমণিতুল্যং নির্মলম্ । ষট্-পাদঃ ॥৬২॥
 অতীতি । ব্রীড়াং লজ্জাম্, উপাগমন্ তদানীমেব সিদ্ধাকরণাদিত্যাশয়ঃ ॥৬৩॥
 হতানিতি । শোকাক্তাঃ স্ববদ্ধুবিনাশাৎ পূর্ব্বত এব, তে বাহুদেবপুরোগমাঃ ॥৬৪॥
 তানিতি । দীনচেতসো বিবরচিত্তান্ । মেঘদুন্দুভ্যোরিব নিস্থনো গম্ভীরশব্দো যন্ত সঃ ॥৬৫॥
 গন্ধর্ব্বেরা অতিমনোহর বাণ্ড বাজাইতে থাকিল এবং অঙ্গরার দুর্ঘ্যোধনের
 যশোযুক্ত গান গাহিতে লাগিল ॥৬১॥

রাজা । আকাশস্থিত সিদ্ধপুরুষেরা ‘সাধু’ ‘সাধু’ বলিতে থাকিলেন, পবিত্র
 গন্ধসম্পন্ন, ত্রাণের তৃপ্তিকারী, সুখজনক ও কোমল বায়ু বহিতে লাগিল, সমস্ত
 দিক্ শোভা পাইতে থাকিল এবং গগনমণ্ডল বৈদূর্য্যমণির স্থায় নির্মল হইল ॥৬২॥

কৃষ্ণপ্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় বীরেরা পুষ্পবৃষ্টিপ্রভৃতি অত্যন্ত ব্যাপার ও দুর্ঘ্যোধনের
 সম্মান দেখিয়া, লজ্জিত হইলেন ॥৬৩॥

ঠাহারা নিজেদের বদ্ধবান্ধব বিনষ্ট হওয়ায় পূর্ব্ব হইতেই শোকাক্ত ছিলেন ;
 আবার তৎকালে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ভূরিশ্রবাকে অগ্নায়যুদ্ধে নিহত করা হইয়াছে
 ইহা স্মরণ করিয়া, ঠাহাদের জগ্মও শোক করিতে লাগিলেন ॥৬৪॥

পাণ্ডবেরা চিন্তায়ুক্ত ও বিবরচিত্ত হইয়াছেন দেখিয়া, কৃষ্ণ মেঘ ও দুন্দুভির
 শব্দের স্থায় গম্ভীর স্বরে বলিলেন—॥৬৫॥

নৈব শক্যঃ কদাচিত্তু হস্তং ধৰ্ম্মেণ পার্শ্বিবঃ ।
 তে বা ভীষ্মযুথাঃ সৰ্ব্বে মহেষ্বাসা মহারথাঃ ॥৬৭॥
 ময়ানেকৈরুপায়ৈস্ত মায়াযোগেন চাসকুৎ ।
 হতান্তে সৰ্ব্ব এবাজৌ ভবতাং হিতমিচ্ছতা ॥৬৮॥
 যদি নৈবং বিধং জাতু কুৰ্য্যাং জিহ্মমহং রণে ।
 কুতো বা বিজয়ো ভূয়ঃ কুতো রাজ্যং কুতো ধনম্ ॥৬৯॥
 তে হি সৰ্ব্বে মহাত্মানশ্চত্বারোহতিৰথা ভুবি ।
 ন শক্যা ধৰ্ম্মতো হস্তং লোকপালৈরপি স্বয়ম্ ॥৭০॥
 তথৈবায়ং গদাপাণিধীৰ্ত্তরাষ্ট্রৌ গতক্লমঃ ।
 ন শক্যো ধৰ্ম্মতো হস্তং কালেনাপীহ দণ্ডিনা ॥৭১॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । এষ দুৰ্য্যোধনঃ, অতিশীঘ্রাঙ্গঃ অতিক্রুতান্ত্রক্ষেপী, ঋজুযুদ্ধেন জায়যুদ্ধেন ॥৬৬॥
 উক্তপ্রায়মেবার্থং কিঞ্চিদ্বিশেষহৃৎনায় পুনরাহ নেতি । এষ দুৰ্য্যোধনঃ । মহেষ্বাসা
 মহাধনুর্ধরাঃ ॥৬৭॥

ময়েতি । মায়াযোগেন কূটনীতিপ্রয়োগেণ । আজৌ যুদ্ধে ॥৬৮॥

যদীতি । জাতু কদাচিত্তু, জিহ্মং কুটিলপথাবলম্বনম্ ॥৬৯॥

ত ইতি । চত্বারো ভীষ্ম-দ্রোণ-কৰ্ণ-ভূরিশ্রবসঃ । ধৰ্ম্মতো যুদ্ধে জায়তঃ ॥৭০॥

‘অতিক্রুতান্ত্রক্ষেপী এই দুৰ্য্যোধনকে এবং মহারথ ও বিক্রমশালী সেই ভীষ্ম-
 প্রভৃতি বীরগণকে আপনারা কখনও জায়যুদ্ধে বধ করিতে পারিতেন না ॥৬৬॥

এই রাজা দুৰ্য্যোধনকে, কিংবা মহাধনুর্ধর ও মহারথ সেই ভীষ্মপ্রভৃতি বীর-
 গণকে কখনও আপনারা জায়যুদ্ধে বধ করিতে পারিতেন না ॥৬৭॥

আমি আপনাদের হিতকামনা করিয়া, বার বার কূটনীতি প্রয়োগ ও অনেক
 উপায় অবলম্বনপূর্বক সেই বীরগণকে নিহত করাইয়াছি ॥৬৮॥

আমি যদি কখনও এইরূপ কূটনীতি প্রয়োগ না করিতাম ; তবে কি করিয়া
 আপনাদের জয়, রাজ্য ও ধনসম্পদ হইত ॥৬৯॥

সেই চারিজন সকলেই মহাত্মা ও অতিরথ বলিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিলেন ;
 অতএব স্বয়ং দিক্‌পালৈরাও জায়যুদ্ধে তাঁহাদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইতেন
 না ॥৭০॥

সেইরূপই দণ্ডধারী স্বয়ং যমও গদাধারী ও অশ্রমশূন্য এই দুৰ্য্যোধনকে জায়যুদ্ধে
 বধ করিতে পারিতেন না ॥৭১॥

ন চ বো হৃদি কর্তব্যং যদয়ং ঘাতিতো রিপুঃ ।
 মিথ্যা বধ্যাস্তথোপায়ৈর্ববঃ শত্রুবোহধিকাঃ ॥৭২॥
 পূৰ্বেৱনুগতো মার্গো দেবৈরনুৱঘাতিভিঃ ।
 সন্তিস্চানুগতঃ পশ্চাৎ স সৰ্বৈৱনুগম্যতে ॥৭৩॥
 কৃতকৃত্যাঃ স্ম সায়াহ্নে নিবাসং রোচয়ামহে ।
 সান্বনাগরথাঃ সৰ্বৈ বিজ্রাম্যস্ত নরাধিপাঃ ॥৭৪॥
 বাহুদেববচঃ শ্রুত্বা তদানীং পাণ্ডবৈঃ সহ ।
 পাঞ্চালা ভৃশসংহৃষ্টা বিনেদুঃ সিংহসজ্জবৎ ॥৭৫॥
 ততঃ প্রাধ্যাপয়ন্ শঙ্খান্ পাঞ্চজন্মঞ্চ মাধবঃ ।
 হৃষ্টা দুৰ্য্যোধনং দৃষ্ট্ৱা নিহতং পুরুষৰ্ষভ ! ॥৭৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি
 গদাযুদ্ধে কৃষ্ণপাণ্ডবসংবাদে সপ্তপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

তথেষ্টি । গতক্রমঃ পরিশ্রমশৃঙ্খলঃ, কালেন যমেন, দণ্ডিনা দণ্ডপাণিনা ॥৭২॥
 নেতি । মিথ্যা বধ্যা অস্ত্রায়েন হস্তব্য্যাঃ, অধিকাঃ স্বাপেক্ষয়া প্রবলাঃ ॥৭৩॥
 নবত দুষ্টান্তাতাব ইত্যাহ পূৰ্ৱৈৱিতি । মার্গঃ পশ্চাচ্ কূটনীতিঃ ॥৭৩॥
 কৃতেষ্টি । নিবাসমেকত্রাবস্থানেন বিজ্রামন্ । নরাধিপা অশ্বপক্ষীয়াঃ ॥৭৪॥
 বাসিতি । ভৃশসংহৃষ্টাঃ সৰ্ব্বথা জয়লাভাৎ, সিংহানাং সজ্জবৎ সমূহা ইব ॥৭৫॥

এই ক্ষত্রে যে কূটনীতি প্রয়োগে বধ করান হইয়াছে, ইহা আপনারা মনে করিবেন না । শত্রুপক্ষ বহুতর কিংবা প্রবল হইলে, তাহাদিগকে নানাবিধ উপায়ে ও কূটনীতি প্রয়োগেই বধ করিতে হয় ॥৭২॥

অনুরহস্তা দেবতারা এই পথের অনুসরণ করিয়াছেন এবং পূৰ্ববর্তী সজ্জনেরাও এই পথ ধরিয়া চলিয়া গিয়াছেন ; আর এখনও বহুলোকই এই পথ অবলম্বন করিয়া থাকে ॥৭৩॥

আমরা কৃতকার্য হইয়াছি ; সুতরাং এই সায়াহ্নকালে বিজ্রাম করিবার ইচ্ছা করি এবং রাজারা সকলেও হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত বিজ্রাম করুন ॥৭৪॥

কৃষ্ণের এই সকল কথা শুনিয়া, পাঞ্চালগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, পাণ্ডব-গণের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥৭৫॥

(৭২) নৈতদ্ব্যনসি কর্তব্যং...মিথ্যাচৰ্য্যাচ্ছলোপায়ৈঃ...মি । (৭৩)...বিজ্রমাবো
 মর্যাদিথাঃ ।।—পি বদ বৰ্দ্ধ । (৭৪) ইতঃ পরং দাক্ষিণাত্যপুত্রকে পঞ্চ শ্লোকা অধিকা
 ব্রষ্টব্যঃ । * ‘...একবচনমোহধ্যায়ঃ’ পি বদ বৰ্দ্ধ বা সো, ‘...দ্বিবচনমোহধ্যায়ঃ’ মি ।

অষ্টপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

—:০০০:—

সঞ্জয় উবাচ ।

ততস্তে প্রযযুঃ সৰ্বে নিবাসায় মহীক্ষিতঃ ।

শঙ্খান্ প্রধাপয়ন্তো বৈ হৃষ্টাঃ পরিঘবাহবঃ ॥১॥

পাণ্ডবান্ গচ্ছতশ্চাপি শিবিরানি বিশাংপতে ! ।

মহেষ্वासোহম্বগাং পশ্চাৎ যুযুৎসুঃ সাত্যকিস্তথা ॥২॥

ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ ।

সৰ্বে চান্তে মহেষ্वासোঃ প্রযযুঃ শিবিরাগ্যুত ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । প্রাধাপয়ন্ অবাদয়ন্, মাধবঃ কৃষ্ণঃ ॥৭৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশতট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্কণি গদাযুদ্ধে সপ্তপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

:০:-

তত ইতি । নিবাসায় শিবিরেষবস্থানায়, মহীক্ষিতো রাজানঃ ॥১॥

পাণ্ডবানিতি । মহেষ্वासো মহাধনুর্ধরঃ, যুযুৎসুর্নাম বৈশ্রাণ্ডজাতো ধৃতরাষ্ট্রপুত্রঃ ॥২॥

ধৃষ্টেতি । দ্রৌপদেয়া দ্রৌপদ্যাঃ পুত্রাঃ, সর্বশঃ সৰ্বে ॥৩॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ । পাঞ্চালেরা দুৰ্য্যোধনকে নিহত দেখিয়া, আনন্দিত হইয়া,
শঙ্খধ্বনি করিতে থাকিল এবং কৃষ্ণও পাঞ্চজন্ত্য শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন ॥৭৬॥

—:০০:-—

সঞ্জয় বলিলেন—‘তাহার পর পরিঘ-অস্ত্রের আয় দৃঢ়বাহু রাজারা সকলে
আনন্দিত হইয়া, শঙ্খধ্বনি করিতে থাকিয়া, বিশ্রাম করিবার জন্য সেস্থান হইতে
প্রস্থান করিলেন ॥১॥

নরনাথ ! পাণ্ডবেরা শিবিরের দিকে গমন করিতে লাগিলে, মহাধনুর্ধর
সাত্যকি ও যুযুৎসু তাঁহাদের পিছমে পিছনে যাইতে থাকিলেন ॥২॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পুত্রেরা সকলে এবং অগ্ন্যায় মহাধনুর্ধরেরা সকলেও
শিবিরের দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥৩॥

(২)...শিবিরং নো বিশাংপতে । ০০ বর্জ দি । (৩)...যযুঃ শিবিরাগ্যুত—দি ।

ততস্তে প্রাবিশন্ পার্থা হতস্বিট্‌কং হতেশ্বরম্ ।
 দুৰ্য্যোধনশ্চ শিবিরং রঙ্গবদ্বিস্থিতে জনে ॥৪॥
 গতোঃসবং পুরমিব হতনাগমিব হ্রদম্ ।
 স্ত্রীবর্ষবরভূয়িষ্ঠং বৃদ্ধামাতৈরধিষ্ঠিতম্ ॥৫॥ (যুগ্মকম্)
 তত্রৈতান্ পয্যুপাতিষ্ঠন্ দুৰ্য্যোধনপুরঃসরাঃ ।
 কৃতাজ্জলিপুটা রাজান্ ! কাষায়মলিনান্সরাঃ ॥৬॥
 শিবিরং সমনুপ্রাপ্য কুরুরাজশ্চ পাণ্ডবাঃ ।
 অবতেরুম্ হারাজ ! রথেষ্টো রথসন্তমাঃ ॥৭॥
 ততো গাণ্ডীবধন্বানমভ্যভাষত কেশবঃ ।
 স্থিতঃ প্রিয়হিতে নিত্যমতীব ভরতর্ষভ ! ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । ততস্তে পার্থাঃ পাণ্ডবাঃ, জনে দর্শকলোকে, বিস্থিতে প্রস্থিতে সতি, রঙ্গবদ্রঙ্গালয়মিব, হতা ঈশ্বরভাবাদেব নষ্টা স্বিট্‌প্রভঃ যন্ত তৎ, হত ঈশ্বরঃ প্রভূর্যন্ত তচ্চ, দুৰ্য্যোধনশ্চ শিবিরং প্রাবিশন্ । হতনাগং হতসর্পম্ । স্ত্রিয়ো বর্ষবরাঃ স্ত্রীবাশ্চ ভূয়িষ্ঠা বহুলা যত্র তৎ ॥৪—৫॥

তত্রৈতি । পয্যুপাতিষ্ঠন্ প্রত্যাগচ্ছন্, দুৰ্য্যোধনশ্চ পুরঃসরা সম্মুখে স্থিতপূর্বাঃ ॥৬॥

শিবিরমিতি । কুরুরাজশ্চ দুৰ্য্যোধনশ্চ । রথসন্তমা রথিশ্রেষ্ঠাঃ ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—৪॥ বর্ষবরঃ ষণ্ডঃ ॥৫—৪১॥

ইতি শল্যপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥৫৮॥

তাহার পর পাণ্ডবেরা যাইয়া দুৰ্য্যোধনের শিবিরে প্রবেশ করিলেন । তখন সে শিবিরটির শোভা ছিল না, প্রভু নিহত হইয়াছিলেন এবং বৃদ্ধ অমাতোরা তাহাতে অবস্থান করিতেছিলেন ; সুতরাং সে শিবিরটী তৎকালে দর্শক লোকেরা চলিয়া গেলে রঙ্গালয়ের শ্রায় শূন্য, উৎসববিহীন নগরের তুল্য, আর সর্প রহিত হ্রদের শ্রায় রহিয়াছিল এবং তাহাতে স্ত্রীলোক ও নপুংসক ব্যক্তিরাই অধিক সংখ্যায় ৪—৫॥

রাজা ! তখন মলিন কাষায়বস্ত্রধারী দুৰ্য্যোধনের সম্মুখবর্তী লোকেরা কৃতাজ্জলি হইয়া আসিয়া, পাণ্ডবগণের সম্মুখে উপস্থিত হইল ॥৬॥

মহারাজ ! ক্রমে রথিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা দুৰ্য্যোধনের শিবিরের নিকটে যাইয়া, রথ হইতে অবতরণ করিলেন ॥৭॥

(৪)....হতস্বিট্‌কং....পি ।

অবরোপয় গাণ্ডীবমক্ষযো চ মহেশ্বধী ।
 অথাহমবরোক্ষ্যামি পশ্চাদ্ভরতসন্তম ! ॥৯॥
 স্বয়ংঐবাবরোহ স্বমেতং শ্রেয়স্তবানঘ ! ।
 তচ্চাকরোতথা বীরঃ পাণ্ডুপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥১০॥
 অথ পশ্চাত্ততঃ কৃষ্ণো রশ্মীনুৎসৃজ্য বাজিনাম্ ।
 অবারোহত মেধাবী রথাদ্গাণ্ডীবধন্বনঃ ॥১১॥
 তথাবতীর্ণে ভূতানামীশ্বরে স্তমহাঅনি ।
 কপিরন্তর্দধে দিব্যো ধ্বজে গাণ্ডীবধন্বনঃ ॥১২॥
 স দন্ধো দ্রোণকর্ণাভ্যাং দিব্যরস্ত্রের্মহারথঃ ।
 অনাদীপ্তাগ্নিনা ছাশ্ত প্রজজ্ঞান নহীপতে ! ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । গাণ্ডীবধন্বানমর্জুনম্ । অতীবপ্রিয়হিত ইতি সন্থকঃ ॥৮॥
 অবেতি । অবরোপয় রথাদবতারয়, অক্ষযো ক্ষেতুমশক্যো । অবরোক্ষ্যামি
 অবতরিষ্যামি ॥৯॥
 স্বয়মিতি । অবরোহ রথাদবতার, এতৎ সৰ্ব্বম্, শ্রেয়ো মঙ্গলকরম্ ॥১০॥
 অথেতি । রশ্মীনু মুখরজ্জুঃ । মেধাবী বুদ্ধিমান্ । তত এবৈতৎ করণমিতি ভাবঃ ॥১১॥
 তথেতি । ভূতানামীশ্বরে কৃষ্ণে । ধ্বজে ধ্বজচিহ্নভূতঃ ॥১২॥
 স ইতি । দন্ধো দাহোপযোগীকৃতঃ, তীয়েণ স্নেহাৎ অস্ত্রৈশ্চাশস্ত্রভ্যাং ন দন্ধ ইত্যশয়ঃ ।
 মহাংশাসৌ রথশ্চেতি মহারথঃ । অনাদীপ্তাগ্নিনা অপ্রজলিতবহ্নিনা ॥১৩॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তদনন্তর সর্বদাই পাণ্ডবগণের হিত ও প্রিয়কাৰ্য্যসাধনে নিরত কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন—॥৮॥

‘ভরতশ্রেষ্ঠ ! তুমি এই রথ হইতে তোমার গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তুণ দুইটা অবতরণ করাও ; তাহার পর আমি অবতরণ করিব ॥৯॥

নিষ্পাপ অর্জুন ! তুমি নিজেও রথ হইতে অবতীর্ণ হও ; এই সকল ব্যাপার তোমার পক্ষে মঙ্গলকর হইবে’ । তখন বীর অর্জুন তাহাই করিলেন ॥১০॥

তাহার পর বুদ্ধিমান কৃষ্ণ অশ্বগুলির মুখরজ্জু পরিত্যাগ করিয়া, সেই রথ হইতে অবতরণ করিলেন ॥১১॥

জগদীশ্বর ও অতিমহাত্মা কৃষ্ণ রথ হইতে অবতরণ করিলে, অর্জুনের ধ্বজস্থিত সেই অলৌকিক বানর অন্তর্হিত হইল ॥১২॥

(৯)...অক্ষযো চ মহেশ্বধী...নি । (১২)...কপিরপাশপাক্রামং সহদেবৈধ্বজা-
 নয়ৈঃ...নি ।

সোপানঙ্গঃ সরশ্চিঞ্চ সাখ্যঃ সযুগবন্ধুরঃ ।

ভস্মীভূতোহপতভূমৌ রথো গাণ্ডীবধ্বননঃ ॥১৪॥

তং তথা ভস্মভূতস্তু দৃষ্ট্বা পাণ্ডুহতাঃ প্রভো ! !

অভবন্ বিন্মিতা রাজন্ ! অৰ্জুনশ্চেদমত্রবীৎ ॥১৫॥

কৃতাজ্জলিঃ সপ্রণয়ং প্রণিপত্যাভিবাচ চ ।

গোবিন্দ ! কস্মাদভগবন্ ! রথো দক্ষোহয়মগ্নিনা ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)

কিমেতস্মাহদাশ্চর্য্যমভবদ্যদুনন্দন ! !

তস্মৈ ক্রহি মহাবাহো ! শ্রোতব্যং যদি মম্বসে ॥১৭॥

বাসুদেব উবাচ ।

অস্ত্রৈর্বহুবৈধৈর্দগ্ধঃ পূর্বমেবায়মৰ্জ্জুন ! !

মদধিষ্ঠিতত্বাৎ সমরে ন বিশীর্ণঃ পরস্তপ ! ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । উপাগর্ভে রথগতভূগৈঃ সহেতি সঃ । যুগৈর্বন্ধুরৈশ্চ সহেতি সঃ ॥১৪॥

তমিতি । তমৰ্জ্জুনরথম্ । প্রণিপত্য অবনতপূর্ণকারীভূয় ॥১৫—১৬॥

কিমিতি । এতদ্রথস্ত ভস্মীকরণম্ । শ্রোতব্যং মমেতি শেষঃ ॥১৭॥

রাজা ! দ্রোণ ও কর্ণ দিব্য অস্ত্রের অপ্রজ্বলিত অগ্নিদ্বারা সেই বিশাল রথখানাকে পূর্বেই সংলিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন ; সুতরাং তৎক্ষণাৎ তাহা জ্বলিয়া উঠিল ॥১৩॥

পরে অৰ্জ্জুনের সেই রথখানা তুণ, রজ্জু, অশ্ব, যুগকাষ্ঠ ও বন্ধুরকাষ্ঠের সহিত ভস্মীভূত হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥১৪॥

প্রভু ! রাজা ! পাণ্ডবেরা সেই রথখানাকে ভস্মীভূত দেখিয়া, বিস্ময়াগ্নর হইলেন এবং অৰ্জ্জুন অবনত ও কৃতাজ্জলি হইয়া, কৃষ্ণকে অভিবাদন করিয়া, বিনয়ের সহিত এই কথা বলিলেন—‘ভগবন্ ! গোবিন্দ ! এই রথখানা কেন অগ্নিতে দগ্ধ হইল ? ॥১৫—১৬॥

মহাবাহু যদুনন্দন ! এই গুরুতর আশ্চর্য্য ঘটনা হইল কেন ? ইহা যদি আমার শ্রোতব্য হয় বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে আমার নিকট বল’ ॥১৭॥

কৃষ্ণ বলিলেন—‘শক্রসস্তাপক অৰ্জ্জুন ! পূর্বেই এই রথখানা বহুবিধ অস্ত্রের তেজে দাহোপযোগী হইয়া রাখিয়াছিল ; কিন্তু আমি উহার উপরে ছিলাম বলিয়া, উহা ভস্ম হইয়া যায় নাই ॥১৮॥

(১৪)....সযুগবন্ধনঃ....নি । (১৮)....মদধিষ্ঠিতত্বাৎ সমরে...বন্ধ বর্জ্জ, দ্রোণকর্ণাভিনির্দগ্ধঃ...মদাধিষ্ঠিতত্বাৎ....নি ।

ইদানীন্তু বিশীর্ণোহয়ং দন্ধো ব্রহ্মাস্ত্রেতেজসা ।

ময়া বিমুক্তঃ কোন্তেয় ! স্বয্যাগ কৃতকৰ্ম্মণি ॥১৯॥

সঞ্জয় উবাচ ।

ঈষদুৎস্রয়মানশ্চ ভগবান্ কেশবোহরিহা ।

পরিষজ্য চ রাজানং যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥২০॥

দিত্যা জয়সি কোন্তেয় ! দিত্যা তে শত্রবো জিতাঃ ।

দিত্যা গাণ্ডীবধ্বা চ ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ ।

স্বধাপি কুশলী রাজন্ ! মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥২১॥

মুক্তা বীরক্ষ্যাদস্মাৎ সংগ্রামামিহতদ্বিবঃ ।

ক্ষিপ্রমুত্তরকালানি কুরু কার্য্যাণি ভারত ! ॥২২॥

উপযাতমুপপ্লব্যং সহ গাণ্ডীবধ্বনা ।

আনীয় মধুপৰ্কং মাং যৎ পুরা স্বমবোচথাঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

অষ্টৈরিতি । ন বিশীর্ণো ন ভস্মীভূতঃ, মদধিষ্ঠিতবাদেবেতি ভাবঃ ॥১৮॥

ইদানীমিতি । বিমুক্তশূন্তঃ । ইয়ন্তং কালং যানং সৰ্গশক্তিমতা ময়ৈবায়ং প্রকৃত ইতি ভাবঃ ॥১৯॥

ঈষদিতি । উৎস্রয়মানো হৃদ হসন্, অরিহা শত্রুহন্তা । পরিষজ্য আলিঙ্গ্য ॥২০॥

দিত্যেতি । দিত্যা ভাগ্যেন, তে স্বয়া । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥

মুক্তা ইতি । বীরগাং ক্ষয়ো যস্মিন্ তস্মাৎ, নিহতা দ্বিবঃ শত্রবো যস্মিন্ তস্মাৎ সংগ্রামাৎ মুক্তা দুয়ং কুশলেনৈব নির্গতাঃ । উত্তরকালানি পরকালকর্ত্তব্যানীত্যর্থঃ ॥২২॥

কুন্তীনন্দন ! এখন তুমি কৃতকার্য্য হইয়াছ, আমিও পরিত্যাগ করিয়াছি সেই জগুই ইহা এখন পূৰ্ব্বনিষ্কিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রের ভেঙ্গে ভস্ম হইয়া গেল' ॥১৯॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘তৎপরে শত্রুহন্তা ভগবান্ কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্তকরতঃ রজ্জ্বা যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—॥২০॥

‘কুন্তীনন্দন ! ভাগ্যবশতঃ আপনি বিজয়ী হইয়াছেন, ভাগ্যবশতঃ আপনি শত্রুগণকে জয় করিয়াছেন এবং ভাগ্যবশতই আপনি, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেব কুশলে রহিয়াছেন ॥২১॥

ভরতনন্দন ! বীরগণের ক্ষয় হইয়াছে এবং আপনার শত্রুরাও নিহত হইয়াছে ; অথ চ আপনারা অক্ষত দেহে মুক্তিলাভ করিয়াছেন । অতএব এখন আপনি পক্ষ কৰ্ত্তব্য কার্য্যগুলি সম্বরণ করুন ॥২২॥

এষ ভ্রাতা সখা চৈব তব কৃষ্ণ ! ধনঞ্জয়ঃ ।
 রক্ষিতব্যো মহাবাহো ! সৰ্ব্বাস্বাপৎস্বিতি প্রভো ! ॥২৪॥
 তব চৈবং ক্রবাণশ্চ তথৈত্যেবাহমক্রবম্ ।
 স সব্যাসাচী গুপ্তস্তে বিজয়ী চ জনেশ্বর ! ॥২৫॥ (বিশেষকম)
 ভ্রাতৃভিঃ সহ রাজেন্দ্র ! শূরঃ সত্যপরাক্রমঃ ।
 যুক্তো বীরক্শ্যাদস্ম্যাং সংগ্রামাল্লোমহর্ষণাৎ ॥২৬॥
 এবমুক্তস্ত কৃষ্ণেন ধর্ম্যরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 হৃষ্টরোমা মহারাজ ! প্রত্যাচ জনার্দনম্ ॥২৭॥
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।
 প্রমুক্তং দ্রোণকর্ণাভ্যাং ব্রহ্মাস্ত্রমরিমর্দন ! ।
 কস্তদন্যঃ সহেৎ সাক্ষাদপি বজ্রী পুরন্দরঃ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

উপেতি । উপযাতমুপস্থিতম্, উপপ্লবাং নাম বিরাটদেশীয়নগরবিশেষম্ । ভ্রাতা পিতৃষশ্চ
 পুত্রস্বাৎ । সব্যাসাচী অর্জুনঃ, ঞ্চপ্তো রক্ষিতঃ ॥২৩—২৫॥
 ভ্রাতৃভিরিতি । যুক্তঃ কুশলেন নির্গতঃ । বীর্যপাং কয়ো যস্মিন্ তস্মাৎ ॥২৬॥
 এবমিতি । হৃষ্টরোমা বিশ্বয়ানন্দবশাদ্রোমাক্ষিতদেহঃ ॥২৭॥
 প্রেতি । প্রমুক্তং নিক্শিপ্তম্ । বজ্রী বজ্রধারী, পুরন্দর ইন্দ্রঃ ॥২৮॥

আমি অর্জুনের সহিত উপপ্লবানগরে উপস্থিত হইলে, আপনি মধুপর্ক আনয়ন
 করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ‘কৃষ্ণ ! এই অর্জুন তোমার ভ্রাতা ও সখা ;
 অতএব মহাবাহু ! প্রভু ! তুমি ইহাকে সমস্ত আগদে রক্ষা করিবে’ । আপনি
 এইরূপ বলিতে লাগিলে, আমি বলিয়াছিলাম যে, ‘তাহাই হইবে’ । রাজা !
 আপনার সেই অর্জুনকে আমি রক্ষা করিয়াছি এবং ইনি বিজয়ীও
 হইয়াছেন ॥২৩—২৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! বীর ও যথার্থবিক্রমশালী অর্জুন ভ্রাতৃগণের সহিত অক্ষত দেহে
 বীরনাশক ও লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন’ ॥২৬॥

মহারাজ ! কৃষ্ণ এইরূপ বলিলে, ধর্ম্যরাজ যুধিষ্ঠির ষোমাক্ষিত দেহ হইয়া,
 কৃষ্ণকে বলিলেন ॥২৭॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—‘হে শক্রমর্দন ! দ্রোণ ও কর্ণকর্তৃক নিক্শিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র তুমি
 ভিন্ন অস্ত্র কোন্ ব্যক্তি সহ্য করিতে পারে, এমন কি বজ্রধারী ইন্দ্রও পারেন
 না ॥২৮॥

ভবতস্ত প্রসাদেন সংশপ্তকগণা জিতাঃ ।

মহারণগতঃ পার্থো যচ্চ নাসীৎ পরাঙ্গুথঃ ॥২৯॥

তথৈব চ মহাবাহো ! পর্য্যায়ৈর্বহুভির্ময়া ।

কৰ্মণামনুসন্তানং তেজসশ্চ গতিং শুভাম্ ॥৩০॥

উপপ্লব্যো মহর্ষিমে' কৃষ্ণদ্বৈপায়নোহত্রবীৎ ।

যতো ধর্মস্তুতঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্তুতো জয়ঃ ॥৩১॥

ইত্যেবমুক্তে তে বীরাঃ শিবিরং তব ভারত ! ।

প্রবিশ্য প্রত্যপদন্ত কোষরত্নদ্বিসংখ্যান্ ॥৩২॥

রজতং জাতরূপঞ্চ মণীনথ চ মৌক্তিকান্ ।

ভূষণাশ্চথ মুখ্যানি কঙ্কলাশ্চজিনানি চ ॥৩৩॥

দাসীদাসমসংখ্যেয়ং রাজ্যোপকরণানি চ ।

তে প্রাপ্য ধনমক্ষয়ং তদীয়ং ভরতর্বভ ! ।

উদক্রোশন্ মহাভাগা নরেন্দ্র ! বিজিতারয়ঃ ॥৩৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ভবত ইতি । পার্থঃ অর্জুনঃ ॥২৯॥

তথৈতি । তথৈব ভবতঃ প্রসাদেনৈব ; পর্য্যায়ৈঃ ক্রমৈঃ । কৰ্মণাং বিজয়ব্যাপারাগাম্
অনুসন্তানং পরম্পরাম্, তেজসঃ শক্তেশ্চ, শুভাং গতিমশ্বংপক্ষপ্রাপ্তো দৃষ্ট ইতি শেষঃ ॥৩০॥

উপেতি । যতো যত্র পক্ষে, ধর্মো বর্ত্তত ইতি শেষঃ, এবমশ্রুত । ততস্তত্র ॥৩১॥

ইতীতি । প্রত্যপদন্ত আয়ত্তীকৃতবস্তুঃ, কোষাণাং রত্নানামৃদ্ধীনাং বসনাদিসম্পদাঞ্চ
সংখ্যান্ ॥৩২॥

রজতমিতি । জাতরূপং স্বর্ণম্ । রাজ্যোপকরণানি ক্ষত্রেচামরাদীনি । অক্ষয়ং
ক্ষেতুমশক্যম্ । উদক্রোশন্ আনন্দকোলাহলমকুর্কন্ । যট্-পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩৩—৩৪॥

তোমারই অনুগ্রহে অর্জুন সংশপ্তকগণকে জয় করিয়াছেন এবং উনি যে,
মহাযুদ্ধে যাইয়াও পরাঙ্গুথ হন নাই, তাহাও তোমারই অনুগ্রহ ॥২৯॥

মহাবাহু ! আমি দেখিয়াছি যে, আমাদের পক্ষ তোমারই অনুগ্রহে ক্রমশঃ
বিজয় লাভ করিয়াছে এবং উত্তমভাবে শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিয়াছে ॥৩০॥

উপপ্লব্যানগরে মহর্ষি বেদব্যাস আমাকে বলিয়াছিলেন যে, 'যেখানে ধর্ম থাকে,
সেইখানে কৃষ্ণ থাকেন এবং যেখানে কৃষ্ণ থাকেন, সেইখানেই জয় থাকে' ॥৩১॥

ভরতনন্দন ! যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে, তাঁহারা সকলেই আপনার শিবিরে
প্রবেশ করিয়া, তত্রত্য ধন, রত্ন ও বস্ত্রপ্রভৃতি সম্পদ হস্তগত করিলেন ॥৩২॥

(২৯)....সংগ্রামে বহুবো হতাঃ...নি । (৩০) তথা তব...কৰ্মণামনুসন্তানোত্তেজস্বী
অগতি শ্রুত্যা—নি ।

তে তু বীরাঃ সমাশ্বস্ত বাহনাশ্চবমুচ্য চ ।
 অতিষ্ঠন্ত মুহুঃ সর্বে পাণ্ডবাঃ সাত্যকিস্তথা ॥৫৫॥
 অথাত্রবীৰ্মহারাজ ! বাহুদেবো মহাযশাঃ ।
 অস্মাভির্মঙ্গলার্থায় বস্তুব্যং শিবিরাদ্বহিঃ ॥৫৬॥
 তথেষুজ্ঞা হি তে সর্বে পাণ্ডবাঃ সাত্যকিস্তথা ।
 বাহুদেবেন সহিতা মঙ্গলার্থং বহির্হযুঃ ॥৫৭॥
 তে সমাসাশ্চ সরিতং পুণ্যামোঘবতীং নৃপ ! ।
 শ্রবসমথ তাং রাত্রিং পাণ্ডবা হতশত্রবঃ ॥৫৮॥
 ততঃ সংপ্রেময়ামাস্তুর্ধাদবং নাগসাহস্রয়ম্ ।
 স চ প্রায়াজ্জবেনাশু বাহুদেবঃ প্রতাপবান্ ।
 দারুকং রথহারোপ্য যেন রাজান্মিকাস্ততঃ ॥৫৯॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । সমাশ্বস্ত বিশ্রম্য, বাহনানি গজাশ্বাদীনি ॥৫৫॥
 অথেতি । বহির্ভিন্নদেশে ॥৫৬॥
 তথেতি । পাণ্ডবাঃ পঞ্চ ভ্রাতৃভ্যঃ ॥৫৭॥
 ত ইতি । ওঘবতীং নাম প্রাপ্তজ্ঞানম্ । শ্রবসন্ পটমণ্ডপে ॥৫৮॥

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা ! শত্রুবিজয়ী সেই মহাত্মা পাণ্ডবেরা আপনার সোণা, রূপা, মণি, মুক্তা, উত্তম অলঙ্কার, কন্থল, চর্ম্ম, অসংখ্য দাস ও দাসী, ছত্র ও চামরপ্রভৃতি রাজত্বের উপকরণ এবং অক্ষয় ধনসমূহ হস্তগত করিয়া, আনন্দকোলাহল করিতে লাগিলেন ॥৫৩—৫৪॥

সেই বীর পাণ্ডবেরা ও সাত্যকি হস্তী ও অশ্বপ্রভৃতি বাহনগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া, নিজেরাও কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া, সেই শিবিরেই কিয়ৎকাল অবস্থান করিলেন ॥৫৫॥

মহারাজ ! তাহার পর মহাযশা কৃষ্ণ বলিলেন—‘মঙ্গল লাভের জন্ত এই শিবিরের বাহিরে কোথাও যাইয়া, আমাদের আজ বাস করিতে হইবে’ ॥৫৬॥

‘তাহাই হউক’ এই কথা বলিয়া পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই এবং সাত্যকি ও কৃষ্ণ মঙ্গল লাভের জন্ত শিবিরের বাহিরে গমন করিলেন ॥৫৭॥

রাজা ! তৎপরে শত্রুবিজয়ী সেই পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রস্থিত পুৰ্ব্বোক্ত ওঘবতী-মদীর তীরে যাইয়া, সেই রাত্রি পটমণ্ডপের ভিতরে বাস করিতে লাগিলেন ॥৫৮॥

তমূচুঃ সংপ্রযাস্তস্তং শৈব্যস্বগ্রীববাহনম্ ।

প্রত্যাশ্বাসয় গান্ধারীং হতপুত্রাং তপস্বিনীম্ ॥৪০॥

স প্রায়াং পাণ্ডবৈরুক্তস্তং পুরং সাস্বতাং বরঃ ।

আসমাদ ততঃ ক্ষিপ্রং গান্ধারীং নিহতান্নজাম্ ॥৪১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপৰ্কণি
গদাযুদ্ধে কৃষ্ণশ্চ হস্তিনাপুরগমনে অষ্টপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । যাদবং কৃষ্ণম্, নাগসাহস্রং হস্তিনাম্ । জবেন বেগেন । দারুকং তদাখ্যং
সারথিম্, যেন যত্র স্থান ইত্যর্থঃ, অধিকান্ততো ধৃতরাষ্ট্রঃ । যট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩৯॥

তমিতি । উচুঃ পাণ্ডবাঃ, শৈব্যঃ স্নগ্রীবশ্চ নাম বাহনে অশ্বৌ যন্ত তম্ । হতাঃ পুত্রা
যন্তান্তাম্ । অতএব তপস্বিনীং শোচ্যাম্ ॥৪০॥

স ইতি । তৎপুরং হস্তিনানগরম্, সাস্বতাং সাহস্রবংশীয়ানাম্ ॥৪১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাণীশভট্টাচার্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপৰ্কণি গদাযুদ্ধে অষ্টপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

ভাহার পর পাণ্ডবেরা কৃষ্ণকে হস্তিনানগরে প্রেরণ করিলেন । প্রতাপশালী
কৃষ্ণও সারথি দারুককে রথে তুলিয়া লইয়া, যেস্থানে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন,
সেইস্থানে বেগে সত্বর গমন করিবার উপক্রম করিলেন ॥৩৯॥

কৃষ্ণ শৈব্য ও স্নগ্রীবনামক ঘোটকযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া প্রশ্রয় করিবেন,
এমন সময়ে পাণ্ডবেরা তাঁহাকে বলিলেন—‘কৃষ্ণ ! তুমি যাইয়া হতপুত্রা ও
শোচনীয় গান্ধারীদেবীকে আশ্বস্ত কর’ ॥৪০॥

পাণ্ডবেরা এইরূপ বলিলে, সাস্বতশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ হস্তিনানগরে যাইয়া, হতপুত্রা
গান্ধারীর নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৪১॥

—:~:—

(৪০)....হতপুত্রাং তপস্বিনীম্...নি । * ‘...দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ’ পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা শো,
...ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ’ নি ।

উনষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ

-:***:-

জনমেজয় উবাচ ।

‘কিমর্থং দ্বিজশার্দূল ! ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।

গান্ধার্য্যাঃ প্রেষয়ামাস বাসুদেবং পরন্তপম্ ॥১॥

যদা পূর্বং গতঃ কৃষ্ণঃ শমার্থং কৌরবান্ প্রতি ।

ন চ তং লব্ধবান্ কামং ততো যুদ্ধমভূদিদম্ ॥২॥

নিহতেষু চ যোধেষু হতে দুর্ঘ্যোধনে তদা ।

পৃথিব্যাং পাণ্ডবেয়শ্চ নিঃসপত্নে কৃতে যুধি ॥৩॥

বিদ্রুতে শিবিরে শূন্যে প্রাপ্তে যশসি চোত্তমে ।

কিম্ম তৎ কারণং ব্রহ্মন্ ! যেন কৃষ্ণো গতঃ পুনঃ ॥৪॥ (যুগ্মকম্)

ন চৈতৎ কারণং ব্রহ্মন্ ! অল্লং বৈ প্রতিভাতি মে ।

যত্রাগমদমেয়াত্মা স্বয়মেব জনার্দিনঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । যুধিষ্ঠির ইতি সর্বপাণ্ডবোপলক্ষণং পূর্বং তথৈবোক্তবাৎ ॥১॥

যদেতি । শমার্থং সন্ধিনিবন্ধনশাস্ত্যর্থম্ । এতদগমনমপি তথৈব ভবেদिति ভাবঃ ॥২॥

নিহতেষিতি । নিঃসপত্নে শত্রোরভাবে । বিদ্রুতে দ্রুতং প্রবিষ্টে ॥৩—৪॥

নেতি । প্রতিভাতি বুদ্ধিবিষয়ীভবতি । অমেয়াত্মা অজ্ঞেয়স্বভাবঃ ॥৫॥

জনমেজয় বলিলেন—‘ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির গান্ধারীর নিকটে শত্রুসম্ভাপক কৃষ্ণকে কি নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন ? ॥১॥

কৃষ্ণ পূর্বের যখন সন্ধিস্থাপন করিবার জন্ত কৌরবগণের নিকট গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি সে অভীষ্ট লাভ করেন 'নাই ; সেই জন্তই এই যুদ্ধ হইয়া গেল ॥২॥

ব্রাহ্মণ ! কৌরবপক্ষের যোদ্ধারা নিহত, দুর্ঘ্যোধন ভূপাতিত, পৃথিবীতে যুধিষ্ঠিরের শত্রুর অভাব, শূন্য শিবিরে প্রবেশ এবং উত্তম যশোলাভ হইয়া গেলে পরও যে, কৃষ্ণ হস্তিনায় গমন করিলেন, তাহার কারণ কি ? ॥৩—৪॥

ব্রাহ্মণ ! আমার মনে হয়—এটা ক্ষুদ্র কারণ হইবে না ; যেহেতু অজ্ঞেয়-স্বভাব স্বয়ং কৃষ্ণই গমন করিয়াছিলেন ॥৫॥

তত্ত্বতো বৈ সগাচক্ষু সৰ্ব্বমধ্বযু সত্তম ! ।

যচ্চাত্ত্ব কারণং ব্রহ্মণ ! কার্য্যস্তাশ্চ বিনিশ্চয়ে ॥৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ঐদ্যুক্তোহয়মনুপ্রশ্নো যন্মাং পৃচ্ছসি পার্থিব ! ।

তত্তেহং সংপ্রবক্ষ্যামি যথাবদভরতর্ষভ ! ॥৭॥

হতং দুর্ঘোধানং দৃষ্ট্বা ভীমসেনেন সংযুগে ।

ব্যুৎক্রম্য সময়ং রাজন্ ! ধার্ত্তরাষ্ট্রং মহাবলম্ ॥৮॥

অত্মায়েন হতং দৃষ্ট্বা গদায়ুদ্ধেন ভারত ! ।

যুধিষ্ঠিরং মহারাজ ! মহদ্রয়মথাবিশং ॥৯॥

চিন্তয়ানং মহাভাগাং গান্ধারীং তপসাস্বিতাম্ ।

ঘোরেণ তপসা যুক্তাং ত্রৈলোক্যমপি সা দহেৎ ॥১০॥ (বিশেষকম)

তস্য চিন্তয়মানস্য বুদ্ধিঃ সমভবত্তদা ।

গান্ধার্যাঃ ক্রোধদীপ্তায়াঃ পূৰ্ব্বং প্রশমনং ভবেৎ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

তত্ত্বত ইতি । হে অধ্বযু সত্তম ! যজুর্বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ ! । বিনিশ্চয়ে নিশ্চয়েন সম্পাদনে ॥৬॥

ঐদিত্তি । তব যুক্তস্বদ্যুক্তস্তবৈবোচিত ইত্যর্থঃ ॥৭॥

হতমিতি । ব্যুৎক্রম্য উল্লঙ্ঘ্য, সময়ং গদায়ুদ্ধনিয়মম্, নাভেরধোদেশে গদাঘাত এব গদায়ুদ্ধনিয়মবিরুদ্ধ ইতি ভাবঃ । অত্মায়েন উক্তাদেব হেতোঃ । সা গান্ধারী ॥৮—১০॥

যজুর্বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ! নিশ্চিতভাবে অভীষ্ট কার্য্য সম্পাদনবিষয়ে যাহা কারণ, তাহা আপনি আমার নিকট যথার্থরূপে বলুন ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা ! এইরূপ প্রশ্ন করা আপনার পক্ষে সঙ্গত বটে ; অতএব আমি আপনার নিকট যথাযথভাবে তাহার উত্তর বলিতেছি ॥৭॥

ভরতনন্দন মহারাজ ! ভীমসেন গদায়ুদ্ধের নিয়ম অতিক্রম করিয়া, অত্মায়া-ভাবে যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র মহাবল দুর্ঘোধানকে নিহত করিয়াছেন দেখিয়া এবং মহাভাগা গান্ধারীদেবী ভয়ঙ্কর তপস্তাসম্পাদনা ; সুতরাং তিনি শাপের প্রভাবে ত্রিভুবনও দগ্ধ করিতে পারেন, ইহা ভাবিয়া, যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ভীত হইলেন ॥৮—১০॥

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই যুধিষ্ঠিরের এই বুদ্ধি জন্মিল যে, পূর্বেই ক্রোধানলে প্রজ্জ্বলিতা গান্ধারীর ক্রোধের শাস্তি করা উচিত ॥১১॥

সা হি পুত্রবধং শ্রুত্বা কৃতমস্মাভিরীদৃশম্ ।
 মানসেনমগ্নিনা ক্রুকা ভস্মপামঃ করিষ্যতি ॥১২॥
 কথং দুঃখমিদং তীব্রং গান্ধারী সংপ্রশক্ষ্যতি ।
 শ্রুত্বা বিনিহতং পুত্রং ছলেনাজিহ্মযোধিনম্ ॥১৩॥
 এবং বিচিন্ত্য বহুধা ভয়শোকসমম্বিতঃ ।
 বাহুদেবমিদং বাক্যং ধর্ম্মরাজোহভ্যভাষত ॥১৪॥
 তব প্রসাদাদ্গোবিন্দ ! রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ।
 অপ্রাপ্য মনসাপীদং প্রাপ্তমস্মাভিরচ্যুত ! ॥১৫॥
 প্রত্যক্ষং মে মহাবাহো ! সংগ্রামে লোমহর্ষণে ।
 বিমর্দঃ স্তমহান্ প্রাপ্তস্ত্বয়া যাদবনন্দন ! ॥১৬॥
 ত্বয়া দেবাহুরে যুদ্ধে বধার্থমমরদ্বিষাম্ ।
 যথা সাহ্যং পুরা দত্তং হতাশচ বিবুধদ্বিষঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

তন্ত্বেতি । ক্রোধেন দাপ্তায়াঃ প্রজ্জলিতায়াঃ, প্রশমনং ক্রোধনিবৃত্তিকরণম্ ॥১১॥
 সেতি । ঈদৃশমত্যাযাম্ । মানসেন মনোবর্ত্তিনা, অগ্নিনা ক্রোধানলেন ॥১২॥
 কথমিতি । সংপ্রশক্ষ্যতি সোচুমিতি শেবঃ । অজিহ্মযোবিনং ত্রায়েন যুদ্ধকা রিণম্ ॥১৩॥
 এবমিতি । ভয়ং গান্ধার্যাঃ শাপভীতিঃ, শোকশচ তদুদ্রবস্থান্শরণং ॥১৪॥
 তবেতি । অপ্রাপ্যং প্রবলশত্রুকরায়ত্ত্বাদিতি ভাবঃ ॥১৫॥
 প্রত্যক্ষমিতি । বিমর্দ আক্রমণসংঘর্ষঃ ॥১৬॥

আমরা এইরূপ অগ্নায়ভাবে পুত্রকে নিহত করিয়াছি ইহা শুনিয়া, গান্ধারী-
 দেবী ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া, আমাদেরগকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন ॥১২॥

পুত্র দুর্ঘোষন আয়ভাবে যুদ্ধ করিতেছিলেন ; কিন্তু আমরা তাঁহাকে ছলপূর্ব্বক
 বধ করিয়াছি ইহা শুনিয়া, গান্ধারী কি প্রকারে তীব্র দুঃখ সহ করিতে
 পারিবেন ॥১৩॥

যুদ্ধটির এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া ভয়ে ও শোকে আকুল হইয়া,
 কৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন—॥১৪॥

'গোবিন্দ ! অচ্যুত ! মনেরও অগোচর এই নিষ্কণ্টক রাজ্য, তোমারই অনুগ্রহে
 আমরা পাইয়াছি ॥১৫॥

মহাবাহু যাদবনন্দন ! তুমি আমাদের সমক্ষেই লোমহর্ষণ যুদ্ধে গুরুতর
 সম্ভর্ষ ভোগ করিয়াছ ॥১৬॥

সাহং তথা মহাবাহো ! দত্তমস্মাকমচ্যুত ! ।
 সারথ্যেন চ বাস্ক্যেয় ! ভবতা হি বৃতা বয়ম্ ॥১৮॥ (যুগ্মকম্)
 যদি ন হুং ভবেন্নাথঃ ফাল্গুনশ্চ মহারণে ।
 কথং শক্যো রণে জেতুং ভবেদেষ বলার্ণবঃ ॥১৯॥
 গদা প্রহারো বিপূলাঃ পরিবৈশ্চাপি তাড়নম্ ।
 শক্তিভির্ভিন্দিপালৈশ্চ তোমরৈঃ সপরশ্বধৈঃ ॥২০॥
 অস্মৎকৃতে ত্বয়া কৃষ্ণ ! বাচঃ স্থপুরুষাঃ শ্রুতাঃ ।
 শস্ত্রাণাঞ্চ নিপাতা বৈ বজ্রম্পর্শোপমা রণে ॥২১॥ (যুগ্মকম্)
 তে চ তে সফলা যাতা হতে দুৰ্য্যোধনেহচ্যুত ! ।
 তৎ সর্বং ন যথা নশ্চেৎ পুনঃ কৃষ্ণ ! তথা কুরু ॥২২॥
 সন্দেহদোলাং প্রাপ্তং নশ্চেতঃ কৃষ্ণ ! জয়ে সতি ।
 গান্ধার্যা হি মহাবাহো ! ক্রোধং বুদ্ধ্যস্ব মাধব ! ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

অয়েতি । সাহং সাহায্যম্, সাহায্যার্থে সাহশব্দো যুনিষু রূঢ় ইতি প্রাগপি বহুশ উক্তম্,
 বৃত্তা আবৃত্তা ইব, তথা ভবতৈব বিপক্ষাঘাতনিবারণাদিত্যাশয়ঃ ॥১৭—১৮॥

যদীতি । নাথো রক্ষকঃ, ফাল্গুনশ্চ অর্জুনশ্চ ॥১৯॥

গদেতি । গোঢ়া ইত্যাদিকং যথাসম্ভবমুহম্ । স্থপুরুষা অতিনিষ্ঠুরাঃ ॥২০—২১॥

ত ইতি । তৎ সর্বং রাজ্যলাভাদিকম্ । নশ্চেৎ গান্ধারীকোপেনেতি ভাবঃ ॥২২॥

মহাবাহু বৃক্ষিনন্দন ! তুমি পূর্বকালে অশুরগণের বধের জন্য দেবাসুরযুদ্ধে
 যেমন দেবগণের সাহায্য ও অশুরগণকে বধ করিয়াছিলে, সেইরূপই এই যুদ্ধে
 আমাদেরও সাহায্য করিয়াছ এবং তুমি অর্জুনের সারথ্য অবলম্বন করিয়া, যুদ্ধের
 সময় আমাদেরই যেন আবৃত রাখিয়াছ ॥১৭—১৮॥

কৃষ্ণ ! তুমি যদি মহাযুদ্ধে অর্জুনের রক্ষক না হইতে ; তাহা হইলে, অর্জুন
 কি করিয়া এই সৈন্যসাগর জয় করিতে সমর্থ হইতেন ॥১৯॥

কৃষ্ণ ! তুমি আমাদের জন্যই অনেক গদাঘাত এবং পরিষ, শক্তি, ভিন্দিপাল,
 তোমর, পরশু ও বজ্রম্পর্শতুল্য অস্ত্রাণ্ড অস্ত্রপ্রহার সহ করিয়াছ এবং অনেক নিষ্ঠুর
 রাক্ষস গুনিয়াছ ॥২০—২১॥

কৃষ্ণ অচ্যুত ! আজ দুৰ্য্যোধন নিহত হওয়ায় তোমার সে সমস্ত সহ করাই
 সফল হইয়াছে । আবার গান্ধারীর কোপে যাহাতে সে সকল নষ্ট না হয়,
 তাহা কর ॥২২॥

(২৩) সন্দেহদোলাং প্রাপ্তাঃ ন প্রাপ্তে কৃষ্ণ ! জয়ে সতি...পি,...ক্রোধস্ত শময়...নি ।

সা হি নিত্যং মহাভাগা তপসোগ্রাণে কৰ্ষিতা ।
 পুত্রপৌত্রবধং শ্রদ্ধাং ধ্রুবং নঃ সংপ্রদক্ষ্যতি ।
 তস্তাঃ প্রসাদনং বীর ! প্রাপ্তকালং মতং যম ॥২৪॥
 কশ্চ তাং ক্রোধতাত্ত্বিকীং পুত্রব্যসনকৰ্ষিতাম্ ।
 বীক্ষিতুং পুরুষঃ শক্তস্তায়তে পুরুষোত্তম ! ॥২৫॥
 তত্র মে গমনং প্রাপ্তং রোচতে তব মাধব ! ।
 গান্ধার্যাঃ ক্রোধদীপ্তায়াঃ প্রশমার্থমরিন্দম ! ॥২৬॥
 হুং হি কৰ্ত্তা বিকৰ্ত্তা চ লোকানাং প্রভবাপ্যয়ঃ ।
 হেতুকারণসংযুক্তৈর্বাক্যৈঃ কালসমীরিতৈঃ ॥২৭॥
 ক্ষিপ্রমেব মহাপ্রাজ্ঞ ! গান্ধারীং শময়িষ্যসি ।
 পিতামহশ্চ ভগবান্ কৃষ্ণস্তত্র ভবিষ্যতি ॥২৮॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

সন্দেহেতি । গান্ধার্যাঃ কোপেন হি পুনঃ সৰ্বনাশসম্ভব ইতি ভাবঃ ॥২৩॥
 সেতি । কৰ্ষিতা ক্লীকৃতশরীরা । প্রাপ্তকালমেতৎকালোচিতম্ । ষট্-পাদঃ শ্লোকঃ ॥২৪॥
 অথ যুগ্মকমেকতমন্তত্র গচ্ছতিতাহ ক ইতি । পুত্রাণাং ব্যসনেন ধ্বংসেন কৰ্ষিতাং
 ক্লুপ্তিতাম্ ॥২৫॥

তত্রেতি । প্রাপ্তমুচিতম্ । ক্রোধেন দীপ্তায়াঃ প্রজ্জলিতায়াঃ ॥২৬॥

অমিতি । কৰ্ত্তা প্রকৃতাবস্থাকারী, বিকৰ্ত্তা বিকৃতিকারী, প্রভবত্যাঙ্গাদিতি প্রভব
 উৎপত্তিকারণম্, অপ্যেত্যঙ্গাদিতি, প্যয়ঃ সংহারকারণঞ্চ । হেতুযুক্তিঃ কারণঞ্চ তাভ্যাং
 সংযুক্তৈঃ, কালসমীরিতৈঃ অবসরক্রমেণোক্তৈঃ । পিতামহঃ অশ্বাকম্, পাণ্ডাঃ পিতৃহা-

মহাবাহু কৃষ্ণ মাধব ! জয় হইয়া গেলেও আমাদের মন সন্দেহদোলায়
 হুলিতেছে । কারণ, গান্ধারীর কোপের বিষয়টা একবার ভাবিয়া দেখ ॥২৩॥

মহাভাগা গান্ধারীদেবী ভয়ঙ্কর তপস্যা করিতে থাকিয়া, শরীরটিকে ক্লশ
 করিয়াছেন ; তিনি পুত্র ও পৌত্রপ্রভৃতির বধবৃত্তান্ত শুনিয়া নিশ্চয়ই আমাদিগকে
 শাপানলে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন । অতএব বীর ! বর্তমান সময়ে তাঁহাকে প্রশম
 করা উচিত ইহাই আমার মত ॥২৪॥

পুরুষোত্তম ! তুমি ব্যতীত অণ্ড কোন্ ব্যক্তি পুত্রমৃত্যুশ্রবণক্লুপ্তিতা ও ক্রোধে
 আরক্তমন্যনা সেই গান্ধারীদেবীকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে ? ॥২৫॥

শত্রুদমনকারী কৃষ্ণ ! ক্রোধে প্রজ্জলিত সেই গান্ধারীদেবীর ক্রোধ নিবৃত্তি
 করার জন্ত তোমারই সেইখানে যাওয়া উচিত ; ইহাই আমার অভিমত ॥২৬॥

মহাপ্রাজ্ঞ ! তুমি লোকের প্রকৃত অবস্থা ও বিকৃত অবস্থা দুইই করিতে

সৰ্ব্বথা তে মহাবাহো ! গান্ধার্যাঃ ক্রোধনাশনম্ ।
 কৰ্ত্তব্যং সান্ধতাং শ্ৰেষ্ঠ ! পাণ্ডবানাং হিতাৰ্থিনা ॥২৯॥
 ধৰ্ম্মরাজস্য বচনং শ্ৰুত্বা যদুকুলোদ্ধহঃ ।
 আমন্ত্য দারুকং প্রাহ রথঃ সজ্জং বিধীয়তাম্ ॥৩০॥
 কেশবস্য বচঃ শ্ৰুত্বা স্বরমাণোহথ দারুকঃ ।
 ন্যবেদয়দ্রুথং সজ্জং কেশবায় মহাঅনে ॥৩১॥
 তং রথং যাদবশ্ৰেষ্ঠঃ সমারুহ পরন্তপঃ ।
 জগাম হস্তিনপুরং স্বরিতঃ কেশবো বিভূঃ ॥৩২॥
 ততঃ প্রায়শ্চহারাজ ! মাধবো ভগবান্ রথী ।
 নাগসাম্বয়মাসাশ্চ প্রবিবেশ চ বীর্যবান্ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

দিত্যাশয়ঃ, কৃষ্ণঃ কৃষ্ণদৈপায়নঃ, তত্র গান্ধারীসমীপে, ভবিষ্যতি স্থাপতি । স চ গান্ধার্যাঃ
 প্রসাদনে তব সাহায্যং করিষ্যতীতি ভাবঃ ॥২৭—২৮॥

সৰ্ব্বথেতি । তে ভয়া । সাবতাং তদংশীয়ানাম্ ॥২৯॥

ধৰ্ম্মেতি । যদুকুলোদ্ধহো যদুবংশধুরক্ষরঃ কৃষ্ণঃ ॥৩০॥

কেশবন্তেতি । সজ্জং ধ্বজপতাকাখাদিভিযুক্তম্ ॥৩১॥

তমিতি । বিভূঃ সৰ্ব্বশক্তিমান্ ॥৩২॥

পার এবং তুমি জগতের সৃষ্টিকর্তা ও সংহারকর্তা ; সুতরাং তুমি যুক্তিযুক্ত ও
 তৎকালোচিত বাক্যদ্বারা গান্ধারীদেবীকে প্রসন্ন করিতে পারিবে । বিশেষতঃ
 তখন সেস্থানে সম্ভবতঃ আমাদের পিতামহ ভগবান্ বেদব্যাস উপস্থিত
 থাকিবেন ॥২৭—২৮॥

মহাবাহু সান্ধতশ্ৰেষ্ঠ ! তুমি পাণ্ডবগণের হিতৈষী বলিয়া সৰ্ব্বপ্রকারে
 গান্ধারীদেবীর ক্রোধ নিবৃত্তি তোমারই করা উচিত ॥২৯॥

যদুকুলধুরক্ষর কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া, নিজ সারথি দারুককে ডাকিয়া
 বলিলেন—‘আমার রথ সজ্জিত কর’ ॥৩০॥

দারুক কৃষ্ণের আদেশ শুনিয়া, স্বরাস্ত্রিত হইয়া যাইয়া, পুনরায় আসিয়া কৃষ্ণকে
 জানাইল যে, রথ সজ্জিত হইয়াছে ॥৩১॥

পরে সৰ্ব্বশক্তিমান্, যদুবংশশ্ৰেষ্ঠ ও শক্রসম্ভাপকারী কৃষ্ণ সেই রথে আরোহণ
 করিয়া, সম্বর হস্তিনানগরের দিকে প্রস্থান করিলেন ॥৩২॥

(৩০)....রথসজ্জা বিধীয়তাম্—পি ।

প্রবিশ্ব নগরীং বীরো রথঘোষণে নাদয়ন্ ।
 বিদিতো ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সৌহবতীর্য্য রথোত্তমাং ॥৩৪॥
 অভ্যগচ্ছদদীনাশ্চা ধৃতরাষ্ট্রনিবেশনম্ ।
 পূর্ব্বক্কাভিগতং তত্র সৌহপশ্যদৃষিসত্তমম্ ॥৩৫॥ (যুগ্মকম্)
 পাদৌ প্রপীড়্য কৃষ্ণশ্চ রাজ্ঞশ্চাপি জনার্দনঃ ।
 অভ্যবাদয়দব্যগ্রো গান্ধারীক্যাপি কেশবঃ ॥৩৬॥
 ততস্ত্ব যাদবশ্রেষ্ঠে ধৃতরাষ্ট্রমধোক্শজঃ ।
 পাণিমালাম্য রাজেন্দ্র ! স্বশ্বরং প্ররুরোদ হ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । নাগসাহস্রং হস্তিনানগরম্ ॥৩৩॥
 প্রবিশ্বেতি । বিদিতো রথঘোষণৈব । অদীনাশ্চা অকাতরচিত্তঃ ॥৩৪—৩৫॥
 পাদাঘিতি । কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণদৈপায়নশ্চ, রাজো ধৃতরাষ্ট্রশ্চ ॥৩৬॥
 তত ইতি । ধৃতরাষ্ট্রং তদীয়ম্, অধোক্শজঃ কৃষ্ণঃ । স্বশ্বরং যুক্তকণ্ঠম্ ॥৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

কিমর্থমিতি ॥১—২৬॥ হেতুকারণসংযুক্তৈঃ হেতবো দৃষ্টা অপরাধাঃ, কারণানি অদৃষ্টা-
 গ্ৰবশস্তাবীনি, তৈর্যুক্তানি তৈঃ ॥২৭—৩২॥ প্রায়াদগচ্ছং ॥৩৩—৩৫॥ কৃষ্ণশ্চ
 ব্যাসশ্চ ॥৩৬—৩৭॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্কণি শ্রীমৎপদবাক্যপ্রমাণ
 মধ্যাদাধুরন্ধরচতুর্ধ্বীরণবংশনতংশ্রীগোবিন্দহরিশঙ্করশ্রীনীলকণ্ঠবিরচিত্তে ভারতভাবদীপে
 শল্যপর্কার্ণপ্রকাশে উনষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥৫৯॥

মহারাজ ! রথারোহী ভগবান্ কৃষ্ণ যাইতে যাইতে নিকটবর্তী হইয়া, হস্তিনা-
 নগরে প্রবেশ করিলেন ॥৩৩॥

বীর কৃষ্ণ রথের শব্দে সমস্ত দিক্ নিনাদিত করিতে থাকিয়া, হস্তিনানগরে
 প্রবেশ করিয়া, উত্তম রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, অকাতরচিত্তে ধৃতরাষ্ট্রের
 গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং সেস্থানে পূর্বেই সমাগত বেদব্যাসকে দেখিতে
 পাইলেন ; ওদিকে ধৃতরাষ্ট্রও রথের শব্দে কৃষ্ণ আসিয়াছেন বলিয়া জানিতে
 পারিলেন ॥৩৪—৩৫॥

ক্রমে কৃষ্ণ অনাকুলভাবে বেদব্যাস, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর চরণ স্পর্শ করিয়া,
 তাহাদিগকে অভিবাदन করিলেন ॥৩৬॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর যজুবংশপ্রধান কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের হস্ত ধারণ করিয়া,
 যুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন ॥৩৭॥

স মুহূর্তাদিবোৎসৃজ্য বাষ্পং শোকসমুদ্ভবম্ ।
 প্রক্ষাল্য বারিণা নেত্রে হ্রাচম্য চ যথাবিধি ।
 উবাচ প্রসৃতং বাক্যং ধৃতরাষ্ট্রমরিন্দমঃ ॥৩৮॥
 ন তেহস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদ্ভূতভব্যশ্চ ভারত ! ।
 কালশ্চ চ যথারূতং তন্তে স্থবিদিতং প্রভো ! ॥৩৯॥
 যতিতং পাণ্ডবৈঃ সর্বৈস্তব চিত্তানুরোধিভিঃ ।
 কথং কুলক্ষয়ো ন স্মাতথা ক্ষত্রশ্চ ভারত ! ॥৪০॥
 ভ্রাতৃভিঃ সময়ং কৃষ্ট্বা কাস্তবান্ ধর্ম্ববৎসলঃ ।
 দ্যুতচ্ছলজিতৈঃ শুদ্ধৈর্বনবাসোহভ্যুপাগতঃ ॥৪১॥
 অজ্ঞাতবাসচর্যা চ নানাবেশসমারূতৈঃ ।
 অন্তে চ বহবঃ ক্লেশাস্ত্বশক্ৈরিব নিত্যদা ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । আচম্য বাষ্পত্যাগনিবন্ধনাপবিত্রত্বব্যাপোহনার্থম্ । ঘটপাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৮॥
 নেতি । ভূতভব্যশ্চ অতীতবর্তমানশ্চ । বৃন্তং বৃত্তান্তঃ ॥৩৯॥
 যতিতমিতি । যতিতং যত্নঃ কৃতঃ । ক্ষত্রশ্চ ক্ষত্রিয়গণশ্চ তথা ক্ষয়ঃ ॥৪০॥
 ভ্রাতৃত্বিরিতি । কাস্তবান্ ঘৎপুত্রাণামত্যাচারং সোচবান্ । অভ্যুপাগতঃ অঙ্গীকৃতঃ ॥৪১॥
 অজ্ঞাতেতি । নানাবেশসমারূতৈঃ কঙ্কাদিরূপধারিভিঃ । ক্লেশাঃ সোচা ইতি শেষঃ ॥৪২॥

তৎপরে শত্রুদমনকারী কৃষ্ণ শোকসঞ্জাত অশ্রুজল সংবরণপূর্বক, জলদ্বারা নয়নযুগল প্রক্ষালন ও আচমন করিয়া, বিস্মৃতভাবে ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিলেন—॥৩৮॥

‘ভরতনন্দন মহারাজ ! অতীত ও বর্তমান কালের কোন ঘটনাই আপনার অবিদিত নাই এবং যে সকল ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, সে সমস্তই আপনার বিশেষভাবে জানা আছে ॥৩৯॥

ভরতনন্দন ! যাহাতে বংশের ও ক্ষত্রিয়গণের ক্ষয় না হয়, তাহার জগু আপমার চিন্তাসুবর্তী পাণ্ডবেরা সকলেই যত্ন করিয়াছিলেন ॥৪০॥

ধর্ম্ববৎসল যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া, সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া, সমস্ত কষ্টই সহ্য করিয়াছেন এবং নির্দোষ পাণ্ডবেরা দ্যুতক্রীড়ায় শকুনির শঠতায় পরাজিত হইয়া, বনবাস স্বীকার করিয়াছেন ॥৪১॥

তাহারা নানাবিধ বেশ ধারণ করিয়া, বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাস করিয়াছেন এবং সর্বদা অসমর্থের স্থায় থাকিয়া, অগ্নি বহুবিধ ক্লেশও সহ্য করিয়াছেন ॥৪২॥

(৩৮)·· উবাচ প্রসৃতং বাক্যং—বহ ।··উবাচপ্রতিভং বাক্যং··নি ।

ময়া চ স্বয়মাগম্য যুদ্ধকাল উপস্থিতে ।
 সৰ্বলোকস্য সাম্বিধ্যে গ্রামাংস্ত্বং পঞ্চ যাচিতঃ ॥৪৩॥
 ত্বয়া কালোপশৃষ্টেন লোভতো নাপবর্জিতাঃ ।
 তবাপরাধামৃপতে ! সৰ্বং ক্ষত্রং ক্ষয়ং গতম্ ॥৪৪॥
 ভীয়েণ সোমদন্তেন বাহ্লীকেন কৃপেণ চ ।
 দ্রোণেন চ সপুত্রেন বিদুরেণ চ ধীমতা ।
 যাচিতস্ত্বং শমং নিত্যং ন চ তৎ কৃতবানসি ॥৪৫॥
 কালোপহতচিত্তো হি সৰ্ব্বো মুহুতি ভারত ! ।
 যথা যুটো ভবান্ পূৰ্ব্বমগ্নিমর্ষে সমুদ্রতে ॥৪৬॥
 কিমন্যৎ কালযোগাদ্ধি দিষ্টমেব পরায়ণম্ ।
 মা চ দোষান্মহাপ্রাজ্ঞ ! পাণ্ডবেষু নিবেশয় ॥৪৭॥
 অল্লোহপ্যতিক্রমো নাস্তি পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ।
 ধর্ম্যতো ন্যায়তশ্চৈব স্নেহতশ্চ পরস্তপ ! ॥৪৮॥

ভারতকৌমুদী

ময়েতি । যাচিতঃ পরিশেষে পাণ্ডবার্হ ইতি ভাবঃ ॥৪৩॥

ত্বয়েতি । কালোপশৃষ্টেন কালপ্রেরিতেন, নাপবর্জিতান্তে পঞ্চ গ্রামা অপি ন দত্তাঃ ॥৪৪॥

ভীয়েণেতি । সপুত্রেন অশ্বখামসহিতেন । শমং সন্ধিনিবন্ধনাং শান্তিম্ । যট্পাদঃ ॥৪৫॥

কালেতি । কালেন উপহতঃ সদর্শনির্গ্নাক্ষমীকৃতঃ চিত্তং যন্ত সঃ । সমুদ্রতে উপস্থিতে ॥৪৬॥

কিমিতি । দিষ্টং দৈবম্, পরায়ণম্ অগ্নিন্ কয়ে পরমো হেতুঃ ॥৪৭॥

তার পর যুদ্ধের কাল উপস্থিত হইলে, আমি নিজে আসিয়া, সমস্ত লোকের সমক্ষে পাণ্ডবগণের জন্ত আপনার নিকটে পাঁচখানি গ্রাম চাহিয়াছিলাম ॥৪৩॥

কিন্তু আপনি কালপ্রেরিত ও লোভাকুষ্ট হইয়া, তখন তাহা দেন নাই : অতএব রাজা ! আপনার অপরাধেই সমস্ত ক্ষত্রিয় ক্ষয় পাইয়াছে ॥৪৪॥

বুদ্ধিমান্ ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বখামা, বিদুর, সোমদন্ত ও বাহ্লীক সর্বদাই আপনার নিকট সন্ধি-শান্তির প্রার্থনা করিতেন ; কিন্তু আপনি তাহা করেন নাই ॥৪৫॥

ভরতনন্দন । সমস্ত মানুষই কালের প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া থাকে ; যেমন আপনি এই বিষয় উপস্থিত হইলে মুগ্ধ হইরাছিলেন ॥৪৬॥

কাল ব্যতীত এই ক্ষয়ের প্রতি অস্ত্র কি কারণ হইতে পারে ; অতএব এই ক্ষয়ের প্রতি সেই কাল ও দৈবই প্রধান কারণ ; সুতরাং মহাপ্রাজ্ঞ ! আপনার পাণ্ডবগণের উপরে দোষারোপ করিবেন না ॥৪৭॥

এতৎ সৰ্ব্বস্তু বিজ্ঞায় ছায়াদোষকৃতং ফলম্ ।
 অসূয়াং পাণ্ডুপুত্রেষু ন ভবান্ কৰ্ত্তুনৰ্হতি ॥৪৯॥
 কুলং বংশশ্চ পিণ্ডশ্চ যচ্চ পুত্ৰকৃতং ফলম্ ।
 গান্ধার্য্যাস্তব চৈবাত্ পাণ্ডবেষু প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৫০॥
 স্বক্ৰৈব কুরুশাৰ্দূল ! গান্ধারী চ যশস্বিনী ।
 মা শুচো নরশাৰ্দূল ! পাণ্ডবান্ প্রতি কিল্বিষম্ ॥৫১॥
 এতৎ সৰ্ব্বমনুধ্যাত্বা আত্মনশ্চ ব্যতিক্রমম্ ।
 শিবেন পাণ্ডবান্ ধ্যাহি নমস্তে ভরতৰ্ষভ ! ॥৫২॥
 জানাসি চ মহাবাহো ! ধৰ্ম্মরাজস্য যা স্থয়ি ।
 ভক্তির্ভরতশাৰ্দূল ! স্নেহশ্চাপি স্বভাবতঃ ॥৫৩॥

ভারতকৌমুদী

অন্ন ইতি । অতিক্রমো লঙ্ঘনম্ । ধৰ্ম্মত ইত্যাদৌ সৰ্বত্র বৰ্ণ্যাস্তস্ ॥৪৮॥
 এতদिति । অসূয়াং দোষারোপম্ ॥৪৯॥
 কুলমिति । কুলং কুলগৌরবম্, ফলং ভরণপোষণাদিকম্ ॥৫০॥
 স্থমिति । কিল্বিষং জাতিবধপাপং লক্ষ্যীকৃত্য ॥৫১॥
 এতদिति । অনুধ্যাত্বা বিচিন্ত্য, ব্যতিক্রমং জ্ঞানলঙ্ঘনম্ । শিবেন মঙ্গলময়েন চেতসা ॥৫২॥
 জানাসীতি । অতএব তং প্রতি বোধো ন কৰ্ত্তব্য ইতি ভাবঃ ॥৫৩॥

শক্রসন্তাপক রাজা ! এই বিষয়ে মহাত্মা পাণ্ডবগণ ধৰ্ম্ম, জ্ঞান ও স্নেহের
 অল্পমাত্র অতিক্রমও করেন নাই ॥৪৮॥

মহারাজ ! এই সমস্তই আপনার আত্মকৃত দোষের ফল ; ইহা নুষ্টিয়া আপনি
 পাণ্ডবগণের উপরে দোষারোপ করিতে পারেন না ॥৪৯॥

আপনার ও গান্ধারীদেবীর বংশগৌরব, বংশরক্ষা, পিণ্ড প্রত্যাশা এবং পুত্রের
 যে সকল প্রয়োজন আছে ; সে সমস্তই এখন পাণ্ডবগণের উপরে প্রতিষ্ঠিত
 হইল ॥৫০॥

কৌরবশ্রেষ্ঠ নরনাথ ! আপনি এবং যশস্বিনী গান্ধারীদেবী পাণ্ডবগণের এই
 অপরাধ বিষয়ে শোক করিবেন না ॥৫১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! এই সমস্ত বিষয় ও নিজের দোষ স্মরণ করিয়া, মঙ্গলময় চিন্তে
 পাণ্ডবগণের বিষয় চিন্তা করিতে থাকুন । আপনাকে নমস্কার করি ॥৫২॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! আপনার উপরে স্বভাবতই যুষ্টিরের যে ভক্তি ও স্নেহ আছে,
 তাহা আপনি জানেন ॥৫৩॥

এতচ্চ কদনং কৃষ্ণা শক্রগামপকারিণাম্ ।
 দহতে চ দিবারাত্রৌ ন চ শর্ম্মাধিগচ্ছতি ॥৫৪॥
 ত্বাঐকৈব নরশাদূল ! গান্ধারীঞ্চ যশস্বিনীম্ ।
 স শোচন্ নরশাদূলো ন শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥৫৫॥
 হ্রিয়া পরময়াবিষ্টো ভবন্তু নাধিগচ্ছতি ।
 পুত্রশোকান্ভিসমুপ্তং বুদ্ধিব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ম্ ॥৫৬॥
 এবমুক্ত্বা মহারাজ ! ধৃতরাষ্ট্রং যদুন্তমঃ ।
 উবাচ পরমং বাক্যং গান্ধারীং শোককর্ষিতাম্ ॥৫৭॥
 সৌবল্যেয়ি ! নিবোধ ত্বং যত্নাং বক্ষ্যামি সূত্রতে ! ।
 ত্বংসমা নাস্তি লোকেহস্মিন্নত্র সৌমস্বিনী শুভে ! ॥৫৮॥
 জানাসি চ যথা রাজ্ঞি । সভায়াং মম সন্নিধৌ ।
 ধর্ম্মার্থসহিতং বাক্যমুভয়োঃ পক্ষয়োহিতম্ ॥৫৯॥
 উক্তবত্যসি কল্যাণি ! ন চ তে তনয়েঃ কৃতম্ ।
 দুৰ্য্যোধনস্তয়া চোক্তো জয়ার্থী পরমং বচঃ ॥৬০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

এতদিতি । কদনং মহামারীম্ । দহতে অহুতাপানলেন । শর্ম্মা সূত্রম্ ॥৫৪॥
 ষামিতি । শোচন্ পুত্রপৌত্রাদিক্রিয়াং রাজ্যনাশাচ্ছেতি ভাবঃ ॥৫৫॥
 হ্রিয়েতি । হ্রিয়া লজ্জয়া । বুদ্ধ্যা সহ ব্যাকুলিতানি ইন্দ্రిয়াণি যন্ত তম্ ॥৫৬॥
 এবমিতি । যদুন্তমঃ কৃষ্ণঃ । শোকেন কর্ষিতাং দুঃখসাগরে আকৃষ্টাম্ ॥৫৭॥
 সৌবেতি । সূবলস্তাপত্যং স্ত্রীতি সৌবল্যেয়ী, তৎসংবাদনম্ । নিবোধ শৃণু ॥৫৮॥

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অপকারী শক্রগণের এইরূপ মহামারী ঘটাইয়া দিবারাত্রই
 অহুতাপানলে দগ্ধ হইতেছেন ; কখনই শাস্তি পাইতেছেন না ॥৫৪॥

নরশ্রেষ্ঠ ! রাজা যুধিষ্ঠির আপনার ও গান্ধারীদেবীর বিষয়ে শোক করিতে
 থাকিয়া, কোন সময়েই শাস্তি পাইতেছেন না ॥৫৫॥

রাজা ! আপনি পুত্রশোকে সর্ব্বতোভাবে সমুপ্ত হইয়াছেন এবং আপনার
 বুদ্ধি ও ইন্দ্రిয়গুলি শোকে বিশেষ আকুল হইয়া গিয়াছে ; তথাপি রাজা যুধিষ্ঠির
 অত্যন্ত লজ্জিত হওয়ায় আপনার নিকট আসিতেছেন না' ॥৫৬॥

মহারাজ ! যত্নবংশশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ বলিয়া, শোকাকুল গান্ধারী-
 দেবীকে উত্তম বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন— ॥৫৭॥

'সুবলনন্দিনি সূত্রতে ! আমি আপনাকে যাহা বলিব, তাহা আপনি শ্রবণ
 করুন । কল্যাণি ! বর্ত্তমান সময়ে এই জগতে আপনার তুল্য নারী নাই ॥৫৮॥

শৃণু মূঢ় ! বচো মহং যতো ধৰ্ম্মস্ততো জয়ঃ ।
 তদিদং সমনুপ্রাপ্তং তব বাক্যং নৃপাঙ্গজৈঃ ॥৬১॥
 এবং বিদিত্বা কল্যাণি ! মা স্ম শোকে মনঃ কৃথাঃ ।
 পাণ্ডবানাং বিনাশায় মা তে বুদ্ধিঃ কদাচন ॥৬২॥
 শক্তা চাসি মহাভাগে ! পৃথিবীং সচরাচরাম্ ।
 চক্ষুষা ক্রোধদীপ্তেন নির্দম্বুং তপসো বলাৎ ॥৬৩॥
 বাহুদেববচঃ শ্রুত্বা গান্ধারী বাক্যমব্রবীৎ ।
 এবমেতন্মহাবাহো ! যথা বদসি কেশব ! ॥৬৪॥
 আধিভির্দহমানায়া মতিঃ সঞ্চালিতা মম ।
 সা মে ব্যবস্থিতা শ্রুত্বা তব বাক্যং জনার্দন ! ॥৬৫॥

ভারতকৌমুদী

জানাসীতি । ধৰ্ম্মো ভ্রায়ঃ অৰ্থো যুক্তিচ্চ ভাভ্যাং সহিতম্ । পরমং নির্ভূরম্ ॥৫৯—৬০॥
 শ্রুতি । মহং মম, যতো যত্র, ততস্তত্র । সমনুপ্রাপ্তমুপস্থিতম্ ॥৬১॥
 এবমিতি । মা ভূঃ ন ভবদ্বিত্যর্থঃ, তেষামপরাধাতাবাৎ ॥৬২॥
 শক্কেতি । চরৈর্জজ্ঞৈঃ অচরৈঃ স্বাবরৈশ্চ সর্হেতি ভাম্ । ক্রোধেন দীপ্তং অলিতং ভেন ॥৬৩॥
 বাস্বিতি । এবমেতৎ নির্দম্বুং শক্তান্ম্যেবেত্যর্থঃ ॥৬৪॥

রাজি ! আপনি জানেন যে, তৎকালে আপনি সভায় আমার সমক্ষে উভয় পক্ষের হিতজনক ও ধর্ম্মার্থযুক্ত অনেক কথা বলিয়াছিলেন ; কিন্তু আপনার পুত্রেরা আপনার সে বাক্য রক্ষা করেন নাই । কল্যাণি ! তাহার পর আপনি হৃর্ষ্যোধনকে অনেক নির্ভূর কথা বলিয়াছিলেন—॥৫৯—৬০॥

‘মূঢ় হৃর্ষ্যোধন ! তুই আমার কথা শোন—যেখানে ধর্ম্ম থাকে, সেইখানেই জয়ও থাকে’ । রাজপুত্রি ! এখন আপনার সেই বাক্য এই উপস্থিতে হইয়াছে ॥৬১॥

কল্যাণি ! এইরূপ বুঝিয়া আপনি আর শোকের দিকে মন দিবেন না এবং কখনও পাণ্ডবগণের বিনাশের দিকে বুদ্ধি করিবেন না ॥৬২॥

মহাভাগে ! আপনি তপস্তার প্রভাবে ক্রোধজ্বলিত নয়নদ্বারা স্বাবর ও জজ্ঞমের সহিত সমগ্র পৃথিবীই দহন করিতে পারেন’ ॥৬৩॥

তখন গান্ধারী কৃষ্ণের কথা শুনিয়া, এই বাক্য বলিলেন—‘মহাবাহু কৃষ্ণ ! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য বটে ॥৬৪॥

জনার্দন ! মনের বেদনায় আমার বুদ্ধি বিচলিত হইয়াছিল ; কিন্তু তোমার বাক্য শুনিয়া, আমার সে বুদ্ধি এখন স্থির হইয়াছে ॥৬৫॥

রাজস্বকৃষ্ণ বৃক্কৃষ্ণ হতপুত্রকৃষ্ণ কেশব ।।
 ঋং গতিঃ সহিতৈর্বীটৈঃ পাণ্ডবৈর্দ্বিপদাংবর । ॥৬৬॥
 এতাবহুত্বা বচনং মুখং প্রচ্ছাদ্য বাসসা ।
 পুত্রশোকভিসম্ভৃতা গান্ধারী প্ররুরোদ হ ॥৬৭॥
 তত এনাং মহাবাহুঃ কেশবঃ শোককষিতাম্ ।
 হেতুকারণসংযুক্তৈর্বীকৈরাস্থাসয়ৎ প্রভুঃ ॥৬৮॥
 সমাস্থাস্ত চ গান্ধারীং ধৃতরাষ্ট্রক মাধবঃ ।
 দ্রৌণিসঙ্কলিতং ভাবমম্ববুধ্যত কেশবঃ ॥৬৯॥
 ততস্ত্বরিত উথায় পাদৌ মূৰ্দ্ধ্ণা প্রণম্য চ ।
 বৈপায়নস্ত রাজেন্দ্র ! ততঃ কৌরবমব্রবীৎ ॥৭০॥
 আপৃচ্ছে ঋং কুরুশ্রেষ্ঠ ! মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ ।
 দ্রৌণেঃ পাপোহস্ত্যভিপ্রায়ন্তেনান্মি সহসোখিতঃ ॥৭১॥

ভারতকৌমুদী

আধিত্তিরিতি । আধিত্তিম্ নোব্যথাতিঃ । ব্যবস্থিতা স্থিরীভূতা ॥৬৫॥
 রাজ ইতি । সহিতৈঃ সম্মিলিতৈঃ, পাণ্ডবৈঃ সহ, দ্বিপদাং মহুয়াণাম্ ॥৬৬॥
 এতাবদিত্তি । মুখাচ্ছাদনং পরদর্শনলজ্জানিবারণার্থম্ ॥৬৭॥
 তত ইতি । হেতুযুক্তিঃ কারণক ভাভ্যাং সংযুক্তৈঃ, প্রভুঃ সর্বশক্তিমান্ ॥৬৮॥
 সমিতি । দ্রৌণিনা অস্থখায়া সঙ্কলিতং মনসা নিক্রপিতম্, ভাবং রাজৌ পাণ্ডবানাং
 গৃহীত্বাত্মা । অম্ববুধ্যত সর্কান্তর্ধামিচ্ছাদিত্যাশয়ঃ ॥৬৯॥
 তত ইতি । মূৰ্দ্ধ্ণা, বৈপায়নস্ত পাদৌ প্রণম্যেতি সম্বন্ধঃ ॥৭০॥

মহুয়াশ্রেষ্ঠ কেশব ! সম্মিলিত পাণ্ডবগণের সহিত তুমিই এখন অন্ধ, বৃদ্ধ ও
 হতপুত্র রাজার একমাত্র অবলম্বন' ॥৬৬॥

পুত্রশোকসম্ভৃতা গান্ধারী এই পর্য্যন্ত বলিয়া, বস্ত্রদ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া,
 রোদন করিতে লাগিলেন ॥৬৭॥

তাহার পর সর্বশক্তিমান্ ও মহাবাহু কৃষ্ণ যুক্তি ও কারণযুক্ত বহুবিধ বাক্যদ্বারা
 শোকাকুল গান্ধারীকে আশ্বস্ত করিলেন ॥৬৮॥

কৃষ্ণ সেইভাবে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে আশ্বস্ত করিয়া, অস্থখামার সঙ্কলিত
 বিষয় বুঝিতে পারিলেন ॥৬৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! 'তদনন্তর কৃষ্ণ সঘর গাঁত্রোথানপূর্বক, মন্তকদ্বারা বেদব্যাসের
 চরণযুগলে নমস্কার করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—৭০॥

'কৌরবশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনার নিকট আমার প্রস্থানের অমুমতি প্রার্থনা

পাণ্ডবানাং বধে রাত্ৰৌ বুদ্ধিস্তেন প্রবৰ্ত্তিতা ।
 এতচ্ছ্রুত্বা তুঃবচনং গান্ধার্যা সহিতৌহত্রবীৎ ॥৭২॥
 ধৃতরাষ্ট্রৌ মহাবাহুঃ কেশবং কেশিসূদনম্ ।
 শীত্ৰং গচ্ছ মহাবাহো ! পাণ্ডবান্ পরিপালয় ॥৭৩॥ (যুগ্মকম্)
 ভূয়স্ত্বয়া সমেষ্যামি কিপ্রমেব জনার্দন ! ।
 প্রায়াততস্ত্ব ভ্রুরিতো দারুকেণ সহ্যচ্যুতঃ ॥৭৪॥
 বাহুদেবে গতে রাজন্ ! ধৃতরাষ্ট্রং জনেশ্বরম্ ।
 আশ্বাসয়দমেয়াস্মা ব্যাসো লোকনমস্কৃতঃ ॥৭৫॥
 বাহুদেবোহপি ধৰ্ম্মাত্মা কৃতকৃত্যো জগাম হ ।
 শিবিরং হাস্তিনপুরাদিদৃক্ষুঃ পাণ্ডবান্ নৃপ ! ॥৭৬॥

ভারতকৌমুদী

আগৃহ ইতি । আগৃহে প্রস্থানানুমতিং প্রার্থয়ামীত্যর্থঃ । অথ প্রস্থানে কথমিরং
 ঘরেত্যাহ জৌগেরিতি । পাপঃ পাণ্ডবানাং গুপ্তহত্যাবিষয়াদিত্যাশয়ঃ ॥৭১॥

পাণ্ডবানামিতি । বধে গুপ্তহত্যায়াম্, তেন জৌগিনা, প্রবৰ্ত্তিতা কৃত্য । কেশিসূদনং
 কেশিনামকদানবহস্তারম্ । এতেন ভাবিসৌপ্তিকপৰ্শ্ব হৃতিতম্ ॥৭২—৭৩॥

ভূয় ইতি । ভূয়ঃ পুনঃ, ত্বয়া সহ, সমেষ্যামি সম্মিলিতো ভবিষ্যামি ॥৭৪॥

বাব্রিতি । অমেয়াস্মা প্রাকৃতলোকৈরজ্ঞেয়ম্ভাবঃ, লোকনমস্কৃতস্তপোমাহাত্ম্যং ॥৭৫॥

বাব্রিতি । কৃতং কৃত্যং করণীয়ং গান্ধারীকোপশমনং যেন সঃ । শিবিরং প্রাপ্তং
 নদীতীরস্থম্, তদানীং তত্রৈব পাণ্ডবানামবস্থানস্ত পূৰ্ব্বযুক্তম্ভাং । দিদৃক্ষুঃ দৃষ্টুমিচ্ছুঃ ॥৭৬॥

করিতেছি । আপনি আর শোকের দিকে মন দিবেন না । অস্থখামার পাপ
 অভিপ্রায় জন্মিয়াছে ; আমি সেই জন্মই হঠাৎ গাত্ৰোত্থান করিয়াছি ॥৭১॥

অস্থখামা রাজিতে পাণ্ডবগণের গুপ্তহত্যা বিষয়ে সঙ্কল্প করিয়াছেন' । এই কথা
 শুনিয়া, মহাবাহু ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত মিলিত হইয়া কেশিসূত্ৰ কৃষ্ণকে
 বলিলেন—‘মহাবাহু ! তুমি সদয় যাও, পাণ্ডবগণকে রক্ষা কর ॥৭২—৭৩॥

জনার্দন ! আমি আবার তোমার সহিত সম্মিলিত হইব' । তাহার পর কৃষ্ণ
 ঘরাধিত হইয়া দারুকের সহিত প্রস্থান করিলেন ॥৭৪॥

রাজা ! কৃষ্ণ চলিয়া গেলে, অজ্ঞেয়ম্ভাব ও সৰ্বলোকনমস্কৃত বেদব্যাস রাজা
 ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন ॥৭৫॥

মরনাথ ! ওদিকে ধৰ্ম্মাত্মা কৃষ্ণও কৃতকার্য হইয়া, পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ
 করিবার ইচ্ছা করিয়া, হস্তিনানগর হইতে সেই নদীতীরস্থ শিবিরে গমন
 করিলেন ॥৭৬॥

আগম্য শিবিরং রাত্ৰৌ সৌভ্যগচ্ছত পাণ্ডবান্ ।

তচ্চ তেভ্যঃ সমাখ্যায় সহিতস্তৈঃ সমাহিতঃ ॥৭৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি
গদাযুদ্ধে দ্বুতরাষ্ট্রগান্ধারীপ্রবোধনে উনযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

সমাপ্তক্ষেদং শল্যপর্ব ॥০॥ ‡

ভারতকৌমুদী

আগম্যোতি । তদ্গান্ধারীকোপশমনবৃত্তম্ । সমাহিতঃ পরকর্তব্যবিষয়ে একাগ্রচিত্তঃ
অভবদিতি শেষঃ ॥৭৭॥

ঐকর্ষ্যবিশ্বাস্তুমিতে শক্যে সৌরে তপন্তেহহনি পঞ্চমে চ ।

শল্যাপ্রিতা ভারতকৌমুদীয়াং বঙ্গানুবাদাদিযুতা সমাপ্তা ॥১॥

কোটালিপাড়ে বিষয়ে বিভাতি গ্রামো মহানুশিষ্যভিধানঃ ।

তত্রত্য-গন্ধাধরশর্ম্মসুর্ম্মঃ কান্তপঃ শ্রীহরিদাসশর্ম্মা ॥২॥

চিরমুশিষ্যানিবাসিনা কলিকাতানগরপ্রবাসিনা ।

নহু তেন শিবপ্রসাদতো রচিতা শ্রীহরিদাসশর্ম্মণা ॥৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচর্চা-শ্রীহরিদাসসিক্কাভবগীশতট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্বণি গদাযুদ্ধে উনযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

সমাপ্তক্ষেদং শল্যপর্ব ॥০॥

কৃষ্ণ সেই রাত্রিকালে নদীতীরস্থ পাণ্ডবশিবিরে আগমন করিয়াই পাণ্ডবগণের
নিকটে গমন করিলেন এবং তাঁহাদের নিকটে গান্ধারীর কোপ নিবৃত্তির বিষয় বলিয়া,
তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া, পরকর্তব্য বিষয়ে নিবিষ্টচিত্ত থাকিয়া, অবস্থান
করিতে লাগিলেন ॥৭৭॥

শল্যপর্বের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥০॥

* ‘‘ ত্রিযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ’’ পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, ‘‘...চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ’’ নি ।

‡ ইতঃ পরমপি বহুশ্বেষ পুস্তকেষু দুর্ঘোষনবিলাপ-তদন্তিককৃতবর্ণাভাগমনহচকমধ্যায়-
দ্বয়ং শল্যপর্বণ এবাশ্চিমাধ্যায়তয়া সন্নিবেশিতং দৃশ্যতে । তচ্চাতীয়াসঙ্গতম্, পর্বসংগ্রহা-
ধ্যায়োক্তিবিরোধাতঃ । তথা চ পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে—(আদিপর্বণি ত্রিতীয়াধ্যায়ে) ‘‘... উচ্চ
ভয়ো প্রসহাজো গদয়া ভীমবেগয়া । নবমঃ পর্ব নিদ্রিষ্টমেতদুত্তমমর্থবৎ ॥ অতঃ পরং
প্রবক্ষ্যামি সৌপ্তিকং পর্ব দারুণম্ । ভয়োক্রং যত্র রাজানং দুর্ঘোষনমমর্ষণম্ ॥ অপবাতেষু
পার্শ্বেষু ত্রয়শ্চেত্যাযু বধাঃ । কৃতবর্ণা ক্রপো জৌণিঃ সান্নাহে কুরিরেকিতম্ ॥’’ এতেন
তদধ্যায়দ্বয়শ্চ শল্যপর্বণঃ অ-শেষাংশতয়া সৌপ্তিকপর্বণ এব চ প্রাথমিকতয়া স্বয়ং মুনি-
নৈবাতিহিতম্বিত্যকামেনাপি বক্তব্যম্ । কিঞ্চ বড়শীতিম্লোকান্নকৃতদধ্যায়দ্বয়শ্চ শল্যপর্ব-
স্থিতৌ শল্যপর্বণি তাবৎসংখ্যকম্লোকান্নিক্যম্, সৌপ্তিকপর্বণি চ তাবৎসংখ্যকম্লোকান্ননষ্টক
প্রসজ্যেত । বস্তুতস্ত নাটকাদৌ দৃষ্টকাব্যে অকাংশাবতার ইব সৌপ্তিকপর্ব শল্যপর্ব এব
অংশবিশেষ ইতি লেখকপ্রবাদঃ সর্বথৈব সম্ভবতীতি স্মৃতিবিতাবনীয়ম্ ।

